সাংখ্য পরিচয়

'গীতায় ঈশ্বরবাদ', 'কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর', 'প্রেমধর্ম্ম'

প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত, এম্, এ, বি, এল্, বেদান্তরত্ন

প্রণীত

সন ১৩৪৬ সাল

[মূল্য ১৷৷০

প্রকাশক :

শ্রীকনকেন্দ্রনাথ দত্ত

১৩৯-বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীভোলানাথ মি

অর্ফ্যান প্রেস

২৪, কাশী দত্ত ষ্ট্রীট, কলিক

বিজ্ঞপ্তি

প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে আমি সাংখ্য দর্শন সম্বন্ধে এক বিস্তৃত গ্রন্থরচনায় সংকল্প করিয়া, বক্তব্য বিষয়ের একটি চুম্বক প্রস্তুত করি, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ চুম্বক খসড়ারূপ ভ্রূণেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ হওয়া বিচিত্র নয়, কারণ প্রাচীন প্রবচন আছে—উৎথায় হৃদি লীয়ন্তে উকীলানাং মনোরথাঃ। পরে ১৩২৯ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আহ্বানে পরিষদ্-মন্দিরে সাংখ্য-সম্পর্কে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিই এবং ঐ সকল মৌখিক বক্তৃতার নোট অবলম্বনে বারটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া ১৩৩০-৩৩ সনের 'ব্রহ্মবিদ্যা'য় ক্রমশঃ প্রকাশিত করি। ঐ প্রবন্ধ-ধারার নামকরণ করিয়াছিলাম—'সাংখ্য-পরিচয়' (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়ে'র অনুকরণে); কারণ, ঐ প্রবন্ধাবলী আদৌ পাণ্ডিত্য-বিজৃম্ভিত ছিল না, উহা দ্বারা সাধারণ শিক্ষিত পাঠক সাংখ্য-জ্ঞানের সহিত পরিচয় লাভ করিবেন, ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুতঃ সাহিত্য পরিষদে আমি যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়াছিলাম, তাহা Extension Lectures (জ্ঞান-বিস্তারী বক্তৃতা) ধরণের ছিল। পরিষৎ বিদ্বৎ-সমাজ হইলেও আমার বক্তৃতা যাহাতে সাধারণ শ্রোতা,—পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেরই বোধগম্য হয়, তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলাম; ঐ প্রবন্ধ-ধারারও আমার সেইরূপ চেষ্টা ছিল। ঐরূপ করাই আমার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। কারণ, আমি নিজে পাণ্ডিত্য-বিবর্জিত। সেই জন্য উপনিষদের নিম্নোক্ত বাণীটি আমার বড় প্রিয়—

তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ—বৃহদারণ্যক

'অতএব পাণ্ডিত্য হইতে নির্বিন্ন হইয়া বালকভাবে অবস্থান করিবে।' শিশুখৃষ্টের মুখেও আমরা ঐ ধরণের কথা শুনিয়াছি—

দাও ক্ষুদ্র শিশুদের আসিতে নিকটে মম।
স্বর্গরাজ্য তাহাদের—যারা ক্ষুদ্র শিশু সম॥

সেই জন্য জ্ঞানগর্বিত পাশ্চাত্যেরাও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, পাণ্ডিত্যের বিজৃম্ভনা মানুষকে মত্ত করে মাত্র।* এ কথা অসঙ্গত নয়—কারণ, আর্য সত্য (Ultimate Truth) আয়ত্ত করিতে হইলে, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক—তজ্জন্য ধ্যানী ও সমাহিত হওয়া চাই। তত্ত্বের মর্মস্থানে প্রবেশ করিতে হইলে, পাণ্ডিত্যের সম্বল যে বুদ্ধি, তাহাকে নহে—ধ্যানের পরিপাক যে বোধি—তাহাকেই পাথেয় করিতে হয়।

উক্ত প্রবন্ধাবলী পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়া, এবং বহু স্থানে পুনর্লিখিত হইয়া, এখন 'সাংখ্য পরিচয়'-গ্রন্থরূপে প্রচারিত হইল।

পুরুষ ও প্রকৃতি লইয়া সাংখ্যতত্ত্ব। সাংখ্য পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে পুরুষতত্ত্বের বিবরণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকৃতিতত্ত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। উপক্রম অবতরণিকা-স্বরূপ—উহাতে সাংখ্যতত্ত্বের সাধারণ কথা বিবৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডভুক্ত কয়েকটি প্রবন্ধ ইতিপূর্বে 'পরিচয়' মাসিক পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।

১০ই বৈশাখ
১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত

---

* Much learning hath made thee mad.

সূচীপত্র

উপক্রম

প্রথম অধ্যায়

সাংখ্য নামের নিরুক্তি

মহাভারত-কার 'শান্তিপর্বে' মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—নাস্তি সাংখ্য-সমং জ্ঞানম্। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন—তৎকারণং সাংখ্য-যোগাধিগম্যম্—'সেই পরমকারণ সাংখ্য-যোগের অধিগম্য'। এমন কি, দেখা যায় প্রাচীন ভারতে সাংখ্য ও জ্ঞান পর্যায়-শব্দ (convertible terms))-রূপে ব্যবহৃত হইত। তাই ভগবদ্গীতায় জ্ঞান-যোগের নাম 'সাংখ্য'—

জ্ঞান-যোগেন সাংখ্যানাম্—গীতা, ৩।৩

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানম্—গীতা ৫।৫

এবং গীতা সাংখ্যকে 'কৃতান্ত' অর্থাৎ সিদ্ধান্ত শাস্ত্র বলিয়াছেন—

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি—গীতা, ১৮।১৩

অতএব সাংখ্য শাস্ত্রের আলোচনার বিশেষ উপযোগিতা আছে।

সাংখ্যকে 'সাংখ্য' বলে কেন? সাংখ্য-নামের সার্থকতা কি? সাংখ্য-শব্দের নিরুক্তি (etymology) কি?

সং পূর্বক 'খ্যা' ধাতু হইতে 'সংখ্যা' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'সংখ্যা' হইতে 'সাংখ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি। ঐ সংখ্যা শব্দের অর্থ কি?

সংখ্যা শব্দের প্রচলিত অর্থ Number—এক, দুই, তিন, চার প্রভৃতি গণনা। যে শাস্ত্রে তত্ত্বসকলের সংখ্যা বা গণনা করা হয়, তাহার নাম সাংখ্য। ইহাই সাংখ্য নামের প্রচলিত ব্যুৎপত্তি।

সাংখ্যং সংখ্যাত্মকত্বাচ্চ কপিলাদিভি রুচ্যতে—মৎস্যপুরাণ, ৩।২৬

মহাভারতেও এই মতের সমর্থন দেখা যায়—

সংখ্যাং প্রকুর্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।

তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥—শান্তিপর্ব

অর্থাৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সংখ্যা করে বলিয়া সাংখ্যশাস্ত্রের নাম 'সাংখ্য'। *

বস্তুতঃ তত্ত্বসমাসে আমরা এই দুইটি সূত্রের সাক্ষাৎ পাই—অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ—প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র এই আটটি প্রকৃতি এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চস্থূলভূত এই ষোড়শ বিকার—উভয়ে মিলিয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্ব; ইহার উপর পুরুষ—তাহাকে গণনা করিলে তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি হয়।† এই পঞ্চবিংশতি গণনা লক্ষ্য করিয়া গৌড়পাদধৃত একটি প্রাচীন বচন আমরা প্রাপ্ত হই।

---

* ইহার অনুসরণ করিয়া অধ্যাপক হোরেশ উইল্‌সন্‌ লিখিয়াছেন—

The 'Sankhya' philosophy is so termed, because it observes precision of reckoning in the enumeration of its principles, 'Saukya' being understood to signify 'numeral', agreeable to the usual acceptance of সংখ্যা (number).

† ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার কারিকায় পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের এইরূপ গণনা করিয়াছেন :—

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।

ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতির্নবিকৃতিঃ পুরুষঃ॥—সাংখ্যকারিকা, ৩

সাংখ্যসূত্রের গণনা এইরূপ :—

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতির্গণঃ

—সাংখ্যসূত্র ১।৬১

অর্থাৎ, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ— এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা মূল প্রকৃতি, তাহার বিকার মহৎতত্ত্ব, মহতের বিকার অহঙ্কার-তত্ত্ব, অহঙ্কারের বিকার পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের বিকার পঞ্চ মহাভূত; আর পুরুষ—এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।

পঞ্চবিংশতিতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসেৎ।
জটী মুণ্ডী শিখী বাপি মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ যিনি পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বজ্ঞ, তিনি যে আশ্রমেই থাকুন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারী হউন, গৃহস্থ হউন, বানপ্রস্থী হউন অথবা সন্ন্যাসী হউন—তাহার মুক্তি সুনিশ্চিত।

কিন্তু 'সংখ্যা' শব্দের আর একটি অর্থ আছে—সে অর্থ জ্ঞান বা বিচারণা।

সংখ্যা সম্যক্ বিবেকেন আত্মকথনম্ (বিজ্ঞানভিক্ষু)

যথা মহাভারতে—

যো বেত্তি সংখ্যাং নিরতৌ বিধিজ্ঞঃ—১২।৫৭।৭

'খ্যা' ধাতুর এই অর্থ হইতে প্রাচীন খ্যাতি শব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। এখন 'খ্যাতি' বলিলে, আমরা সুখ্যাতি বা অখ্যাতি বুঝি; কিন্তু প্রাচীন কালে খ্যাতির অর্থ ছিল জ্ঞান বা বিবেক। পঞ্চশিখের একটি সূত্র আছে—একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্। পাতঞ্জল দর্শনেও আছে—বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা হানোপায়ঃ—যোগসূত্র ২।২৭। ইহা হইতে দর্শনের পরিভাষায় সুপ্রচলিত 'অন্যতা খ্যাতি' শব্দ। সেখানেও খ্যাতিশব্দে বুদ্ধি বা বিবেক।

'সংখ্যা' শব্দের সমানার্থক 'সংখ্যান' শব্দেরও বুদ্ধি বা বিবেক অর্থে অনেক স্থলে প্রয়োগ পাওয়া যায়। যেমন ভগবদ্গীতায়—

প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে—১৮।১৯

অথবা ভাগবতে—

নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্বগুণসংখ্যানায় *—৫।১৭।১৭

এই বুদ্ধি বা বিবেককে 'সংখ্যা' না বলিয়া, কোথায় কোথায় 'প্রখ্যা' বলা হইয়াছে; যেমন যোগসূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে—

চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণং

* * তৎপরং প্রসংখ্যানম্ ইত্যাচক্ষতে ধ্যায়িনঃ—ব্যাসভাষ্য।

---

* সর্বেষাং গুণানাং সংখ্যানং প্রকাশো যস্মাৎ ইতি শ্রীধরস্বামী।

প্র ও সং মিলাইয়া ঐ 'প্রসংখ্যান' শব্দ। উহারও অর্থ বিচার বা বিবেক।

প্রসংখ্যানেঽপি অকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতেঃ ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ

—যোগসূত্র, ৪।২৯

শ্রীধরস্বামী বলেন, যে সংখ্যা শব্দ হইতে সাংখ্য শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার অর্থ সম্যক্ জ্ঞান এবং যে শাস্ত্রে এই সম্যক্ জ্ঞান প্রকাশিত বা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারই নাম সাংখ্য।

সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বম্ অনয়া ইতি সংখ্যা সম্যক্‌জ্ঞানং; তস্যাং প্রকাশমানম্ আত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্—গীতার ২।২৯ শ্লোকের শ্রীধরভাষ্য।

মহাভারতে এই মতের অনুমোদন আছে—

সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যান-দর্শনম্।

শ্রীধর স্বামীর মতই যুক্ততর মনে হয়। অতএব 'সাংখ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি—গণনার্থ সংখ্যা শব্দ হইতে নহে—ইহার নিরুক্তি বিবেকার্থ সংখ্যা শব্দ হইতে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্য গ্রন্থের স্বল্পতা

সাংখ্য তত্ত্বের যথোচিত আলোচনার প্রধান অন্তরায় প্রামাণিক গ্রন্থের স্বল্পতা (paucity of materials)। বেদান্তশাস্ত্রবিষয়ে যেরূপ উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও তাহার বহুবিধ ভাষ্য, গীতা, যোগবাশিষ্ঠ, পঞ্চদশী, এবং শত শত নিবন্ধগ্রন্থ প্রচলিত আছে, সাংখ্যবিষয়ে সেরূপ নহে। তত্ত্বসমাসসূত্র, সাংখ্যপ্রবচনসূত্র এবং ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা—এই তিন খানি গ্রন্থের উল্লেখ করিলেই সাংখ্যমতের মূল গ্রন্থের গণনা শেষ হইল। এই তিনের মধ্যে তত্ত্বসমাসসূত্রই প্রাচীনতম। ইহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। অনেকে ইহাকে সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক কপিল ঋষির মূল দর্শন মনে করেন। ইহাকে কিন্তু দর্শনগ্রন্থ না বলিয়া দর্শনের সূচীপত্র বা বিষয়তালিকা বলিলেই ঠিক্ হয়। তত্ত্বসমাসের কয়েকটী সূত্র এইরূপ—পুরুষঃ, ত্রৈগুণ্যং, সঞ্চরঃ, প্রতিসঞ্চরঃ, অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ, ষোড়শ বিকারাঃ ইত্যাদি। এই তত্ত্বসমাসের কপিলশিষ্য আসুরির নামে প্রচলিত এক উপাদেয় ভাষ্য এবং ১৭৯৩ শকাব্দে লিখিত ভূদেব শ্রীনরেন্দ্র-কৃত এক টীকা প্রচলিত আছে।

সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত বিস্তৃত সূত্র-গ্রন্থ। প্রচলিত মত এই যে, ইহাই কপিলঋষির মূল সূত্র। এ সম্বন্ধে সাংখ্যাচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন—শ্রুত্যবিরোধিনীঃ উপপত্তীঃ ষড়ধ্যায়ীরূপেণ বিবেকশাস্ত্রেণ কপিলমূর্ত্তি র্ভগবান্ উপদিদেশ।

একই কপিলঋষি যদি তত্ত্বসমাস ও প্রবচনসূত্র—উভয় গ্রন্থই রচনা করিয়া থাকেন, তবে ত' পৌনরুক্ত্য হইল? এই আপত্তির নিরাস জন্য বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিতেছেন—নম্বেবমপি তত্ত্বসমাসাখ্যসূত্রৈঃ সহ অস্যাঃ

ষড়ধ্যায়্যাঃ পৌনরুক্ত্যম্ ইতি চেৎ মৈবং সংক্ষেপ-বিস্তররূপেণ উভয়োরপি অপৌনরুক্ত্যাৎ।

অর্থাৎ কপিলঋষি তত্ত্বসমাসে যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন, প্রবচনসূত্রে তাহারই বিস্তার করিয়াছেন—অতএব প্রবচনসূত্রকে তত্ত্বসমাসের পুনরুক্তি বলা যায় না। বিজ্ঞানভিক্ষুর এই মত যুক্তিসঙ্গত কিনা আমরা ক্রমশঃ তাহার বিচার করিব।

এই প্রবচন-সূত্রের অনিরুদ্ধকৃত বৃত্তি ও বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্য প্রচলিত আছে।

অনিরুদ্ধ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের ও বিজ্ঞানভিক্ষু ষোড়শ শতকের লোক।

সাংখ্য মতের বিবরণ করিয়া পঞ্চশিখাচার্য ষষ্টিতন্ত্র নামে এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।* সেই গ্রন্থ এখন লুপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা—ইতিপূর্বে আমরা যাহার নামোল্লেখ করিয়াছি—ঐ কারিকা-গ্রন্থ পঞ্চশিখের ষষ্টিতন্ত্র অবলম্বনে রচিত। সাখ্যকারিকা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ—উহাতে আর্যাছন্দোনিবদ্ধ মাত্র ৭০টী শ্লোক আছে। গ্রন্থকার ঈশ্বরকৃষ্ণ গ্রন্থের শেষে বলিতেছেন—

সপ্তত্যাঃ কিল যেঽর্থা স্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্টিতন্ত্রস্য।
আখ্যায়িকা-বিরহিতাঃ পরবাদ-বিবর্জিতাশ্চ॥

অর্থাৎ 'ষষ্টিতন্ত্র গ্রন্থে যে অর্থ বিবৃত হইয়াছে, আমি এই ৭০টী শ্লোকে সেই অর্থই প্রকাশিত করিলাম। তবে ষষ্টিতন্ত্রে আখ্যায়িকা ও পরবাদ আছে, আমার গ্রন্থে তাহা নিবদ্ধ হইল না।'

এই কারিকার গৌড়পাদকৃত প্রামাণিক ভাষ্য ও বাচস্পতিমিশ্র-কৃত 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী' নামক উপাদেয় টীকা প্রচলিত আছে। বাচস্পতি মিশ্র

---

* কেহ কেহ বলেন ষষ্টিতন্ত্রের প্রণেতা বার্ষগণ্য। এ মত ভিত্তিহীন। আরও দেখা যায়—A Chinese tradition attributes the authorship of ষষ্টিতন্ত্র to পঞ্চশিখ।

ষড়্দর্শনের টীকাকার—নবম শতাব্দীর লোক। তাঁহার তুল্য দার্শনিক আধুনিক কালে সুদুর্লভ। গৌড়পাদ শ্রীশঙ্করাচার্যের গুরুর গুরু—শঙ্করের গুরু গোবিন্দের গুরু। তাঁহার আবির্ভাবকাল বোধ হয় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। কারিকার আর একখানি প্রাচীন ভাষ্য আছে—তাহার নাম মাঠরবৃত্তি। সম্ভবতঃ এ বৃত্তি গৌড়পাদকৃত ভাষ্য হইতে প্রাচীনতর।

ইহা ছাড়া সাংখ্যকারিকার আর দুইটি টীকা আছে- নারায়ণ তীর্থের সাংখ্যচন্দ্রিকা এবং রামকৃষ্ণের সাংখ্যকৌমুদী। সাংখ্যকৌমুদীতে সাংখ্যচন্দ্রিকার প্রায় অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ—অতএব রামকৃষ্ণকে টীকা প্রণয়নে কোন ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় নাই। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত সাংখ্যসারের উল্লেখ করিলেই সাংখ্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থতালিকা সম্পূর্ণ হয়।

যোগদর্শন সাংখ্যের সজাতীয় দর্শন—কারণ, পতঞ্জলির যোগসূত্রের তত্ত্বাংশে সাংখ্যমত অঙ্গীকৃত হইয়াছে এবং কপিল দর্শনের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সমর্থিত হইয়াছে। পতঞ্জলি ঐ ২৪ তত্ত্বের বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন :—

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি —২।১৯

অলিঙ্গ—(মূলপ্রকৃতি), লিঙ্গমাত্র (মহত্তত্ত্ব), অবিশেষ (অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র) এবং বিশেষ (ষোড়শ বিকার)—ত্রৈগুণ্য বা প্রকৃতির এই চারি পর্ব।

সেই জন্য ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্যমতের নিরাস করিয়া সূত্রকার লিখিয়াছেন—অনেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ অর্থাৎ ইহার দ্বারা যোগদর্শনও নিরাকৃত হইল। এইরূপ বলিবার তাৎপর্য এই যে, যোগদর্শনে যখন সাংখ্যোক্ত পদার্থাবলিই স্বীকৃত হইয়াছে, তখন সাংখ্যনিরাস দ্বারাই পাতঞ্জলও নিরাকৃত হইল। ঐ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,—এতেন সাংখ্যস্মৃতি-প্রত্যাখ্যানেন যোগস্মৃতিরপি প্রত্যাখ্যাতা দ্রষ্টব্যা ইত্যতিদিশতি। তত্রাপি শ্রুতিবিরোধেন প্রধানং স্বতন্ত্রমেব কারণং, মহদাদীনি চ কার্যানি অলোক-

বেদপ্রসিদ্ধানি কল্প্যন্তে। অতএব সাংখ্য-তত্ত্বের আলোচনায় পাতঞ্জলসূত্রের সাহায্য উপেক্ষণীয় নহে।

যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য নামে এক প্রাচীন ও প্রামাণিক ভাষ্য প্রচলিত আছে। এই ভাষ্যের উপরই বাচস্পতি মিশ্র 'তত্ত্ববৈশারদী' নামে ও বিজ্ঞান-ভিক্ষু 'যোগবার্তিক' নামে টীকা রচনা করিয়াছেন। পাতঞ্জল-সূত্রের ভোজদেব-কৃত বৃত্তি ঐ ব্যাসভাষ্যেরই সংক্ষিপ্তসার।

পঞ্চশিখের ষষ্টিতন্ত্র কয়েক শতাব্দী পূর্বেও দার্শনিক-সমাজে প্রচলিত ছিল। কারণ, দেখা যায় গৌড়পাদাচার্য ১৭তম কারিকার ভাষ্যে পঞ্চশিখের নাম উল্লেখ করিয়া তাঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—তথাচ পঞ্চশিখঃ পুরুষাধিষ্ঠিতং প্রধানং প্রবর্ততে। তৎপূর্ববর্তী ব্যাসভাষ্যেও প্রমাণস্বরূপ ষষ্টিতন্ত্র হইতে ১০।১২টি বচন উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়। তথাচ সূত্রং একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্। বাচস্পতি মিশ্র ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—পঞ্চশিখাচার্যস্য সূত্রং একমেব দর্শনং খ্যাতিরেব দর্শনম্। এইরূপ ২।৫ সূত্রের ব্যাস-ভাষ্যে লিখিত হইয়াছে—তথৈতদ্ অত্রোক্তং ব্যক্তম্ অব্যক্তমেব বা সত্ত্বম্ ইত্যাদি। ইহার টীকাতেও বাচস্পতি বলিয়াছেন—উক্তং পঞ্চশিখেন। এইরূপ ২।৬, ২।১৩, ২।১৭, ২।১৮ প্রভৃতি সূত্রেও ষষ্টিতন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। বিজ্ঞানভিক্ষুও ১।১২৭ সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে পঞ্চশিখের বচন উদ্ধৃত করিয়া-ছেন—অত্র আদিশব্দগ্রাহ্যাঃ পঞ্চশিখাচার্যৈরুক্তা, যথা সত্ত্বং নাম প্রকাশ-লাঘবাভিষঙ্গ ইত্যাদি। বিজ্ঞানভিক্ষু খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক—দেখা যাইতেছে তাঁহার সময়েও পঞ্চশিখের গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক কীথ বলেন,—জৈন 'অনুযোগদ্বার' সূত্রে ষষ্টিতন্ত্রের উল্লেখ আছে এবং অহির্বুধ্ন্যসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে সাংখ্যের পরিচয়ে যে বলা হইয়াছে—It is a theistic system of 60 divisions in two parts of 32 (Prakriti) and 28 (Vikriti)—তদ্ দ্বারা নিঃসংশয়ে 'ষষ্টিতন্ত্র' লক্ষিত হইতেছে। অতএব আশা হয়, হয়ত এখনও কোন পুঁথিশালার কীটদষ্ট

স্তূপের মধ্যে ষষ্টিতন্ত্র প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং কালে হয়ত হঠাৎ একদিন উহা আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। যদি কোন দিন ঐরূপ হয়, তবে সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনায় সেদিন নবযুগের সূত্রপাত হইবে। কারণ, খুব সম্ভব প্রবচনসূত্র মূল কাপিল দর্শন নহে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে পঞ্চশিখের ষষ্টিতন্ত্রের মূল্য অত্যধিক। সাংখ্য-পরম্পরা (tradition) এই যে, মহর্ষি কপিল এই সাংখ্যশাস্ত্র তাঁহার শিষ্য আসুরিকে প্রদান করেন এবং আসুরি পঞ্চশিখকে প্রদান করেন; আর পঞ্চশিখই এই সাংখ্যশাস্ত্রের বিস্তার করেন—তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্।

আমরা বলিয়াছি যে, খুব সম্ভব প্রচলিত সাংখ্যপ্রবচনসূত্র মূল কাপিল দর্শন নহে।* এ মত বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতের বিপরীত; কারণ, আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার মতে এই ষড়ধ্যায়ী সূত্র কপিলমূর্তিঃ ভগবান্ উপদিদেশ। অথচ বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার ভাষ্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন—'কালরূপ রাহু সাংখ্য-চন্দ্রকে ভক্ষণ করিয়াছে, এখন আমি বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা তাহার পূরণ করিতেছি।'

কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যং * * পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ।

প্রবচনসূত্রকে যাঁহারা মূল কাপিল দর্শন বলিতে চান, তাঁহাদিগকে কয়েকটী আপত্তির মীমাংসা করিতে বলি।

(ক) প্রবচনসূত্র যদি কপিল-প্রণীত হয়, তবে তাহার মধ্যে পঞ্চশিখ, সনন্দন প্রভৃতি পরবর্তী সাংখ্যাচার্যদিগের মত কিরূপে উদ্ধৃত হইল ?

আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ—৫।৩২

অবিবেক-নিমিত্তো বা পঞ্চশিখঃ—৬।৬৮

লিঙ্গশরীর-নিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্যঃ—৬।৬৯

দ্বয়বিক্ষেপয়োঃ ব্যাবৃত্ত্যা ইত্যাচার্যাঃ—৬।৭০

---

* ডাঃ রাধাকৃষ্ণের মতে সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের বয়স মাত্র ৫০০ বৎসর—'It probably belongs to the 14th century.'

সংহতপরার্থত্বাৎ ॥ ত্রিগুণাদি বিপর্যয়াৎ ॥ অধিষ্ঠানাচ্চেতি ॥ ভোক্তৃভাবাৎ ॥ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ॥

পঞ্চদশ কারিকাটি এইরূপ :—

ভেদানাং পরিমাণাৎ সমন্বয়াৎ শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণকার্যবিভাগাৎঅবিভাগাদ্বৈশ্বরূপস্য ॥

ইহার সহিত ১।১২৯-৩২ সাংখ্যসূত্র তুলনীয়। উভয়ান্যত্বাৎ কার্যত্বং মহদাদেঃ ঘটাদিবৎ ॥ পরিমাণাৎ ॥ সমন্বয়াৎ ॥ শক্তিতশ্চেতি ॥

অতএব দাঁড়াইল যে, সাংখ্যমতের বিবরণ করিবার জন্য সাংখ্যদর্শনের সূচিপত্রস্থানীয় তত্ত্বসমাস এবং এই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন প্রবচনসূত্র ব্যতীত একমাত্র ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকার উপরই নির্ভর করিতে হইতেছে। সেই জন্যই বলিয়াছি যে, সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনার প্রধান অন্তরায় প্রামাণিক গ্রন্থের অল্পতা।

কিন্তু অল্প গ্রন্থের সাহায্যেও যে আলোচনা সম্ভবপর ছিল, দুঃখের বিষয় আমাদের এই বঙ্গদেশে ন্যায়, স্মৃতি ও তন্ত্রের অত্যধিক চর্চায় সেটুকু চর্চাও বিরল হইয়াছিল। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পূর্বতন অধ্যক্ষ হোরেশ উইল্‌সন্ সাহেব ১৮৩৭ সালের ১লা জুলাই সাংখ্যতত্ত্বালোচনা-প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, 'বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণকে সাংখ্যমতের অল্পই আলোচনা করিতে দেখা যায়। আমি অনেক পণ্ডিতেরই সংস্পর্শে আসিয়াছি কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে মাত্র একজনই সাংখ্যশাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন।'*

---

* The subject indeed is little cultivated by the pandits and during the whole of my intercourse with learned natives I met with but one Brahmin who professed to be acquainted with the writings of this school.

উইল্‌সন্ সাহেব সত্যকার সদাশয় লোক ছিলেন—পাশ্চাত্যসুলভ বিদ্যাভিমান ও অহংকার-কীর্তি তাঁহাতে আদৌ ছিল না। তিনি এ দেশের পণ্ডিতের মর্যাদা বুঝিতেন

সুখের বিষয় এখন বাঙ্গালাদেশে অনেক সাংখ্যতীর্থের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইতেছে। ইংরাজি-শিক্ষিতদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সাংখ্যদর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমার যতদূর জানা আছে—ইহার প্রবর্ত্তক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনিই প্রথম সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়া ইংরাজি শিক্ষিতদিগের এ সম্বন্ধে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাহার পূর্ব্বেই কিন্তু পশ্চিম দেশে এ বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল—সে কথা পরে বলিতেছি। ইহার পর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় তত্ত্ব সভা হইতে দেবেন্দ্রনাথ গোস্বামী উইল্‌সন্ সাহেবের প্রকাশিত সাংখ্যকারিকা ও গৌড়পাদ-ভাষ্য অবলম্বন করিয়া তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। বোধ হয় এই সময়েই পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত সাংখ্যসূত্রের অনিরুদ্ধবৃত্তি প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত সানুবাদ সাংখ্যসূত্র ও বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ভাষ্যও উল্লেখযোগ্য। ইহার অনেক পরে পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী অনুবাদসহ প্রকাশ করেন। পণ্ডিত পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু মহাশয়ের গ্রন্থও উল্লেখ করার যোগ্য। ইহার কিছুদিন পরে স্বর্গগত দেবেন্দ্রবিজয় বসু মহাশয় 'নব্যভারতে' সাংখ্যপ্রবচন-সূত্রের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছিলেন। মৎপ্রণীত 'গীতায় ঈশ্বরবাদে' আমিও সাংখ্যদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য সকলের সন্নিবেশ ও সমালোচনা করিয়াছিলাম।

এবং তাঁহাদের নিকট নিজ ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—
It is the fashion with some of the most distinguished Sanskrit scholars on the continent to speak slightingly of native Scholists and Pandits * * Without therefore in the least degree undervaluing European industry and ability, I cannot consent to hold in less esteem the attainments of my form·r masters and friends, the Sanskrit learning of learned Brahmana .

যে সকল বাঙ্গালী সাংখ্যতত্ত্ব-প্রচারে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিবেণীতে প্রতিষ্ঠিত কপিলাশ্রমের শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ আরণ্য ও হরিহরানন্দ স্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সাংখ্যতত্ত্বালোক' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচার করিয়া এবং যোগ-দর্শনের ব্যাসভাষ্য-সম্বলিত এক সুবৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করিয়া ইঁহারা দর্শনামোদী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

বঙ্গের বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী সাংখ্যদর্শনের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল সিংহের নাম গণনীয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাংখ্যকারিকার সভাষ্য অনুবাদ প্রচার করিয়া এবং সিংহ মহোদয় প্রয়াগ হইতে প্রকাশিত 'Sacred Books of the Hindus' শ্রেণীগ্রন্থে প্রবচন-সূত্রের ইংরাজি অনুবাদ (বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ভাষ্য ও অনিরুদ্ধ-কৃত বৃত্তি সমেত) এবং নরেন্দ্র-কৃত টীকার সহিত তত্ত্বসমাস সূত্রের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিয়া প্রশংসার্হ হইয়াছেন। এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা মহাশয়ের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর ইংরাজি অনুবাদও উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু ইহার বহুপূর্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দেখা যায়, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে হেন্‌রি টমাস্‌ কোলব্রুক্‌ Transactions of the Royal Asiatic Societyতে সাংখ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইয়ুরোপে বোধ হয় এই প্রথম সাংখ্যালোকের প্রবেশ। কোলব্রুক্‌ অতি ধীর, মনীষী ব্যক্তি ছিলেন। অধ্যাপক গোল্ডষ্টকর তাঁহাকে প্রাচ্য-বিদ্যাবিদ্‌গণের প্রধান (Prince of Orientalists) বলিয়াছেন। এ বর্ণনা অত্যুক্তি নহে। তাঁহার আলোচনার ফলে সাংখ্যমত অনেকাংশে বিশদ হইয়াছিল। তিনি সাংখ্যকারিকার মূল ও ইংরাজি অনুবাদ সম্পাদন করিয়া প্রকাশার্থ প্রস্তুত করেন, কিন্তু অকাল মৃত্যুর জন্য ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮৩৭

খৃষ্টাব্দে হোরেশ উইল্‌সন্ সাহেব নিজ টিপ্পনী সহ ঐ গ্রন্থ প্রচার করেন। ইতিমধ্যে কিন্তু ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক লাসেন্ (Lassen) সাংখ্যকারিকার মূল ও লাটিন অনুবাদ জার্মানিতে এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক পান্‌থিয়র (Pantheir) প্যারিসে রোমান অক্ষরে কারিকা ও তাহার ফরাশি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখনও প্রবচন-সূত্র ইয়ুরোপে অপরিজ্ঞাত ছিল। ১৮৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে হল্ (Hall) বিজ্ঞান-ভিক্ষুর ভাষ্যসহ সাংখ্য-প্রবচন-সূত্র Bibliothica Indica-শ্রেণীতে প্রচার করেন। পরে ১৮৬২-৬৫ খৃষ্টাব্দে ব্যালান্‌টাইন (Ballantyne) Sankhya Aphorisms of Kapila এই নাম দিয়া সাংখ্য সূত্রের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গার্বে'র (Garbe) Die Sankhya Philosophie জার্মান ভাষায় প্রকাশিত হয়। সাংখ্য সম্বন্ধে ইহাই পাশ্চাত্য দেশে সর্বোত্তম গ্রন্থ। শুনিয়াছি ফরাসি দার্শনিক কুঁজের দর্শনের ইতিহাস (Cousin's History of Philosophy)-গ্রন্থেও সাংখ্য মতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। ইহার পর অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর তাঁহার Six Systems of Hindu Philosophy-গ্রন্থে তত্ত্বসমাস ও আস্থরিকৃত ভাষ্য অবলম্বন করিয়া সাংখ্যতত্ত্বের বিবরণ করেন। পরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কিথ্ সাহেবের The Sankhya System নামক উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।*

বিগত দশ বৎসরের মধ্যে কয়েকজন এদেশীয় পণ্ডিত সাংখ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলের নাম

* ১৯০২ খৃষ্টাব্দে জোসেফ ডাহ্‌লমন (Joseph Dahlman) জার্মান ভাষায় তাঁহার Sankhya Philosophy after the Mahabharata-গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। জার্মান ভাষাভিজ্ঞ কোন বাঙ্গালীকে এই গ্রন্থের আলোচনা করিতে দেখিলে আমি সুখী হইব।

এ স্থলে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন—তবে অন্ধ্র প্রদেশের সার সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণনের History of Indian Philosophy দ্বিতীয় খণ্ড এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের যোগদর্শন -বিষয়ক গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয়েই সুপণ্ডিত এবং সাংখ্য শাস্ত্রে সুপ্রবিষ্ট। তবে আমার মনে হয় শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণনের আলোচনা যেন অধিকতর উপাদেয় ও হৃদয়গ্রাহী।

তৃতীয় অধ্যায়

সাংখ্যমতের প্রাচীনতা

সাংখ্যমত কত দিনের? এ মত কি প্রাচীন কিম্বা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন?

প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের (যাহাদের Orientalists বলে) মধ্যে এক দল আছেন—আর এই দলের মতই পশ্চিমে প্রবল—যাহারা ভারতবর্ষের কোন কিছুকেই প্রাচীন বলিতে রাজি নহেন। তাঁহাদের মতে বেদ ত' কৃষকের গান বটেই—সে গান আবার মাত্র ৩০০০ বৎসর পূর্বে উৎসারিত হইয়াছিল। এ দল বলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ—যাহা আমরা ৫০০০ বৎসরের ঘটনা বলি—১৩০০ খৃষ্ট-পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। পুরাণ—যাহাকে এ দেশের পণ্ডিতেরা বেদব্যাসের সংকলিত বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহা ঐ দলের পণ্ডিতদিগের মতে নিতান্তই আধুনিক গ্রন্থ। এমন কি 'প্রত্ন ওকঃ' হইতে আমাদের আর্য পিতৃপুরুষদিগের ভারতাগমন, যাহা সুদূর অতীতের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন, তাহাও নাকি (ঐ সকল প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে) মাত্র ৪০০০ বৎসরের ঘটনা! যদি একেবারে অসম্ভব না হইত, তবে ঐ দলের পণ্ডিতেরা নিশ্চয়ই বুদ্ধদেবকে উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মপ্রচারক এবং শঙ্করাচার্যকে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সমসাময়িক বলিতেন। অবশ্য যতদিন ইয়ুরোপের লোকেরা তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের কদর্থ করিয়া, সৃষ্টিব্যাপারকে ছয় হাজার বৎসরের ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিতেন, ততদিন ভারতীয় সুপ্রাচীন গ্রন্থাদিকে অর্বাচীন বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এখন যখন তাঁহারা ভূতত্ত্ব-বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কারের ফলে আমাদের

এই পৃথিবীর বয়স এককোটি বৎসরেরও অধিক বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, তখন ভারতীয় ঘটনাবলিকে ২।১ হাজার বৎসর পিছাইয়া দিলেও কিছু ক্ষতি আছে কি ?

ঐ দলের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা যে, সাংখ্যমতের প্রাচীনতার অপলাপ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। স্যার চার্লস ইলিয়ট্কে এই দলের প্রতিনিধিস্বরূপ ধরা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার Hinduism and Buddhism -গ্রন্থের ২৯৬ পৃষ্ঠায় সাংখ্যমতের মূল গ্রন্থত্রয়—তত্ত্বসমাস, প্রবচনসূত্র ও সাংখ্যকারিকা—সম্বন্ধে এইরূপ লিখিতেছেন :— 'এই সকল গ্রন্থই আধুনিক। সাংখ্য প্রবচনসূত্র, যাহা কপিলসূত্র বলিয়া সম্মানিত হয়, তাহা ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর গ্রন্থ। সাংখ্যকারিকা —যাহা তদানীং প্রচলিত গ্রন্থবিশেষের সংকলন মাত্র এবং যাহা ৫৬০ খৃষ্টাব্দে চৈনিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল—ঐ গ্রন্থ হয়ত ২।১ শতাব্দীর পূর্বেকার। তত্ত্বসমাস—যাহা সাংখ্যতত্ত্বের বিষয়তালিকামাত্র এবং যাহাকে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার সাংখ্যমতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বিবেচনা করিতেন—ঐ গ্রন্থের প্রাচীনতা সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সন্দিহান।' *

অধ্যাপক গার্বে—যিনি সাংখ্য সম্বন্ধে ইয়ুরোপে সর্বোত্তম গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—তাঁহার মতে সাংখ্যমতের উৎপত্তি খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে।

* The accepted text books are all late. The most respected is the Sankya Prabachana attributed to Kapila but generally assigned by European critics to the 14th century A. D. Considerably more ancient but still clearly a metrical epitome of a System already existing, is the Sankya-Karika, a poem of 70 verses which was translated into Chinese about 560 A. D. and may be a few centuries earlier. Max-Muller regarded the Tatwasamasa, a short tract consisting chiefly of an enumeration of topics, as the most ancient Sankhya formulary, but the opinion of scholars as to its age is not unanimous.—Sir Charles Elliot's Hinduism and Buddhism, 2nd vol, p 296

'তৎপরে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ঐ মত ভারতীয় সুধীসমাজে প্রসার লাভ করিয়া অবশেষে ষড়্‌দর্শনের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল। ইহারও পরে মহাভারত, মনুসংহিতা এবং পুরাণাদি হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থে ঐ সাংখ্যমত সমাদরে গৃহীত হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ সাংখ্যমতের পরিচায়ক যে গ্রন্থ এখন প্রচলিত আছে (অধ্যাপক গার্বে নিশ্চয়ই এখানে সাংখ্যকারিকাকে লক্ষ্য করিতেছেন)—ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে।' * অধ্যাপক গার্বে বলিলেন, সাংখ্যকারিকা খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়। এ কথার একটু বিচার করিতে চাই। অনেক প্রাচ্য বিদ্যাবিৎই এখন স্বীকার করেন যে, 'সাংখ্যকারিকা'কার বৌদ্ধ-দার্শনিক বসুবন্ধুর পূর্ববর্তী। ঐ বসুবন্ধুর কয়েকখানি গ্রন্থ ৪০৪ খৃষ্টাব্দে † এবং বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গের 'যোগাচার্য্য ভূমিশাস্ত্র' ৪১৪-২১ খৃষ্টাব্দে ধর্মরক্ষ কর্তৃক চৈনিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অতএব সাংখ্যকারিকাকার ঈশ্বরকৃষ্ণ নিশ্চয়ই চতুর্থ

---

* The oldest text book of this system that has come down to us complete belongs to the 5th century A. D.

In the first century B. C. the Brahmans began to adopt the doctrines of the Sankhyas and later on it was received into the so-called orthodox systems. The Sankhya system flourished chiefly in the early centuries of our era. Since that time the whole of the Indian literature, so far as it touches philosophical thought, beginning with the Mahabharata and the Laws of Manu, especially the literature of the mythical and legendary Puranas, has been saturated by the doctrines of the Sankhyas——R. Garbe in his article on Sankhya in Encyclopedia of Religion and Ethics.

† According to Noel Peri (see his A propos de la date de Vasubandhu, pp 339-40), some books of Vasubandhu were translated into the Chinese in A. D. 404. So he must have lived in the 4th century of the Christian era. Vincent Smith in his 'Early History of India' (3rd. Edn. App. N p 328) carries it back still further by about 200 years.

শতকের পূর্ববর্তী।* আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা (মাঠর বৃত্তিসহ) পঞ্চম শতকে পণ্ডিত পরমার্থ কর্তৃক চৈনিক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।† কোন গ্রন্থের খ্যাতি বিদেশে পঁহুছিতে এবং তাহার প্রচলনের ফলে তদুপরি বৃত্তি রচিত হইতে অন্ততঃ দুই এক শতাব্দীর প্রয়োজন নয় কি? যদিই তর্কস্থলে অধ্যাপক গার্বের মত সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, কিন্তু পঞ্চশিখাচার্যের ষষ্টিতন্ত্র? তাহার বয়ঃক্রম কত? এ সম্বন্ধে অধ্যাপক গার্বেকে আলোচনা করিতে দেখিলে আমরা সুখী হইতাম। কারণ, খুব সম্ভব ঐ গ্রন্থ খৃষ্ট-জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে রচিত হইয়াছিল। সে কথা আমরা পরে বলিব।

* Prof. Radha Krishnan places him in the 3rd century A. D. and says that he is earlier than Vasubandhu, who is now assigned to the 4th century A. D.

† Dr. Takasaku (who in 1904 published in the Bulletin de l' E'cole Francaise d' Extreme Orient', Tome iv, a French version of the Chinese translation of the Sankya Karika with the commentary) assigns to Paramartha a period from A. D. 449 to 509.

চৈনিক ভাষায় অনূদিত টীকা 'মাঠর বৃত্তি' কিনা, কেহ কেহ তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ টীকা যদি মাঠর বৃত্তি না হয়, তবে কি? পরমার্থ গৌড়পাদের পূর্ববর্তী—অতএব তাঁহার অনূদিত টীকা গৌড়পাদ-ভাষ্য হইতে পারে না—বিশেষতঃ বচন মেলন করিলে দেখা যায় গৌড়পাদ-ভাষ্যের সহিত ঐ টীকার মিল নাই।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বারাণসী চৌখাম্বা সিরিজে পণ্ডিত বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মার সম্পাদকতায় ঐ মাঠর বৃত্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। পণ্ডিতজী বলেন, গৌড়পাদ ভাষ্য মাঠর বৃত্তিরই সংক্ষেপ—অতো গৌড়পাদীয়ঃ মাঠরবৃত্ত্যা এব সংক্ষেপ ইতি ভাতি। মাঠর বৃত্তিতে গীতা, ভাগবত প্রভৃতি হইতে বচন উদ্ধার করা হইয়াছে এবং ৩১ কারিকার বৃত্তিতে 'হস্তামলক' হইতে একাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব এ বৃত্তি গৌড়পাদ হইতে প্রাচীনতর কিনা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। শুনিলাম পুণা হইতে সম্প্রতি মাঠর বৃত্তির অন্য সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে—তৎপ্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আর এক কথা। অধ্যাপক গার্বে উল্লেখ করিলেন যে, মহাভারতে, মনুসংহিতায় এবং পুরাণাদিতে সাংখ্যমতের সন্নিবেশ আছে। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থকে তিনি খৃষ্টের পরবর্তী গ্রন্থ বলিলেন কি প্রমাণে? আশ্বলায়ন গৃহ্য-সূত্রে ভারতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়:—

সূত্র-ভাষ্য-ভারত-ধর্মাচার্যা যে চান্যে আচার্যা স্তে সর্বে তৃপ্যন্তু—৩।৪

পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্র খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গ্রন্থ। সেই গ্রন্থে আমরা ভারতের উল্লেখ পাইলাম। অধ্যাপক গার্বে হয়ত বলিবেন যে, আশ্বলায়ন ঐ সূত্রে বেদব্যাস-প্রণীত মূল ভারতসংহিতাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন—বৈশম্পায়ন ও সৌতি কর্তৃক সংপ্রসারিত মহাভারতকে লক্ষ্য করেন নাই।

চাতুর্বিংশতি-সাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্—মহাভারত, আদি পর্ব।

এ কথার আমরা প্রতিবাদ করিব না—তবে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিব যে, আশ্বলায়নের পূর্ববর্তী পাণিনি-সূত্রেও আমরা মহাভারতের উল্লেখ পাই।

মহান্ ব্রীহ্যপরাহ্ণগৃষ্টীষ্বাসজাবালভার-ভারত-হৈলিহিলরৌরবপ্রবৃদ্ধেষু
—পাণিনি, ৬।২।৩৮

—এই সূত্রে পাণিনি 'মহাভারত' পদ সিদ্ধ করিলেন। আমরা জানি কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত পাণিনিকেও আধুনিক বলিতে চান। কিন্তু তাঁহারা, অধ্যাপক গোল্ডষ্টকর্ পাণিনির প্রাচীনতা সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণের উপন্যাস করিয়াছেন, তাহার খণ্ডন করিতে পারিয়াছেন কি? পাণিনির সময়ে 'নির্বাণ' শব্দে 'মোক্ষ' বুঝাইত না—'নির্বাত' বুঝাইত—

নির্বাণোহ বাতে—পাণিনি, ৮।২।৫০

পাণিনির সময়ে 'আরণ্যক' শব্দে অরণ্যে অনুচ্যমান আরণ্যক-গ্রন্থ বুঝাইত না—'অরণ্যবাসী, বনচর' বুঝাইত—

অরণ্যাৎ মনুষ্যে—পাণিনি, ৪।২।১২৯

অতএব পাণিনি যে বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী, এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।* সেই পাণিনির সময়ে মহাভারত প্রচলিত ছিল। অতএব মহাভারতকে খৃষ্টের পরবর্তী কিরূপে বলিব? তার পর মনুসংহিতা। এখন যে ভৃগু-প্রোক্ত মনুসংহিতা প্রচলিত আছে, নিঃসন্দেহে তাহার বয়স নির্ণয় করা দুরূহ। তবে আমরা দেখিতে পাই যে, রামায়ণ-রচনার সময়েও শ্লোকাত্মক মনুসংহিতা ভারতীয় ঋষিসমাজে প্রচলিত ছিল। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র আত্মকৃত বালি-বধ-ক্ষালনের জন্য বলিতেছেন—

শ্রূয়েতে মনুনা গীতৌ শ্লোকৌ চারিত্রবৎসলৌ।
রাজভির্ধৃত-দণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥
শাসনাদ্বাপি মোক্ষাদ্বা স্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
রাজা ত্বশাসন্ পাপস্য তদবাপ্নোতি কিল্বিষং॥ —১৮ সর্গ, ৩১-২

এ শ্লোকদ্বয় প্রচলিত মনুসংহিতার অষ্টম অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে পাওয়া যায়।† অতএব মনুসংহিতাও খৃষ্টের পরবর্তী নহে।

আর পুরাণ? পুরাণের মধ্যে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ আছে, আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু খৃষ্টের বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে যে, পুরাণসকল প্রচলিত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অথর্ববেদে এবং ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে যে পুরাণ-সাহিত্যের উল্লেখ আছে, তাহার কথা আমরা ধরিব

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এখন পাণিনিকে খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে ফেলেন।

† শাসনাদ্বা বিমোক্ষাদ্বা স্তেনঃ স্তেয়াদ্ বিমুচ্যতে।
অশাসিত্বা তু তং রাজা স্তেনস্যাপ্নোতি কিল্বিষম্॥
রাজনির্ধৃত-দণ্ডাস্তু কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্মলাঃ স্বর্গ মায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা॥
—মনুসংহিতা, ৮৷৩১৬, ৩১৮

না।* কারণ, ঐ পুরাণ ও আমাদের প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ অভিন্ন না-ও হইতে পারে। কিন্তু বেদব্যাস যে পুরাণ সংকলন করিয়াছিলেন—

আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈঃ গাথাভিঃকল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসহিতাং চক্রে, পুরাণার্থ-বিশারদঃ॥ †

—বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬।১৬

—যে পুরাণ-সংহিতা অবলম্বন করিয়া তাঁহার শিষ্যপ্রশিষ্যগণ অষ্টাদশ পুরাণ (ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রভৃতি) প্রচার করেন—সে সকল পুরাণ কি খৃষ্ট জন্মের পূর্বে প্রচলিত ছিল না? যদি না ছিল তবে খৃষ্ট-পূর্ববর্তী আপস্তম্ব—নাম করিয়া ভবিষ্য-পুরাণ হইতে বচন উদ্ধৃত করিলেন কিরূপে?

আভূতসংপ্লবাং তে সর্গজিতঃ পুনঃ সর্গে বীজার্থা ভবন্তীতি ভবিষ্যং পুরাণে

—আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ২।২৪।৫-৬

আবার তিনি অন্যত্র 'অথ পুরাণে শ্লোকৌ উদাহরন্তি' বলিয়া আর্যসংস্কৃতে লিখিত নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিলেন কিরূপে—যে শ্লোক সর্বাপেক্ষা

---

* ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ —অথর্ববেদ ১১।৭।২৪

পুরাণং বেদঃ সোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীত —শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৩।৪।৩।১৩

ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি অনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি অস্যৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি—বৃহদারণ্যক ২।৪।১০

আথর্বণং চতুর্থম্ ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং পৈত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যম্ ইত্যাদি—ছান্দোগ্য, ৭।১।২

† পুরাণের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। তবে বিষ্ণুপুরাণের ঐ উদ্ধৃত শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে, বেদব্যাসের সময়ে যে সকল আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল, তিনি তাহা সংকলন করিয়া পুরাণ-সংহিতা রচনা করেন। অতএব বেদব্যাস কেবল বেদের 'ব্যাস' (Compiler) নহেন, পুরাণেরও 'ব্যাস' বটেন।

অর্বাচীন ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এখনও পাওয়া যাইতেছে ?

"অথ পুরাণে শ্লোকাবুদাহরন্তি।
অষ্টাশীতি সহস্রাণি যে প্রজামীসিরর্ষয়ঃ।
দক্ষিণেনার্যম্নঃ পন্থানং তে শ্মশানানি ভেজিরে ॥
অষ্টাশীতি সহস্রাণি যে প্রজাং নেষিরর্ষয়ঃ।
উত্তরেণার্যম্নঃ পন্থানং তেঽমৃতত্বং হি কল্পতে ॥

—আপস্তম্ব ধর্মসূত্র, ২।২৩।৩৫*

আপস্তম্ব-ধর্মসূত্রের অনুবাদক ডাক্তার বুলহার্ (Dr. Bulher) বলেন, ঐ সূত্রগ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পরে রচিত হয় নাই, এমন কি পাণিনির পূর্ববর্তীও হইতে পারে। ইহা হইতে কি ইহাই প্রমাণিত হয় না যে, খৃষ্টজন্মের পূর্ব হইতেই বিভিন্ন পুরাণসমূহ প্রচলিত ছিল ?

অতএব মহাভারত, মনুসংহিতা এবং পুরাণাদিতে যখন সাংখ্যমতের সবিশেষ বিবরণ রহিয়াছে, তখন খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এই মতের উৎপত্তি—গার্বের এই সিদ্ধান্ত আমরা কিরূপে স্বীকার করিব ?

যাঁহারা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভগবদ্‌গীতার আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন কিরূপে সাংখ্যমত ওতপ্রোতভাবে গীতার মধ্যে

---

* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে এই শ্লোকদ্বয়ের অনুরূপ যে শ্লোক পাওয়া যায়, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।

অষ্টাশীতি সহস্রাণি প্রোক্তানি গৃহমেধিনাম্।
অর্যম্নো দক্ষিণা যে তু পিতৃযানং সমাশ্রিতাঃ ॥
দারাগ্নিহোত্রিণস্তে বৈ যে প্রজাহেতবঃ স্মৃতাঃ।
গৃহমেধিনাস্ত সংখ্যেয়াঃ শ্মশানান্যাশ্রয়ন্তি যে ॥
অষ্টাশীতি সহস্রাণি নিহিতা উত্তরায়ণে।
যে শ্রূয়ন্তে দিবং প্রাপ্তা ঋষয় ঊর্দ্ধরেতসঃ ॥—৬৫।১০৩-৪

অনুস্যূত আছে। এ সম্বন্ধে আমার 'গীতায় ঈশ্বরবাদ'-গ্রন্থে আমি বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুক্তি করিব না। তবে অভিজ্ঞ পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিব যে, গীতার দশম অধ্যায়ে ভগবান্ সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক কপিল ঋষিকে সিদ্ধগণের অগ্রণী বলিয়াছেন—সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ। মহাভারতের অন্যত্রও * সাংখ্যশাস্ত্রের উল্লেখ আছে—

সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ স উচ্যতে

—শান্তিপর্ব, ৩৪৯।৬৫

সাংখ্যজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি পরিসংখ্যান-দর্শনম্

—শান্তিপর্ব, ৩০৬।২৬

পুরাণেরও নানা স্থানে সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে। ভাগবতের দেবহূতি-কপিল-সংবাদ—যেখানে কপিলদেব নিজ মুখে সাংখ্যতত্ত্বের বিবরণ করিতে-ছেন—পুরাণ-পাঠকমাত্রেরই সুবিদিত। অন্যত্র ভাগবত বলিয়াছেন—

কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদ্ অভূৎ ॥—২।৫।২২

এইরূপ বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠ অংশে পরাশর বলিতেছেন—

একঃ শুদ্ধঃ ক্ষরো নিত্যঃ সর্বব্যাপী পুরাতনঃ।
সোঽপ্যংশঃ সর্বভূতস্য মৈত্রেয় ! পরমাত্মনঃ ॥
প্রকৃতির্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি ॥—৬।৪।৩৫, ৩৮

'পুরুষ এক, শুদ্ধ, অক্ষর, নিত্য ও সর্বব্যাপী ; তিনি সর্বভূতময় পরমাত্মার অংশ। আমি তোমাকে যে ব্যক্ত ও অব্যক্তস্বরূপা প্রকৃতির কথা বলিয়াছি,

* এ প্রসঙ্গে অনুগীতা, মোক্ষপর্বাধ্যায় এবং শান্তিপর্বের ৩০২ হইতে ৩০৭ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। ঐ সকল অধ্যায়ে সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ আছে এবং পঞ্চবিংশ তত্ত্ব পুরুষের উপর ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব পরমাত্মার বিবরণ আছে।

সেই প্রকৃতি ও এই পুরুষ—উভয়ই পরমাত্মাতে বিলীন হন।'

ইহা ছাড়া বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডের ৯৭তম অধ্যায়ে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৪৪তম অধ্যায়ে, মৎস্যপুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে এবং অগ্নিপুরাণের ১৭তম অধ্যায়েও সাংখ্যতত্ত্বের বিবরণ আছে। মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে যে সৃষ্টিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা অনেকাংশে সাংখ্যমতের অনুযায়ী। মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে গুণত্রয়ের বিবেকপ্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে।

তাবুভৌ ভূতসম্পৃক্তৌ মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ।
উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি॥

* * *

তমসো লক্ষণং কামো রজসস্ত্বর্থ উচ্যতে।
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্মঃ শ্রৈষ্ঠ্যমেষাং যথোত্তরম্॥
দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥

—১২।১৪, ৩৮, ৪০

'সেই মহান্ ও ক্ষেত্রজ্ঞ ভূত-সম্পৃক্ত হইয়া নানারূপ ভূতে অবস্থিত তাঁহাকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে। * * তমোগুণের লক্ষণ কাম, রজোগুণের লক্ষণ অর্থ এবং সত্ত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম। উত্তরোত্তর গুণত্রয়ের শ্রেষ্ঠতা। সাত্ত্বিক লোকেরা দেবত্ব, রাজসিক লোকেরা মনুষ্যত্ব এবং তামসিক লোকেরা তির্যকত্ব প্রাপ্ত হয়—এইরূপ জীবের ত্রিবিধা গতি।'

অধিকন্তু সুশ্রুতসংহিতার শারীর স্থানের প্রথম অধ্যায়ে সাংখ্য মতের বিবৃতি আছে।

কিন্তু এই সকল বিবাদাস্পদ মহাভারতাদি গ্রন্থের উপর নির্ভর না করিয়া, যে সকল গ্রন্থের কাল সম্বন্ধে বিবাদ নাই, সেই সকল গ্রন্থ অবলম্বন

করিয়াই আমরা সাংখ্যমতের প্রাচীনতা স্থাপন করিতে চাই। প্রথমতঃ কালিদাসের কথা ধরা যাউক,—তিনি পঞ্চম শতকের লোক। যাঁহারা তাঁহার কাব্য ও নাটকাদির আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন কালিদাস সাংখ্য মতের সহিত সুপরিচিত ছিলেন; শকুন্তলার নান্দীশ্লোকে প্রকৃতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে,—'যাম্ আহুঃ সর্ববীজ-প্রকৃতিরিতি' এবং রঘুবংশের নমস্কার স্তোত্রে আমরা ত্রিগুণের উল্লেখ পাই—

'নমস্ত্রিমূর্তয়ে তুভ্যং প্রাক্‌সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে।
গুণত্রয়-বিভাগায় পশ্চাদ্ ভেদম্ উপেয়ুষে॥

বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ কালিদাসের পূর্ববর্তী,—তাঁহার বুদ্ধ-চরিতের দ্বাদশ সর্গে সাংখ্যমতের সম্পূর্ণ বিবৃতি আছে। অশ্বঘোষ বলেন, বুদ্ধদেবের কিশোর অবস্থায় অরাড নামক তাঁহার এক আচার্য ছিলেন,—তিনি বুদ্ধদেবকে সম্পূর্ণ সাংখ্য সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান করিয়াছিলেন:—

ইত্যরাডঃ কুমারস্য মাহাত্ম্যাদেব চোদিতঃ।
সংক্ষিপ্তং কথয়াঞ্চক্রে স্বস্য শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ম্॥
শ্রূয়তাম্ অয়মস্মাকম্ সিদ্ধান্তঃ শৃণ্বতাং বর!
যথা ভবতি সংসারো যথা বৈ পরিবর্ততে॥

—বুদ্ধ চরিত ১২।১৫-১৬

ইহার পর অরাড—প্রকৃতি, বিকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্র, অব্যক্ত, ব্যক্ত, অবিশেষ, বিশেষ, তমঃ, মোহ, মহামোহ ইত্যাদি সাংখ্যমতের এক বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিলেন। আমরা পরিশিষ্টে ঐ বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক লক্ষ্য করিবেন অশ্বঘোষের সময়ে সাংখ্যমত ভারতবর্ষে কিরূপ প্রসার ও বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী 'ব্রহ্মজালসূত্রে'ও আমরা সাংখ্যমতের উল্লেখ পাই। ঐ সূত্রকার বলেন, সাংখ্যেরা প্রকৃতি ও পুরুষকে নিত্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

অতঃপর আমরা ন্যায়দর্শনের বাৎসায়ন-ভাষ্যের উল্লেখ করিব। বাৎসায়ন ও চন্দ্রগুপ্তের সচিব চাণক্য এক ব্যক্তি কিনা নিশ্চয় করা কঠিন, তবে গোতমসূত্রের এই প্রাচীন ভাষ্য যে খৃষ্টপূর্ববর্তী, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। এই বাৎসায়ন-ভাষ্যে আমরা সাংখ্যমতের উল্লেখ পাই—যথা—নাসত আত্মলাভঃ ন সত আত্মহানং। নিরতিশয়াশ্চেতনা দেহেন্দ্রিয়-মনঃসু বিষয়েষু তৎতৎকারণেষু চ বিশেষ ইতি সাংখ্যানাম্।

বাৎসায়ন-ভাষ্যের পূর্ববর্তী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে—সাংখ্যং যোগং লোকায়তঞ্চ ইত্যান্বীক্ষকী। কৌটিল্য বলিতেছেন—সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত—এই তিন লইয়া আন্বীক্ষিকী বিদ্যা।

বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র খুব সম্ভবতঃ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের পূর্ববর্তী; কারণ, পাণিনিতে আমরা পারাশর্যের এক 'ভিক্ষুসূত্রে'র উল্লেখ পাই। পারাশর্য পরাশর-তনয় বাদরায়ণ ভিন্ন আর কে? 'ভিক্ষুসূত্র'ও সন্ন্যাসী বা চতুর্থাশ্রমী ভিক্ষুদিগের পঠনীয় বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে। দর্শনাভিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ঐ ব্রহ্মসূত্রের অনেক স্থলেই সাংখ্যমতের উল্লেখ আছে। এ প্রসঙ্গে 'ঈক্ষতে র্নাশব্দম্' 'প্রকৃতিশ্চ গীয়তে' ইত্যাদি অনেক সূত্রেরই উদ্ধার করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহা করা নিষ্প্রয়োজন। *

কৌটিল্যের ও বাদরায়ণের পূর্ববর্তী উপনিষদেও স্থানে স্থানে সাংখ্য-মতের উল্লেখ এবং তদনুযায়ী উপদেশ দৃষ্ট হয়। নিম্নে আমরা কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম। সাংখ্যমতানুযায়ী পুরুষের নিঃসঙ্গতা লক্ষ্য করিয়া প্রাচীন বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিতেছেন—অসঙ্গোহ্যয়ং পুরুষঃ—৪।৩।১৫

তমো বা ইদমগ্র আসীৎ একম্। তৎ পরে স্যাৎ। তৎপরেণ ঈরিতং

---

* জিজ্ঞাসু পাঠক ব্রহ্মসূত্রের ১।১।৫ হইতে ১।১।১১ সূত্র, ১।৪।১ হইতে ১।৪।১৪ সূত্র, ১।৪।২৩ হইতে ১।৪।২৭ সূত্র, ২।১।১ হইতে ২।১।১২ সূত্র, ২।২।১ হইতে ২।২।১০ সূত্র, দৃষ্টি করিবেন।

বিষমত্বং প্রয়াতি। এতদ্ রূপং বৈ রজঃ। তং রজঃ খলু ঈরিতং বিষমত্বং প্রয়াতি। এতদ্ বৈ সত্বস্য রূপম্—মৈত্রা, ৫।২

ঐ মৈত্রায়নী উপনিষদে ত্রিগুণ (২।৫, ৫।২) ও তন্মাত্রের (৩।২) উল্লেখ আছে এবং পুরুষ-প্রকৃতির বিবেক উপদিষ্ট হইয়াছে।

ভূতানি পঞ্চতন্মাত্রাণি পঞ্চ মহাভূতানি – মহ, ১

তন্মাত্রাণি সদস্যা মহাভূতানি প্রযাজ্যাঃ—প্রাণাগ্নি, ৪

পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রা চ, আপশ্চ আপোমাত্রা চ, তেজশ্চ তেজোমাত্রা চ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চ আকাশমাত্রা চ—প্রশ্ন, ৪।৮

কঠ উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায় ঐ উপনিষদ্ অনেকস্থলে সাংখ্যভাবে ভাবিত।

মনসস্তু পরাবুদ্ধিঃ বুদ্ধে রাত্মামহান্ পরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥—কঠ, ৩।১১-২

এখানে আমরা অব্যক্ত, মহান্, বুদ্ধি, মনস্ ও পুরুষের উল্লেখ পাইলাম।

পুনশ্চ— মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাৎ অধিমহান্ আত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্॥—৬।৭
অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ—গর্ভ, ৩
বিকারজননীং মায়াম্ অষ্টরূপাম্ অজাং ধ্রুবাম্—চূলিকা *

যদা শেতে রুদ্রঃ তদা সংহার্যতে প্রজাঃ। উচ্ছ্বসিতে তমো ভবতি তমসঃ আপঃ মহ্যমানং ফেণো ভবতি।—অথর্বশির, ৬

অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবী একীভবতি।

---

* এমন কি অধ্যাপক কীথ (Keith) বলিতেছেন—There is in detail in the Sankya, little that cannot be found in the Upanisads in some place or other.—p 60.

এই সকল বচনে আমরা তমঃশব্দবাচ্য সাংখ্যদিগের প্রকৃতি এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির এই গুণত্রয়, পঞ্চতন্মাত্র, প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি প্রভৃতি সাংখ্যমতের বিবরণ পাইলাম। এই প্রসঙ্গে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সেই প্রসিদ্ধ শ্লোক :—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং, বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ"

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৪।৫

(প্রকৃতি একা, প্রকৃতি অজা, প্রকৃতি লোহিতশুক্লকৃষ্ণা (ত্রিগুণময়ী), প্রকৃতি সজাতীয় বিবিধ বিকারের সৃষ্টিকর্ত্রী)—সকলেরই স্মরণ হইবে। উদ্ধৃত শ্লোকে সাংখ্যোক্ত ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে যে লক্ষ্য করা হইতেছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু শঙ্করাচার্য তাঁহার বেদান্ত-ভাষ্যে এ বিষয়ে বিবাদ উত্থাপন করিয়াছেন ; কারণ, তাহা না করিলে সাংখ্যমতকে বেদসম্মত স্বীকার করিতে হয়। তিনি বলেন, ঐ শ্লোকের লক্ষ্য সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি নহে—বেদান্তের অনির্বচনীয় মায়া। তর্কস্থলে যদি তাহাই স্বীকার করা যায়, তথাপি পৈঙ্গল-উপনিষদুক্ত নিম্নোক্ত বচনটির কি গতি হইবে ?—তস্মিন্ লোহিতশুক্লকৃষ্ণগুণময়ী গুণসাম্যা নির্বাচ্যা মূলপ্রকৃতিরাসীৎ—পৈঙ্গল, ১। এই বচনে যে সাংখ্যোক্ত মূলপ্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হইল, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অন্যত্র মহেশ্বরকে প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতি বলা হইয়াছে--

প্রধান-ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ—শ্বেত ৬।১৬

প্রধান=প্রকৃতি, ক্ষেত্রজ্ঞ=পুরুষ। অতএব এই শ্লোকেও যে সাংখ্যমতকে লক্ষ্য করা হইল, ইহা নিঃসন্দেহ। পুনশ্চ শ্বেতাশ্বতর প্রকৃতিকে মায়া বলিয়াছেন—মায়াংতু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ।

আরও কথা আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ স্পষ্টাক্ষরে সাংখ্যশব্দের উল্লেখ করিয়াছেন—তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্।

অন্যত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিতেছেন—

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে, জ্ঞানৈ র্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ

—শ্বেতাশ্ব, ৫।২

'যিনি আদিতে 'কপিল' ঋষিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ভূষিত করিয়াছিলেন'—এই শ্লোকের লক্ষিত 'কপিল' ঋষি কি সাংখ্য-শাস্ত্র-প্রবর্তক কপিল ঋষি?—সাংখ্যেরা যাঁহাকে আদি বিদ্বান্ বলেন এবং যিনি জ্ঞান-বৈরাগ্য-ঐশ্বর্যাদি সহজাত গুণ লইয়া আদিসর্গে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? অতএব প্রমাণিত হইল যে, সেই প্রাচীন উপনিষদ্-যুগেও সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল।

এমন কি, সুপ্রাচীন অথর্ব বেদেও সাংখ্যোক্ত গুণত্রয়ের প্রতি লক্ষ্য আছে:—

অসুং তে আয়ুঃ পুনরাভরামি রজস্তমো মোপগা মা প্রমেষ্ঠা—অষ্টম কাণ্ড, প্রথম অনুবাক্, তৃতীয় সূক্ত।

এ মন্ত্রের ভাষ্য এইরূপ—তদর্থং তে তব অসুং প্রাণং মৃত্যুনা অপহৃতম্ আয়ুশ্চ পুনঃ আভরামি আহরামি। ত্বং চ রজঃ রাগম্ অস্মাকম্ সত্ত্বগুণ-প্রতিবন্ধকং মোপগা মা প্রাপ্নুহি, এবং তমঃ আবরকং হিতাহিত-বিবেক-প্রতিরোধকং তম-আখ্য-গুণম্ মোপগাঃ। ন কেবলং রজস্তমসোঃ অপ্রাপ্তিরেব প্রার্থ্যতে কিং তু মৃতিনিবারণমপি মা প্রমেষ্ঠা ইতি। হিংসাং মা প্রাপ্নুহি। মীঙ্ হিংসায়াম্।

এই অথর্ব মন্ত্রের ভাবানুবাদ এই:—"তোমার প্রাণ ও আয়ুকে (যাহা মৃত্যু কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে) তাহাকে পুনরায় আহরণ করি,—তুমি রজঃকে ও তমঃকে (যাহা সত্ত্বগুণের প্রতিবন্ধক) প্রাপ্ত হইও না—অপিচ মৃত্যুকেও প্রাপ্ত হইও না।" এই মন্ত্রে আমরা স্পষ্টতঃ সাংখ্যোক্ত রজঃ ও তমঃ গুণের উল্লেখ পাইলাম।

অতএব সাংখ্যমতকে সুপ্রাচীন না বলিয়া উপায় কি?

অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ধারণা যে, তাঁহারা যাহাকে বৈদিক যুগ বলেন, সেই যুগে বেদের গান ও যজ্ঞের বিধি-ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কোন সাহিত্যই প্রচলিত ছিল না। এ মত কিন্তু ভ্রমাত্মক। যে উপনিষদ্-দ্বয়কে পাশ্চাত্যেরা প্রাচীনতম উপনিষদ্ বলিয়া স্বীকার করেন, সেই ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়—সেই সুপ্রাচীন যুগেও ঋষি-সমাজে বিবিধ বিদ্যা ও সাহিত্যের কিরূপ প্রসার ছিল।

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিতে পাই, এক সময়ে নারদ সনৎকুমারের সমীপে বিদ্যার্থী হইয়া উপনীত হন—অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ।—ছা, ৭।১।১

সনৎকুমার শিষ্যভাবে উপসন্ন নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছ? তদুত্তরে নারদ নিজের অধীত বিদ্যার এই দীর্ঘ তালিকা প্রদান করিলেন :—ঋগ্‌বেদম্ ভগবো অধ্যেমি যজুর্বেদং সামবেদং আথর্বণং চতুর্থম্, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং, পিত্র্যং রাশিং দৈবং নিধিং বাকোবাক্যম্ একায়নং দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যাম্ এতং সর্বং ভগবোঽধ্যেমি।

'আমি ঋগ্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, যজুর্বেদ ও সামবেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; চতুর্থ অথর্ববেদ, তাহাও অধ্যয়ন করিয়াছি। পঞ্চমবেদ ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি। পিত্র্য (পিতৃবিদ্যা), রাশি (গণিত), দৈব (Science of portents), নিধি (জ্যোতিষ), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), একায়ন (নীতিশাস্ত্র), দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা (ধনুর্বেদ), নক্ষত্র-বিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা (নৃত্য-গীত-বাদ্য-শিল্পাদি-বিজ্ঞানানি—শঙ্কর) —এ সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছি।

বৃহদারণ্যক-উপনিষদে নিম্নোক্ত বচনটি দেখিতে পাই—অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতম্ এতদ্ যদ্ ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ অথর্বাঙ্গিরস

ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি অনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি অস্যৈব এতানি সর্বাণি নিশ্বসিতানি—বৃহ, ২।৪।১০

'সেই মহাভূত (মহেশ্বরেরই) নিঃশ্বাস এই সমস্ত—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাসপুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান—এ সমস্তই তাঁহার নিঃশ্বাসমাত্র।'

কে জানে উদ্ধৃত বচনোক্ত 'সূত্রাণি'র মধ্যে কপিলোক্ত প্রাচীন সাংখ্য-সূত্র গণনা করা হয় নাই?

এ সম্বন্ধে এ দেশীয় পণ্ডিতদিগের একটা আশঙ্কা হইতে পারে। তাঁহারা বলিবেন, বেদ যখন অনাদি, অপৌরুষেয়—তখন তাহার মধ্যে কপিলের নাম বা তৎপ্রবর্তিত সাংখ্যমতের উল্লেখ থাকিবে কিরূপে? অতএব কষ্ট-কল্পনা করিয়া 'কপিল' অর্থে অন্য কিছু এবং সাংখ্য অর্থে বেদান্ত কর। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হইবে। কারণ, বেদ নিত্য বটে, কিন্তু কি ভাবে বেদ নিত্য? বেদকে নিত্য বলিলে কি বুঝিতে হইবে যে, বেদের শব্দ বা ভাষা সনাতন? অর্থাৎ, বেদ এখন যে আকারে নিবদ্ধ রহিয়াছে, অনাদি কাল হইতে সেইরূপই ছিল এবং চিরকাল সেইরূপই থাকিবে। এ মত যুক্তিসহ নহে। ইহা সিদ্ধ করিবার জন্য অনেক কষ্ট-কল্পনার সাহায্য লইতে হয়; অথচ বেদের নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য, বেদের শব্দ বা ভাষাকে নিত্য বলা অনাবশ্যক। সেই জন্য পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিয়াছেন, বেদের শব্দ নিত্য নহে, অর্থই (contents বা idea-ই) নিত্য—'শাব্দী ভাবনা' নিত্য নহে, 'আর্থী ভাবনা'ই নিত্য। উহাই 'বেদ' বা বিদ্যা। এই বিদ্যা চিরদিনই আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। ইহা নিত্য, ইহার উদয় বা বিনাশ নাই। ঋষিরা ধ্যানদৃষ্টির দ্বারা ঐ বিদ্যা দর্শন করেন মাত্র। এই দর্শনের পূর্বেও ঐ বিদ্যা বিদ্যমান ছিল, পরেও থাকিবে। "ঋষ্ দর্শনে"—ইহাই ঋষি নামের সার্থকতা। অর্থাৎ ঋষিরা বেদের দ্রষ্টা, বিদ্যার আবিষ্কারকর্তা বা প্রচারক—প্রবর্তক নহেন। কলম্বস্

আমেরিকা আবিষ্কার করিবার পূর্বেও আমেরিকা বিদ্যমান ছিল। নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিবার পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণ সম্পূর্ণ বলে নিজের শক্তি প্রকাশ করিতেছিল। কিন্তু সে শক্তি ইয়ুরোপে তখনও কেহ 'দর্শন' করেন নাই। অতএব ঐ বিদ্যার দ্রষ্টা বা আবিষ্কারকর্তা নিউটন। এইরূপ 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম (ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ)'—এই বিদ্যা তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রকাশিত হইবার পূর্বেও ছিল। কোন ঋষি ধ্যান-দৃষ্টিবলে এই সত্য সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রচার করিলেন। তিনি এই আর্যসত্যের দ্রষ্টা মাত্র। সে সত্য নিত্য, সে বেদ বা বিদ্যা অনাদি। অশরীরিভাবে এই বিদ্যা পূর্বাপর বিদ্যমান ছিল। ঋষি তাহাকে শরীর দান করিলেন মাত্র।

এই অশরীরী বিদ্যাকে শাস্ত্রকারেরা স্ফোট বলিতেন। প্রত্যক্‌ভাবে (subjectively) যাহা বিদ্যা, পরাক্‌ভাবে (objectively) তাহাই শব্দ বা 'স্ফোট'। এই স্ফোটবাদের সহিত প্লেটো (Plato)-প্রচারিত "Idea"-বাদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। স্ফোটরূপে যেমন বেদ নিত্য, Idea -রূপে সেইরূপ বিদ্যা নিত্য। প্রলয়কালে এই স্ফোট বা Idea ভগবানে অব্যক্ত হইয়া থাকে। সৃষ্টির পরে ইহা আবার ব্যক্ত বা ব্যঞ্জিত হয়। এই ভাবেই বেদ অনাদি, অপৌরুষেয় ও সনাতন। ঋষিরা কালে কালে তাহা দর্শন করিয়া প্রচার করেন। সেই জন্য ঋগ্‌বেদে পুরাতন ও নূতন ঋষির উল্লেখ আছে—অগ্নিরীড্যঃ পূর্বেভি র্নূতনৈ রুত। এইরূপ কোন নূতন ঋষি কর্তৃক বেদ বা বিদ্যার একাংশ প্রচারিত হইবার পূর্বে মহর্ষি কপিলের আবির্ভূত হইবার ও সাংখ্যমত প্রচার করিবার পক্ষে বাধা কি?

আমার বিশ্বাস, পাশ্চাত্যদিগের মধ্যে অধ্যাপক হোরেশ উইল্‌সন্‌ই এ বিষয়ে সুসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইনি ষষ্টিতন্ত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—It evidently represents doctrines of high

antiquity—doctrines exhibiting profound reflection and subtle reasoning ....We must go back to a remoter age (than the Neo-platonists) for the origin of the dogmas of Kapila.—Preface to his edition of Sankhyakarika.

এতক্ষণ আমরা সাংখ্যমতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। আগামী অধ্যায়ে সাংখ্যমত-প্রবর্তক আদি বিদ্বান্ কপিল সম্পর্কে আলোচনা করিব।

তৃতীয় অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

প্রকৃতিশ্চ বিকারশ্চ জন্ম মৃত্যু র্জরৈব চ।
তত্তাবৎ সত্ত্বমিত্যুক্তং স্থিরসত্ত্বঃ পরোঽপি নঃ॥
তত্র তু প্রকৃতির্নাম বিদ্ধি প্রকৃতিকোবিদ।
পঞ্চ ভূতান্যহংকারং বুদ্ধিম্ অব্যক্তমেব চ॥
বিকার ইতি বুদ্ধিং তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ানি চ।
পাণিপাদং চ বাদং চ পায়ূপস্থং তথা মনঃ॥
অস্য ক্ষেত্রস্য বিজ্ঞানাৎ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি সংজ্ঞি চ।
ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চাত্মানং কথয়ন্ত্যাত্ম-চিংতকাঃ॥
সশিষ্যঃ কপিলশ্চেহ প্রতিবুদ্ধ ইতি স্মৃতিঃ।
সপুত্রঃ প্রতিবুদ্ধশ্চ প্রজাপতিরিহোচ্যতে॥
জায়তে জীর্যতে চৈব বধ্যতে ম্রিয়তে চ যৎ।
তদ্ব্যক্তমিতি বিজ্ঞেয়ম্ অব্যক্তং চ বিপর্যয়াৎ॥
অজ্ঞানং কর্ম তৃষ্ণা চ জ্ঞেয়াঃ সংসারহেতবঃ।
স্থিতোঽস্মিন্ ত্রিতয়ে যস্তু তৎসত্ত্বং নাভিবর্ততে॥
বিপ্রত্যয়াদহংকারাৎ সংদেহাদভিসংপ্লবাৎ।
অবিশেষানুপায়াভ্যাম্ সংগাদ্ অভ্যবপাততঃ॥
তত্র বিপ্রত্যয়ো নাম বিপরীতং প্রবর্ততে।
অন্যথা কুরুতে কার্যং মন্তব্যং মন্যতেঽন্যথা॥
ব্রবীম্যহমহং বেদ্মি গচ্ছাম্যহমহং স্থিতঃ।
ইতীহৈবম্ অহংকার স্ত্বনহংকার বর্ততে॥
যস্তু ভাবেন সন্দিগ্ধান্ একীভাবেন পশ্যতি।
মৃৎপিণ্ডবদসন্দেহঃ সন্দেহঃ স ইহোচ্যতে।

য এবাহং স এবেদং মনো বুদ্ধিশ্চ কর্ম চ।
য শৈচবং সগণঃ সোঽহম্ ইতি যঃ সোঽভিসংপ্লবঃ॥
অবিশেষং বিশেষজ্ঞ! প্রতিবুদ্ধাপ্রবুদ্ধয়োঃ।
প্রকৃতীনাং চ যো বেদ সোঽবিশেষ ইতি স্মৃতঃ॥
নমস্কার বষট্কারৌ প্রোক্ষণাভ্যুক্ষণাদয়ঃ।
অনুপায় ইতি প্রাজ্ঞৈরুপায়জ্ঞ প্রবেদিতঃ॥
সজ্জতে যেন দুর্মেধা মনোবাক্কর্মবুদ্ধিভিঃ।
বিষয়েষনভিষঙ্গঃ সোঽভিষঙ্গ ইতি স্মৃতঃ॥
মমেদম্ অহমস্মীতি যদ্দুঃখমভিমন্যতে।
বিজ্ঞেয়োঽভ্যবপাতঃ স সংসারে যেন পাত্যতে॥
ইত্যবিদ্যা হি বিদ্বাংসঃ পঞ্চপর্বা সমীহতে।
তমো মোহং মহামোহং তামিস্রদ্বয়মেব চ॥
তত্রালস্যং তমো বিদ্ধি মোহং মৃত্যু চ জন্ম চ।
মহামোহস্তসংমোহ কাম ইত্যবগম্যতাম্॥
যস্মাদত্র চ ভূতানি প্রমুহ্যংতি মহাংত্যপি।
তস্মাদেষ মহাবাহো! মহামোহ ইতি স্মৃতঃ॥
তামিস্রমিতি চাক্রোধ ক্রোধমেবাধিকুর্বতে।
বিষাদং চান্ধতামিস্রম্ অবিবাদ প্রচক্ষতে॥
অনয়াবিদ্যয়া বালঃ সংযুক্তঃ পঞ্চপর্বয়া।
সংসারে দুঃখভূয়িষ্ঠে জন্মস্বভি নিষিচ্যতে॥
দ্রষ্টা শ্রোতা চ মংতা চ কার্যং করণমেব চ।
অহমিত্যেবমাগম্য সংসারে পরিবর্তন্তে॥
ইত্যেভির্হেতুভির্ধীমন্ তমঃ স্রোতঃ প্রবর্তন্তে।
হেত্বভাবে ফলাভাব ইতি বিজ্ঞাতুমর্হসি॥

তত্র সম্যগ্‌মতি র্বিদ্যান্মোক্ষকাম চতুষ্টয়ং।
প্রতিবুদ্ধা প্রবুদ্ধৌ চ ব্যক্তমব্যক্তমেব চ॥
যথাবদেতদ্বিজ্ঞায় ক্ষেত্রজ্ঞো হি চতুষ্টয়ং।
আর্জবং জবতাং হিত্বা প্রাপ্নোতি পরমক্ষরং॥
ইত্যর্থং ব্রাহ্মণা লোকে পরমব্রহ্মবাদিনঃ।
ব্রহ্মচর্যং চরন্তীহ ব্রাহ্মণান্ বাসয়ন্তি চ॥
ইতি বাক্যমিদং শ্রুত্বা মুনেস্তস্য নৃপাত্মজঃ।
অভ্যুপায়ং চ পপ্রচ্ছ পদমেব চ নৈষ্ঠিকং॥

—বুদ্ধচরিত, ১২।১৭-৪৩

চতুর্থ অধ্যায়

আদি-বিদ্বান্

সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক কপিল দেব।

সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ পুরাতনঃ—মহাভারত, ১২।১৩৭।১১

'সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা কপিল—তাঁহাকে 'পরমর্ষি' বলে।'

ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন—

পুরুষার্থজ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতম্।—৬৯ কারিকা

'এই গুহ্য পুরুষার্থজ্ঞান অর্থাৎ মোক্ষশাস্ত্র পরমর্ষি কপিল আদিতে প্রচার করেন।'

ঋষ্—দর্শনে। যাঁহারা সত্য 'দর্শন' করেন, তত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতি বা সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সত্য যাঁহাদের নিকট করকলিত কুবলয়বৎ—এক কথায় যাঁহারা দ্রষ্টা (Seer), তাঁহারাই ঋষি। যাঁহারা ঋষি, তাঁহাদের নিকট সত্য একটা পরোক্ষ জনশ্রুতি (hearsay) মাত্র নহে—প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সাক্ষাৎকৃত ব্যাপার। তাঁহারা বলেন না—'ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং'—তাঁহারা বলেন—'অগন্ম জ্যোতিঃ অবিদাম দেবান্'—'আমরা জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছি, আমরা দেবতাকে সাক্ষাৎ জানিয়াছি।' *

ঋষির উপর মহর্ষি—তাঁহার উপর পরমর্ষি (পরম-ঋষি)। উপনিষদ্ বলিয়াছেন—নমঃ পরম-ঋষিভ্যঃ নমঃ পরম-ঋষিভ্যঃ।

---

* পাশ্চাত্যেরা সত্যের এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভেদ লক্ষ্য করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, যাঁহারা সত্যকে দর্শন করেন—যাঁহাদের temperamental reaction to the vision of reality আছে তাঁহারাই Prophets, আর যাঁহারা সত্যের গতানুগতিক ব্যাখ্যাতা মাত্র তাঁহারা Priests।

কপিলদেব একজন পরমর্ষি। সাংখ্য-ঐতিহ্য (tradition) এই যে, কপিলদেব সাংখ্যশাস্ত্র তাঁহার শিষ্য আসুরিকে প্রদান করেন। ভাগবত-পুরাণকার এই ঐতিহ্য স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্॥

অর্থাৎ, যে সাংখ্যশাস্ত্রে তত্ত্বসমূহ নির্ণীত হইয়াছে, সেই জ্ঞান সিদ্ধরাজ কপিল আসুরিকে প্রদান করেন। আসুরি উহা তাঁহার শিষ্য পঞ্চশিখকে শিক্ষা দেন এবং পঞ্চশিখ এই শাস্ত্রের বহুল প্রচার করেন। এই পঞ্চশিখকে লক্ষ্য করিয়া মহাভারতকার বলিয়াছেন :—

আসুরেঃ প্রথমং শিষ্যং যমাহুশ্চিরজীবিনম্।

ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার কারিকায় ঐ সাংখ্য-পরম্পরার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, পঞ্চশিখের পর শিষ্যপরম্পরাক্রমে যে সাংখ্যজ্ঞান প্রবর্তিত ছিল, তিনি আর্যাছন্দে তাহা সংক্ষিপ্ত করিয়া, তাঁহার 'সাংখ্যকারিকা'য় নিবদ্ধ করিয়াছেন।

এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।
আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধা কৃতং তন্ত্রম্॥
শিষ্যপরম্পরাগতম্ ঈশ্বরকৃষ্ণেণ চৈতদার্যাভিঃ।
সংক্ষিপ্তমার্যমতিনা সম্যগ্ বিজ্ঞায় সিদ্ধান্তম্॥—কারিকা, ৭০-৭১

মাঠরবৃত্তিকার ঐ পরম্পরার এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—কপিলাৎ আসুরিণা প্রাপ্তম্ ইদং জ্ঞানং। ততঃ পঞ্চশিখেন। তস্মাৎ ভার্গব-উলূক-বাল্মীকি-হারীত-দেবল-প্রভৃতীন্ আগতম্। ততঃ তেভ্য ঈশ্বরকৃষ্ণেণ প্রাপ্তম্।

ঐ ভার্গব, উলূক প্রভৃতি সাংখ্যাচার্যগণের কোন গ্রন্থাদি পাওয়া যায় না। তবে বার্ষগণ্য ও ব্যাড়ি (ইহার অপর নাম বিন্ধ্যবাসী)—এই দুই আচার্যের দুই একটি বচন পরবর্তী গ্রন্থে উদ্ধৃত দেখা যায়। ৩।৫২ যোগসূত্রের ব্যাস-

ভাষ্যে বার্ষগণ্যের এই বচনটি প্রাপ্ত হওয়া যায়—মূর্তিব্যবধিজাতিভেদা-ভাবাৎ নাস্তি মূল-পৃথক্ত্বম্ ইতি বার্ষগণ্যাঃ। বাচস্পতি মিশ্রও ৪৭ কারিকার তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিয়াছেন—'পঞ্চপর্বা অবিদ্যা' ইত্যাহ ভগবান্ বার্ষগণ্যঃ।

এইরূপ গুণরত্ন সূরি-কৃত ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়-টীকায় (বিন্ধ্যবাসী তু এবম্ আচষ্ট—পুরুষোঽবিকৃতাত্মৈব স্বনির্ভাসম্ অচেতনম্ ইত্যাদি), বাদমহার্ণবে এবং যোগসূত্রের ভোজবৃত্তিতে বিন্ধ্যবাসীর বচন উদ্ধার করা হইয়াছে। যতদূর বুঝা যায়—ঐ বার্ষগণ্য ও বিন্ধ্যবাসী ঈশ্বরকৃষ্ণের পূর্ববর্তী।

সাংখ্যশাস্ত্র-প্রচারক এই তিন জন ঋষির নাম আমরা প্রচলিত তর্পণ-মন্ত্রে* পাই—

সনকশ্চ সনকশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্বে তে তৃপ্তিমায়াস্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥

গৌড়পাদাচার্য তাঁহার ভাষ্যের উপক্রমে লিখিয়াছেন :—ইহ ভগবান্ ব্রহ্মসুতঃ কপিলো নাম। তদ্ যথা—

সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
আসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্ত প্রোক্তা মহর্ষয়ঃ॥

—এই প্রাচীন শ্লোকেও আমরা সাংখ্যশাস্ত্রপ্রচারক কপিল, আসুরি ও

---

* ঋষি-তর্পণের ব্যবস্থা আর্যজাতির একটি প্রাচীন পদ্ধতি। গৃহ্যসূত্রে আশ্বলায়ন লিখিয়াছেন—

সুমন্তু জৈমিনি বৈশম্পায়ন পৈল সূত্র ভাষ্য ভারত মহাভারত ধর্মাচার্যা যে চান্যে আচার্যাস্তে সর্বে তৃপ্যন্তু ৩।৪

যাঁহারা জগতে জ্ঞানবিজ্ঞানধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের আত্মার তর্পণ করা কি সুন্দর প্রথা!

পঞ্চশিখের* উল্লেখ পাইলাম। এখানে তাঁহাদিগকে ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের মধ্যে গণনা করা হইল। ইহার অর্থ এই যে, ইহারা সাধারণ মানুষের মত পিতামাতার সহযোগে উৎপন্ন নহেন—ব্রহ্মার ক্রিয়াশক্তির প্রভাবে তাঁহাদের দেহ গঠিত হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহারা চিরজীবী। মহাভারতের শান্তিপর্বেও আমরা কপিলাদি 'ষট্ ব্রহ্মপুত্রান্ মহানুভাবান্'-এর উল্লেখ পাই।

কপিলদেবকে 'আদি-বিদ্বান্' বলা হয়। ইহার অর্থ কি?

কপিলস্য সহোৎপন্না ধর্মোজ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যঞ্চেতি—গৌড়পাদ

অর্থাৎ, ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এইগুলি তাঁহার সাংসিদ্ধিক বা সহোৎপন্ন ভাব। গৌড়পাদ ৪৩ কারিকার ভাষ্যে বলিয়াছেন—

তত্র সাংসিদ্ধিকা যথা ভগবতঃ কপিলস্য আদিসর্গে উৎপদ্যমানস্য চত্বারো ভাবাঃ সহোৎপন্নাঃ ধর্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যম্ ঐশ্বর্যমিতি।

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন ভগবান্ কপিলদেবের ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য—এই ভাবচতুষ্টয় সহজাত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও আমরা ঐ কথা পাইয়াছি।

ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে
জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ।—৫।২

অর্থাৎ, মহেশ্বর আদিসর্গে উৎপন্ন কপিল ঋষিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। এই জ্ঞান, ধর্ম, বৈরাগ্য ঐশ্বর্য—তাঁহার এ জন্মের সাধনলব্ধ সম্পত্তি নহে, জন্মান্তরীণ সিদ্ধির উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত। এইরূপ সিদ্ধদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি তে।—গীতা

---

* কেহ কেহ আসুরিকে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে এবং পঞ্চশিখকে খৃষ্টপর প্রথম শতকে স্থাপন করিতে চান—এ মত ভিত্তিহীন।—'Asuri probably lived before 600 B. C.—if he be one with the Asuri of বৃহদারণ্যক, পঞ্চশিখ may be assigned to the 1st century A. D. (Garbe).

'এই মোক্ষজ্ঞান আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আমার সাধর্ম্য (সাধর্ম্য=সমান ধর্ম অর্থাৎ ব্রহ্মভাব) পাইয়াছেন, তাঁহারা সৃষ্টিতে উৎপন্ন হন না এবং প্রলয়ে ব্যথিত হন না।' ইঁহাদিগকেই 'শিষ্ট' বলে। ইঁহারা পূর্বকল্পের অবশিষ্ট (Remnants)। আমরা জানি, সৃষ্টি প্রবাহরূপে অনাদি। এখন যে সৃষ্টিপ্রবাহ চলিতেছে, তাহার পূর্বে অনেকবার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং পরেও অনেকবার সৃষ্টি হইবে। এক এক সৃষ্টির অবসানে যখন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন সেই সৃষ্টির চরম উৎকর্ষ জীবন্মুক্ত মহর্ষিগণ ব্রহ্মে নির্বাণ না লইয়া, জগতের হিতার্থে অবস্থান করেন। সেই জন্যই তাঁহাদিগকে 'শিষ্ট' বলে। শিষ্+ক্ত=শিষ্ট। এই শিষ্টদিগকে লক্ষ্য করিয়া মৎস্য-পুরাণকার বলিয়াছেন :—

মন্বন্তরস্যাতীতস্য স্মৃত্বা তন্ মনুরব্রবীৎ।
তস্মাৎ স্মার্তঃ স্মৃতো ধর্মো * * শিষ্টাচারঃ স উচ্যতে॥
শিষের্ধাতোশ্চ নিষ্ঠান্তাৎ শিষ্টশব্দং প্রচক্ষতে।
মন্বন্তরেষু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠন্তি ধার্মিকাঃ॥
মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব লোকসন্তানকারিণঃ।
তিষ্ঠন্তীহ চ ধর্মার্থং তান্ শিষ্টান্ সম্প্রচক্ষতে॥
শিষ্টৈরাচর্যতে যস্মাৎ পুনশ্চৈব যুগক্ষয়ে।
পূর্বৈঃ পূর্বৈর্মতত্বাচ্চ শিষ্টাচারঃ স শাশ্বতঃ॥—১৪৫ অধ্যায়

অর্থাৎ, 'কল্পের অবসানে যে ধার্মিকগণ 'অবশিষ্ট' থাকেন (মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি), যাঁহারা পরম্পরার বিচ্ছেদ বারণ করেন, যাঁহারা ধর্মার্থ পৃথিবীতে অবস্থান করেন,—তাঁহাদিগকে 'শিষ্ট' বলে। তাঁহাদের প্রবর্তিত যে আচার, তাহাই শিষ্টাচার।' কপিলদেব এইরূপ একজন 'শিষ্ট' সিদ্ধপুরুষ। তিনি জগতের হিতার্থে ব্রহ্মার ক্রিয়াশক্তি দ্বারা রচিত দেহ ধারণ করিয়া অতি প্রাচীনকালে সাংখ্যজ্ঞান প্রচার করেন। আদি-বিদ্বান্ তাঁহা হইতে শিষ্যপ্রশিষ্যক্রমে এই সাংখ্যজ্ঞানের প্রচার হয়।

'মম সাধর্ম্যমাগতাঃ'—যিনি পরমর্ষি, তিনি ঈশ্বরের সমানধর্মপ্রাপ্ত, ব্রহ্মভাবে ভাবিত। ঈশ্বরভাবাপন্ন সিদ্ধপুরুষকে ঈশ্বর বলা অসঙ্গত নহে—বরং সহজ ও স্বাভাবিক। অতএব কপিলদেব যে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া ঘোষিত হইবেন, ইহা অপ্রত্যাশিত নহে। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন :—

তদিদং শাস্ত্রং কপিলমূর্ত্যা ভগবান্ বিষ্ণুরখিললোকহিতায় প্রকাশিতবান্।

'ভগবান্ বিষ্ণু অখিললোকহিতের জন্য কপিলমূর্তি ধারণ করিয়া এই শাস্ত্র প্রকাশ করেন।' মহাভারতেও এই ধরণের কথা আছে—

বাসুদেবেতি যং প্রাহুঃ কপিলং মুনিপুঙ্গবাঃ।

'মুনিগণ কপিলকে 'বাসুদেব' বলিয়া থাকেন।' *

রামায়ণেও আমরা কপিল ঋষির সাক্ষাৎ পাই। সেখানে তিনি সগর রাজার যজ্ঞীয় অশ্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সে আখ্যায়িকার সার মর্ম এই ;—সূর্যবংশীয় সগর রাজার দুই পত্নী ছিল, জ্যেষ্ঠার নাম কেশিনী ও কনিষ্ঠার নাম সুমতি। কেশিনীর গর্ভে রাজার অসমঞ্জ নামে একটি পুত্র ও সুমতির গর্ভে ষাট হাজার তনয় জন্মগ্রহণ করে। রাজা, অসমঞ্জকে পাপাচারী ও প্রজার অহিতকারী দেখিয়া, নির্বাসিত করেন। অংশুমান্ নামে তাহার এক পুত্র ছিল। ঐ পুত্র অতিশয় প্রিয়বাদী ও সকলের স্নেহের পাত্র হইয়া উঠে।

সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া, অংশুমানকে যজ্ঞীয় অশ্বের অনুসরণ করিতে বলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞবিঘ্ন সম্পাদনের জন্য রাক্ষসী মূর্তি গ্রহণ করিয়া, সেই অশ্ব অপহরণ করিলেন। তখন উপাধ্যায়গণ সগরকে বলিলেন—'মহারাজ! আপনি অপহারককে সংহার করিয়া, শীঘ্র অশ্ব আনয়ন করুন। নতুবা আপনার ইষ্ট হইবে না।' তখন রাজা সগর

* এক স্থলে তাঁহাকে অগ্নির অবতার বলা হইয়াছে—অগ্নিঃ স কপিলো নাম সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্তক ইতি স্মৃতেঃ। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু এ মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন—৬।১০ সূত্রের ভিক্ষুভাষ্য।

সভামধ্যে ষষ্টিসহস্র পুত্রকে আহ্বানপূর্বক আদেশ করিলেন—'তোমরা এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরার সকল স্থানে তন্ন তন্ন করিয়া, অশ্বের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হও। যে পর্যন্ত সেই অশ্বাপহারকের দর্শন না পাও, তাবৎ এই পৃথিবী খনন কর'। সগর-সন্তানেরা তাহাই করিতে লাগিল।

ততঃ প্রাগুত্তরাং গত্বা সাগরা প্রথিতাং দিশম্।
রোষাদভ্যখনন্ সর্বে পৃথিবীং সগরাত্মজাঃ॥
তে তু সর্বে মহাত্মানো ভীমবেগা মহাবলাঃ।
দদৃশুঃ কপিলং তত্র বাসুদেবং সনাতনম্॥
হয়ঞ্চ তস্য দেবস্য চরন্তম্ অবিদূরতঃ।—আদিকাণ্ড, ৪০।২৪-৬

সগরাত্মজেরা পূর্বোত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া পৃথিবী খনন করিতে লাগিল এবং তথায় কপিলরূপধারী সনাতন বাসুদেবকে নিরীক্ষণ করিল এবং দেখিল, তাঁহারই অদূরে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব বিচরণ করিতেছে। তাহারা কপিলকেই অশ্বাপহারক মনে করিয়া, 'তিষ্ঠ' 'তিষ্ঠ' বলিয়া তাঁহার দিকে ধাবমান হইল। কপিল তাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাক্রোধে হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন। তিনি হুঙ্কার করিবা-মাত্র সগর-সন্তানগণ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

শ্রুত্বা তদ্বচনং তেষাং কপিলো রঘুনন্দন!
রোষেণ মহতাবিষ্টো হুঙ্কারমকরোৎ তদা॥
ততস্তেনাপ্রমেয়েন কপিলেন মহাত্মনা।
ভস্মরাশীকৃতাঃ সর্বেঃ কাকুৎস্থ! সগরাত্মজাঃ॥
—আদিকাণ্ড, ৪০।২৯, ৩০

ইহার পর অংশুমান্ কপিলকে প্রসন্ন করিয়া, কিরূপে যজ্ঞীয় অশ্ব সগর-রাজার নিকট ফিরাইয়া আনেন এবং কিরূপে তিন পুরুষব্যাপী চেষ্টা ও তপস্যার ফলে গঙ্গাদেবী ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, পৃথিবীতে অবতরণ করতঃ ভস্মীভূত সগর-সন্তানগণকে উদ্ধার করেন—এ সকল কথা বর্তমান

প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনীয় নহে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেও কপিলের উল্লেখ আছে :—

যস্যেয়ং বসুধা কৃৎস্না বাসুদেবস্য ধীমতঃ।
মহিষী মাধবস্যেষ্টা স এষ ভগবান্ প্রভুঃ।
কাপিলং রূপমাস্থায় ধারয়ত্যনিশং ধরাম্॥

মহাভারতের বনপর্বে সগর রাজার যজ্ঞীয় অশ্বের সম্পর্কে আমরা কপিলের যে বিবরণ প্রাপ্ত হই, সে বিবরণ রামায়ণের বিবরণেরই অনুরূপ।

ততঃ পূর্বোত্তরে দেশে সমুদ্রস্য মহীপতে!
বিদার্য পাতালমথ সংক্রুদ্ধাঃ সগরাত্মজাঃ॥
অপশ্যন্ত হয়ং তত্র বিচরন্তং মহীতলে।
কপিলং চ মহাত্মানং তেজোরাশিমনুত্তমম্।
তেজসা দীপ্যমানং তু জ্বালাভিরিব পাবকম্॥—৯৩।৫৩-৫৫

'সমুদ্রের পূর্বোত্তর দেশে পাতাল বিদারণ করিলে, ক্রুদ্ধ সগর-সন্তানগণ সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে বিচরণ করিতে দেখিতে পাইল এবং জ্বালা-সমাকুল অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান তেজঃপুঞ্জ মহাত্মা কপিলকে দর্শন করিল।' তখন কাল-প্রেরিত সগর-সন্তানগণ মহাত্মা কপিলকে অনাদর করিয়া, অশ্বগ্রহণ-মানসে ধাবিত হইল।

ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ কপিলো মুনিসত্তমঃ।
বাসুদেবেতি যং প্রাহুঃ কপিলং মুনিপুঙ্গবম্॥
স চক্ষুর্বিকৃতং কৃত্বা তেজস্তেষু সমুৎসৃজন্।
দদাহ সুমহাতেজা মন্দবুদ্ধীন্ স সাগরান্॥—৯৩।৫৭-৮

'তখন মুনিসত্তম কপিল (যাঁহাকে বাসুদেব বলা হয়) ক্রুদ্ধ হইয়া, চক্ষু বিকৃত করতঃ, তাহাদের উপর তেজোবর্ষণ করিলেন এবং সেই মন্দবুদ্ধি সগর-সন্তানগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।'

রামায়ণ ও মহাভারতে সগর-সন্তানগণের সম্পর্কে আমরা মুনিপুঙ্গব কপিলের যে বিবরণ প্রাপ্ত হইলাম, তাহাতে তিনি যে সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তক বা সাংখ্যজ্ঞানের প্রচারক, তাহার কোন উল্লেখ পাইলাম না। তবে মহাভারতের অন্যত্র কপিলঋষি যে সাংখ্যশাস্ত্রের বক্তা, তাহার উল্লেখ আছে—

সাংখ্যস্য বক্তা কপিলঃ পরমর্ষিঃ পুরাতনঃ।—শান্তিপর্ব

এবং তৎশিষ্য-প্রশিষ্য আসুরি ও পঞ্চশিখের নামোল্লেখ আছে—

আসুরির্মণ্ডলে তস্মিন্ প্রতিপেদে তদব্যয়ং।
তস্য পঞ্চশিখঃ শিষ্যো মানুষ্যপয়সাভৃতঃ॥

শান্তিপর্বে মোক্ষধর্মপর্বাধ্যায়ে সাংখ্যমতের সবিশেষ বিবরণ আছে; সে বিষয়ের এখানে আলোচনা করিব না। এখানে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, রামায়ণ ও মহাভারত উভয় গ্রন্থেই কপিলকে বাসুদেব বলা হইল। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে—যেখানে ভগবানের অবতার-সমূহের গণনা আছে, তাহার মধ্যে আমরা কপিলের উল্লেখ পাই।

পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্॥—ভাগ, ১৷৩৷১০

[এই অবতারগণ পরমপুরুষের অংশকলা—এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ]

অবতার-গণনায় কপিল পঞ্চম অবতার, সিদ্ধগণের অগ্রণী—তিনি কালবিপ্লুত সাংখ্যজ্ঞান আসুরিকে উপদেশ করিয়াছিলেন। ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে (২৫ হইতে ৩৩ অধ্যায়ে) প্রসিদ্ধ দেবহূতি-কপিল-সংবাদ। সেখানে কপিলদেবের যে বিবরণ আছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তিনি কর্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

কপিলস্তত্ত্বসংখ্যাতা ভগবান্ আত্মমায়য়া।
জাতঃ স্বয়মজঃ সাক্ষাৎ আত্মপ্রজ্ঞপ্তয়ে নৃণাম্॥—ভাগ, ৩৷২৫৷১

'অজ (জন্মরহিত) ভগবান্ জীবকে আত্মজ্ঞান দিবার জন্য, নিজ মায়া দ্বারা তত্ত্বসংখ্যাতা কপিলরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন' এবং যথাকালে জননী

দেবহূতির অজ্ঞান অপনোদন জন্য, তাঁহার নিকট সেই সাংখ্যজ্ঞান উপদেশ করিলেন।

তত্ত্বাম্নায়ং যৎ প্রবদন্তি সাংখ্যং
প্রোবাচ বৈ ভক্তিবিতানযোগম্।—ভাগ, ৩।২৫।৩১

ভাগবতে সাংখ্যমত যেরূপ বিবৃত হইয়াছে, তাহার সহিত প্রচলিত সাংখ্যমতের কয়েক বিষয়ে মর্মান্তিক প্রভেদ আছে। এ স্থানে তাহা আলোচ্য নহে। এখানে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে কপিলদেবের যে বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই সঙ্কলন করিলাম মাত্র।

পঞ্চম অধ্যায়

সাংখ্যীয় দুঃখবাদ

সাংখ্যশাস্ত্রের আরম্ভ দুঃখবাদে--পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা যাহাকে Pessimism বলেন। এ বাদের মুখ্য কথা এই, জগৎ দুঃখময়। জগতে সুখ আদৌ নাই, তাহা নহে; তবে সুখ অত্যল্প,—দুঃখই বেশী। দুঃখবাদের বিপরীত মতকে Optimism (শুভবাদ বা সুখবাদ) বলে। শুভবাদীরা বলেন, জগতে দুঃখ আছে বটে; কিন্তু সুখের তুলনায় তাহা অকিঞ্চিৎকর। এক পক্ষে সার্ জন্ লাবাক্-এর (Sir John Lubback) মত লোক জীবনের সুখরাশির (Pleasures of Life) গণনা করিতেছেন; অন্যপক্ষে সোপেন্‌হয়ার্ (Shopenhauer) এবং হার্টম্যান্ (Hartman) বলিতেছেন যে, জীবন-দীপের নির্বাণই শ্রেয়স্কর। এ দেশের দার্শনিকদিগের মধ্যে চার্বাক্‌কে সুখবাদী বলিতে পারা যায়। চার্বাক্-দর্শন বলেন যে, জগতে দুঃখ আছে বটে, কিন্তু দুঃখের ভয়ে সুখকে আলিঙ্গন না করা মূঢ়তা। পুষ্পে কীট থাকে বলিয়া, আমরা কি পুষ্পের আঘ্রাণ লইব না?

সে যা' হ'ক, সাংখ্যেরা কিন্তু নিপট দুঃখবাদী—তাঁহারা বলেন, দুঃখই জগতের স্বভাব। এ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকা লিখিয়াছেন—

তত্র জরামরণকৃতং দুঃখং প্রাপ্নোতি চেতনঃ পুরুষঃ।
লিঙ্গস্যাবিনিবৃত্তে স্তস্মাদ্দুঃখং স্বভাবেন ॥—কারিকা, ৫৫

'জীব যতদিন শরীর ধারণ করে, ততদিন তাহাকে জরা-মরণ জন্য দুঃখ ভোগ করিতেই হয়; অতএব দুঃখ-ভোগ জীবের স্বভাব।'*

---

* Pain is the fundamental fact in life. Wherever life is, there is pain.—Canon Street's Reality, p 57.

সাংখ্যেরা বলেন, জগতে সুখ আদৌ নাই,—তাহা নয়; তবে সুখ কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে মিলে। সে সুখও আবার অতি অল্প ও দুঃখ-সংভিন্ন। তাহাও আবার স্থায়ী হয় না। অতএব সে সুখ দুঃখপক্ষেই ধর্তব্য। তাই সূত্রকার বলিয়াছেন—

কুত্রাঽপি কোঽপি সুখীতি। তদপি দুঃখশবলম্ ইতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ।—সাংখ্যসূত্র, ৬।৭-৮

অন্যত্র সূত্রকার বলিতেছেন—

সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্—৩।৫৩

ঊর্দ্ধাধো-গতানাং ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানাং সর্বেষামেব জরামরণাদিজং দুঃখং সাধারণম্—বিজ্ঞান ভিক্ষু।

উচ্চ নীচ, ঊর্দ্ধ অধঃ—সকলেরই দুঃখ সাধারণ (common property)। সাংখ্যমতানুযায়ী পাতঞ্জল-দর্শন এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন—

দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ* —২।১৫

হেয়ং দুঃখম্ অনাগতম্—২।১৬

---

* বিবেকিনঃ ন তু সংসারিণঃ। যাহারা স্থূলদর্শী, সংসারী,—তাহারা হয় ত' দুঃখোদর্ক সুখকে সুখ ভাবিয়া বহুমান করিতে পারে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বিবেকীর চক্ষে সে সুখ দুঃখেরই পূর্বরূপ—অতএব হেয়। সেইজন্য ব্যাসভাষ্য বলিতেছেন—অক্ষিপাত্রকল্পং যোগিনঃ ক্লিশ্নাতি। বিবেকী যোগীর চিত্ত অক্ষিপাত্রের ন্যায় সুকুমার। চোকের পাতায় এতটুকু কুটা পড়িলে, সহ্য হয় না; কিন্তু মানুষ পিঠের উপর কিল চড় সহিতে পারে। উট কাঁটা ঘাস স্বচ্ছন্দে খায়, কিন্তু তাহাতে আমাদের জিহ্বা ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। সেইজন্য ২।১৪ সূত্রের ব্যাসভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—বিষয়সুখকালেঽপি দুঃখম্ অস্ত্যেব প্রতিকূলাত্মকং যোগিনঃ। কেন? পতঞ্জলি ২।১৫ সূত্রে ইহার উত্তর দিয়াছেন—'পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।' ইহার বৃত্তি করিয়া ভোজদেব বলিতেছেন—ঐকান্তিকীং আত্যন্তিকীঞ্চ দুঃখনিবৃত্তিং ইচ্ছতো বিবেকিনঃ উক্তরূপকারণচতুষ্টয়াৎ সর্বে বিষয়া দুঃখরূপতয়া প্রতিভান্তি। অর্থাৎ, বিষয়ের ভোগকালে তৎপ্রতি আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত

যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যের এক স্থলে জৈগীষব্য ঋষির এক আখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে। জৈগীষব্য নামে দশমহাকল্পজীবী এক জাতিস্মর মহর্ষি ছিলেন। তাঁহাকে একদিন আবট্য ঋষি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"আপনি ত' এই সুদীর্ঘ কালে অশেষবিধ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া, অশেষ প্রকারের ভোগ উপলব্ধি করিয়াছেন। আপনার উপলব্ধির সার মর্ম কি?" ইহার উত্তরে মহর্ষি জৈগীষব্য বলিয়াছিলেন:—"আমার অভিজ্ঞতার সার মর্ম দুঃখ। যত যোনিতে ভ্রমণ করিয়াছি, যত ভোগ উপলব্ধি করিয়াছি, তাহার মূলে দুঃখ।" *

অন্যান্য ভারতীয় দর্শনেও এই দুঃখবাদের সমর্থন দেখা যায়। ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্র এইরূপ --

দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তিদোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াৎ অপবর্গঃ।—ন্যায়সূত্র, ১।১।২

হয়, অথচ ভোগদ্বারা সে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি ঘটে না—ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি—ইহাই পরিণাম-দুঃখ। ভোগকালে ভোগের পরিপন্থী বিষয়ে স্বতঃই দ্বেষ উৎপন্ন হয়—ইহাই তাপ-দুঃখ। ভোগমাত্রেরই—তা' সে ভোগ সুখকর হো'ক বা দুঃখকর হো'ক—একটা সংস্কার চিত্তে নিরূঢ় হইয়া যায়, এবং তাহার ফলস্বরূপ যে ভাবী দুঃখ—তাহাই সংস্কার-দুঃখ। ইহা ছাড়া সমস্ত চিত্তবৃত্তি যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমের দ্বারা অনুবিদ্ধ—অতএব যুগপৎ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, তখন কোন ভোগই দুঃখানুবিদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। উক্ত কারণ-চতুষ্টয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিবেকী ব্যক্তি বিষয়-জনিত সুখভোগ কালেও তাহার দুঃখাত্মকতা অনুভব করেন। তাই বলা হইল—দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।

* অথ ভগবান্ আবট্য তমুবাচ—দশসু মহাসর্গেষু ভব্যত্বাৎ অনভিভূত-বুদ্ধিসত্ত্বেন ত্বয়া দেবমনুষ্যেষু পুনঃ পুনঃ উৎপদ্যমানেন সুখদুঃখয়োঃ কিম্ অধিকম্ উপলব্ধমিতি। ভগবন্তমাবট্যং জৈগীষব্য উবাচ—দেবমনুষ্যেষু পুনঃ পুনঃ উৎপদ্যমানেন যৎকিঞ্চিদ্ অনুভূতং তৎ সর্বং দুঃখমেব প্রত্যবৈমি।—৩।১৮ সূত্রের ব্যাসভাষ্য

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ন্যায়দর্শনের মতেও সংসার দুঃখময়। নৈয়ায়িকের মতে সুখমাত্রেই দুঃখানুষক্ত; অতএব গৌণরূপে সুখকেও দুঃখ বলিয়া গণ্য করা উচিত। জন্মিলেই দুঃখ। যদি দুঃখের নাশ করিতে হয়, তবে জন্মের বারণ করিতে হইবে। সেইজন্য ন্যায়দর্শন জন্মের হেতু-অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, কিরূপে জন্মের এবং তাহার চির-সহচর দুঃখের বারণ হইতে পারে, তাহারই উপায়-উদ্ভাবনে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বৈশেষিক দর্শনের মতেও সংসার দুঃখময়। সেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই নিঃশ্রেয়স।

নিঃশ্রেয়সম্ আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ—শঙ্কর মিশ্র-কৃত বৈশেষিক সূত্রোপস্কার, ১।১।২

সকলেই অবগত আছেন, পূর্বমীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য—যজ্ঞ।

স্বর্গকামো যজেত—'স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর।' কারণ, যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। স্বর্গ সুখধাম, সেখানে দুঃখের লেশমাত্র নাই; সেখানে চাহিলেই সুখ মিলে।

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তম্ অনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদম্॥

'যে সুখে দুঃখের মিশ্রণ নাই, যে সুখ পরে দুঃখে পরিণত হয় না, যে সুখ ইচ্ছামাত্র উপস্থিত হয়, স্বর্গ বলিতে সেই সুখ বুঝায়।' সংসার দুঃখালয়—স্বর্গ সুখধাম। এই দুঃখময় সংসার ছাড়িয়া জীব যাহাতে সুখময় স্বর্গের অধিকারী হইতে পারে, ইহাই মীমাংসা-দর্শনের উদ্দেশ্য। অতএব এ মতেও সংসার দুঃখময়।

ষড়্দর্শনের শেষ দর্শন উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত। বেদান্তদর্শনেরও ভিত্তি দুঃখবাদ,—বেদান্তদর্শনের মতেও সংসার দুঃখময়। শঙ্করাচার্য সংসারকে উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল আবর্তবহুল নক্র-কুম্ভীর-ভীষণ সমুদ্রের সহিত

তুলনা করিয়াছেন। এই সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাতে জীব সর্বদাই সন্ত্রস্ত হইতেছে। বেদান্তসার বলিতেছেন —

অয়ম্ অধিকারী জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তোদ্দীপ্তশিরা জলরাশিমিব উপহার পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুম্ উপসৃত্য তমনুসরতি।—১১

অর্থাৎ, যাহার শিরে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, সে যেমন ব্যাকুল হইয়া জলরাশির অন্বেষণ করে, সংসারানল-তাপিত অধিকারী পুরুষও সেইরূপ সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করেন।

বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্র, "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা"--"অনন্তর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।" কিসের অনন্তর? সংসাররূপ দাবদহনে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইয়া চিত্তে বৈরাগ্য ও সংসার হইতে মোক্ষেচ্ছা উদয় হইবার অনন্তর। কারণ, সংসার দুঃখালয়, অনিত্য, অসুখ। গীতা বলিতেছেন—দুঃখালয়মশাশ্বতম্—অনিত্যম্ অসুখং লোকম্। অতএব বেদান্তদর্শনেরও আরম্ভ দুঃখবাদে।

সাংখ্যের দুঃখবাদে ও বেদান্তের দুঃখবাদে বেশ একটু প্রভেদ আছে—তাহা আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। বেদান্তো নাম উপনিষদ্—উপনিষদ্‌ই প্রকৃত বেদান্ত। এই উপনিষদ্ বলিতেছেন—অতোঽন্যৎ আর্তম্—সুখস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু, সমস্তই আর্ত (দুঃখময়)। কারণ, অমৃতের পুত্র জীবের মধ্যে অদম্য ব্রহ্মক্ষুধা (hunger for the Absolute) সর্বক্ষণ সন্ধুক্ষিত হইতেছে। সেইজন্য জীব ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর সহিত সমস্বরে বলে—যেনাহং নামৃতা স্যাং তেন কিং কুর্যাম্—'যাহার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না, তাহা লইয়া আমি কি করিব?' সেইজন্য জীবের যুগব্যাপী অভিজ্ঞতা এই যে, ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ—বিত্ত (Possessions) দ্বারা মানুষের কখনও তৃপ্তি হয় না, হইতে পারে না; কারণ, অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন—'বিত্তের দ্বারা অমৃতত্বের আশা কোথায়?' সেইজন্য ঋষিবালক নচিকেতাকে যম রাজ্য, ঐশ্বর্য, ইন্দ্রিয়ভোগ প্রভৃতি নানা প্রলোভনে প্রলোভিত করিলে—মহাত্মনো নচিকেত ঋমেধি

—ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্যা ইত্যাদি—নচিকেতা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন—'শ্বোভাবা মর্ত্যস্য'—এ সকলই ত' নশ্বর—অমৃতের পুত্র আমি—ভঙ্গুর ভোগে আমার কি হইবে? উপনিষদ্ আরও বলিতেছেন যে, বিরস বিষয়-ভোগে আমরা যে ক্ষণিক সুখের আস্বাদ পাই, তাহার কারণ এই যে, সমস্ত বস্তুর মধ্যে সুখস্বরূপ যে ব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন আছেন, বিষয়ের সংস্পর্শকালে আমরা তাঁহাকেই স্পর্শ করি এবং সেইজন্যই বিষয়ে সুখ হয়। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

অস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রাম্ উপজীবন্তি—বৃহ, ৪।৩।৩২

'সমস্ত ভূত সেই আনন্দময়ের কণিকা হইয়া জীবিত আছে।' তিনি রসস্বরূপ, আনন্দময়। বিষয়ের মধ্যে, ভোগ্যবস্তুর মধ্যে, তাঁহার রসের যে কণা প্রচ্ছন্ন আছে, জীব তাহারই আস্বাদ করিয়া আনন্দী হয়।

রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি—তৈত্তি, ২।৪।৭

সেইজন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—

অতঃ অন্যৎ আর্ত্তম্।

শুধু হিন্দু-দর্শন নহে, বৌদ্ধ-দর্শনেরও ঐ সুর। তাহারও ভিত্তি দুঃখবাদ। বস্তুতঃ বুদ্ধদেব বোধিদ্রুমতলে সম্বোধি-লাভের পর যে আর্য-সত্যচতুষ্টয় প্রচার করিয়াছিলেন—'দুক্‌খ, দুক্‌খ-সমুপ্‌পাদ, দুক্‌খাতিক্কম, দুক্‌খোপসমগমী মগ্‌গ'* —যাহা সমস্ত বৌদ্ধ-শিক্ষার মূল এবং সমস্ত বৌদ্ধ-

---

* এই পালি শব্দচতুষ্টয়ের সংস্কৃত প্রতিশব্দ এই:—দুঃখ, দুঃখ-সমুৎপাদ (দুঃখের নিদান), দুঃখাতিক্রম (দুঃখের অতিক্রম বা নিরোধ) এবং দুঃখোপশমগামী মার্গ (দুঃখ-নিরোধের উপায়)। বুদ্ধদেবের প্রচারিত এই আর্য-সত্য-চতুষ্টয়ের সহিত পাতঞ্জল দর্শনের হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়—এই পদার্থ-চতুষ্টয়ের বেশ সাদৃশ্য আছে। যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র চতুর্ব্যূহ—রোগ, রোগহেতু, আরোগ্য ও ভৈষজ্য—সেইরূপ যোগশাস্ত্রও চতুর্ব্যূহ—সংসার, সংসারহেতু, মোক্ষ ও মোক্ষোপায়। এ সম্বন্ধে ব্যাসভাষ্য বলিতেছেন—যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং—রোগঃ, রোগহেতুঃ,

দর্শনের ভিত্তি,—তাহার প্রথম কথাই দুঃখ, অর্থাৎ সংসার দুঃখময়, জগৎ দুঃখালয় এবং ঐ দুঃখের নিদান অনুসন্ধান করিয়া তাহার অতিক্রমের উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক।

অতএব সাংখ্যোক্ত দুঃখবাদ সমস্ত ভারতীয় দর্শনেরই অনুমোদিত। সাংখ্যগ্রন্থে দুঃখবাদ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত দেখা যায়—

কাকমাংসং শুনোচ্ছিষ্টং স্বল্পং তদপি দুর্লভম্।

জগতের সুখ কাকমাংসের সহিত তুলনীয়। কাকমাংস স্বভাবতঃই তিক্ত ও বিস্বাদ। সেই মাংস যদি কুকুরের উচ্ছিষ্ট হয়, তবে খাইতে কেমন হয়? আবার সেই উচ্ছিষ্ট মাংস যদি পরিমাণে অত্যল্প হয়, অর্থাৎ, তাহার কষ্টসাধ্য ভোজনে উদরের পূর্তির যদি না সম্ভাবনা থাকে এবং চেষ্টা করিয়াও যদি সেই মাংসের সন্ধান না মিলে, তবে ভোজনকারীর যে অবস্থা হয়, সুখের সম্বন্ধে মানুষেরও সেই অবস্থা।

সাংখ্যেরা বলেন,—দুঃখময় জগতের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, দুঃখ ত্রিবিধ।

অধ্যাত্মম্ অধিভূতম্ অধিদৈবঞ্চ—তত্ত্বসমাস, ৭

সেইজন্য কারিকা বলিতেছেন—

দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ—১

সূত্রকারের গণনাও ঐরূপ—

অথ ত্রিবিধ-দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিঃ—১।১

এই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখই শিবের ত্রি-শূল। এই ত্রিশূলের আঘাতে জীব অহরহঃ পীড়িত হইতেছে।

আধ্যাত্মিক দুঃখ দ্বিবিধ—শারীরিক ও মানসিক।

আরোগ্যাৎ ভৈষজ্যমিতি এবম্ ইদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব। তদ্ যথা সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলঃ সংসারো হেয়ঃ। প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগঃ হেয়হেতুঃ। সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং। হানোপায়ঃ সম্যগ্ দর্শনম্।

শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মবিপর্যয়কৃতং জ্বরাতিসারাদি। মানসং প্রিয়-বিয়োগাপ্রিয়সংযোগাদি—গৌড়পাদ।

ধাতুবিপর্যয়জনিত জ্বরাদি পীড়া শারীর দুঃখ এবং প্রিয়বিয়োগ ও অপ্রিয়-সংযোগজনিত দুঃখ মানসদুঃখ।

অন্য ভূত বা প্রাণী হইতে উৎপন্ন দুঃখ আধিভৌতিক দুঃখ এবং শীতোষ্ণ -বাতবর্ষাদি জনিত দুঃখ আধিদৈবিক দুঃখ।

আধিভৌতিকং চতুর্বিধং ভূতগ্রামনিমিত্তং মনুষ্যপশুমৃগপক্ষিসরীসৃপদংশ-মশক-যূকা-মৎকুণ-মৎস্য-মকর-গ্রাহ-স্থাবরেভ্যো জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জেভ্যঃ সকাশাদুপজায়তে॥ আধিদৈবিকং। দেবানামিদং দৈবিকং। দিবঃ প্রভব-তীতি বা দৈবং। তদধিকৃত্য যদুপজায়তে শীতোষ্ণবাতবর্ষাশনিপাতাদিকম্॥

আধিভৌতিক দুঃখ চতুর্বিধ; কারণ, ঐ দুঃখ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্বিধ ভূত হইতে উৎপন্ন হয়। যে দুঃখের মূল দেবতা অথবা দৈব হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহাই আধিদৈবিক দুঃখ—শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষণ, বজ্রাঘাত প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন। এ বিষয়ে অনিরুদ্ধ আর একটু সূক্ষ্ম করিয়া বলেন—দুঃখ একবিংশতি প্রকার। তথাহি হেয়ং দুঃখমনাগতম্ একবিংশতি-প্রকারং—শরীরং, ষড়িন্দ্রিয়াণি, ষড়্ বিষয়াঃ, ষড়্ বুদ্ধয়ঃ, সুখং দুঃখঞ্চেতি। তত্র শরীরং দুখায়তনত্বাৎ দুঃখং ইন্দ্রিয়াণি, বিষয়া বুদ্ধয়শ্চ তৎসাধনভাবাদ্দুঃখং, সুখং দুঃখানুষঙ্গাৎ, দুঃখং যাতনাপীড়াসন্তাপাত্মকং মুখ্যত এবেতি। অর্থাৎ, শরীর, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনঃ—এই ছয় ইন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ঐ ছয় ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ছয় বুদ্ধি এবং সুখ ও দুঃখ—দুঃখের এই একবিংশতি প্রকার ভেদ। শরীর যখন দুঃখের আয়তন, তখন ত' দুঃখ বটেই। ইন্দ্রিয়, বিষয় ও বুদ্ধি যখন শরীরের সাধন—তখন তাহারা অবশ্যই দুঃখাত্মক। সুখও দুঃখ—যেহেতু তাহা দুঃখানুষক্ত; আর দুঃখ ত' দুঃখ বটেই, যেহেতু তাহা যাতনা, পীড়া ও সন্তাপকর।

সে যাহা হউক, ইহা নিশ্চিত যে দুঃখ আমাদের উপাদেয় নহে—হেয় ; আমরা দুঃখ চাই না, দুঃখনিবৃত্তি চাই। সেইজন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

অথ ত্রিবিধ-দুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্ত-পুরুষার্থঃ—১।১

অত্যন্তদুঃখ-নিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা—৬।৫

জীব তখনই কৃতকৃত্য হয়, যখন তাহার অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হয়—কারণ, দুঃখনিবৃত্তিই জীবের পুরুষার্থ।

কারিকা ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছেন—

দুঃখত্রয়াভিঘাতাৎ জিজ্ঞাসা তদভিঘাতকে হেতৌ—১

জীব ত্রিবিধ দুঃখের অভিঘাতে পীড়িত হইয়া দুঃখহানির উপায় অনুসন্ধান করে এবং সেই উপায় আয়ত্ত করিতে পারিলে, তবেই কৃতকৃত্য হয়। তাই তত্ত্বসমাস বলিতেছেন—এতৎ সম্যক্ জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ স্যাৎ ন পুনস্ত্রিবিধেন দুঃখেনাভিভূয়তে।

দুঃখহানির উপায়-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া মানুষ দেখে যে, দুঃখনিবৃত্তির জন্য সাধারণতঃ সে দ্বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে পারে—প্রথম দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় এবং দ্বিতীয় অদৃষ্ট বা বৈদিক উপায়। লৌকিক উপায় ঔষধ সেবন দ্বারা সে শারীরিক দুঃখের এবং ইষ্টসাধন দ্বারা সে মানসিক দুঃখের নিবৃত্তি করিতে পারে বটে। এইরূপ, সশস্ত্র হইয়া এবং সাঁজোয়া পরিয়া সে ব্যাঘ্রবৃকাদির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে এবং উর্ণাবস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া শীত এবং ছত্রাদি ধারণ করিয়া বাত-বর্ষার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে বটে ; কিন্তু এই সকল লৌকিক উপায় দ্বারা যে দুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহা সাময়িক মাত্র—আত্যন্তিক নিবৃত্তি নহে। আজ পরিপাটি ভোজন করিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবারণ করিলাম বটে, কিন্তু কাল ? আবার ক্ষুৎপিপাসার অভিঘাত সহিতে হইবে। সেইজন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

ন দৃষ্টাৎ তৎসিদ্ধিঃ নিবৃত্তেঽপি অনুবৃত্তিদর্শনাৎ—১।২

আরও দেখা যায়, শুধু যে এই সব লৌকিক উপায়ের ফল অস্থায়ী, তাহা নহে—সেই সকল উপায় আবার অব্যভিচারীও (unfailing) নহে। আজ কুইনাইন-সেবনে জ্বর ত্যাগ হইল, কিন্তু অন্য সময়ে ১০০ গ্রেণেও বিজ্বর হইল না। সেইজন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

সর্বাসম্ভবাৎ তৎসম্ভবেঽপি অত্যন্তাসম্ভবাৎ হেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ—১।৪

কারিকা এই কথার নিষ্কর্ষ করিয়া বলিয়াছেন—

দৃষ্টে সাপার্থা চেৎ ন একান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ—কা, ১

অতএব, দুঃখনিবৃত্তির দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় যখন ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নহে, তখন তদ্দ্বারা দুঃখনিবৃত্তির আশা দুরাশামাত্র।

দুঃখনিবৃত্তির যে অদৃষ্ট বা বৈদিক উপায় অর্থাৎ, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাও পর্যাপ্ত নহে। যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের ফলে যজমান সুখধাম স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু তথাপি এ উপায় সদুপায় নহে। কারণ, উহা ত্রিবিধদোষ-দুষ্ট।

দৃষ্টবদ্ আনুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ—কারিকা, ২

'লৌকিক উপায়ের ন্যায়, আনুশ্রবিক বা বৈদিক উপায়ও পর্যাপ্ত নহে। অধিকন্তু উহাতে ত্রিবিধ দোষ আছে—অতিশয়, অবিশুদ্ধি ও অস্থায়িত্ব।' কর্মের তারতম্য-অনুসারে অর্জিত স্বর্গলোকেরও তারতম্য বা অতিশয় ঘটে। তাহার ফলে কেহ উচ্চতর, কেহ নিম্নতর স্বর্গের অধিকারী হয়। তাহাতে পরস্পরের উৎকর্ষ-অপকর্ষের ভেদ-দর্শনে স্বর্গবাসীর দুঃখানুভব অপরিহার্য। দ্বিতীয় কথা, যজ্ঞসাধনের জন্য যাজ্ঞিককে অবশ্যই জীবহিংসা করিতে হয়। অতএব, হিংসাবহুল যজ্ঞানুষ্ঠানে যেমন পুণ্য আছে, তেমনি পাপের স্পর্শও সুনিশ্চিত। আর সেই পাপের ফলে দুঃখভোগ অনিবার্য। কিন্তু বৈদিক উপায়ের মারাত্মক ত্রুটি এই যে, যজ্ঞের ফলে যে স্বর্গাদি লাভ হয়, তাহার ভোগ স্থায়ী হয় না। কর্মবাদীরা যে বলেন—অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্য-যাজিনো ফলং ভবতি—চাতুর্মাস্য-যাগকারীর অক্ষয় ফল হয়—ইহা অর্থবাদ-

মাত্র! কর্মবাদীরা বলেন বটে—অপাম সোমম্ অমৃতা অভূম যজ্ঞীয় সোম পান করিলে অমৃতত্ব লাভ হয়—কিন্তু সে অমৃতত্ব আপেক্ষিক অমৃতত্ব—চিরস্থায়ী নয়। আভূতসংপ্লবং স্থানম্ অমৃতত্বং হি বিন্দতে—'প্রলয়াবধি স্থিতিকে অমৃতত্ব বলা যায়।' পুণ্যকর্মের ফলভোগান্তে কর্মীর পতন অবশ্যম্ভাবী। অতএব কর্মীকে আবার দুঃখময় সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয়। সেইজন্য সাংখ্যাচার্যেরা বলেন যে, দুঃখনিবৃত্তির পক্ষে লৌকিক উপায় যেমন যথেষ্ট নহে, তেমনি বৈদিক উপায়ও যথেষ্ট নহে।

অবিশেষশ্চোভয়োঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৬

সূত্রকার আরও বলিতেছেন—

নানুশ্রবিকাদ্ অপি তৎসিদ্ধিঃ সাধ্যত্বেনাবৃত্তিযোগাদ্ অপুরুষার্থত্বম্—১।৮২

'বৈদিক উপায় যজ্ঞাদির দ্বারা তাহার সিদ্ধি সম্ভবপর নহে; কারণ, যাহা কর্মসাধ্য, তাহা অস্থায়ী—তাহার ফলে আবৃত্তি (পুনর্জন্ম) অবশ্যম্ভাবী।' দেখ, দুঃখাৎ দুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ—১।৮৪

—জলসেকের দ্বারা শীত-নিবারণের আশা যেমন দুরাশা, এই সকল উপায় দ্বারা দুঃখনিবৃত্তির আশাও তদ্রূপ।

তবে দুঃখনিবৃত্তির প্রকৃষ্ট উপায় কি? যে উপায় অবলম্বন করিলে, দুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি হইবে? সেই উপায়নির্দ্ধারণের জন্যই সাংখ্যশাস্ত্রের প্রবর্তনা।

সাংখ্যাচার্যদিগের মতে দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়—জ্ঞান।

জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।২৩

জ্ঞানেন চাপবর্গঃ—কারিকা, ৪৪

কিসের জ্ঞান? ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ—কারিকা, ২

প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান বা অন্যতা-খ্যাতি—সাংখ্য-পরিভাষায় যাহাকে 'বিবেকখ্যাতি' বলে।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ—যোগসূত্র, ২।২৬

'নিশ্চল বা অবিপ্লব বিবেকখ্যাতিই দুঃখহানির একমাত্র উপায়।'*

বিবেকাৎ নিঃশেষ-দুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরাৎ নেতরাৎ

—সাংখ্যসূত্র, ৩।৮৪

'বিবেক হইতেই নিঃশেষে দুঃখনিবৃত্তি—তাহারই ফলে জীব কৃতকৃত্য হয়—বিবেক হইতেই হয়, অন্য কিছু হইতে নহে, অন্য কিছু হইতে নহে।' কারিকা বলিতেছেন—

এবং তত্ত্বাভ্যাসান্নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
অবিপর্যয়াদ্বিশুদ্ধং কেবলম্ উৎপদ্যতে জ্ঞানম্॥—সাংখ্যকারিকা, ৬৪

'এইরূপ তত্ত্বের পুনঃ পুনঃ চর্চা করিলে, সংশয় ও ভ্রম-রহিত, বিশুদ্ধ, বিমল, নিঃশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।' তাহার ফলে, জীব জীবন্মুক্তির অধিকারী হইয়া প্রারব্ধকর্মের ক্ষয় পর্যন্ত দেহ ধারণ করিয়া থাকে। সে অবস্থায় জীব বুঝিতে পারে যে, আমি কর্তা নই, ভোক্তা নই; আমার কোনও কিছু ব্যাপার নাই।

সেইরূপ নিঃসঙ্গ নিরহঙ্কার ব্যক্তির পক্ষে ধর্মাধর্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ, ধর্মাধর্ম আর জন্মাদিরূপ ফল উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। বাচস্পতি-মিশ্র বলিয়াছেন—

ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্মবীজান্যঙ্কুরং প্রসুবতে, তত্ত্বজ্ঞান-নিদাঘনিপীত-সকলসলিলায়াম্ ঊষরায়াং কুতঃ কর্মবীজানাম্ অঙ্কুরপ্রসবঃ॥

'জলসিক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; প্রখর সূর্যকরে যদি কোন ক্ষেত্রের সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়া যায়, তবে সে ঊষর ভূমিতে কি আর অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে? অজ্ঞান-সিক্ত বুদ্ধিতেই সঞ্চিতকর্ম ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়; কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত অবিবেক অপনীত করিয়া চিত্তকে ঊষর করিয়া ফেলে, তখন সে ক্ষেত্রে আর কর্মবীজ অঙ্কুরিত হইবে কিরূপে?'

---

* তচ্চ (কৈবল্যং) সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিনিবন্ধনম্—তত্ত্বকৌমুদী, ২১

এইরূপ বিবেকীকে লক্ষ্য করিয়া কারিকায় উক্ত হইয়াছে—

প্রাপ্তে শরীরভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ।

ঐকান্তিকমাত্যন্তিকমুভয়ং কৈবল্যমাপ্নোতি ॥—সাংখ্যকারিকা, ৬৮

'তাঁহার শরীরের নাশ হইলে প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায়, তিনি ঐকান্তিক (অবশ্যম্ভাবী) ও আত্যন্তিক (অবিনাশী) কৈবল্য (দুঃখত্রয়ের নিবৃত্তি) লাভ করেন।'

জীবকে এই কৈবল্যের অধিকারী করাই সাংখ্যশাস্ত্রের লক্ষ্য। সাংখ্যাচার্যেরা বলেন যে, অণিমাদি ঐশ্বর্যলাভ বা বিভূতিযোগ জীবের পুরুষার্থ (summum bonum) নহে—

ন ভূতিযোগেঽপি কৃতকৃত্যতা উপাস্যসিদ্ধিবৎ—সাংখ্যসূত্র, ৪।৩২

সত্ত্ববিশাল ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তিও জীবের পুরুষার্থ নহে। কারণ, সেখান হইতেও সংসারে আবার আবৃত্তি হইয়া থাকে—

আবৃত্তিঃ তত্রাপি উত্তরোত্তর-যোনিযোগাদ্ হেয়ঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫২

প্রকৃতিলয়ও জীবের পুরুষার্থ নহে। কারণ, মগ্নের পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী—

ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা, মগ্নবদ্ উত্থানাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৪

তবে পুরুষার্থ কি? সূত্রকার দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ—৬।৭০

'ত্রিবিধ দুঃখের উচ্ছেদ বা অত্যন্ত নিবৃত্তি—ইহাই পুরুষার্থ, ইহাই পুরুষার্থ।'

আমরা দেখিলাম, পুরুষ-প্রকৃতির বিবেকই এই দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র উপায়—কারণ, সাংখ্যমতে প্রকৃতি-পুরুষের অবিবেকই বন্ধহেতু এবং তয়োর্বিবেক এব মোক্ষহেতুঃ (ভিক্ষু, ১।৫৭)। এই মোক্ষই উৎকর্ষের চরম—উহাই নিঃশ্রেয়স।

উৎকর্ষাৎ অপি মোক্ষস্য সর্বোৎকর্ষশ্রুতে।—১।৫

মোক্ষস্তু সর্বোৎকৃষ্টঃ নিত্যত্বাৎ একত্বাৎ সর্বদুঃখোচ্ছেদকরূপত্বাৎ—অনিরুদ্ধ।

দৃষ্ট-সাধন-জন্য লাভের অপেক্ষা, অদৃষ্ট-সাধন-জন্য মোক্ষের উৎকর্ষ অবশ্যই সমধিক—কারণ, মোক্ষে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি। অতএব ইহাই প্রকৃত পুরুষার্থ—যথা তথা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

'ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ'

সাংখ্যোক্ত দুঃখবাদের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, সাংখ্যমতে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই জীবের পুরুষার্থ—

যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৭০

—আর এই দুঃখ নিবৃত্তির এক মাত্র উপায়—বিবেকজ্ঞান।

ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ—কারিকা, ২

বিবেকাৎ নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা নেতরাৎ নেতরাৎ—৩।৮৪

'বিবেক হইতেই নিঃশেষে দুঃখনিবৃত্তি—তাহারই ফলে জীব কৃতকৃত্য হয়—বিবেক হইতেই হয়—অন্য কিছু হইতে নহে, অন্য কিছু হইতে নহে।' কিসের বিবেক—যাহার ফলে নিঃশেষে দুঃখ-নিবৃত্তি হয়? প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক। বিবেক অর্থে বিবিক্ততা-জ্ঞান—সাংখ্য পরিভাষায় যাহাকে 'অন্যতা-খ্যাতি' বলে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি হইতে পুরুষের অন্যতা-খ্যাতি বা বিবেক জ্ঞান হইলেই দুঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তি হয়।

তচ্চ (কৈবল্যং) সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতি-নিবন্ধনম্—তত্ত্বকৌমুদী, ২১

সাংখ্যকারিকা বলিতেছেন—

তদ্‌বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ—কারিকা, ২

প্রকৃতি ও তাহার বিকৃতি হইতে পুরুষের ভেদজ্ঞান সিদ্ধ হইলে, তবেই জীব নিঃশ্রেয়স লাভ করে।

(সাংখ্য-পরিভাষায় বিকৃতির নাম ব্যক্ত, Natura naturata, প্রকৃতির নাম অব্যক্ত, Natura naturrans এবং পুরুষের নাম জ্ঞ।)

সাংখ্যেরা বিশ্বের বিশ্লেষণের ফলে ঐ চরম দ্বৈতে উপনীত হইয়াছেন —এক দিকে বিকৃতির সহিত প্রকৃতি, এবং অন্য দিকে পুরুষ। ইহারাই যোগ-দর্শনের দ্রষ্টা ও দৃশ্য। এই তত্ত্বদ্বয় অত্যন্ত 'বি-রূপ'—'দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী'। পুরুষ চেতন, প্রকৃতি অচেতন; পুরুষ বিষয়ী, প্রকৃতি বিষয়, পুরুষ দ্রষ্টা, প্রকৃতি দৃশ্য; পুরুষ নির্গুণ, প্রকৃতি ত্রিগুণ; পুরুষ কূটস্থ, প্রকৃতি পরিণামী; পুরুষ অকর্তা, প্রকৃতি কর্ত্রী—এক কথায়, পুরুষ চিৎ, অজড়, Spirit—আর প্রকৃতি অচিৎ, জড়, 'মাতর্' (Matter)—'An undifferentiated manifold, containing the potentialities of all things.'

'It (প্রকৃতি) is the prius of all creation—the one homogeneous substance, the basis of the world of becoming.' —Prof. Radha Krishnan.

সাংখ্যকারিকা এই 'ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ' সম্বন্ধে বলিতেছেন—

হেতুমদ্ অনিত্যম্ অব্যাপি সক্রিয়ম্ অনেকম্ আশ্রিতং লিঙ্গং।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং—বিপরীতম্ অব্যক্তং ॥—কারিকা, ১০

অর্থাৎ, ব্যক্ত বা বিকৃতি হেতুমৎ (created), অনিত্য, অব্যাপী, সক্রিয় (পরিস্পন্দবৎ— বাচস্পতি), অনেক, আশ্রিত, লিঙ্গ (mergent), সাবয়ব ও পরতন্ত্র; কিন্তু অব্যক্ত বা প্রকৃতি উহার বিপরীত—অর্থাৎ, প্রকৃতি অহেতুমৎ (uncaused), নিত্য, ব্যাপী (all-pervasive), অক্রিয় (inactive), এক, অনাশ্রিত (নিরাধার), অলিঙ্গ (not resolvable), নিরবয়ব (partless) এবং স্বতন্ত্র (self-governed)। এইরূপে বিকৃতি ও প্রকৃতির বৈধর্ম্য প্রদর্শন করিয়া একাদশ কারিকা উভয়ের সাধর্ম্য প্রদর্শন করিতেছে।

ত্রিগুণম্ অবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যম্ অচেতনং প্রসবধর্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং * * ॥—কারিকা, ১১

অর্থাৎ, প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়ই ত্রিগুণ, অবিবেকী (unintelligent), বিষয় (দৃশ্য বা Object), সামান্য (সাধারণ), † অচেতন (জড়), ও প্রসব-ধর্মী (বিকারী)।

আর পুরুষ? কারিকা বলিতেছেন—'তদ্‌বিপরীতঃ তথাচ পুমান্'—অর্থাৎ, পুরুষ ব্যক্ত ও অব্যক্ত, বিকৃতি ও প্রকৃতি উভয়েরই বিপরীত-ধর্ম। তবেই, পুরুষ অহেতুমান্ (uncaused), নিত্য, ব্যাপী (all-pervasive) অক্রিয় (inactive, because self-complete), এক, অনাশ্রিত (নিরাধার), অলিঙ্গ (not resolvable), নিরবয়ব (impartible), স্বতন্ত্র (self-sufficing), অগুণ, বিবেকী, বিষয়ী (Subject), অসামান্য (specific, unique), চেতন ও অপরিণামী (নির্বিকার)।

এইরূপে সাংখ্যাচার্যেরা সাধারণভাবে পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদ নির্দেশ করিলেন। কিন্তু স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে যে পুরুষ ও প্রকৃতি—অর্থাৎ, অব্যক্ত ও জ্ঞ—উভয়েই যখন সূক্ষ্ম বস্তু, যখন তাহারা আমাদের প্রত্যক্ষের গোচরী-ভূত হইতে পারে না—সৌক্ষ্ম্যাৎ তদ্‌-অনুপলব্ধিঃ—কারিকা, ৮—তখন উহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? সাংখ্যাচার্যেরা এই দুই চরম তত্ত্বের অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য অনুমানের সাহায্য লইয়াছেন। প্রথমতঃ প্রকৃতি বা অব্যক্তের কথা বলি। ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রকৃতি বা অব্যক্তের অস্তিত্বের প্রমাণ জন্য পর পর পাঁচটি হেতুর উপন্যাস করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার কারিকা এই—

ভেদানাং পরিমাণাৎ, সমন্বয়াৎ, শক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।
কারণ-কার্য-বিভাগাদ্ অবিভাগাদ্ বৈশ্বরূপস্য ॥—কারিকা, ১৫

† সামান্যম্=সাধারণং, ঘটাদিবৎ অনেক-পুরুষৈ গৃহীতম্—বাচস্পতি

এ সম্পর্কে ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা (Inference) এই—কারণং অস্তি অব্যক্তং। তিনি বলেন কার্য হইতে ত' কারণের অনুমান।* কি কি হেতুর উপর এই প্রতিজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত?

(১) ভেদানাং (বিশেষাণাং) পরিমাণাৎ (পরিচ্ছিন্নত্বাৎ)—Since specified objects (e. g. ঘট, পট) are finite.

পরিমাণাৎ চ ভেদানাং, অস্তি প্রধানং যস্মাৎ ব্যক্তম্ উৎপন্নম্।

—গৌড়পাদ।

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া সূত্রকার বলিতেছেন—পরিমাণাৎ—১।১৩০

If there were no certain and defined cause, the effects would be indefinite and unlimited, which is not the case: the water-jar is limited by the earth of which it is composed.—Horace Wilson.

এই বিচিত্র বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সমস্তই পরিচ্ছিন্ন (of finite measure)। এই সমস্তের যাহা উপাদান, তাহা অপরিচ্ছিন্ন, ব্যাপক, বিভু (unlimited)। সেই সর্বোপাদানই প্রকৃতি বা অব্যক্ত।

পরিচ্ছিন্নং ন সর্বোপাদানম্—সাংখ্যসূত্র, ১।৭৬

(২) সমন্বয়াৎ—

সাংখ্যসূত্র ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—সমন্বয়াৎ—১।১৩১

সমন্বয়াৎ=সম্যক্ অন্বয়াৎ, সাহিত্যাৎ (association), প্রধান-গুণানাং সর্বপদার্থেষু দর্শনাৎ (অনিরুদ্ধ)।

---

* সাংখ্যসূত্রেও আমরা এই কথা শুনিতে পাই—

কার্যাৎ কারণানুমানং তৎসাহিত্যাৎ—১।১৩৫

তৎকার্যতঃ তৎসিদ্ধেঃ—১।১৩৭

সূত্রকার আরও বলিতেছেন—

কার্যত্বং মহদাদেঃ ঘটাদিবৎ—১।১২৯

মহদাদি যখন কার্য—তখন তাহাদের নিশ্চয়ই কারণ আছে—সেই কারণ প্রকৃতি।

সুখ-দুঃখমোহসমন্বিতা হি বুদ্ধ্যাদয়োঃ প্রতীয়ন্তে (বাচস্পতি)।

বিশ্বের আদ্য উপাদান প্রকৃতি বা অব্যক্ত সুখ-দুঃখ-মোহময় বলিয়াই জাগতিক সমস্ত পদার্থে ঐ ত্রিগুণের অনুস্যূতি। এই মর্মে সূত্রকার বলিয়াছেন—

অব্যক্তং ত্রিগুণাৎ লিঙ্গাৎ—১।১৩৬

(৩) শক্তিতঃ প্রবৃত্তেঃ—

সাংখ্যসূত্রে আমরা ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

শক্তিতশ্চ—১।১৩২

কারণশক্তিতঃ কার্যং প্রবর্ততে ইতি সিদ্ধম্—(বাচস্পতি)।

মহদাদয়ঃ ক্ষীণাঃ সন্তঃ প্রকৃত্যনুপূরণেন কার্যং জনয়ন্তি—(অনিরুদ্ধ)।

গৌড়পাদ ইহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—

ইহ যো যস্মিন্ শক্তঃ স তস্মিন্ এব অর্থে প্রবর্ততে যথা কুলালো ঘটস্য করণে সমর্থো ঘটমেব করোতি ন পটং রথং বা।

অর্থাৎ, যে যে কার্যে সমর্থ, সে সেই কার্যে প্রবৃত্ত হয়। এই বিচিত্র বিশ্ব প্রকৃতি ভিন্ন কে রচনা করিতে সমর্থ ?

(৪) কারণ-কার্য-বিভাগাৎ—

ব্যক্তাবস্থায়, অর্থাৎ, সৃষ্টি দশায় কার্য-কারণের বিভাগ দৃষ্ট হয়—Since there is the division of cause and effect in সৃষ্টি --

ব্যক্তাবস্থায়াং মৃৎপিণ্ডাৎ ঘটঃ, হেমপিণ্ডাৎ মুকুটঃ বিভজ্যতে।

(৫) **কিন্তু**, বৈশ্বরূপস্য অবিভাগাৎ—প্রলয়ে যখন সমস্ত ব্যক্ত পদার্থ একাকার হইয়া যায়, তখন এই বিবিধ বিচিত্র বিশ্বের একীভাব হয়। এই অবিভাগ হইতেও প্রকৃতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

এবং ত্রয়ো লোকাঃ প্রলয়কালে প্রকৃতাববিভাগং গচ্ছন্তি তস্মাদ্ অবিভাগাৎ ক্ষীরদধিবৎ ব্যক্তাব্যক্তয়োরস্ত্যব্যক্তং কারণম্—গৌড়পাদ

অনুলোম ক্রমে সৃষ্টিতে তত্ত্বসমূহের আবির্ভাব ও বিভাগ; এবং বিলোমক্রমে প্রলয়ে তত্ত্বসমূহের তিরোভাব ও অবিভাগ। বস্তুর এই বিভাগ ও অবিভাগ হইতেও অব্যক্তের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

গীতায় এই কথার সমর্থন আছে—

অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত-সংজ্ঞকে ॥—৮।১৮

অর্থাৎ, সৃষ্টির দিবাগমে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত ব্যাকৃত হয় এবং প্রলয়ের নিশাগমে সেই সমস্ত ব্যক্ত আবার অব্যক্তে তিরোহিত হয়। পর্যায়ক্রমে এই সৃষ্টি ও প্রলয়—প্রলয়ের পর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পর পুনঃ প্রলয়।

এইবার পুরুষ বা 'জ্ঞ'-এর কথা বলি।

জড়বাদী বলেন বটে, চৈতন্য 'মদ-শক্তিবৎ'—জড় অণু-পরমাণুর chemical reaction বা রাসায়নিক পরিস্পন্দ মাত্র। সূত্রকার ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন—মদের দৃষ্টান্ত অপ্রযুক্ত—কারণ, মদ্য-ঘটক প্রত্যেক উপাদানে যে মাদকতা প্রচ্ছন্ন ছিল, মদ্যে তাহারই প্রকাশ হয় মাত্র। কিন্তু দেহের ঘটক কোন উপাদানেই চৈতন্য ছিল না—তবে তাহাদের সংঘাত দেহে চৈতন্য আসিবে কোথা হইতে?

মদশক্তিবৎ চেৎ প্রত্যেক-পরিদৃষ্টে সাংহত্যে তদুদ্ভবঃ

—সাংখ্যসূত্র, ৩।২২

কিন্তু—ন সাংসিদ্ধিকং (স্বাভাবিকং) চৈতন্যং, প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ—ঐ, ৩।২০

আর দেহেরই যদি চৈতন্য হইত, তবে দেহসত্ত্বেও মৃত্যুতে, সুষুপ্তিতে চৈতন্যের অভাব হয় কেন?

প্রপঞ্চমরণাদ্যভাবঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।২১

অতএব চৈতন্য কখনই দেহের হইতে পারে না।

অতঃপর ঈশ্বরকৃষ্ণ পুরুষ বা 'জ্ঞ'-এর অস্তিত্বের প্রমাণ জন্য যে পাঁচটি

হেতুর উপন্যাস করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করি। এ সম্বন্ধে তাঁহার কারিকা এই—

সংঘাত-পরার্থত্বাৎ, ত্রিগুণাদি বিপর্যয়াদ্, অধিষ্ঠানাৎ।

পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ, কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥ - কারিকা, ১৭

সাংখ্যসূত্রে ইহার অবিকল অনুস্মৃতি আছে। অতএব সেই সকল সূত্র (১।১৪০-৪৪) এখানে উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। তবে ঐ পাঁচটি যুক্তির আমরা পর পর আলোচনা করিব। পুরুষ সম্পর্কে প্রতিজ্ঞা এই—

শরীরাদিব্যতিরিক্তঃ পুমান্—সাংখ্যসূত্র, ১।১৩৯

দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ—ঐ, ৬।২

ইহা প্রতিজ্ঞাসূত্র। ইহার ভাষ্যে ভিক্ষু বলিতেছেন—শরীরাদি-প্রকৃত্যন্তং যৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মকং বস্তু ততঃ অতিরিক্তঃ পুমান্।

পুরুষোঽস্তি অব্যক্তাদে ব্যতিরিক্তঃ—বাচস্পতি

অর্থাৎ, চতুর্বিংশতিতত্ত্বের অতিরিক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব পুরুষ কেন স্বীকার করিব? ইহার যুক্তি কি?

(১) সংঘাত পরার্থত্বাৎ—

যাহা সংঘাত, যাহা সংহনন-জাত (due to assemblage of parts)—তাহা নিজের জন্য হইতে পারে না, তাহা পরের জন্য। গৌড়পাদ পর্যঙ্কের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলেন, তুলা, আচ্ছাদন, আস্তরণ, উপাধানের সংহননে রচিত পর্যঙ্ক কখনও নিজের জন্য হইতে পারে না—a bed implies a sleeper—অতঃ অবগম্যতে অস্তি পুরুষো যঃ পর্যঙ্কে শেতে, যস্যার্থং পর্যঙ্কঃ—গৌড়পাদ। *

---

* অধ্যাপক কোলব্রুক্ ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—

......As a bed, which is an assemblage of bedding, props, cords, cotton, coverlid and pillows, is for another's use, not for its own; and its several component parts render no mutual service; thence it is concluded that there is a man who sleeps upon the bed, and for whose use it was made: so this body, which is an assemblage of the five elements is for another's use.

এই শরীররূপ সংঘাত (Organism) পঞ্চভূতের সংহননে রচিত। অতএব ইহারও একজন অসংহত 'পর' আছেন—

ইদং শরীরং পঞ্চানাং মহাভূতানাং সংঘাতো বর্ততে; অস্তি পুরুষো যস্যেদং ভোগ্যশরীরং ভোগ্যং মহদাদিসংঘাতরূপং সমুৎপন্নমিতি।

—গৌড়পাদ।

সংহতত্বাৎ শয্যাসনাদিবৎ ইত্যনুমানেন প্রকৃতেঃ পরোঽসংহত এব পুরুষঃ সিদ্ধতি—বিজ্ঞান-ভিক্ষু।

(২) ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ—

শরীরের সুখদুঃখাদি ধর্ম সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। ধর্মী ভিন্ন কাহার এই অনুভব ?

শরীরাদীনাং হি যঃ সুখাদ্যাত্মকত্বং ধর্মঃ স সুখাদিভোক্তরি ন সম্ভবতি। স্বস্বং সুখাদি গ্রহণে কর্মকর্তৃবিরোধাৎ—বিজ্ঞানভিক্ষু।

এই ধর্মীই আত্মা (পুরুষ)—তিনি ত্রিগুণাতীত, নির্গুণ।

(৩) অধিষ্ঠানাৎ—

যেমন সারথি ভিন্ন রথ চলিতে পারে না, সেইরূপ আত্মার অধিষ্ঠান ভিন্ন শরীর অচল।

যথা ইহ অশ্বৈর্যুক্তো রথঃ সারথিনা অধিষ্ঠিতঃ প্রবর্ততে, তথা আত্মাধিষ্ঠানাৎ শরীরম্—গৌড়পাদ।

এ প্রসঙ্গে গৌড়পাদ ষষ্টিতন্ত্র হইতে নিম্নোক্ত বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

পুরুষাধিষ্ঠিতং প্রধানং প্রবর্ততে।

(৪) ভোক্তৃভাবাৎ—

ভোগ্য কখনও নিজের ভোক্তা হইতে পারে না—স্বস্য সাক্ষাৎ স্বভোক্তৃত্বানুপপত্তেরিত্যর্থঃ (বিজ্ঞানভিক্ষু)। দৃশ্য থাকিলেই যেমন দ্রষ্টা থাকিবে, সেইরূপ ভোগ্য থাকিলেই ভোক্তা থাকা চাই। এই যে সংসারে

বিবিধ বিচিত্র ভোগ্য, ইহা দ্বারা অবশ্যই ভোক্তার অস্তিত্ব সূচিত হইতেছে। সেই ভোক্তাই পুরুষ বা আত্মা—ন চ দ্রষ্টারমন্তরেণ দৃশ্যতা যুক্তা তেষাম্। তস্মাদ্ অস্তি দ্রষ্টা দৃশ্যবুদ্ধ্যাদ্যতিরিক্তঃ স আত্মেতি – বাচস্পতি।

(৫) কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ—

ইহার ভাষ্যে গৌড়পাদ বলেন যে, কি পণ্ডিত কি অপণ্ডিত, সকলেই কৈবল্য বা সংসার ক্ষয়ের অভিলাষী—যতঃ সর্বো বিদ্বান্ অবিদ্বান্ চ সংসার-সন্তান-ক্ষয়ম্ ইচ্ছতি – এবং তজ্জন্য সচেষ্ট। এই প্রবৃত্তি হইতে অনুমান করা সঙ্গত যে, দেহাদি ব্যতিরিক্ত একজন পুরুষ বা আত্মা আছেন— স্বকৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ সকাশাৎ অনুমীয়তে অস্তি আত্মা ইতি।

বাচস্পতি ইহার টীকায় বলিয়াছেন যে, যখন দিব্যদৃষ্টিশীল শাস্ত্র ও মহর্ষি-গণ—শাস্ত্রাণাং মহর্ষীণাঞ্চ দিব্য-লোচনানাম্—কৈবল্যের জন্য চেষ্টা করিতে মনুষ্যকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, দেহ মন বুদ্ধির অতিরিক্ত আত্মা আছেন; কারণ দুঃখ্যাত্মস্বাত বুদ্ধ্যাদির দুঃখ-নিবৃত্তির প্রচেষ্টা সম্ভবপর নহে। কৈবল্যঞ্চাত্যন্তিক দুঃখত্রয় প্রশমলক্ষণং ন বুদ্ধ্যাদীনাং সম্ভবতি। তে হি দুঃখাদ্যাত্মকাঃ কথং স্বভাবাৎ বিয়োজয়িতুং শক্যন্তে।— বাচস্পতি।

এই সকল হেতু ব্যতীত পুরুষ-অঙ্গীকারের আর এক সার্থকতা আছে। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিদেরা মনোজ্ঞভাবে তাহা এইরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন—

The consolidation of our experiences into a synthetic whole, is due to the presence of the Self (পুরুষ), which holds the different conscious states together.

পুনশ্চ—

The ego is the psychological unity of that stream

of conscious experiencing, which I know as the inner life of an empirical self.

আমরা সংক্ষেপে পুরুষ ও প্রকৃতির পরিচয় দিলাম। কিন্তু বিবেক-সিদ্ধির জন্য পুরুষ-তত্ত্ব ও প্রকৃতি-তত্ত্ব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। সেই জন্য আমরা গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পুরুষ-তত্ত্ব এবং দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকৃতি-তত্ত্বের যথাসম্ভব আলোচনা করিব।

প্রথম খণ্ড

পুরুষ

প্রথম অধ্যায়

সাংখ্যের পুরুষ

সাংখ্যমতে পুরুষের স্বরূপ কি ? পুরুষ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব।*

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাবস্য তদ্‌যোগঃ তদ্‌যোগাদ্ ঋতে

—সাংখ্যসূত্র, ১।১৯

ন কালযোগতো ব্যাপিনো নিত্যস্য সর্বসম্বন্ধাৎ—ঐ, ১।১২

নিত্যত্বেঽপি নাত্মনঃ যোগ্যত্বাভাবাৎ—ঐ, ৬।৩৩

অর্থাৎ, পুরুষ নিত্য, পুরুষ শুদ্ধ, পুরুষ বুদ্ধ, পুরুষ মুক্তস্বভাব।

এই কয়টি বিশেষণে পুরুষকে কিরূপ বিশেষিত করা হইল, একটু বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

পুরুষকে নিত্য বলিলে কি বুঝায় ? নিত্য অর্থে সনাতন, অনাদি-নিধন, অপরিণামী। নিত্য সেই যাহার ক্ষয়-ব্যয় নাই, উৎপত্তি-বিনাশ নাই, অপচয়-উপচয় নাই—যাহা নিরাকার নির্বিকার † নিরাধার, তাহাই নিত্য।

তৎপ্রভোঃ পুরুষস্য অপরিণামিত্বাৎ—যোগসূত্র, ৪।১৮

---

* পতঞ্জলিও এই মর্মে বলিয়াছেন—দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।

—যোগসূত্র, ২।২০

শুদ্ধ অর্থে বিশেষণাপরামৃষ্ট। বিশেষণানি ধর্মাঃ তৈঃ অপরামৃষ্টঃ—বাচস্পতি

ইহার সহিত নৃসিংহ উত্তরতাপনীয় উপনিষদের নিম্নোক্ত বচন (২।২।৯) তুলনীয়—

অয়ম্ আত্মা সন্মাত্রো নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সত্যো মুক্তো নিরঞ্জনো বিভুঃ।

† ব্যাবৃত্তোভয়রূপঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।১৬০

ব্যাবৃত্তোভয়রূপঃ—নিবৃত্তরূপভেদঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু।

পুরুষ বহুরূপী নহে—একরূপে পরিনিষ্ঠিত। বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া।

গীতা পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া ঐ মর্মে বলিয়াছেন—

নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ * * ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—

ইত্যাদি।

পুরুষকে শুদ্ধ বলিলে কি বুঝায়? তিনি অপাপ-বিদ্ধ, তাপ-পাপ-মলা-মলিনতা-হীন, নিগুর্ণ, নির্লেপ, অসঙ্গ, কেবল, অমল, উদাসীন, সাক্ষীমাত্র।

সুষুপ্তাদ্যসাক্ষিত্বম্—সাংখ্যসূত্র, ১।১৪৮

দ্রষ্টৃত্বাদিঃ আত্মনঃ—ঐ, ২।২৯

সাক্ষাৎসম্বন্ধাৎ সাক্ষিত্বম্ ঔদাসীন্যঞ্চেতি—সাংখ্যসূত্র, ১।১৬১,৩

বুদ্ধেরেব সাক্ষী পুরুষঃ। সেইজন্য পাতঞ্জল দর্শনে পুরুষের নাম দ্রষ্টা বা দৃক্‌শক্তি।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্—১।৩

তদ্ দৃশেঃ কৈবল্যম্—২।২৫ *

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি—

সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুর্ণশ্চ—৬।১১

নাবিদ্যাশক্তিযোগো নিঃসঙ্গস্য—সাংখ্যসূত্র, ৫।১৩

অসঙ্গোঽয়ং পুরুষ ইতি—সাংখ্যসূত্র, ১।১৫

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌ও এই মর্মে বলিয়াছেন—

স যৎতত্র কিঞ্চিৎ পশ্যতি অনন্বাগতঃ তেন ভবতি।

অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ—৪।৩।১৫

[অনন্বাগত—unaffected]

পুরুষ যখন অসঙ্গ, তখন তিনি নিশ্চয়ই নিগুর্ণ। সূত্রকার বলিতেছেন—

নিগুর্ণত্বম্ আত্মনঃ অসঙ্গত্বাদিশ্রুতেঃ—৬।১০

নিগুর্ণাদিশ্রুতিবিরোধশ্চেতি—১।৫৪

* এ প্রসঙ্গে যোগসূত্র, ২।৬, ২।১৭, ৪।২২, ৪।২৩ দ্রষ্টব্য।

পুরুষের নির্মলত্বের উল্লেখ করিয়া, বিজ্ঞানভিক্ষু কূর্ম-পুরাণ হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

যদ্যাত্মা মলিনোঽস্বচ্ছো বিকারী স্যাৎ স্বভাবতঃ।

নহি তস্য ভবেন্মুক্তিঃ জন্মান্তরশতৈরপি॥—কূর্ম, ২।২।১২

'যদি আত্মা স্বভাবতঃ মলিন বা অস্বচ্ছ এবং বিকারী হইত, তবে শত শত জন্মেও কোন দিনই তাহার মুক্তি হইতে পারিত না'; কিন্তু আত্মা বা পুরুষ নিত্যমুক্ত—নিত্যমুক্তত্বম্—সাংখ্যসূত্র, ১।১৬২

গীতায় আমরা এ কথার অনুমোদন পাই। গীতারও মতে আত্মা নির্গুণ ও নির্লেপ।

অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়ম্ অব্যয়ঃ।

শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয়! ন করোতি ন লিপ্যতে॥—গীতা, ১৩।৩২

'হে অর্জুন! অবিকারী এই পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ বিধায় দেহ-সংযুক্ত হইয়াও, নিষ্ক্রিয় ও নির্লেপ রহেন।'

পুরুষকে 'বুদ্ধ' বলিলে কি বুঝায়? বুদ্ধ অর্থে চিদ্রূপ, জ্ঞানস্বরূপ, চেতা, স্বয়ংজ্যোতিঃ, প্রকাশস্বভাব।—তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।

জড়প্রকাশাযোগাৎ প্রকাশঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।১৪৫

চিৎ বা জ্ঞান পুরুষের ধর্ম বা গুণ নহে—তিনি চিৎস্বরূপ।

জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ—ঐ, ৬।৫০

নির্গুণত্বাৎ ন চিদ্ধর্মা—ঐ, ১।১৪৬

ইহার ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু নিম্নোক্ত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্মো ন গুণো বা কথঞ্চন।

জ্ঞানস্বরূপ এবাত্মা নিত্যঃ পূর্ণঃ সদা শিবঃ॥

অর্থাৎ, জ্ঞান আত্মার ধর্ম বা গুণ নহে—তিনি চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ—তিনি দৃশিমাত্র।

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ—যোগসূত্র, ২।২০

স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিঃ—যোগসূত্র, ৪।৩৪

সাংখ্যমতে পুরুষ চিন্মাত্র বটেন, কিন্তু আনন্দরূপ নহেন।

নৈকস্থ আনন্দচিদ্রূপত্বে দ্বয়োর্ভেদাৎ – সাংখ্যসূত্র, ৫।৬৬

সত্য বটে, শ্রুতিতে তাঁহাকে আনন্দরূপ বলা হইয়াছে—যেমন,

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম—বৃহ, ৩।৯।২৮

—কিন্তু সে নির্দেশ মুখ্য নহে, গৌণ—পুরুষের দুঃখনিবৃত্তি লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ উক্তি করা হইয়াছে।

দুঃখনিবৃত্তে গৌণঃ—সাংখ্যসূত্র, ৫।৬৭

পুরুষ নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব।

পুরুষকে মুক্তস্বভাব বলিলে কি বুঝায়?

মুক্ত অর্থে বন্ধহীন (without limitation), অপরিচ্ছিন্ন, বিভু, সর্বব্যাপী।

পুরুষঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ ব্যাপী চেতনঃ – গৌড়পাদ

তিনি দুঃখদৈন্যশোকমোহের অতীত, পরিপূর্ণ, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

পুরুষ যদি স্বভাবতঃ বদ্ধ হইতেন, তবে তাঁহার মুক্তি অসম্ভব হইত—

ন স্বভাবতো বদ্ধস্য মোক্ষসাধনোপদেশবিধিঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৭

যিনি বিভু, পূর্ণ,—তাঁহার কোন ক্রিয়া বা চেষ্টা থাকিতে পারে না। সেইজন্য পুরুষ নিরীহ বা নিষ্ক্রিয়।

নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ—সাংখ্যসূত্র, ১।৪৯

ন বিশেষগতিঃ নিষ্ক্রিয়স্য—ঐ, ৫।৭৬

পুরুষ যখন নিষ্ক্রিয়, তখন অবশ্যই তিনি অ-কর্তা।

অহংকারঃ কর্তা ন পুরুষঃ—ঐ, ৬।৫৪ *

---

* পুরুষ অকর্তা হইলেও তাহার ফলভোগ হয়—

অকর্তুরপি ফলোপভোগঃ অন্নাদ্যবৎ—সাংখ্যসূত্র, ১।১০৫

পুরুষ কর্তা না হইয়াও, কিরূপে ভোক্তা হন, এ বিষয়ের বিচার আমরা পরে উপস্থিত করিব।

গীতাও এই মর্মে বলিয়াছেন—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।

অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥—৩।২৭

'প্রকৃতির গুণত্রয় দ্বারাই সকল কর্ম নিষ্পন্ন হয়; অহংকারের মোহে পুরুষ কিন্তু নিজেকে কর্তা মনে করে।'

অন্যত্র গীতা বলিতেছেন—

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।

যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥—গীতা, ১৩।৩০

'প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে, আত্মা কিন্তু অকর্তা; যিনি এইরূপ দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী।'

এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া তত্ত্বসমাসের বৃত্তিকার লিখিয়াছেন—

যদি কর্তা পুরুষঃ স্যাৎ শুভানি কুর্যাৎ ন তু বৃত্তিত্রয়ম্। এতদ্ বৃত্তিত্রয়ং দৃষ্ট্বা লোকে গুণানাং কর্তৃত্বং সিদ্ধমিতি চাকর্তা পুরুষঃ সিদ্ধো ভবতি।

অর্থাৎ, 'যদি পুরুষের কর্তৃত্ব থাকিত, তবে (গুণত্রয়ের) বৃত্তি দ্বারা কর্ম নিষ্পন্ন হইত না। * * বৃত্তির ক্রিয়া দেখিয়া জগতে গুণত্রয়ের কর্তৃত্ব এবং পুরুষের অকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়।'

পুরুষের এই সকল বিশেষণ একত্র করিয়া, ঈশ্বরকৃষ্ণ কারিকায় বলিতেছেন—

তস্মাচ্চ বিপর্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বম্ অস্য পুরুষস্য।

কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বম্ অকর্তৃভাবশ্চ ॥—কারিকা, ১৯

'পুরুষের স্বরূপ প্রকৃতির বিপরীত। পুরুষ সাক্ষিমাত্র, পুরুষ কেবল (isolated), পুরুষ উদাসীন (মধ্যস্থ, neutral), পুরুষ দ্রষ্টা, পুরুষ অ-কর্তা।'

য আত্মা কেবলঃ শুদ্ধো নির্বিকারো নিরঞ্জনঃ।

স এব নিত্যশ্চিন্মাত্রঃ সাক্ষী সর্বস্য সর্বদা ॥—সূত সংহিতা।

তত্ত্বসমাসের আসুরি-ভাষ্যেও এই মর্মে বলা হইয়াছে—

অথাহ কঃ পুরুষ ইত্যুচ্যতে। পুরুষঃ অনাদিঃ সূক্ষ্মঃ সর্বগত শ্চেতনঃ অগুণো নিত্যো দ্রষ্টা ভোক্তা অকর্তা ক্ষেত্রবিদ্ অমলোঽপ্রসবধর্মীতি।

'পুরুষ কিরূপ? পুরুষ অনাদি, পুরুষ সূক্ষ্ম, পুরুষ সর্বব্যাপী, পুরুষ চেতন, পুরুষ নিগুর্ণ, পুরুষ নিত্য; পুরুষ দ্রষ্টা ও ভোক্তা, পুরুষ অ-কর্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ, অমল ও অপরিণামী।'*

এই সকল কথা সংকলন করিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ লিখিয়াছেন—

Purusa is without beginning or end, without any qualities, subtle and omnipresent, an eternal seer beyond the senses, beyond the mind, beyond the sweep of intellect, beyond the range of time, space and causality which form the warp and woof of the mosaic of the empirical world. He is unproduced and unproducing. * * He is দ্রষ্টা (subject) as against দৃশ্য (object). He is free from all the accidents of finite life and is lifted above time and change—silent, peaceful, eternal. It (পুরুষ) is চিদ্রূপ—set free from the limitations of body, it remains in its own nature. It is mere witness, a 'solitary indifferent' passive spectator. It does not figure among the dramatis personae of the play it witnesses.

Its সদাপ্রকাশস্বরূপ does not undergo change,—it is

---

* সাংখ্যমতে পুরুষের স্বরূপ যে ভাবে লক্ষিত হইয়াছে, তাহার সহিত বেদান্তমতের অল্পমাত্র প্রভেদ। বেদান্তসার বলেন—'অকর্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সচ্চিদেকরসঃ হ্যয়ম্ আত্মা'। সাংখ্যমতে পুরুষ চিন্মাত্র, আনন্দস্বরূপ নহেন; বেদান্তমতে তিনি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।

inalienable. Its eternity is not merely everlastingness but immutability and perfection. * *

The পুরুষ, according to the Sankhyas, is without attributes (গুণ), without parts, imperishable, motionless, absolutely inactive and impassive, unaffected by সুখ and দুঃখ।

এ সকল কথায় আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে—কিন্তু রাধাকৃষ্ণন্ যখন বলেন, সাংখ্যের পুরুষ is a mere abstraction,—তাহার বাস্তব সত্তা নাই, তখন তাঁহার প্রতিবাদ করিতে হয়। তাঁহার কথা এই—

The 'Purusa' is said to be something over and above the continuum of mental states. Such a 'Purusa' is never experienced and does not enter into the view of an empirical metaphysics. What we observe is the 'Jiva', which is not pure 'Purusa', but 'Purusa' qualified by 'Prakriti'. Every soul known to us is an embodied soul. We are breaking up the unity of the 'Jiva', when we regard it as the juxtaposition of a 'Purusa' complete in itself, and standing only in accidental relations to the things and beings without, which are simply organisations of the products of 'Prakriti'. If we are loyal to the facts of experience, we shall have to admit that a pure self, emptied of all contents, is a fiction of the imagination.

এ কথা কি ঠিক? সাংখ্যেরা যে জীবের কথা না জানেন, তাহা নয়। তাঁহারা বলিয়াছেন—

বিশিষ্টস্য জীবত্বম্ অন্বয়ব্যতিরেকাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৬৩

সাংখ্যেরা যাহাকে পুরুষ বলেন, তাহা পাশ্চাত্য দর্শনের monad, উপনিষদের প্রত্যগাত্মা, বেদান্তের চিন্মাত্র, গীতার অক্ষয় পুরুষ, অধ্যাপক ডয়সন্ (Deussen) যাহাকে 'Our own metaphysical I' বলিয়াছেন— Our divine self which persists in untarnished purity through all the aberrations of human nature, eternal, blessed.

এই monad বা প্রত্যগাত্মা transcendental (লোকোত্তর)। তিনি স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে প্রবেশ করিয়া জীবরূপে immanental হইয়াছেন— মনোকৃতেন আয়াতি অস্মিন্ শরীরে (উপনিষদ্)।

In its essence, it is transcendental ; but casting aside the peace of eternity, it enters the unrest of time, thereby becoming the empirical soul, thereby losing its autonomy of the trans-empirical world.

এই কথার সমর্থন করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু নিম্নোক্ত বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন -

আত্মানং দ্বিবিধং প্রাহুঃ পরাপরবিভেদতঃ।
পরস্তু নির্গুণঃ প্রোক্তোঽপ্যহংকারযুতোঽপরঃ ॥

দ্বিবিধ আত্মা একজন নির্গুণ, পর - অন্যজন সগুণ, অপর।

তত্ত্বদর্শী গেটেও এই পুরুষ ও জীবের ভেদ লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন— Two souls alas ! reside within my breast. একজন celestial, অন্যজন terrestrial - একজন গগনচারী, অন্যজন মর্ত্য-বিহারী।

সাংখ্যের ত্রুটী এই যে, এই পুরুষ, যাহা চিন্মাত্র, যাহা চিদাকাশের বিন্দু, যাহা ব্রহ্ম-অগ্নির স্ফুলিঙ্গ -তাহাকে তিনি অণু না বলিয়া বিভু বলেন। অথচ এই পুরুষ—'অণুরেষ আত্মা'। ইহা—বালাগ্রশতভাগস্য শতধা

কল্পিতস্য চ,—কেশের দশ-সহস্র ভাগের এক ভাগও নয়। এ সম্পর্কে অধ্যাপক জিন্সের (Sir James Jeans) একটী প্রগাঢ় উক্তি আমাদের স্মরণীয়—

Human minds are like atoms of the Divine Mind.

—Mysterious Universe.

যাহা হউক, এ বিষয়ের এখানে আর বিস্তার করিতে চাই না,—কারণ, আমার 'যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদে'র দ্বিতীয় খণ্ডে ইহার সবিশেষ আলোচনা আছে এবং এই গ্রন্থের 'সাংখ্যের পুরুষ-বহুত্ব' অধ্যায়ে এ বিষয়ের আরও আলোচনা করিতে হইবে।

তাহাই যদি হয়—যদি পুরুষ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব হন, তবে আবৃত্তচক্ষুঃ হইয়া অন্তর্দৃষ্টি (introspection) করিলে, তাঁহাকে বিপরীত দেখি কেন? কেন দেখি—পুরুষ পাপতাপক্লিষ্ট, দুঃখদৈন্যের অধীন, ত্রিগুণরূপ রজ্জু দ্বারা বিশেষভাবে বদ্ধ—পাশবদ্ধো ভবেৎ জীবঃ। বস্তুতঃ গুণকে গুণ বলে—এই জন্য যে, গুণ পুরুষরূপ পশুকে বন্ধন করে—বধ্নাতি পুরুষং পশুম্। যে স্বভাবতঃ মুক্ত, তাহার আবার বন্ধন কি? যে স্বরূপতঃ শুদ্ধ-বুদ্ধ, তাহার আবার দুঃখযোগ কেন? সাংখ্যাচার্যেরা এ সমস্যার কি সমাধান করিয়াছেন?

এ সম্বন্ধে যে সকল বিভিন্ন মত আছে, সূত্রকার প্রথমতঃ তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছেন যে, পুরুষের বন্ধ—

স্বভাব হইতে নহে—ন স্বভাবতো বদ্ধস্য—১।৭

কাল হইতে নহে—ন কালযোগতঃ—১।১২

দেশ হইতে নহে—ন দেশযোগতঃ—১।১৩

অবস্থা হইতে নহে—নাবস্থাতঃ—১।১৪

অবিদ্যা হইতে নহে—নাবিদ্যাতঃ—১।২০

কর্ম হইতে নহে—ন কর্মণা—১।১৬,৫২

তবে কাহা হইতে বন্ধ?

বন্ধো বিপর্যয়াৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।২৪

বিপর্যয়াদ্ ইষ্যতে বন্ধঃ—কারিকা, ৪৪

অ-বিবেক এব বন্ধঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।১৬

তদ্‌যোগোঽপি অবিবেকাৎ—ঐ, ১।৫৫

অবিবেক হইতেই বন্ধ—অবিবেকই বন্ধ। পতঞ্জলিও যোগসূত্রে এই কথাই বলিয়াছেন—তস্য হেতুরবিদ্যা—২।২৪ সূত্র।

পুরুষ যখন অসঙ্গ, নির্লেপ, পুরুষ যখন অমল, কেবল,—তখন তাহাকে অবিবেকের স্পর্শ হয় কিরূপে? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলেন—নিঃসঙ্গেঽপি উপরাগঃ অবিবেকাৎ—৬।২৭

ইহার দৃষ্টান্ত বিচিত্রবর্ণের পুষ্প দ্বারা উপরক্ত স্ফটিক-মণি (crystal)—কুসুমবচ্চ মণিঃ—সাংখ্যসূত্র, ২।৩৫

কূর্মপুরাণে এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়—

যথা সংলক্ষ্যতে রক্তঃ কেবলঃ স্ফটিকো জনৈঃ।

রঞ্জকাদ্যুপধানেন তদ্বৎ পরমপুরুষঃ॥

'যেমন শুদ্ধ স্ফটিকমণি রক্তবর্ণ উপাধি দ্বারা উপহিত হইলে, রক্তাভ মনে হয়—পুরুষ সম্বন্ধেও ঐরূপ।' পাছে জবা-স্ফটিকের উদাহরণে পুরুষের অবিবেক তাত্ত্বিক বলিয়া মনে হয়, সেই জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

জবাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্তু অভিমানঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।২৮

বিজ্ঞানভিক্ষু এই তত্ত্ব বিশদ করিয়া বলিতেছেন—

বৃত্তিপ্রতিবিম্ববশাৎ দুঃখাদিমালিন্যমিব চ ভবতীতি তৎ সর্বং ঔপাধিকমেব; উপাধ্যাখ্যনিমিত্তান্বয়ব্যতিরেকানুবিধানাৎ স্ফটিক-লৌহিত্যবৎ ইতি ভাবঃ। তথা চ যোগসূত্রং বৃত্তিসারূপ্যম্ ইতরত্র—১।১১৬ সূত্রের ভিক্ষু ভাষ্য।

দুঃখ দৈন্য পাপ তাপ এই সমস্তই চিত্তের বৃত্তি। পুরুষে তাহার ছায়াপাত হয়—যেমন স্ফটিকে বিবিধ বর্ণের উপরাগ হয়।

অন্যত্র সূত্রকার এই বিষয় আরও বিশদ করিয়াছেন—

বাঙ্মাত্রং ন তু তত্ত্বং চিত্তস্থিতেঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৫৮

বন্ধাদীনাং সর্বেষাং চিত্তে এব অবস্থানাৎ তৎ পুরুষে বাঙ্মাত্রং সর্বং, স্ফটিকলৌহিত্যবৎ প্রতিবিম্বমাত্রত্বাৎ, ন তু তত্ত্বম্—বিজ্ঞানভিক্ষু

কারণ, দেখা যায়—তন্নিবৃত্তৌ উপশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ—সাংখ্যসূত্র, ২।৩৪

[তৎ = বৃত্তি]

অবিবেক, বন্ধ প্রভৃতি সমস্তই চিত্তের ধর্ম—

অন্তঃকরণধর্মত্বং ধর্মাদীনাম্—সাংখ্যসূত্র, ৫।২৫

এই সকল চিত্ত-ধর্মের দ্বারা পুরুষের বন্ধন মনে হয় মাত্র; সে বন্ধন প্রকৃত পক্ষে পুরুষের নয়—চিত্তেরই।

রূপৈঃ সপ্তভিরেব তু বধ্নাতি আত্মানমাত্মনা প্রকৃতিঃ—কারিকা, ৬৩

এই চিত্তের সহিত পুরুষের সংযোগ হেতু চিত্তের সমস্ত বৃত্তি পুরুষে উপচরিত হয়। পুরুষ স্বচ্ছ, কেবল, নির্মল। যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকট রক্ত জবা আনিলে, স্ফটিক রক্তবর্ণ ধারণ করে; আবার নীল অপরাজিতা আনিলে, স্ফটিক নীলবর্ণ ধারণ করে; বস্তুতঃ স্ফটিকের কোনই বর্ণ নাই, তবে উপাধির বর্ণ তাহাতে প্রতিফলিত হয় মাত্র। সেইরূপ কেবল, নির্মল পুরুষে সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হইলে, পুরুষ তাহাদের সহিত সারূপ্য (identification) লাভ করিয়া, নিজেকে সুখী, দুঃখী, পাপী, তাপী মনে করেন। বস্তুতঃ পুরুষের সুখ দুঃখ পাপ তাপ কিছুই নাই। ইহা কেবল বৃত্তির উপরাগমাত্র।

চিতেঃ অপ্রতিসংক্রমায়াঃ তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্

—যোগসূত্র, ৪।২২

চিৎশক্তি কেবল অ-পরিণামী নয়—অপ্রতিসংক্রমা (অন্যত্র সঞ্চার-শূন্য)—অতএব চিতি-শক্তি বা পুরুষ বস্তুতঃ চিত্তে সংক্রান্ত হন না—ভ্রান্তিবশতঃ সংক্রান্তের ন্যায় বোধ হয় মাত্র। ইহাই উপরাগ। উপায় দ্বারা

চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে, আর পুরুষে বৃত্তির ছায়া নিপতিত হয় না; তখন পুরুষ নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। এই মর্মে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।

বৃত্তিসারূপ্যম্ ইতরত্র।—যোগসূত্র, ১।৩-৪

সেই জন্য সাংখ্যসূত্রকার বলিতেছেন যে, নিত্য-মুক্ত পুরুষের যে বন্ধন, তাহা নিতান্ত অলীক।

নৈকান্ততো বন্ধমোক্ষৌ পুরুষস্য অবিবেকাদ্ ঋতে—৩।৭১

এই অবিবেক অনাদি বা uncaused বটে—

অনাদিরবিবেকঃ অন্যথা দোষদ্বয়প্রসক্তেঃ—৬।১২

প্রকৃতেঃ স্বস্বামিভাবোঽপি অনাদিঃ বীজাঙ্কুরবৎ—৬।৬৭

কিন্তু উহা অনন্ত নহে—সান্ত। 'It is of course not a permanent one. Purusa, passively observing the workings of Prakriti, forgets its true nature and is deluded into the belief that it thinks, feels and acts.'

ন নিত্যঃ স্যাদ্ আত্মবৎ অন্যথা অনুচ্ছিত্তিঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।১৩

'অবিবেক যদি নিত্য হইত, তাহা হইলে, তাহার উচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকিত না'। অথচ দেখা যায়, বিবেকী পুরুষের পক্ষে তাহার উচ্ছেদ হয়।

নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তিঃ ধ্বান্তবৎ—সাংখ্যসূত্র, ১।৫৬

[নিয়তকারণাৎ = বিবেক-সাক্ষাৎকারাৎ—বিজ্ঞানভিক্ষু]

'যেমন আলোকসম্পাতে অন্ধকারের নাশ হয়, সেইরূপ বিবেক-সাক্ষাৎকারে অবিবেকের বারণ হয়।'

প্রধানাবিবেকাদ্ অন্যাবিবেকস্য তদ্ হানে হানম্ - সাংখ্যসূত্র, ১।৫৭

[তৎ = অবিবেক—বিজ্ঞানভিক্ষু]

অতএব মুক্তি এই অবিবেকরূপে বাধার তিরোধানমাত্র।

মুক্তিঃ অন্তরায়-ধ্বস্তেঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।২০

কারণ, স্বরূপতঃ মুক্ত পুরুষের বন্ধনাশ ভিন্ন অন্য প্রকার মুক্তি সম্ভবপর নহে।

নিজমুক্তস্য বন্ধধ্বংসমাত্রং পরং ন সমানত্বম্—সাংখ্যসূত্র, ১।৮৬

সাংখ্যমতে এ বিবেকসিদ্ধির উপায় ও ফল কি এবং মুক্তি বা কৈবল্যেরই বা স্বরূপ কি— আমরা ক্রমশঃ তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্বে সাংখ্যদিগের সংবিত্তি-তত্ত্ব বা Theory of cognition আমাদিগকে একটু বিশদভাবে বুঝিতে হইবে; কারণ, তাহা না বুঝিলে, সাংখ্যমতে শুদ্ধ-বুদ্ধ-পুরুষে কিরূপে অবিবেকের সংস্পর্শ ঘটে, নিত্য-মুক্তের কি জন্য বন্ধন হয়, —তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিব না। আগামী অধ্যায়ে আমরা ঐ সাংখ্যোক্ত সংবিত্তি-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যের সংবিত্তি

নিত্যমুক্ত-স্বভাব পুরুষকে কেন পাপতাপক্লিষ্ট, দুঃখদৈন্যের অধীন, ত্রিগুণরূপ পাশ দ্বারা বদ্ধ মনে হয়, প্রথম অধ্যায়ে তাহার উত্তর অন্বেষণ করিতে যাইয়া আমরা দেখিয়াছি যে, সাংখ্যমতে অ-বিবেক হইতেই বন্ধের উৎপত্তি। শুদ্ধবুদ্ধ পুরুষে কিরূপে অবিবেকের সংস্পর্শ-ঘটনা হয়—এ প্রশ্নের সম্পর্কে আমরা বলিয়াছিলাম, সাংখ্যদিগের সংবিত্তি-তত্ত্ব বা Theory of Cognition না বুঝিলে ইহার সমাধান হইবে না। অতএব আমরা এক্ষণে ঐ সংবিত্তিতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। বিষয়টি বেশ কঠিন—অতএব এ সম্বন্ধে পাঠকের প্রণিধান প্রার্থনীয়।

অনুভূতি-প্রক্রিয়ার আলোচনার আরম্ভে পাঠকের স্মরণ করাইয়া দিই যে, পুরুষ—যিনি 'অনুভব' করেন,—সাংখ্যমতে তিনি শরীরী বটেন, কিন্তু শরীর নহেন—তিনি শরীরাদি-ব্যতিরিক্ত।

শরীর যেন ক্ষেত্র, পুরুষ ক্ষেত্রজ্ঞ বা ক্ষেত্রী—শরীর দেহ, পুরুষ দেহী। গীতার কথায়—

ইদং শরীরং কৌন্তেয়! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতৎ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥—১৩।২

স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে এই শরীর দ্বিবিধ। স্থূল শরীর—যাহা সকলের প্রত্যক্ষসিদ্ধ—সে শরীর বিনাশী, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর, সাংখ্যমতে, নিত্য—কল্পান্তস্থায়ী।

সাংখ্য পরিভাষায় ঐ সূক্ষ্ম শরীরকে 'লিঙ্গ' বলে—

ভাবৈঃ অধিবাসিতং লিঙ্গম্—কারিকা, ৪০

লিঙ্গ = Psychical Organism.

উহাকে 'লিঙ্গ' বলে কেন?

It is termed '*Lingam*' because it is the "mark" by which the different Purushas are distinguished; for, in themselves, these collectively are mere knowing subjects and nothing more, and would consequently be completely identical and indistinguishable, if they had not their proper lingas differing from one another.

—Dr. Deussen's Philosophy of the Upanisads, p. 242

গৌড়পাদ বলেন—ঐ লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর 'সূক্ষ্ম পরমাণুভিঃ তন্মাত্রৈরুপচিতম্'।

সূত্রকারের মতে ঐ লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর অষ্টাদশ অবয়বাত্মক।

সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্—সাংখ্যসূত্র, ৩।৯

মহদ্-অহংকার-একাদশেন্দ্রিয়-পঞ্চতন্মাত্র-পর্যন্তম্। এষাং সমুদায়ঃ সূক্ষ্ম-শরীরম্॥—বাচস্পতি মিশ্র

ঐ লিঙ্গের ১৭+১=১৮ অবয়ব। কি কি?

পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ, অহংকার ও বুদ্ধি।* অতএব সাংখ্যমতে করণ ত্রয়োদশবিধ—দশটি বাহ্য এবং তিনটি অন্তঃ।

করণং ত্রয়োদশবিধম্ * *।
অন্তঃকরণং ত্রিবিধং দশধা বাহ্যম্॥—কারিকা, ৩২-৩

---

* বৃত্তিকার অনিরুদ্ধের মতে 'সপ্তদশৈকং লিঙ্গম্'—এই সূত্রে 'সপ্তদশৈক' অর্থে অষ্টাদশ। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, অহংকারকে বুদ্ধির অন্তর্ভূত করিয়া সূত্রকার এখানে ১৭টি মাত্র অবয়বের গণনা করিলেন—একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ তন্মাত্রাণি বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশ। অহংকারস্য বুদ্ধৌ এব অন্তর্ভাবঃ। এ মতেও সূক্ষ্মশরীর অষ্টাদশ অবয়বাত্মক।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—উভয়ে মিলিয়া দশ বহিঃকরণ † —

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণরসনস্পর্শকানি।

বাক্ পাণি পাদ পায়ূপস্থান্ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ ॥—কারিকা, ২৬

আর মনঃ, অহংকার ও বুদ্ধি এই ত্রিবিধ অন্তঃকরণ—সকলে মিলিয়া ত্রয়োদশবিধং করণং।

করণং ত্রয়োদশবিধম্ অবান্তর ভেদাৎ—সাংখ্যসূত্র, ২।৩৮

উপরে অন্তঃকরণকে ত্রিবিধ বলা হইল—মনঃ, অহংকার ও বুদ্ধি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অন্তঃকরণ এক। 'অন্তঃকরণম্ একমেব বীজাঙ্কুরমহাবৃক্ষাদিবৎ অবস্থাত্রয়মাত্রভেদাৎ, কার্যকারণভাবম্ আপদ্যত ইতি চ প্রাগেবোক্তম্।'

—২।১৬ সূত্রের ভিক্ষুভাষ্য

(অবস্থাত্রয়=মনঃ অহঙ্কার বুদ্ধি)

এই জন্য যোগদর্শনে অন্তঃকরণের সাধারণ নাম চিত্ত।

কি বাহ্যকরণ, কি অন্তঃকরণ, প্রত্যেক করণেরই স্বতন্ত্র, স্বালক্ষণ্য বৃত্তি আছে। চক্ষুর নিজস্ব বৃত্তি দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসিকার আঘ্রাণ, জিহ্বার আস্বাদন, ত্বকের স্পর্শন, বাকের বচন, হস্তের গ্রহণ, পদের গমন, পায়ুর বিসর্জন (evacuation) এবং উপস্থের আনন্দন (generation)।

বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাশ্চ পঞ্চানাম্ কারিকা, ২৮

প্রোক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের স্বালক্ষণ্য (characteristic)-বৃত্তির সাধারণ নাম, সাংখ্য-পরিভাষায় - 'আলোচন'।

শব্দাদিষু পঞ্চানাম্ আলোচনমাত্রমিষ্যতে বৃত্তিঃ—কারিকা, ২৮

চক্ষুর বিষয় রূপ, কর্ণের বিষয় শব্দ, নাসিকার বিষয় গন্ধ, জিহ্বার বিষয়

---

† এই দশ বহিঃকরণ বা ইন্দ্রিয় ভৌতিক নহে, আহংকারিক, অর্থাৎ, অহংকারতত্ত্বের বিকার-জাত—

ন ভূত-প্রকৃতিত্বম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ আহংকারিকত্বে শ্রুতেঃ—সাংখ্যসূত্র, ৫।৮৪

রস এবং ত্বকের বিষয় স্পর্শ। ঐ ঐ বিষয়ের সহিত সেই সেই করণের সংযোগ হইলে, যে বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহারই সাধারণ নাম 'আলোচন' (vague sensation)—নৈয়ায়িকেরা যাহাকে নির্বিকল্পক জ্ঞান বলেন। অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকম্। ঐ আলোচনের উপর এইবার ত্রিবিধ অন্তঃকরণের যোগ হয়—প্রথম মনঃ, তাহার পর অহংকার, তাহার পর বুদ্ধি। মনঃ, অহঙ্কার ও বুদ্ধিরও স্বালক্ষণ্য বা নিজস্ব বৃত্তি আছে।

স্বালক্ষণ্যং বৃত্তিস্ত্রয়স্য—কারিকা, ২৯

ত্রয়াণাং স্বালক্ষণ্যম্—সাংখ্যসূত্র, ২।৩০

ত্রয়াণাং মহদহংকারমনসাং স্বালক্ষণ্যং স্বং স্বং লক্ষণম্ অসাধারণী বৃত্তিঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু

মনের কি নিজস্ব বা অসাধারণ বৃত্তি? সংকল্প।

উভয়াত্মকম্ অত্র মনঃ সংকল্পকম্—কারিকা, ২৭

অহংকারের কি নিজস্ব বা অসাধারণ বৃত্তি? অভিমান।

অভিমানোঽহংকারঃ—কারিকা, ২৪

আর বুদ্ধির অসাধারণ বা নিজস্ব বৃত্তি—অধ্যবসায় বা বিনিশ্চয়।

অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ—কারিকা, ২৩

আলোচনের উপর মনঃসংযোগের ফলে মনের সংকল্পবৃত্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত নির্বিকল্পক বা নির্বিশেষ জ্ঞান সবিকল্পক বা সবিশেষ হইতে আরম্ভ হয়।

অস্তি হ্যালোচনং জ্ঞানং প্রথমং নির্বিকল্পকম্।
পরঃ পুন স্তথা বস্তুধর্মৈর্জাত্যাদিভিস্তথা॥

'প্রথমতঃ (ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের ফলে) নির্বিকল্পক জ্ঞান (indeterminate perception)—আলোচন মাত্র হয়। পরে তাহার সহিত বস্তুর ধর্ম, জাতি প্রভৃতি বিশেষণ সংযুক্ত হইলে সবিকল্পক বা সবিশেষ জ্ঞান (determinate perception) জন্মে।

সামান্যবিশেষ-সমুদায়োঽত্র দ্রব্যম্—৩।৪৪ সূত্রের ব্যাসভাষ্য

বাচস্পতি মিশ্র এ বিষয় বিশদ করিয়া বলিয়াছেন—

আলোচিতম্ ইন্দ্রিয়েণ বস্তু ইদমিতি সংমুগ্ধম্ ইদম্ এবং নৈবমিতি সম্যক্ কল্পয়তি বিশেষণবিশেষ্য-ভাবেন বিবেচয়তি। ইহাই মনের সংকল্প-বিকল্প —mental analysis and synthesis. এই যে বিশেষ্য-বিশেষণ-অবগাহিত জ্ঞান, ইহা মনঃসংযোগের ফল। এইবার অহংকার তাহার উপর ক্রিয়া করে। অহংকারের অসাধারণ বৃত্তি অভিমান (egoism)। এই অভিমানের ফলে বৃত্তিগুলি 'আমার বৃত্তি' বলিয়া অনুভব হয়। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—

যৎ খলু আলোচিতং মতং চ তত্র অহমধিকৃতঃ, শক্তঃ খলু অহমত্র, মদর্থা এবামী বিষয়াঃ; মত্তোঃ নান্যঃ অত্রাধিকৃতঃ কশ্চিদস্তি অহমস্মি যোঽভিমানঃ সঃ অসাধারণ-ব্যবহারত্বাৎ অহংকারঃ। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ার্থ বা বিষয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 'আলোচিত' এবং মনের দ্বারা 'মত' হইলে পর, অহঙ্কার 'অভিমান' করে—'ইহা আমারই বিষয়, ইহাতে আমি অধিকৃত, আমি শক্ত, আমি ব্যতীত কেহ অধিকারী নাই'—এই যে অহমস্মি স্বামিত্ব-বৃত্তি, ইহাই অভিমান। এইবার তাহার উপর বুদ্ধির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। বুদ্ধির নিজস্ব বৃত্তি অধ্যবসায়* বা বিনিশ্চয়। বুদ্ধির দ্বারা ব্যাকৃত হইলে তবে বৃত্তি বিনিশ্চিত আকার ধারণ করে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, তখন I know that I know; I know that I feel; I know that I will—এইরূপ অনুভব হয়।

বাচস্পতি মিশ্র এই বিষয় বিশদ করিয়া বলিতেছেন—

সর্বো ব্যবহর্তা আলোচ্য মত্বা অহমধিকৃত ইত্যভিমত্য কর্তব্যমেতৎ ময়া ইত্যধ্যবস্যতি ততশ্চ প্রবর্ততে ইতি লোকসিদ্ধম্। তত্র যোঽয়ং কর্তব্যমিতি

*এবম্ এব ইতি নিশ্চয়োঽধ্যবসায়ঃ—অনিরুদ্ধ

বিনিশ্চয়: চিত্তিসন্নিধানাদ্ আপন্নচৈতন্যায়া বুদ্ধে: যোঽধ্যবসায়ো বুদ্ধে: অসাধারণব্যাপার: তদভেদা বুদ্ধি:।

অর্থাৎ, বিষয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোচিত, মনের দ্বারা মত এবং অহংকার দ্বারা 'স্বী'-কৃত হইবার পর, বুদ্ধি অধ্যবসায় দ্বারা তাহার 'বিনিশ্চয়' করিয়া কর্তব্য অবধারণ করে। এইরূপেই লোক-ব্যবহার সিদ্ধ হয়।*

এই যে বৃত্তিচতুষ্টয়—আলোচন, সংকল্প, অভিমান ও অধ্যবসায়—ইহারা কি ক্রমশ: না যুগপৎ (simultaneous)? সাংখ্যেরা বলেন—কখন ক্রমশ:, কখন যুগপৎ।

ক্রমশ: অক্রমশশ্চ ইন্দ্রিয়বৃত্তি:—সাংখ্যসূত্র, ২।৩২

যুগপৎ চতুষ্টয়স্য তু বৃত্তি: ক্রমশশ্চ তস্য নির্দিষ্টা—কারিকা, ৩০

বৃত্তিচতুষ্টয়ের ক্রম-পর্যায় আমাদের অনুভবসিদ্ধ। কিন্তু কখন কখন যেন সমস্ত করণের কার্য একদা সংঘটিত হয়। কদাচিৎ তু ব্যাঘ্রাদিদর্শনকালে ভয়বিশেষাৎ বিদ্যুল্লতেব সর্বকরণেষু একদৈব বৃত্তির্ভবতি। এরূপ স্থলে সম্ভ্রমবশত: যেন চকিত চমকের মত সমস্ত করণের বৃত্তি একদা হইতেছে মনে হয়। এ যুগপৎ-বোধ বৃত্তিচতুষ্টয়ের অতি-দ্রুত গতি-ক্রমের ফল।

প্রাচীনেরা এ বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, এ যুগপৎ ব্যাপারটা যেন উৎপল-শতপত্র-ভেদ। যদি ১০০টী পদ্মের পাপড়ি উপরি উপরি সাজাইয়া তীক্ষ্ণ সূচির দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্ধ করা হয়, তবে মনে হইবে যেন ঐ ১০০টী পাপড়ি এক সঙ্গেই বিদ্ধ হইল, কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, বস্তুত: পত্রের পর পত্র বেধ করিতে সময়ের সূক্ষ্ম ক্রমের ব্যবধান ছিল। ইন্দ্রিয়, মন:, অহঙ্কার, বুদ্ধি—ইহাদিগের বৃত্তি সম্বন্ধেও ঐ কথা।

---

*When an object excites the senses, the manas arranges the sense-impressions into a percept, the self-sense (অহংকার) refers it to the self and the Buddhi forms the concept.—Prof. Radha Krisnan.

অতএব আমরা দেখিলাম, অন্তঃকরণ ত্রিবিধ—মনঃ, অহঙ্কার ও বুদ্ধি। ইহাদের মধ্যে কিন্তু বুদ্ধিই প্রধান।

সমান-কর্মযোগে বুদ্ধেঃ প্রাধান্যং লোকবৎ – সাংখ্যসূত্র, ২।৪৭

যদ্যপি পুরুষার্থত্বেন সমান এব সর্বেষাং করণানাং ব্যাপারঃ তথাপি বুদ্ধেরেব প্রাধান্যং লোকবৎ—বিজ্ঞান ভিক্ষু

'যদিও পুরুষার্থের সাধকরূপে সকল করণের ব্যাপারই সমান, তথাপি বুদ্ধিই তাহাদের মধ্যে প্রধান—যেমন রাজপুরুষদিগের মধ্যে মন্ত্রীই প্রধান।' অন্যত্র সূত্রকার বলিতেছেন—

দ্বয়োঃ প্রধানং মনো লোকবদ্ ভৃত্যবর্গেষু—সাংখ্যসূত্র, ২।৪০

এখানে মনঃ অর্থে বুদ্ধি। *

দ্বয়ো র্বাহ্যান্তরয়ো র্মধ্যে মনো বুদ্ধিরেব প্রধানং মুখ্যম্ – বিজ্ঞানভিক্ষু

কিসে বুদ্ধির প্রাধান্য? অব্যভিচারাৎ। তথাশেষসংস্কারাধারত্বাৎ। স্মৃত্যানুমানাচ্চ—সাংখ্যসূত্র, ২।৪১-৩

'যেহেতু বুদ্ধির ফল অব্যভিচারী, বুদ্ধি সমস্ত সংস্কারের আশ্রয় এবং ধ্যানরূপ যে সর্বোত্তম বৃত্তি, তাহা বুদ্ধিরই প্রকার – অতএব বুদ্ধিই প্রধান।' সাংখ্য-কারিকা অন্যভাবে বুদ্ধির প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন—

এতে প্রদীপকল্পাঃ পরস্পরবিলক্ষণা গুণবিশেষাঃ।
কৃৎস্নং পুরুষস্যার্থং প্রকাশ্য বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি॥ – কারিকা, ৩৬

বুদ্ধৌ প্রযচ্ছন্তি—বুদ্ধিস্থং কুর্বন্তি ইত্যর্থঃ। বুদ্ধিস্থং সর্বং বিষয়ং সুখাদিকং পুরুষ উপলভ্যতে—গৌড়পাদ

'ত্রিগুণের পরিণাম এই সকল করণ অসদৃশ (dissimilar)—তাহারা প্রদীপের ন্যায় সমস্ত অর্থ বা বিষয় (objects) বুদ্ধিস্থ করে।'

---

* মহদাখ্যম্ আদ্যং কার্যং তন্মনঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৭১

'প্রকৃতির প্রথম বিকারের নাম মহৎ (মহৎতত্ত্ব)—উহাই মনঃ।

মননমত্র নিশ্চয় স্তদ-বৃত্তিকা বুদ্ধিরিত্যর্থঃ – ভিক্ষু

বুদ্ধির প্রাধান্যের আরও হেতু আছে।

সর্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।

সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধানপুরুষান্তরং সূক্ষ্মম্ ॥—কারিকা, ৩৭

অর্থাৎ, 'বুদ্ধির দ্বারাই পুরুষের সমস্ত ভোগ এবং বিবেকসিদ্ধি-রূপ অপবর্গ সিদ্ধ হয়।' অতএব করণসমূহের মধ্যে বুদ্ধিই প্রধান।

এই সান্তঃকরণা বুদ্ধিই যোগদর্শনের চিত্ত (psychical apparatus)। সাংখ্যমতে ইহা যখন প্রকৃতির উপাদানে গঠিত, তখন ইহা নিশ্চয়ই অচেতন বা জড় (material)।

ন তৎ স্বাভাসং দৃশ্যত্বাৎ—যোগসূত্র, ৪।১৯

কিন্তু, যেহেতু ইহার সহিত পুরুষের অনাদি সংযোগসিদ্ধ সম্বন্ধ*—অতএব জড় হইলেও চিত্ত বা লিঙ্গকে সচেতন মনে হয়।

(লিঙ্গ—সান্তঃকরণা বুদ্ধি বা চিত্ত)

তস্মাৎ তৎসংযোগাদ্ অচেতনং চেতনাবদ্ ইব লিঙ্গম্—কারিকা, ২০

এবং মহদাদি লিঙ্গং পুরুষসংযোগাৎ চেতনাবদ্ ইব ভবতি—গৌড়পাদ

অচেতনং চেতনমিব (চিত্তং) স্ফটিকমণিকল্পং সর্বার্থম্ ইত্যুচ্যতে

—ব্যাসভাষ্য

---

* চিত্তপুরুষয়োঃ অনাদিঃ স্ব-স্বামিভাবঃ সম্বন্ধঃ—ভিক্ষু

c. f. তাসামনাদিত্বম্ চ আশিষো নিত্যত্বাৎ—যোগসূত্র, ৪।১০

ইহার উপর ব্যাসভাষ্য এইরূপ—

অনাদিবাসনানুবিদ্ধম্ ইদং চিত্তং নিমিত্তবশাৎ কাশ্চিদেব বাসনাঃ প্রতিলভ্য পুরুষস্য ভোগায় উপাবর্ততে ইতি।

শ্রীরামানুজাচার্য এই সকল কথার প্রতিধ্বনি করিয়া গীতা-ভাষ্যে বলিয়াছেন—

পুরুষেণ সংসৃষ্টা ইয়ম্ অনাদি-কাল-প্রবৃত্তা ক্ষেত্রাকার-পরিণতা প্রকৃতিঃ স্ববিকারৈঃ ইচ্ছাদ্বেষাদিভিঃ পুরুষস্য বন্ধহেতুর্ভবতি। চিত্তাকারে পরিণত প্রকৃতির এক অংশকে পুরুষ নিজস্ব করিয়া লয়েন। ইহাই তাঁহার 'লিঙ্গ' বা ক্ষেত্র। তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ।

বিজ্ঞানভিক্ষুও বলিয়াছেন—বুদ্ধেশ্চ যা চিত্তা সা পুরুষসান্নিধ্যাৎ।*
চিত্ত বা বুদ্ধির এই যে 'চিৎ-তা', তাহা চিৎ বা পুরুষের সান্নিধ্যজনিত।
সূত্রকার এই মর্মে বলিতেছেন —

অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাৎ লোহবৎ অধিষ্ঠাতৃত্বম্—সাংখ্যসূত্র, ১।৯৯

অন্তঃকরণং হি তপ্তলোহবৎ চেতনোজ্জ্বলিতং ভবতি। অত স্তস্য চেতনায়মানতয়া অধিষ্ঠাতৃত্বম্--বিজ্ঞানভিক্ষু

'যেমন অগ্নির সংস্পর্শে লৌহের উষ্ণত্ব, সেইরূপ চিৎ-সংস্পর্শে অন্তঃকরণের চেতনত্ব। সেই জন্য অন্তঃকরণ সচেতনবৎ প্রতীয়মান হয়।' ব্যাসভাষ্যও এই মর্মে বলিয়াছেন—অচেতনং চেতনমিব স্ফটিকমণিকল্পং সর্বার্থমিতি উচ্যতে। অর্থাৎ, অচেতন চিত্ত সচেতনবৎ প্রতীত হয়। The unconscious লিঙ্গ is invested with consciousness—চেতনাবৎ ইব লিঙ্গং। Consciousness does not pass into the অন্তঃকরণ but is only reflected in it.

ইন্দ্রিয় দ্বারা এই চিত্তের সহিত বিষয়ের বা বাহ্যবস্তুর সন্নিকর্ষ বা সংযোগ হইলে কি হয়? চিত্ত তদাকারে আকারিত হয়। যোগদর্শনের ভাষায় ইহাকে 'উপরাগ' বলে।

তদুপরাগাপেক্ষিত্বাৎ চিত্তস্য বস্তু জ্ঞাতাজ্ঞাতম্—যোগসূত্র, ৪।১৭

যেন চ বিষয়েণ উপরক্তং চিত্তং স বিষয়ো জ্ঞাতঃ ততোঽন্যঃ পুনঃ অজ্ঞাতঃ—ব্যাসভাষ্য।

বিষয়ের দ্বারা চিত্ত অনুরঞ্জিত হইয়া জ্ঞাত বা অনুভূত হয়।

এই অনুভূতির প্রক্রিয়ার ক্রম আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। প্রথম আলোচন, আলোচনের পর সঙ্কল্প, সঙ্কল্পের পর অভিমান এবং অভিমানের পর বিনিশ্চয়। কিন্তু বিনিশ্চয়ের স্তরে উঠিলেও অনুভূতি-প্রক্রিয়ার

*চিৎ+ত=চিত্ত। ইহার সহিত বৈদান্তিক মনস্তত্ত্বের মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত তুলনীয়।

অবসান হয় না। ইহার সহিত চিত্তের বা পুরুষের যোগ চাই। সা চ বৃত্তিঃ অর্থোপরক্তা প্রতিবিম্বরূপেণ পুরুষাধিরূঢ়া সতী ভাসতে। অর্থাৎ, বিষয় (object)-দ্বারা উপরঞ্জিত বৃত্তি প্রতিবিম্বরূপে পুরুষে অধিরূঢ় হইলে তবে অনুভূতি হয়। এই মর্মে যোগবাশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

তস্মিন্ চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥

'যেমন তীরস্থিত বৃক্ষসকলের সরোবরের জলে প্রতিবিম্ব পড়ে, সেইরূপ সমস্ত বস্তু-দৃষ্টির, অর্থাৎ, অর্থোপরক্ত চিত্তবৃত্তির স্বচ্ছ চিৎদর্পণে প্রতিবিম্ব হয়।'

ইহার সহিত গুণরত্ন সূরিকৃত ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়-টীকায় উদ্ধৃত আসুরিকৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটি তুলনীয়—

বিবিক্তে দৃক্পরিণতৌ বুদ্ধৌ ভোগোঽস্য কথ্যতে।
প্রতিবিম্বোদয়ঃ স্বচ্ছে যথা চন্দ্রমসোঽম্ভসি॥

সেই জন্য সূত্রকার বলিতেছেন—

চিদবসানো ভোগঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।১০৪
চিদবসানা ভুক্তিঃ—ঐ, ৬।৫৫

প্রমেয়ং বৃত্ত্যা সহ পুরুষে প্রতিবিম্বিতং সং ভাসতে। অতঃ অর্থোপরক্ত-বৃত্তি-প্রতিবিম্বাবচ্ছিন্নং স্বরূপচৈতন্যমেব ভানং পুরুষস্য ভোগঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু

অর্থাৎ, প্রমেয় (object) বৃত্তির সহিত পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইলে প্রকাশিত বা অনুভূত হয়। অতএব, বিষয়ের দ্বারা উপরক্ত যে চিত্তবৃত্তি, তাহার প্রতিবিম্বাবচ্ছিন্ন যে চিৎ বা স্বরূপ চৈতন্য, তাহাই ভান (অনুভূতি), তাহাই ভোগ। যোগের ভাষায় ইহাকে বৃত্তিসারূপ্য বলে—

বৃত্তিসারূপ্যম্ ইতরত্র – যোগসূত্র, ১।৪

ব্যুত্থানে যাঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ তদ্-অবশিষ্ট-বৃত্তিঃ পুরুষঃ—ব্যাসভাষ্য।*

---

*অন্যত্র ব্যাসভাষ্যে লিখিত আছে—

বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তি রাখ্যায়তে—৪।২২ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য।

সাংখ্যেরা ইহাকেই "চিচ্ছায়াপত্তি" বলেন—বুদ্ধৌ চৈতন্যপ্রতিবিম্বঃ চৈতন্য-দর্শনার্থং কল্প্যতে। দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ববৎ। অয়মেব চ চিৎপ্রতিবিম্বঃ বুদ্ধৌ চিৎ-ছায়াপত্তিঃ ইতি, চৈতন্যাধ্যাস ইতি, চিদাবেশ ইতি চোচ্যতে—বিজ্ঞানভিক্ষু।

অনুভূতি-প্রক্রিয়ার ইহাই শেষ পর্ব (last stage)—এইবার Sensation Perception-এ পরিণত হয়।

বাচস্পতি মিশ্রের মুখে বুদ্ধির ব্যাপার লক্ষ্য করিতে আমরা পূর্বেই ইহার ইঙ্গিত পাইয়াছি—যোঽয়ং কর্তব্যমিতি বিনিশ্চয়ঃ চিত্তিসন্নিধানাৎ আপন্ন-চৈতন্যায়া বুদ্ধেঃ সোঽধ্যবসায়ঃ।

কথাটি কিছু বিশদ করিতে চাই—কারণ, ইহা না বুঝিলে সাংখ্যের সংবিত্তি-তত্ত্ব ঠিক বুঝিতে পারিব না।

আমরা দেখিয়াছি, এক একটি পুরুষ অনাদি কাল হইতে এক একটি চিত্তের সহিত সংযুক্ত আছেন। পুরুষ স্বামী বা প্রভু, চিত্ত তাঁহার স্ব। পুরুষ অপরিণামী—চিত্ত পরিণামী। পুরুষ দ্রষ্টা (subject), বিষয় দৃশ্য (object)। দ্রষ্টা পুরুষ চিত্তের দ্বারা দৃশ্য বিষয় দর্শন করেন। কারণ, বিষয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব যখন পুরুষে সংক্রান্ত হয়, তখনই সেই সেই চিত্তবৃত্তি পুরুষের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়।

সদা জ্ঞাতাঃ চিত্তবৃত্তয়ঃ তৎপ্রভোঃ পুরুষস্য অপরিণামিত্বাৎ

—যোগসূত্র, ৪।১৮

If পুরুষ underwent transformation, then it would lapse at times and there would be no security that the states of প্রকৃতি as pleasure and pain (i. e. চিত্তবৃত্তয়ঃ) will be experienced.—Prof. Radha Krisnan.

দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্বার্থম্—যোগসূত্র, ৪।২৩

দ্রষ্টৃ-দৃশ্যোপরক্তং বিষয়বিষয়ি-নির্ভাসং চেতনাচেতনস্বরূপাপন্নম্

—ব্যাসভাষ্য

চিত্ত (সান্তঃকরণা বুদ্ধি) যেন দ্বারী, ইন্দ্রিয়সকল দ্বার। দ্বারী চিত্ত ঐ দ্বার দিয়া সমস্ত বিষয় পুর-স্বামী পুরুষের নিকট পহুঁছিয়া দেয়—তখন পুরুষ তাহা গ্রহণ করেন।

সান্তঃকরণা বুদ্ধিঃ সর্বং বিষয়ম্ অবগাহতে যস্মাৎ।
তস্মাৎ ত্রিবিধং করণং দ্বারি, দ্বারাণি শেষাণি॥—কারিকা, ৩৫

এই মর্মে বিষ্ণুপুরাণ লিখিয়াছেন—

গৃহীতান্ ইন্দ্রিয়ৈ রর্থান্ আত্মনে যঃ প্রযচ্ছতি।
অন্তঃকরণরূপায় তস্মৈ বিশ্বাত্মনে নমঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ

অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত বিষয় অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি পুরুষকে প্রদান করে।

এ সম্বন্ধে বাচস্পতি বলেন—জড়স্বভাবোঽপি অর্থঃ (object) ইন্দ্রিয়-প্রণালিকয়া চিত্তমুপরঞ্জয়তি। তদেবংভূতং চিত্তদর্পণম্ উপসংক্রান্ত-প্রতিবিম্বা চিতিশক্তিঃ চিত্তম্ অর্থোপরক্তং চেতয়মানার্থম্ অনুভবতি। পুরুষ এইরূপে 'প্রত্যয়ানুপশ্য' হন (যোগসূত্র, ২।২০)। প্রত্যয়ং বৌদ্ধমনুপশ্যতি। তমনুপশ্যন্ ন তদাত্মাপি তদাত্মক ইব প্রত্যবভাসতে—ব্যাসভাষ্য।

এ সম্পর্কে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—

তথাপি, চিতেরপ্রতিসংক্রমায়া স্তদাকারাপত্তৌ স্ব-বুদ্ধি-সংবেদনম্

—যোগসূত্র ৪।২২*

---

*ইহার ব্যাসভাষ্য এইরূপ—

অপরিণামিনী হি ভোক্তৃশক্তিঃ অপ্রতিসংক্রমা চ পরিণামিনি অর্থে প্রতিসংক্রান্তা ইব তদ্বৃত্তিম্ অনুপততি। তস্যাশ্চ প্রাপ্ত-চৈতন্যোপগ্রহস্বরূপায়া বুদ্ধিবৃত্তেঃ অনুকারিমাত্রতয়া বুদ্ধিবৃত্ত্যবিশিষ্টা হি জ্ঞানবৃত্তিরাখ্যায়তে।

অর্থাৎ, পুরুষ বা চিতিশক্তি কেবল অপরিণামী নয়—অপ্রতিসংক্রমা (অন্যত্র সঞ্চারশূন্যা)। ঐ চিতিশক্তি বস্তুতঃ বুদ্ধিতে (চিত্তে) সংক্রান্ত হয় না—ভ্রান্তিবশতঃ সংক্রান্তের ন্যায় বোধ হয় মাত্র।

অর্থাৎ, বিষয়ের দ্বারা উপরঞ্জিত চিত্তবৃত্তির প্রতিবিম্ব পুরুষে সংক্রান্ত হইলেও এবং তজ্জন্য পুরুষকে সব্যাপার ও সঙ্গযুক্ত মনে হইলেও পুরুষের তাত্ত্বিক শুদ্ধত্বের ও কৈবল্যের হানি হয় না।

বিজ্ঞানভিক্ষু এই বিষয় বিশদ করিয়া ১।৮৭ সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে লিখিতেছেন—

অত্র ইয়ং প্রক্রিয়া। ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া অর্থসন্নিকর্ষেণ লিঙ্গজ্ঞানাদিনা† বা আদৌ বুদ্ধে রর্থাকারা বৃত্তির্জায়তে। * * সা চ বৃত্তিঃ অর্থোপরক্তা প্রতিবিম্বরূপেণ পুরুষারূঢ়া সতী ভাসতে, পুরুষস্য অপরিণামিতয়া বুদ্ধিবৎ স্বতোঽর্থাকারত্বাসম্ভবাৎ। অর্থাকারতায়া এব চ অর্থগ্রহণত্বাৎ, অন্যস্য দুর্বচত্বাদিতি। তদেতৎ বক্ষ্যতি জপাস্ফটিকয়োরিব নোপরাগঃ কিন্তু অভিমান ইতি। যোগসূত্রঞ্চ বৃত্তি-সারূপ্যম্ ইতরত্র। স্মৃতিরপি তস্মিন্ চিদ্দর্পণে স্ফারে ইত্যাদি। যোগভাষ্যঞ্চ বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী পুরুষ ইতি। প্রতিধ্বনিবৎ প্রতিসংবেদঃ সংবেদনপ্রতিবিম্ব স্তস্যাশ্রয় ইত্যর্থঃ। * * পুরুষে চ স্ব স্ব বুদ্ধি বৃত্তীনামেব প্রতিবিম্বার্পণসামর্থ্যম্ ইতি ফলবলাৎ কল্প্যতে।

সংবিত্তির প্রক্রিয়া এইরূপ :—(প্রত্যক্ষ স্থলে) বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ ঘটিলে এবং (অনুমান স্থলে) হেতুজ্ঞান হইলে, বুদ্ধির অর্থাকার বৃত্তি জন্মে। অর্থের উপরাগবিশিষ্ট সেই বৃত্তি প্রতিবিম্বরূপে পুরুষে আরূঢ় হইয়া প্রকাশিত বা অনুভূত হয়। বুদ্ধির ন্যায় পুরুষ পরিণামী নহেন।

বাচস্পতি মিশ্র এই বিষয় যথাসম্ভব বিশদ করিয়া স্বকৃত টীকায় এইরূপ লিখিয়াছেন—

চিতেঃ স্ববুদ্ধিসংবেদনং, বুদ্ধেঃ তদাকারাপত্তৌ চিতিপ্রতিবিম্বাধারতয়া তদ্‌রূপতাপত্তৌ সত্যাং। যথা হি চন্দ্রমসঃ ক্রিয়ামন্তরেণাপি সংক্রান্তচন্দ্রপ্রতিবিম্বম্ অমলং জলম্ অচলং চলমিব চন্দ্রমসম্ অবভাসয়তি; এবং বিনাপি চিতিব্যাপারং, উপসংক্রান্তচিতিপ্রতিবিম্বং চিত্তং স্বগতয়া ক্রিয়য়া ক্রিয়াবতীং, অসঙ্গতামপি সঙ্গতাং চিতিশক্তিম্ অবভাসয়ৎ ভোগ্যভাবমাসাদয়ৎ ভোক্তৃভাবম্ আপাদয়তি তস্যাঃ (চিতিশক্তেঃ)।

† পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ—এ স্থলে ধূম—লিঙ্গ।

অতএব বুদ্ধি যেমন অর্থাকারে আকারিত বা পরিণত হয়, পুরুষ স্বয়ং সেরূপ হন না। প্রতিবিম্ব-গ্রহণই পুরুষের অর্থাকারতা-স্থানীয়। ইহাকেই যোগসূত্রে বৃত্তিসারূপ্য বলা হইয়াছে। যোগবাশিষ্ঠও চিৎদর্পণে বস্তুদৃষ্টির প্রতিবিম্বের কথা বলিয়াছেন। স্ফটিকে যেমন জবাফুলের প্রতিবিম্ব পড়ে—অবশ্য এ সেরূপ প্রতিবিম্ব নহে; এখানে প্রতিবিম্ব অর্থে অভিমান—অবিবেক জন্য তাদাত্ম্য (identification)। যোগভাষ্যও বলিয়াছেন—'পুরুষ বুদ্ধির প্রতি-সংবেদী'। ধ্বনির যেমন প্রতিধ্বনি, বুদ্ধিবৃত্তি বা সংবেদনের সেইরূপ প্রতি-সংবেদ। পুরুষ সেই প্রতিসংবেদ বা বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিবিম্বের আধার বা আশ্রয়। অতএব এইরূপে ও এত দূরে সংবিত্তি (Cognition) সিদ্ধ হয়।

আলোচন কিরূপে সংবিত্তিতে পরিণত হয়—অধ্যাপক জেমস্ বলেন, ইহা জগতের প্রধান প্রহেলিকা—absolute world-enigma. *

আমরা এই মাত্র জানি যে, our sense-organs transmit the vibrations of light, sound etc to the brain and the reaction upon this by our consciousness results in perception.

কিন্তু এই reaction বা প্রতিসংবেদন যে কি ও কিরূপ—তাহা নির্ধারণ করা বোধ হয় মনুষ্যবুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। প্রত্যুত দেখা যায় এ সম্পর্কে সাংখ্যাচার্যদিগের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বাচস্পতি মিশ্রের মত আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি—'তদেবংভূতং চিত্তদর্পণম্ উপসংক্রান্ত-প্রতিবিম্বা চিতিশক্তিঃ চিত্তম্ অর্থোপরক্তং চেতয়মানার্থম্ অনুভবতি।

*We have not here any explanation of conscious knowledge (i. e. cognition), which is a baffling mystery.—Prof. Radha Krisnan.

পুনশ্চ—

ভবেৎ এতৎ এবং যদি বুদ্ধিবৎ চিতিশক্তিঃ বিষয়াকারতাম্ আপদ্যেত। কিন্তু, বুদ্ধিরেব বিষয়াকারেণ পরিণতা সতী অ-তদাকারায়ৈ চিতিশক্ত্যৈ বিষয়ম্ আদর্শয়তি—১।২ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যের টীকা।

অর্থাৎ, পুরুষের reaction in the act of cognition is not বিষয়াকার-আকারিতা like বুদ্ধি's, but only দর্শিতবিষয়ত্ব। It is বুদ্ধি which being বিষয়াকারেণ পরিণতা (assuming the form of object), অতদ্-আকারায়ৈ চিতিশক্ত্যৈ বিষয়ম্ আদর্শয়তি। *

এক কথায়, পুরুষ knows the object through the mental modification on which it casts its reflection.

বিজ্ঞানবিক্ষু এ মতের অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন—প্রমেয়ম্ বৃত্ত্যা সহ পুরুষে প্রতিবিম্বিতম্ সংভাসতে—অর্থাৎ, অর্থোপরক্ত চিত্তবৃত্তি স্বচ্ছ চিদ্দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়।

এক কথায়, পুরুষ is a passive mirror in which the চিত্তবৃত্তি's are reflected।

ভিক্ষু বলেন—ইদমেব চ পুরুষস্য স্বস্থত্বং যদ্ উপাধিবৃত্তেঃ প্রতিবিম্বস্য নিবৃত্তিঃ * * তাসাং বৃত্তীনাং বিরামদশায়াং শান্ত-তং প্রতিবিম্বকঃ স্বস্থো ভবতি। - ২.৩৪ সাংখ্যসূত্রের ভিক্ষুভাষ্য

ভিক্ষু আরও বলেন যে, কেহ কেহ বলেন বটে, 'চৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্বীয় বৃত্তির প্রকাশ করে এবং সেই বুদ্ধি-বৃত্তি-গত প্রতিবিম্বই চৈতন্যের বিষয়; কিন্তু চৈতন্যে কদাচ বৃত্তি প্রতিবিম্বিত হয় না।' এ মত কিন্তু অসৎ।

---

*অন্যত্রও বাচস্পতি মিশ্র স্বচ্ছ বুদ্ধিদর্পণে পুরুষের প্রতিবিম্বের কথা বলিয়াছেন—সংক্রান্ত-পুরুষপ্রতিবিম্বং ; পুরুষচ্ছায়াপন্নং চৈতন্যং ; অসংক্রান্তাপি সংক্রান্ত-প্রতিবিম্বা চিতিশক্তিঃ সংক্রান্তা ইব।

কেচিৎ তু বৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতং সদেব চৈতন্যং বৃত্তিং প্রকাশয়তি তথা বৃত্তিগত-প্রতিবিম্ব এব বৃত্তৌ চৈতন্য-বিষয়তা ন তু চৈতন্যে বৃত্তি-প্রতিবিম্বোঽস্তীত্যাহুঃ। তদসৎ।

তবে সৎ মত কি? ভিক্ষুর মতে, সেই মত সৎ, যে মতে চিত্ত ও চিতি উভয়ই বিম্ব ও প্রতিবিম্ব স্থানীয়—অর্থাৎ, চিত্তের বৃত্তি পুরুষে এবং পুরুষ চিত্তে প্রতিবিম্বিত হয়—

বৃত্তি-চৈতন্যয়ো রন্যোন্যবিষয়তাখ্য-সম্বন্ধরূপতয়া অন্যোন্যস্মিন্ অন্যোন্য-প্রতিবিম্বসিদ্ধেশ্চ।—১।৮৭ সাংখ্যসূত্রের ভিক্ষুভাষ্য

ভিক্ষু-মতের বিবৃতি করিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ বলিয়াছেন—

Bhikkhu holds that the mental modification which takes in the reflection of the Self (চিৎছায়াপত্তিঃ) and assumes its form, is reflected back on the Self and it is through this reflection that the Self knows the object.

এ মত অনেকাংশে অদ্বৈত-বেদান্তের প্রতিবিম্ব-বাদের অনুরূপ।

সে যাহা হউক, আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এক বিষয়ে সকল আচার্যই একমত। সে এই যে, এই প্রতিবিম্ব-গ্রহণ অভিমান মাত্র। আমরা বিজ্ঞানভিক্ষুর মুখে শুনিলাম ইহা প্রকৃত প্রতিবিম্ব নহে, অবিবেক-জন্য তাদাত্ম্য।

বাচস্পতি মিশ্রও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—তাহা আমরা ১০২ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছি। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য এই—

যেমন চঞ্চল জলে অচল চন্দ্রবিম্বের সচল প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া চন্দ্রকে চঞ্চল ভান হয়, কিন্তু বস্তুতঃ চন্দ্র অচঞ্চল থাকে; সেইরূপ অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় চিৎ বা পুরুষ স্বয়ং নির্ব্যাপার থাকিয়াও চিত্তসংক্রান্ত ক্রিয়া তাঁহাতে সংক্রামিত হওয়ায় সেই পুরুষকে সক্রিয় ও সঙ্গযুক্ত এবং ভোক্তৃ-ভাবাপন্ন মনে হয়।

অর্থাৎ, এ ভোক্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব তাত্ত্বিক নহে—ঔপচারিক।

পুরুষস্য উপচরিত-ভোগাভাবঃ শুদ্ধিঃ—৩।৫৫ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

অহঙ্কারঃ কর্তা ন পুরুষঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৫৪

এই অহংকারের মোহে পুরুষ নিজেকে কর্তা মনে করেন।

অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে—গীতা, ৩।২৭

গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ—কারিকা, ২০

'পুরুষ উদাসীন, নিষ্ক্রিয়—তাঁহাকে যেন কর্তা বলিয়া মনে হয়।' কেন মনে হয়?—উপরাগাৎ কর্তৃত্বং চিৎসান্নিধ্যাৎ—সাংখ্যসূত্র, ১।১৬৪

পুরুষস্য যৎ কর্তৃত্বং তদ্ বুদ্ধ্যুপরাগাৎ—বিজ্ঞানভিক্ষু

বিবেচকাস্তু কৈবল্যদর্শিন আত্মনঃ অপরিণামিত্বাৎ অসঙ্গত্বাৎ চ কর্তৃত্বাদিকং মিথ্যেতি পশ্যন্তি—অনিরুদ্ধ

এইরূপ, পুরুষের ভোগও পারমার্থিক নহে। পরিণামরূপঃ পারমার্থিকো ভোগঃ পুরুষে প্রতিষিধ্যতে—পুরুষ যখন অপরিণামী—তখন তাঁহার ভোগ কখনই তাত্ত্বিক হইতে পারে না। সেইজন্য বলা হয়—'বুদ্ধে র্ভোগ ইবাত্মনি' —ভোগ হয় বস্তুতঃ বুদ্ধি বা চিত্তের, কিন্তু তাহা আত্মা বা পুরুষে উপচরিত হয়। গীতাও বলিয়াছেন—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্—১৩।২২

'পুরুষ প্রকৃতি-খণ্ড চিত্তের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় প্রাকৃতিক গুণ সুখ-দুঃখ-মোহাদি ভোগ করে।'

রামানুজাচার্যের মুখে আমরা এ কথা পূর্বেই শুনিয়াছি—পুরুষেণ সংসৃষ্টা* ইয়ম্ অনাদি-কালপ্রবৃত্তা ক্ষেত্রাকারপরিণতা প্রকৃতিঃ স্ববিকারৈঃ

---

*সনন্দনাচার্য এই মর্মে বলিয়াছেন—

লিঙ্গশরীরনিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্যঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৩১

সনন্দনাচার্যস্তু লিঙ্গশরীর-নিমিত্তকঃ প্রকৃতিপুরুষয়োর্ভোগ্যভোক্তৃভাব ইত্যাহ লিঙ্গ-শরীরদ্বারৈব ভোগাৎ ইতি—বিজ্ঞানভিক্ষু

ইচ্ছাদ্বেষাদিভিঃ পুরুষস্য বন্ধহেতুর্ভবতি। 'প্রকৃতির বিকার চিত্তের সহিত অনাদি কাল হইতে সংসৃষ্ট থাকায় পুরুষ তাহার বিকার ইচ্ছা-দ্বেষ প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হন—ইহাই তাঁহার বন্ধ-হেতু।'

বাচস্পতি মিশ্রও এই মর্মে বলিয়াছেন—প্রধানেন সংভিন্নঃ পুরুষঃ তদ্‌গতং দুঃখত্রয়ং স্বাত্মনি অভিমন্যমানঃ কৈবল্যং প্রার্থয়তে। 'পুরুষ প্রকৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়াতে প্রাকৃতিক বা প্রকৃতিগত দুঃখত্রয়কে আত্ম-গত মনে করিয়া কৈবল্য বা দুঃখহানি প্রার্থনা করেন।' ইহারই নাম অবি-বেক—প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানের অভাব।

অবিবেকনিমিত্তো বা পঞ্চশিখঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৬৮

কিরূপে বিবেকসিদ্ধির দ্বারা অবিবেকের বারণ হইতে পারে এবং বিবেক-সিদ্ধির কি ফল হয়—যথাস্থানে আমরা তাহার আলোচনা করিব। কিন্তু তৎপূর্বে সাংখ্যমতে জীবের পরলোকগতির আলোচনা করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

সাংখ্যের সাংপরায়

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

> ন সাংপরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
>
> প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্—কঠ, ২।৬

'যাহারা প্রমত্ত, বিত্তমোহে মূঢ়—'সাংপরায়' তাহাদের চিত্তে প্রতিভাত হয় না।'

সাংপরায়=পরলোকতত্ত্ব—'বল্ দেখি ভাই! কি হয় ম'লে'—এই প্রশ্নের সদুত্তর। দুইটি গ্রীক্ শব্দ যোগ করিয়া 'সাংপরায়'কে পশ্চিমে বলা হয় 'Eschatalogy'—'the doctrine of the last or final things, as death, judgment, the state after death'.

'সাংপরায়' সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। চার্বাকের মতো যাঁহারা জড়বাদী (Materialists), 'Survival of Man'-এ অবিশ্বাসী—তাঁহাদের নিকট সাংপরায়ের প্রশ্নই উঠে না—তাঁহাদের পক্ষে 'the grave is but his goal'। কিন্তু যাঁহারা জীববাদী (Spiritualists), তাঁহাদের নিকট প্রশ্ন উঠিবে—যত্রাস্য পুরুষস্য মৃতস্য ** কায়ং তদা পুরুষো ভবতি? অর্থাৎ, মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়?

নিশ্চয়ই নাস্তিত্ব (annihilation) হয় না,—কারণ, জীববাদীর মতে—জীবাপেতং কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে (উপনিষদ্)—জীব-রিক্ত দেহেরই মৃত্যু হয়, জীব কিন্তু মৃত্যুহীন।

জড়বাদী বলেন বটে, চৈতন্য 'মদশক্তিবৎ'—জড় অণু-পরমাণুর chemical reaction বা রাসায়নিক প্রতিস্পন্দ মাত্র। জীববাদী কিন্তু জড়বাদীর এই অতিমাত্র সাহসিকতায় বিস্মিত হইয়া বলেন—দেখ বন্ধু! 'Cons-

ciousness is the absolute world-enigma' (James)—সম্বিৎ বিশ্বের প্রধানতম প্রহেলিকা ! সেই অদ্ভুত আজব ব্যাপারকে তুমি এক নিঃশ্বাসে সমাধান করিয়া ফেলিলে ! জান না কি ? The supreme blasphemy is the denial of the indestructible essence within us (Schopenhauer) অক্ষর আত্মতত্ত্বের প্রত্যাখ্যানের মত বিরাট্ বিয়াকুবি আর নাই।

আত্মার কি জন্ম-মৃত্যু আছে ?—ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ

—কঠ, ২।১৮

নাস্তিত্ববাদীর জড়বাদ যদি প্রত্যাখ্যান করা যায়, তবে জীববাদীর কাছে প্রশ্ন উঠে—ইতো বিমুচ্যমানঃ ক গমিষ্যসি ?—'মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করি, কিন্তু তাহার কি গতি হয় ?' ইহার দ্বিবিধ উত্তর—প্রথম উত্তর, অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক,—দ্বিতীয় উত্তর, জন্মান্তর। প্রথম উত্তর প্রচলিত খৃষ্ট-মতাবলম্বীদের উত্তর—যাঁহারা মানুষের ইহলোকে কৃতকর্মের ফলস্বরূপ eternal retribution in heaven or hell-এ বিশ্বাসবান্। অধুনা কিন্তু অনেক খৃষ্টান্ কার্যকারণের ঐরূপ বিপুল অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া, অনন্ত পুরস্কার বা তিরস্কার-রূপ অযৌক্তিক মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। সেইজন্য জীবের পরলোকগতি মানিলেও অনন্ত স্বর্গ নরক স্বীকার করা অনাবশ্যক। তদপেক্ষা 'যথা-কর্ম যথা-শ্রুতম্'—যেমন কর্ষণ, তেমনি ফলন—'as you sow, so shall you verily reap'—যিশুখৃষ্টের এই সার উপদেশই শিরোধার্য করা সঙ্গত।

সে যাহা হ'ক, 'সাংপরায়' সম্পর্কে সাংখ্যাচার্যদিগের মত কি ?

আমরা দেখিয়াছি—সাংখ্য জীববাদী—সাংখ্যমতে পুরুষ—নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব।

ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাবস্য তদযোগঃ তদযোগাদ্ ঋতে

—সাংখ্যসূত্র, ১।১৯

সাংখ্যাচার্যেরা আরও বলেন, পুরুষ এক নয়, বহু।

পুরুষ-বহুত্বম্ ব্যবস্থাতঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৪৫

যিনি চিরন্তন, সনাতন, সর্বব্যাপী, যিনি বিভু—তিনি বহু হইবেন কিরূপে? এ মত লইয়া প্রচুর বাদ-বিবাদ আছে, কিন্তু এ প্রসঙ্গে তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

তবে প্রশ্ন উঠিবে, সাংখ্যমতে যখন পুরুষ বহু এবং প্রত্যেক পুরুষই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব—তখন পুরুষে পুরুষে ভেদ সিদ্ধ হয় কিরূপে? সাংখ্য বলেন, প্রত্যেক পুরুষ অনাদি কাল হইতে এক একটি স্বতন্ত্র 'লিঙ্গ'-শরীরের সহিত সংযুক্ত। এই লিঙ্গশরীর তাঁহার Psychic Apparatus। এক পুরুষ হইতে অপর পুরুষের স্বাতন্ত্র্যসিদ্ধির চিহ্ন (mark) বা লিঙ্গ বলিয়া উহার নাম 'লিঙ্গ' শরীর। এই 'লিঙ্গ'-শরীর পুরুষের Persona * এবং তদুপহিত পুরুষই জীব (Soul)।

জীবত্বং প্রাণিত্বং, তচ্চাহঙ্কার-বিশিষ্ট-পুরুষস্য ধর্মো ন তু কেবল-পুরুষস্য

—বিজ্ঞানভিক্ষু

বিশিষ্টস্য জীবত্বম্ অন্বয়ব্যতিরেকাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৬৩

বৃত্তিকার অনিরুদ্ধেরও ঐ মত—ইন্দ্রিয়-সংযোগেন বিশিষ্টস্য এব জীবত্বম্ * * মরুৎবহ্নিযোগবৎ জীব-সম্বন্ধেন মনোযোগাৎ জীবাত্মা ইতি উচ্যতে।

The 'jiva' is the embodied soul. The empirical self (জীব) is the mixture of free spirit (পুরুষ) and mechanism (লিঙ্গ শরীর)—Radha Krisnan.

'পুরুষ' is the perfect spirit and is not to be confused with the ego, the empirical self—the জীব, with all his

---

*The lingas are the empirical characteristics, without which the different পুরুষ's cannot be distinguished. Each life history has its own linga (লিঙ্গ শরীর), which is the principle of personal Identity in the various existences.—Prof. Radha Krisnan.

irrational caprices and selfish aims. * * The ego is the reflection of পুরুষ in বুদ্ধি (i. e. the লিঙ্গ). † The ego is the psychological unity of our conscious experiencings. This unity is a temporal one, which is everchanging—and not the পুরুষ which is timelessly present, as the pre-supposition of the temporal unity.—Radha Krisnan.

এই জীবই কর্তা ও ভোক্তা · সাংখ্যমতে পুরুষের কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব নাই—উপরাগাৎ কর্তৃত্বং চিৎসান্নিধ্যাৎ (সাংখ্যসূত্র, ১।১৬৪)। Though not an agent, the পুরুষ appears as agent, through confusion with the agency of প্রকৃতি (as লিঙ্গ)—কুর্যাৎ তত্র আত্মবুদ্ধিং মোহেন (পঞ্চশিখ)।

আর ভোগ? অপরিণামিত্বাৎ পুরুষস্য বিষয়ভোগঃ প্রতিবিম্বাদান-মাত্রম্ (ভিক্ষু)—

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহু র্মনীষিণঃ—উপনিষদ্

'পুরুষ ইন্দ্রিয় ও মনের সহিত (অর্থাৎ, লিঙ্গের সহিত) সংযুক্ত হইলে তবে ভোক্তা হন।'

কোথাও কোথাও এই লিঙ্গ শরীরকে 'চিত্ত' বলা হইয়াছে। এ ভাবে প্রত্যেক পুরুষ এক একটি চিত্তের সহিত অনাদি কাল হইতে সংযুক্ত।

চিত্তপুরুষয়োঃ অনাদিঃ স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু।

বাচস্পতি মিশ্রও এই মর্মে বলিয়াছেন—

অনাদিত্বাচ্চ সংযোগ-পরম্পরায়াঃ।

আমরা দেখিয়াছি, এই লিঙ্গ-শরীর ছাড়া পুরুষের আর একটি শরীর আছে—স্থূল শরীর। অতএব স্থূল-সূক্ষ্ম ভেদে শরীর দ্বিবিধ। সাংখ্য

---

† ইহাই বেদান্তের চিদাভাস—অতএব চ আভাসঃ (ব্রহ্মসূত্র)—লিঙ্গ শরীরে চিদাত্মার যে প্রতিবিম্ব, তাহাই চিদাভাস।

মতে, যাহা শরীর, বেদান্তের ভাষায় তাহার নাম 'কোশ'। সাংখ্যের স্থূল শরীর বেদান্তের অন্নময় কোশ, এবং সাংখ্যের লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর, বেদান্তের প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোশ—থিওসফিতে যাহাদিগকে Astral body, Mental body, Causal body ও Buddhic body বলে। বেদান্তের বিশ্লিষ্ট কোশ-চতুষ্টয় সংশ্লিষ্ট আকারে সাংখ্যের লিঙ্গ শরীর।

অস্থি-মাংস-মজ্জা-মেদ-নির্মিত শরীর—যাহা আমরা পিতা-মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আমাদের স্থূল শরীর, উহা ষাট্‌-কৌশিক। সাংখ্যেরা এই শরীরকে মাতাপিতৃ-জ বলেন। এই শরীর বিনাশী,—কিন্তু লিঙ্গ শরীর, তাঁহাদের মতে নিয়ত (নিত্য বা কল্পান্তস্থায়ী) এবং পূর্বোৎপন্ন (primeval)।

সূক্ষ্মা, মাতাপিতৃজাঃ * *।

সূক্ষ্মাস্তেষাং নিয়তা, মাতাপিতৃজা নিবর্তন্তে॥—সাংখ্যকারিকা, ৩৯

মাতা-পিতৃজং স্থূলং প্রায়শঃ ইতরৎ ন তথা—সাংখ্যসূত্র, ৩।৭

পূর্বোৎপন্নম্ অসক্তং নিয়তং মহদাদি-সূক্ষ্ম-পর্যন্তম্—কারিকা, ৪০

'এই লিঙ্গ-শরীর নিত্য, অসক্ত, আদিসর্গে উৎপন্ন এবং সূক্ষ্ম-তন্মাত্রাদি দ্বারা গঠিত।'

ত্রিপিটকের আলোচনা করিলে দেখা যায়, বুদ্ধদেবও স্থূলদেহ (রূপকায়) ছাড়া সূক্ষ্ম দেহ স্বীকার করিতেন—স্যার অলিভার লজ্‌ যাহাকে Ether-Body বলিয়াছেন। বুদ্ধদেবের পরিভাষায় ঐ সূক্ষ্ম দেহের নাম—নামকায়।

He distinguishes between নামকায় and রূপকায়—these terms designating the mental and the material body. (Grimm)

দীর্ঘনিকায়ে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন যে, ধ্যানযোগী ঐ নামকায়কে রূপকায় হইতে নিষ্কাষিত করিতে পারেন—মুঞ্জা হইতে যেমন ঈষিকা

নিষ্কাষিত করা যায়। With his mind thus concentrated, he (the yogi) directs it to the calling-up of the mental body. He calls up from this body (স্থূল শরীর) another body, having form made up of thought-stuff, having all limbs and parts, just as if a man were to pull out a reed from its sheath. দীর্ঘ নিকায়

কিন্তু পুরুষের এই দ্বিবিধ শরীর-যোগ থাকিলেও লিঙ্গ-শরীরই প্রধান।

পূর্বোৎপত্তেঃ তৎকার্যত্বং ভোগাদ্ একস্য নেতরস্য—সাংখ্যসূত্র, ৩।৮

স্থূলসূক্ষ্ম-শরীরয়োর্মধ্যে কিমুপাধিকঃ পুরুষস্য বন্ধযোগঃ তদবধারয়তি * * তস্যৈব (লিঙ্গ-শরীরস্য) তৎকার্যত্বং সুখ দুঃখ-কার্যকত্বং। কুতঃ? একস্য লিঙ্গ-দেহস্যৈব সুখ-দুঃখাখ্যভোগাৎ, ন তু ইতরস্য স্থূল-শরীরস্য—ভিক্ষু

এই লিঙ্গ শরীর অণু পরিমাণ—

অণুপরিমাণং তদ্‌কৃতিশ্রুতেঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।১৪

তৎ লিঙ্গম্ অণুপরিমাণং পরিচ্ছিন্নং, ন তু অত্যন্তম্ এবাণু সাবয়বত্বস্য উক্তত্বাৎ—ভিক্ষু

এখানে অণু অর্থে অত্যন্ত অণু নহে—মধ্যম পরিমাণ।

বলা বাহুল্য, স্থূলশরীর এবং 'লিঙ্গ' শরীর উভয়ই প্রাকৃতিক (material), অর্থাৎ, প্রকৃতির উপাদানে গঠিত। শ্রীরামানুজাচার্যের ভাষায়—পুরুষেণ সংসৃষ্টৈয়ম্ অনাদিকাল-প্রবৃত্তা ক্ষেত্রাকার-পরিণতা প্রকৃতিঃ।' অর্থাৎ, ক্ষেত্রাকারে পরিণত প্রকৃতির এক খণ্ডকে বা ভগ্নাংশকে পুরুষ অনাদি কাল হইতে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন—পুরুষ স্বামী—ঐ চিত্ত তাঁহার স্ব।

দেহান্তে লিঙ্গ শরীরের কি গতি হয়? ইহার উত্তর—সাধারণ জীবের পক্ষে, মৃত্যুর পর লিঙ্গ শরীরের 'সংসৃতি' হয়—

পুরুষার্থং সংসৃতিঃ লিঙ্গানাম্—সাংখ্যসূত্র, ৩।১৬

সংসৃতিঃ—দেহাৎ দেহান্তর-সঞ্চারঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু

সেই জন্য এই লিঙ্গ শরীরের নাম 'আতিবাহিক'—

ন স্থূলম্ ইতি নিয়ম আতিবাহিকস্যাপি বিদ্যমানত্বাৎ

—সাংখ্যসূত্র, ৫।১০৩

লোকাৎ লোকান্তরং লিঙ্গ-দেহম্ অতিবাহয়তি ইতি আতিবাহিকম্

—ভিক্ষু

ঐ লিঙ্গশরীরের স্থূল দেহের সহিত সংযোগই জন্ম এবং বিয়োগই মৃত্যু। ইহারই নাম 'সংসার'।

কারিকা বলিতেছেন—

সংসারো ভবতি রাজসাৎ রাগাৎ—কারিকা, ৪৫

এক কথায়, সর্বো মৃত্বা জনিষ্যতে। ইহারই নাম জন্মান্তর। কেন জন্মান্তর হয়? ইহার উত্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন —

সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈঃ অধিবাসিতং লিঙ্গম্—কারিকা, ৪০

অর্থাৎ, যখন স্থূলশরীর ব্যতীত লিঙ্গশরীর ভোগহীন, তখন সংসার অবশ্যম্ভাবী যতঃ ষাট্‌-কৌশিকং শরীরং বিনা সূক্ষ্ম-শরীরং নিরুপভোগং, তস্মাৎ সংসরতি (তত্ত্বকৌমুদী)।

বলা বাহুল্য, পুরুষ যখন বিভু ও নিশ্চল, তখন পুরুষের সংসৃতি হয় না, হইতে পারে না—

তস্মাৎ ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ (পুরুষঃ)

—কারিকা, ৬২

তবে সংসৃতি হয় কাহার? প্রকৃতির—অর্থাৎ, জীবের উপাধিভূত লিঙ্গশরীরের—সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ।

এই সংসৃতির প্রকার ও প্রণালী সম্পর্কে কারিকা বলিতেছেন—নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম। ইহার উপর গৌড়পাদভাষ্য এইরূপ—

লিঙ্গম্ সূক্ষ্মৈঃ পরমাণুভিঃ তন্মাত্রৈরুপচিতং শরীরং ত্রয়োদশবিধ-করণোপেতং মানুষ-দেব-তির্যগ্‌ যোনিষু ব্যবতিষ্ঠতে। কথং? নটবৎ।

'নটবৎ' কেন বলিলেন ? ইহার উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—যেমন রঙ্গভূমিতে নট ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে—কখনও পরশুরাম হয়—কখনও অজাতশত্রু হয়—কখনও বৎসরাজ হয়—সেইরূপ লিঙ্গশরীর বিবিধ ও বিচিত্র স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া, কখনও দেব, কখনও মনুষ্য, কখনও পশু, কখনও পাদপরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

যথাহি নটঃ তাং তাং ভূমিকাং বিধায় পরশুরামো বা অজাতশত্রুর্বা বৎসরাজো বা ভবতি, এবং তৎ-তৎ-স্থূলশরীর-গ্রহণাৎ দেবো বা মনুষ্যো বা পশুর্বা বনস্পতি র্বা ভবতি সূক্ষ্মশরীরম্—তত্ত্বকৌমুদী

সাংখ্যমতে লিঙ্গশরীর-উপহিত জীবের চতুর্বিধ জন্ম হইতে পারে—দেব, মনুষ্য, নরক ও তির্যগ্‌। এ সম্পর্কে যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে প্রাচীন ঋষি জৈগীষব্যের মুখে আমরা শুনিতে পাই—

জৈগীষব্য উবাচ - দশসু মহাসর্গেষু ময়া নরক-তির্যগ্‌-ভবং দুঃখং সংপশ্যতা দেবমনুষ্যেষু পুনঃ পুনঃ উৎপদ্যমানেন যৎ কিঞ্চিদ্‌ অনুভূতম্, তৎ সর্বং দুঃখমেব প্রত্যবৈমি।*

বুদ্ধদেবও অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। তবে তিনি ঐ চতুর্বিধ জন্মের অতিরিক্ত পৈশাচ জন্মও স্বীকার করিয়াছেন। বুদ্ধদেবেরও মতে স্থূলদেহের নাশের সহিত সূক্ষ্ম-শরীর-উপহিত জীবের বিনাশ হয় না, কিন্তু মৃত্যুর পর তাহার দৈব কিম্বা মানুষ কিম্বা নারক কিম্বা পৈশাচ কিম্বা তির্যগ্‌যোনিতে জন্মান্তর হয়। মজ্ঝিমনিকায়ে রক্ষিত তাঁহার কথা এই—Five in number, Sariputta, are the fates which may befall after death, namely these ;—passage into the hell

* ব্যাসভাষ্যের অন্যত্র ঐরূপ কথা আছে—ন হি দৈবং কর্ম বিপচ্যমানং নারক-তির্যগ্‌মনুষ্য-বাসনাভিব্যক্তিনিমিত্তং সংভবতি। কিংতু দৈবানুগুণা এবাস্য বাসনা ব্যজ্যন্তে। নারকতির্যগ্‌মনুষ্যেষু চৈবং সমানশ্চর্চঃ।

world, the animal kingdom, the realm of shades, the world of men or the abodes of the gods.

(M. N. I. p. 73)

সূক্ষ্মশরীরের সংসৃতির কি বিরাম নাই? সাংখ্যেরা বলেন, বিরাম আছে—লিঙ্গশরীর যখন নিবৃত্ত হইবে, তখনই সংসৃতির বিরাম ঘটিবে।

লিঙ্গস্য আবিনিবৃত্তেঃ—কারিকা, ৫৫

দুঃখপ্রাপ্তৌ অবধিঃ আঙা কথ্যতে—লিঙ্গং যাবৎ ন নিবর্ত্ততে তাবৎ ইতি—তত্ত্বকৌমুদী

কাহার সংসার নিবৃত্ত হয়? কুশলস্য অস্তি সংসারক্রমসমাপ্তিঃ, ন ইতরস্য (৪।৩৩ যোগসূত্রের ব্যাস-ভাষ্য) অর্থাৎ, প্রত্যুদিতখ্যাতিঃ ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলো ন জনিষ্যতে—ইতরস্তু জনিষ্যতে।

অর্থাৎ, যিনি তত্ত্বজ্ঞানী—যাঁহার তৃষ্ণা অবসিত হইয়াছে—যিনি কুশল পুরুষ—তাঁহারই জন্মান্তর নিবৃত্ত হয়। এখানেই সাংপরায়ের শেষ।

চতুর্থ অধ্যায়

বিবেক-সিদ্ধির উপায়

পূর্ব অধ্যায়ে সাধারণ জীবের পরলোকগতি সম্বন্ধে আমরা সাংখ্যমতের আলোচনা করিয়াছি—আমরা দেখিয়াছি, মৃত্যুর পর জীব স্থূল-দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট হইলে সাধারণতঃ লিঙ্গদেহ অবলম্বন করতঃ সংসৃতি করে—

পুরুষার্থং সংসৃতি র্লিঙ্গানাম্—সাংখ্যসূত্র, ৩।১৬

ঐ সংসৃতির প্রকার ও প্রণালী কিরূপ—তাহাও আমরা পূর্বাধ্যায়ে জানিয়াছি। নটবৎ ব্যবতিষ্ঠতে লিঙ্গম্—অর্থাৎ, নট যেমন রঙ্গমঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করে, তেমনি লিঙ্গ-শরীর-উপহিত জীব বিবিধ ও বিচিত্র স্থূল-শরীর গ্রহণ করতঃ কখন দেব, কখন মানুষ, কখন পশু, কখন স্থাবর-রূপে আত্ম-প্রকাশ করে।

সাধারণ মানুষের ইহাই সাংপরায় (eschatology)—কিন্তু যাঁহারা অ-সাধারণ, যাঁহারা 'কুশল', যাঁহারা সাধনসিদ্ধ, তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁহারা অতি-মানব—তাঁহাদের পরলোকগতি কিরূপ? এক কথায় বলিতে গেলে, তাঁহাদের সংসৃতির বিরাম হয়—কুশলস্য অস্তি সংসারক্রম-সমাপ্তিঃ, অর্থাৎ, 'Consummation est—it is finished.'

ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলো ন জনিষ্যতে—ব্যাসভাষ্য

শুধু তাহাই নহে—ঐরূপ কুশল ব্যক্তি মোক্ষের সমীপস্থ হন—'নিব্বান-স্সেব অন্তিকে'। কিরূপে? বিষয়টা একটু নিবিড়ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমরা জানি, সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ অত্যন্ত অসংকীর্ণ—দোঁহার মধ্যে কোনই তাত্ত্বিক যোগাযোগ (relation) নাই—সত্ত্ব-পুরুষয়োঃ অত্যন্তাসংকীর্ণয়োঃ (যোগসূত্র, ৩।৩৫); তথাপি অ-বিবেক বশত উভয়ের

মধ্যে একটী কাল্পনিক সম্পর্ক (fancied relation) স্থাপিত হয়।

তদ্‌যোগোঽপি অবিবেকাৎ—সাংখ্যসূত্র, ১।৫৫

এই অবিবেক অনাদি (primeval)—

অনাদিরবিবেকঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।১২

পতঞ্জলি যোগসূত্রে এই অবিবেককে 'অবিদ্যা' বলিয়াছেন—

তস্য হেতুরবিদ্যা—২।২৪

সাংখ্যমতে—পুরুষ কেবল, অমল, অসঙ্গ, অপরিণামী, নিষ্ক্রিয়, নিরীহ, নির্গুণ, নিরঞ্জন, নিত্য শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব হইলেও ঐ অবিদ্যা বা অবিবেক জন্য তাহার দুঃখ-দৈন্য, পাপ-তাপ বোধ হয়—এক কথায় তাহার বন্ধন ঘটিত হয়।

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া পতঞ্জলি বলিয়াছেন—দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়-হেতুঃ—যোগসূত্র, ২।১৭। পুরুষ দ্রষ্টা বা দৃক্‌শক্তি (যোগসূত্র, ২।৬, ২।১৭, ৪।২৩); আর প্রকৃতি দৃশ্য। উভয়ের সংযোগের ফলেই পুরুষের দুঃখদৈন্য—

চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্য অনাদিঃ (স্বস্বামিভাবঃ) সম্বন্ধো হেতুঃ

—১।৪ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য।

প্রকৃতেঃ স্ব-স্বামিভাবোঽপি অনাদিঃ বীজাঙ্কুরবৎ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৬৭

চিত্তপুরুষয়োঃ অনাদিঃ স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু

শ্রীরামানুজাচার্যের ভাষায়—পুরুষেণ সংসৃষ্টা ইয়ম্ অনাদিকালপ্রবৃত্তা ক্ষেত্রাকার-পরিণতা প্রকৃতিঃ—অর্থাৎ, চিত্তাকারে পরিণত প্রকৃতির এক খণ্ড বা ভগ্নাংশকে পুরুষ অনাদি কাল হইতে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। পুরুষ স্বামী—ঐ চিত্ত তাঁহার স্ব। *

---

* সাংখ্যযোগাচার্যাণাং প্রবাদাঃ 'স্ব' শব্দেন পুরুষমেব স্বামিনং চিত্তস্য ভোক্তারম্ উপযন্তি—৪।২১ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

এ সম্পর্কে পতঞ্জলির সূত্র এই—

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধি-হেতুঃ সংযোগঃ—যোগসূত্র, ২।২৩

The 'Purusa' ever remains pure consciousness, though it forgets its true nature by reason of this সংযোগ with 'Prakriti' in the shape of চিত্ত বা লিঙ্গ।

—Prof. Radha Krisnan

ঐ অবিদ্যার ফলে শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পুরুষ চিত্তবৃত্তির সহিত তাদাত্ম্য (identification) সিদ্ধি করিয়া নিজেকে সুখী, দুঃখী, কামী, ক্রোধী, কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা—এক কথায় 'বদ্ধ' মনে করেন। এ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্ষু ১।১৯ সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—

যথা স্বভাবশুদ্ধস্য স্ফটিকস্য রাগযোগো ন জপাযোগং বিনা ঘটতে, তথৈব নিত্যশুদ্ধাদিস্বভাবস্য পুরুষস্য উপাধি-সংযোগং বিনা দুঃখ-সংযোগো ন ঘটতে।

অর্থাৎ, যেমন স্বতঃ-স্বচ্ছ স্ফটিককে (crystal) জবাফুলের সংযোগ ব্যতিরেকে রাগরক্ত দেখায় না—তেমনি শুদ্ধ-বুদ্ধ পুরুষের অবিদ্যা-উপাধির যোগ ভিন্ন দুঃখাদির সংযোগ ঘটে না।

সংবিত্তি-তত্ত্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ-জনিত অর্থাকারা অর্থের উপরাগ-বিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বরূপে স্বচ্ছ, অমল পুরুষে আরূঢ় হইয়া প্রকাশিত বা অনুভূত হয় এবং ঐরূপ অনুভূতি-স্থলে অসঙ্গ পুরুষ অবিবেক হেতু নিজের সহিত তাহার সারূপ্য কল্পনা করিয়া নিজেকে সঙ্গযুক্ত ও ভোক্তৃ-ভাবাপন্ন মনে করেন।

বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র—যোগসূত্র, ১।৪

শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ—ঐ, ২।২০

সেই জন্য সূত্রকার বলিয়াছেন –

নিঃসঙ্গেঽপি উপরাগঃ অবিবেকাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৬।২৭

অ-বিবেক অর্থে ভেদজ্ঞানের অভাব · চিত্তবৃত্তির সহিত পুরুষের অবিদ্যাকৃত সারূপ্য-বুদ্ধি (identification) বা তাদাত্ম্য-ভাব।

পতঞ্জলি এই চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন,—বৃত্তি পঞ্চবিধ।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ – যোগসূত্র, ১।৫

কি কি ?—প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ—ঐ, ১।৬

যোগদর্শনের মতে নিদ্রাও বৃত্তি—কারণ, নিদ্রোত্থিতের স্মরণ হয়, 'সুখমহম্ অস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদ্ অবেদিষম্'। এই অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিকে নিদ্রা বলে (১।১০ সূত্র)।*

স্মৃতির বৃত্তিত্ব বিষয়ে মতভেদ নাই। স্মৃতি কি ?

অনুভূত-বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ—যোগসূত্র, ১।১১

পতঞ্জলির মতে জ্ঞানক্রিয়ায় বস্তুর সহিত বৃত্তির সামঞ্জস্য থাকা উচিত। যেখানে সেই সামঞ্জস্য থাকে, সে বোধ প্রমা-জ্ঞান বা প্রমাণ ;† আর যেখানে ঐ সামঞ্জস্য না থাকে, সে বোধ মিথ্যা-জ্ঞান বা 'বিপর্যয়'।

বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানম্ অতদ্-রূপপ্রতিষ্ঠম্ – যোগসূত্র, ১।৮

কখন কখন বস্তু নাই, অথচ শব্দজ্ঞানের অনুপাতী বৃত্তির উদয় হয়—উহাকে 'বিকল্প' বলে, যেমন আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ। বিকল্পও বৃত্তি—

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ – যোগসূত্র, ১।৯

আমরা জানিয়াছি, চিত্ত প্রকৃতির বিকার—অতএব ত্রিগুণাত্মক।

চিত্তং হি প্রখ্যা-প্রবৃত্তি-স্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণম্

—১।২ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য।‡

ত্রিগুণের স্বভাবই চাঞ্চল্য ; অতএব চিত্ত স্বভাবতঃই চঞ্চল এবং সতত পরিবর্তনশীল—চলং চ গুণবৃত্তম্ ইতি ক্ষিপ্রপরিণামি চিত্তম্ উক্তম্

—২।১৫ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য।

---

* স খল্বয়ং প্রবুদ্ধস্য প্রত্যবমর্শো ন স্যাদ্ অসতি প্রত্যয়ানুভবে—ব্যাসভাষ্য।

† ভূতার্থ-বিষয়ত্বাৎ প্রমাণস্য—ব্যাসভাষ্য।

‡ ঐ ভাষ্যের টীকায় বাচস্পতি মিশ্র চিত্তে ঐ ত্রিগুণের খেলা বেশ সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন—

প্রখ্যাশীলত্বাৎ সত্ত্বগুণম্, প্রবৃত্তিশীলত্বাৎ রজোগুণম্, স্থিতিশীলত্বাৎ তমোগুণম্।

চিত্তের ঐ যে পঞ্চবিধ বৃত্তি—বলা বাহুল্য, তাহারা সকলেই সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক—সর্বা শ্চৈতা বৃত্তয়ঃ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মিকাঃ। কারণ, প্রখ্যা-প্রবৃত্তি-স্থিতিরূপা বুদ্ধিগুণাঃ পরস্পরানুগ্রহতন্ত্রী ভূত্বা শান্তং ঘোরং মূঢ়ং বা প্রত্যয়ং ত্রিগুণমেব আরভন্তে—২।১৫ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য।

যেহেতু চিত্ত প্রকৃতির বিকার, অতএব ত্রিগুণাত্মক* এবং ঐ তিন গুণ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) নিয়ত পরস্পর উপমর্দশীল, অতএব চিত্তের বৃত্তি বা প্রত্যয়—হয় শান্ত (সুখাত্মক), নয় ঘোর (দুঃখাত্মক), না হয় মূঢ় (মোহাত্মক)—অতএব উহারা উপাদেয় নয়, হেয়।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যোগদর্শনের 'চিত্ত' পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের Mind-এর মত সাদা স্লেট্ নহে—উহাতে জন্ম-জন্মান্তরের নানা সংস্কারের হিজি-বিজি অঙ্কিত আছে।

তথাশেষসংস্কারাধারত্বাৎ—সাংখ্যসূত্র, ২।৪২

ঐ সংস্কার দ্বিবিধ—বাসনারূপ ও কর্মরূপ, অর্থাৎ, ধর্মাধর্ম বা অদৃষ্টরূপ। (ঐ বাসনা হইতে স্মৃতি এবং ঐ অদৃষ্ট হইতে ত্রিবিধ বিপাক—জাতি, আয়ুঃ ও ভোগ নিষ্পন্ন হয়।) পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—

তৎ অসংখ্যেয়-বাসনাভিঃ চিত্রম্—যোগসূত্র, ৪।২৪

একমপি চিত্তং—ত্রিগুণনির্মিততয়া, গুণানাং চ বৈষম্যেণ পরস্পর-বিমর্দবৈচিত্র্যাৎ বিচিত্রপরিণামং সৎ অনেকাবস্থম্ উপপদ্যতে। ** তত্র চিত্তে সত্ত্বাৎ কিঞ্চিৎ উদ্রেকে রজস্তমসী যদা মিথঃ সমে চ ভবতঃ, তদা ঐশ্বর্যং বিষয়াশ্চ শব্দাদয়ঃ তান্যেব প্রিয়াণি যস্য তৎ তথোক্তং (ঐশ্বর্যবিষয়প্রিয়ং ভবতি)। ** যদা হি তমঃ রজো বিজিত্য প্রবৃত্তং, তদা তমঃপরিগতং চিত্তম্ অধর্মাদি উপগচ্ছতি (অধর্মাদি=অজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান, মোহ ইত্যাদি)। যদা তু তদেব চিত্তসত্ত্বম্ আবির্ভূতসত্ত্বম্ অপগততমঃপটলং সরজস্কং ভবতি, তদা ধর্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্যাণি উপগচ্ছতি।

*The লিঙ্গ, as a product of প্রকৃতি, has the three Gunas. In the animal stage, তমঃ predominates, in the human, রজঃ and in the superhuman, সত্ত্ব—

ঊর্ধ্বং সত্ত্ববিশালঃ, তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তঃ॥—কারিকা, ৫৪

ইহার টীকায় বাচস্পতি বলিতেছেন—

অসংখ্যেয়াঃ কর্মবাসনাঃ ক্লেশবাসনাশ্চ চিত্তম্ এব অধিশেরতে। তথা চ বাসনাধীনা বিপাকাঃ চিত্তাশ্রয়তয়া চিত্তস্য ভোক্তৃতাম্ আবহন্তি।

ঈশ্বরকৃষ্ণও কারিকায় এই কথার সমর্থন করিয়াছেন—

ভাবৈঃ অধিবাসিতং লিঙ্গম্—কারিকা, ৪০

ন বিনা ভাবৈঃ লিঙ্গম্—কারিকা, ৫২

'লিঙ্গ-শরীর (চিত্ত) ভাব-রহিত হইতে পারে না।' ভাব কি? ভাব ধর্মাধর্মাদি চিত্ত-সংস্কার।

ঐ কর্ম-সংস্কার অনাদি - তাসাম্ অনাদিত্বম্ চাশিষো নিত্যত্বাৎ,

—যোগসূত্র, ৪।১০

বাচস্পতিও ৬৭ কারিকার তত্ত্বকৌমুদীতে বলিয়াছেন—অনাদিঃ কর্মাশয়ঃ-প্রচয়ঃ। পূর্ব পূর্ব জন্মে অনুষ্ঠিত শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লকৃষ্ণ কর্মের সংস্কার আশয়রূপে চিত্তে সংলগ্ন থাকে—

কর্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিন স্ত্রিবিধমিতরেষাম্—যোগসূত্র, ৪।৭

কর্মের বাসনা যেমন অনাদি, ক্লেশের বাসনাও সেইরূপ অনাদি—

অনাদিবাসনানুবিদ্ধম্ ইদং চিত্তম্— ৪।১০ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য।

অনাদি-বাসনায়াঃ বলবত্ত্বাৎ—সাংখ্যসূত্র, ২।৩

ঐ ক্লেশ ও কর্মের নিয়ত সম্বন্ধ—ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ঃ—যোগসূত্র, ২।১২

ক্লেশ পঞ্চবিধ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা= বিপর্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান—অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ। অস্মিতা=অভিমান—দৃক্ ও দর্শনশক্তির একাত্মতা (যোগসূত্র, ২।৬)। রাগ=অনুরাগ (attraction)। দ্বেষ=বিদ্বেষ (repulsion)। এবং অভিনিবেশ=মরণত্রাস।

এই পঞ্চক্লেশের মধ্যে অবিদ্যাই প্রধান—

অবিদ্যা ক্ষেত্রম্ উত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্

—যোগসূত্র, ২।৪

এই পঞ্চক্লেশ সংস্কাররূপে সতত চিত্তে বীজভাবে অনুবিদ্ধ থাকে এবং সহজেই বৃত্তিরূপে উপচিত হইয়া উদার বা লব্ধবৃত্তি হয়।

তে ব্যক্তসূক্ষ্মা গুণাত্মানঃ—যোগসূত্র, ৪।১৩

অতএব চিত্ত ঐ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় দ্বারা পরামৃষ্ট এবং অবিদ্যা বা অবিবেকের ফলে পুরুষ অনাদি কাল হইতে ঐ চিত্তের সহিত সংসৃষ্ট। সে জন্য সাংখ্যাচার্যদিগের পক্ষে পরম সমস্যা এই যে, ঐ অবিবেক বা অবিদ্যার কিরূপে বারণ করিতে পারা যায়?

অবিদ্যা-বারণের উপায় বিদ্যা, অবিবেক নাশের উপায় বিবেকসিদ্ধি।

সে জন্য সাংখ্যেরা বলেন—

অবিবেক এব বন্ধঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।১৬

বিবেকাৎ কৃতকৃত্যতা—সাংখ্যসূত্র, ৩।৮৪

অবিবেক হইতে যেমন বন্ধ, বিবেক হইতে তেমনি মোক্ষ। সা তু অবিদ্যা পুরুষ-খ্যাতি পর্যবসানা (ব্যাসভাষ্য)।

'When Purusa recognises its distinction from the ever-evolving and dissolving Prakriti, the latter ceases to operate towards it.'

এমন কি সাংখ্যমতে বিবেকই মোক্ষের অনন্য উপায়* —বিবেকাৎ কৃতকৃত্যতা নেতরাৎ নেতরাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৮৪

* সে জন্য সাংখ্যেরা ন্যায় ও বৈশেষিক মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, বৈশেষিকের ষট্‌পদার্থের কিম্বা নৈয়ায়িকের ষোড়শ পদার্থের বোধ দ্বারা মোক্ষ-সিদ্ধি হয় না—ন ষট্‌পদার্থনিয়মঃ তদ্‌বোধাৎ মুক্তিঃ। ষোড়শাদিস্ব অপি এবম্‌ —সাংখ্যসূত্র, ১।৮৫, ৮৬

তত্ত্বজ্ঞানই বিবেকসিদ্ধির অদ্বিতীয় উপায়—ইহা প্রতিপন্ন করিয়া সূত্রকার অন্যত্র বলিয়াছেন—নিয়ত-কারণত্বাৎ ন সমুচ্চয়-বিকল্পৌ—সাংখ্যসূত্র, ৩।২৫

অর্থাৎ, জ্ঞানই যখন মুক্তির নিয়ত কারণ, তখন কর্ম, ভক্তি প্রভৃতির তাহার সহিত সমুচ্চয় (সহকারিত্ব) বা বিকল্প (alternative) হইতে পারে না।

নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তিঃ ধ্বান্তবৎ সাংখ্যসূত্র, ১।৫৬

[নিয়তকারণাৎ = বিবেকসাক্ষাৎকারাৎ—ভিক্ষু]

অত্রাপি প্রতিনিয়মঃ অন্বয়-ব্যতিরেকাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৬।১৫

অন্ধকারো হি প্রতিনিয়তেন আলোকেনৈব নাশ্যতে, ন অন্যসাধনেন ইত্যর্থঃ—ভিক্ষু

'যেমন আলোকসম্পাতে অন্ধকারের নাশ হয়, সেইরূপ বিবেক-সাক্ষাৎকারে অবিবেকের বারণ হয়।'

অবিবেক যেন অন্ধকারতুল্য এবং বিবেক আলোকতুল্য। অবিবেক তত্ত্বকে আবৃত করিয়া রাখে—কিন্তু বিবেক-সূর্যের উদয় হইলে সে তমঃ তিরস্কৃত হয়।

অন্ধং তম ইবাজ্ঞানং দীপবৎ চেন্দ্রিয়োদ্ভবম্।*
যথাসূর্য স্তথাজ্ঞানং যদ্ বিপ্রর্ষে! বিবেকজম্॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৫।৬২

সেই জন্য সাংখ্যাচার্যেরা বলেন—অবিদ্যা অনাদি হইলেও অনন্ত নয়—It dissolves on the rise of true knowledge.

বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা হানোপায়ঃ—যোগসূত্র, ২।২৬

প্রধানাবিবেকাৎ অন্যাবিবেকস্য তদ্‌হানে হানম্—সাংখ্যসূত্র, ১।৫৭

অর্থাৎ, প্রকৃতিপুরুষের অবিবেক জন্য যখন বন্ধন, তখন সেই অবিবেকের হানি হইলেই বন্ধের হানি হইবেই হইবে।

সেই জন্য মোক্ষকে সাংখ্যমতে অবিবেক-রূপ বাধা বা অন্তরায়ের তিরোধান মাত্র বলা হয়।

মুক্তিঃ অন্তরায়ধ্বস্তেঃ ন পরঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।২০

নিত্যমুক্তস্য বন্ধধ্বংসমাত্রং পরম্—সাংখ্যসূত্র, ১।৮৬

কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পুরুষের বন্ধ বাঙ্মাত্র—বাঙ্মাত্রং ন তু

---

*ইন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদিদ্বারা জাতং জ্ঞানং দীপবৎ, ন সর্বাত্মনা অজ্ঞাননিবর্তকং। বিবেকজং তু জ্ঞানং সূর্যবৎ সর্বাজ্ঞাননিবর্তকম্ ইত্যর্থঃ—শ্রীধর স্বামী

তত্ত্বম্ (সাংখ্যসূত্র, ১।৫৮) – Purusa's bondage is a fiction—ঐ বন্ধ তাত্ত্বিক নয়—ঔপাধিক।

এ প্রসঙ্গে বৃত্তিকার অনিরুদ্ধ ১।২০ সাংখ্যসূত্রের বৃত্তিতে বলিতেছেন—

অবিদ্যয়া বন্ধ ইতি ব্যপদেশমাত্রং (form of speech), ন তত্ত্বম্।

ঐ বিবেক-সিদ্ধির উপায় কি? সাংখ্যমতে বিবেক সিদ্ধির এক উপায় —তত্ত্বাভ্যাস।

তত্ত্বাভ্যাসাৎ নেতি নেতীতি ত্যাগাৎ বিবেক-সিদ্ধিঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৭৫

প্রকৃতিপর্যন্তেষু জড়েষু নেতি নেতি ইত্যভিমান-ত্যাগরূপাৎ তত্ত্বাভ্যাসাৎ বিবেকনিষ্পত্তি র্ভবতি – বিজ্ঞানভিক্ষু

'প্রকৃতি পর্যন্ত সমস্ত জড়বর্গ হইতে 'নেতি নেতি,' 'আমি ইহা নহি, আমি ইহা নহি'—নিজের এইরূপ স্বাতন্ত্র্যবোধের অভ্যাস দ্বারাই বিবেক-সিদ্ধি হয়।'

সাংখ্যকারিকাও এই মর্মে বলিতেছেন—

এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।

অবিপর্যয়াদ্ বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্ ॥—সাংখ্যকারিকা, ৬৪

'এইরূপ তত্ত্বাভ্যাসের ফলে অহংকার ও মমকার-বিহীন, তাদাত্ম্যরহিত, সংশয় ও ভ্রমহীন, বিশুদ্ধ, বিমল, নিঃশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়।'

কিসের জ্ঞান? পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান—জ্ঞানং পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বজ্ঞানং (গৌড়পাদ)।

উক্ত ৬৪ কারিকা উদ্ধৃত করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন,—নাস্মীত্যাত্মনঃ কর্তৃত্বনিষেধঃ। ন মে ইতি সঙ্গনিষেধঃ। নাহমিতি তাদাত্ম্যনিষেধঃ। কেবলমিত্যস্য বিবরণম্ অবিপর্যয়াদ্বিশুদ্ধমিতি। অতোঽস্বয়া বিপর্যয়েণ বিপ্লুতম্ ইত্যর্থঃ। অর্থাৎ, ঐ জ্ঞান অহংকারহীন, মমত্বহীন, কেবল ও বিশুদ্ধ হওয়া চাই। শুধু তাহাই নহে, উহা অবিদ্যার দ্বারা অবিপ্লুত হওয়া চাই। সেইজন্য পতঞ্জলি বলিয়াছেন,—বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা হানোপায়ঃ।

অধিকন্তু এই বিবেকজ্ঞান পরোক্ষ হইলে চলিবে না,—অপরোক্ষ হওয়া চাই। কারণ,—

যুক্তিতোঽপি ন বাধ্যতে দিঙ্‌মূঢ়বৎ অপরোক্ষাদ্ ঋতে

—সাংখ্যসূত্র, ১।৫৯

অর্থাৎ, যেমন দিঙ্‌মূঢ় ব্যক্তির দিগ্‌ভ্রম শত উপদেশ সত্ত্বেও সাক্ষাৎ দিক্-দর্শন ভিন্ন নিবারিত হয় না, সেইরূপ বিবেক-জ্ঞান অপরোক্ষ না হইলে, অবিদ্যা বা অবিবেকের বারণ হয় না।

কিসে বিবেকজ্ঞান অবিপ্লুত ও অপরোক্ষ হইতে পারে? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

ধ্যান-ধারণাভ্যাস-বৈরাগ্যাদিভি স্তন্নিরোধঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।২৯

পুরুষে চিত্তবৃত্তির উপরাগই যখন অবিবেক, তখন অবিবেক বারণ করিতে হইলে ঐ উপরাগের নিরোধ করিতে হইবে। ধ্যান, ধারণা, অভ্যাস, বৈরাগ্য প্রভৃতির দ্বারা ঐ উপরাগের নিরোধ হয়। ইহার মধ্যে ধ্যানই মুখ্য সাধন। কারণ,—উপরাগনিরোধাদ্ বিশেষঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।২৬

ধ্যানের বিশেষত্ব এই যে, ধ্যানাবস্থায় উপরাগের নিরোধ হয়—উপরাগ-নিরোধাদ্ বৃত্তিপ্রতিবিম্বাপগমাদ্ যোগাবস্থায়াম্ অযোগাবস্থাতো বিশেষঃ (বিজ্ঞানভিক্ষু)। অতএব—

ধ্যানং নির্বিষয়ং মনঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।২৫

পাতঞ্জল দর্শনে এই ধ্যানের নাম সমাধি। বিজ্ঞানভিক্ষু ঐ সূত্রের ভাষ্যে বলেন যে, এই সূত্রে ধ্যান অর্থে চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-রূপ যোগ—

বৃত্তিশূন্যং যদ্ অন্তঃকরণং ভবতি তদেব ধ্যানং যোগঃ চিত্তবৃত্তিনিরোধ-রূপঃ ইত্যর্থঃ। সেইজন্য সূত্রকার বলিয়াছেন—

বৃত্তিনিরোধাৎ তৎসিদ্ধিঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৩১

সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে, তবে সমাধি বা ধ্যানসিদ্ধি হয়। পূর্বোক্ত ধারণা, অভ্যাস, বৈরাগ্য প্রভৃতি এই ধ্যানসিদ্ধিরই উপায় মাত্র।

সূত্রকার তৃতীয় অধ্যায়ে এই কথা বিশদ করিয়াছেন। কিসে ধ্যান-সিদ্ধি হয়—ইহার উত্তরে তিনি বলিতেছেন—

ধারণাসনস্বকর্মণা তৎসিদ্ধিঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৩২

[তৎসিদ্ধিঃ ধ্যানসিদ্ধিঃ]

ধারণা কি ? প্রাণের নিরোধ বা প্রাণায়াম।

নিরোধশ্ছর্দি-বিধারণাভ্যাম্—সাংখ্যসূত্র, ৩।৩৩

আসন কি ? স্থিরসুখমাসনম্—ঐ, ৩।৩৪

যে ভাবে আসীন হইলে, শরীর সুস্থিত ও সুস্থির হয়, তাহার নাম আসন।

স্বকর্ম কি ? স্বাশ্রমবিহিতকর্মানুষ্ঠান।

স্বকর্ম স্বাশ্রমবিহিত-কর্মানুষ্ঠানম্—সাংখ্যসূত্র, ৩।৩৫

সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্য ও অভ্যাস চাই।

বৈরাগ্যাৎ অভ্যাসাচ্চ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৩৬

কিসে বৈরাগ্য হয় ?—প্রকৃতি ও তৎকার্যের পরিণামিত্ব, দুঃখাত্মকত্ব প্রভৃতি দোষ দর্শন করিয়া।

দোষ-দর্শনাদ্ উভয়োঃ—সাংখ্যসূত্র, ৪।২৮

তখন—বিরক্তস্য হেয়-হানম্ উপাদেয়োপাদানম্—ঐ, ৪।২৩

বৈরাগ্যের ফলে হেয় বর্জন ও উপাদেয় গ্রহণ আরম্ভ হয় এবং সাধকের পক্ষে ধ্যান আয়ত্ত হইয়া উঠে। রাগোপহতিঃ ধ্যানম্—সাংখ্যসূত্র, ৩।৩০

এই সকল কথা স্মরণ করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু উক্ত ৬।২৯ সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে বলিতেছেন

যথোক্তোপরাগস্য নিরোধোপায়মাহ। সমাধিদ্বারা ধ্যানং যোগস্য কারণং, ধ্যানস্য চ কারণং ধারণা, তস্যাশ্চ কারণম্ অভ্যাসঃ, চিত্তস্থৈর্যসাধনানুষ্ঠানম্ অভ্যাসস্যাপি কারণং, বিষয়-বৈরাগ্যং তস্যাপি দোষদর্শনযমনিয়মাদিকমিতি পাতঞ্জলোক্ত-প্রক্রিয়য়া তন্নিরোধে উপরাগ-নিরোধো ভবতি চিত্তবৃত্তিনিরোধাখ্য-যোগদ্বারেত্যর্থঃ।

অর্থাৎ, 'সমাধির দ্বারা যে ধ্যান হয় তাহাই যোগের কারণ, ঐ ধ্যানের কারণ ধারণা, ধারণার কারণ অভ্যাস, অর্থাৎ, চিত্তের স্থৈর্যসাধন, অভ্যাসের কারণ বিষয়-বৈরাগ্য, বৈরাগ্যের কারণ দোষদর্শন, যম, নিয়ম প্রভৃতি। পাতঞ্জলোক্ত যোগ-প্রক্রিয়ার দ্বারা নিরোধ-রূপ সমাধি লাভ হইলে ফলতঃ অবিবেক-নিমিত্ত উপরাগের নিরোধ হয়।' এক কথায়, চিত্তকে সম্পূর্ণ বৃত্তিশূন্য করিয়া ঐ পূর্বোক্ত কর্মবাসনা ও ক্লেশ-বাসনা-বিনির্মুক্ত করিতে হইবে - তবেই বিবেকসিদ্ধি আয়ত্ত হইবে।

অভিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, সাংখ্যসূত্রের অনুসরণ করিয়া আমরা উপরে ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সম্পর্কে যাহা বলিলাম, তাহা পতঞ্জলির যোগদর্শনের অনুবৃত্তি মাত্র।

১৩৩১ সনে 'যোগদর্শনের চিত্ত' এই নাম দিয়া, আমি 'ব্রহ্মবিদ্যায়' একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলাম। ঐ প্রবন্ধে 'অবিপ্লবা বিবেক-খ্যাতি' সিদ্ধ করিবার পাতঞ্জল-নির্দিষ্ট প্রণালী সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই অধ্যায়ের পরিশিষ্টরূপে ঐ প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ সন্নিবিষ্ট হইল। পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিই যে, সাংখ্যের যাহা লিঙ্গ-শরীর, যোগদর্শনের তাহাই চিত্ত।

বিবেকসিদ্ধির কি ফল হয়, আগামী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

চতুর্থ অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তম্ একাগ্রং নিরুদ্ধম্ ইতি চিত্তভূময়ঃ

— যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

পতঞ্জলির মতে চিত্তের পাঁচটি অবস্থা বা ভূমি—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ।

ক্ষিপ্ত ও মূঢ় চিত্তের পক্ষে যোগ অসম্ভব; কিন্তু বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিতে পারিলে যোগের সম্ভাবনা হয়। সেই জন্য পতঞ্জলি বিক্ষেপের আলোচনা করিয়াছেন; কারণ, বিক্ষেপই যোগের প্রধান অন্তরায় এবং দুঃখ, নৈরাশ্য, চাপল্য ও শ্বাস-প্রশ্বাস বিক্ষেপের নিত্য সহচর।

দুঃখ-দৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্ব-শ্বাস-প্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ—যোগসূত্র, ১।৩১

বিক্ষেপ কি কি?

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপা স্তেঽন্তরায়ঃ—যোগসূত্র, ১।৩০

(স্ত্যান = জড়তা, অনবস্থিতত্ব = অপ্রতিষ্ঠা)

যথোচিত উপায় দ্বারা ঐ বিক্ষেপের নিরাস করিয়া চিত্তকে একাগ্র করিতে হইবে।

পতঞ্জলি প্রথমতঃ সাধককে একতত্ত্বের অভ্যাস করিতে বলিয়াছেন—

তৎপ্রতিষেধার্থম্ একতত্ত্বাভ্যাসঃ—যোগসূত্র, ১।৩২

পরে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার অনুশীলন করিয়া চিত্তের প্রসাদন করিতে হইবে।

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখ-দুঃখ-পুণ্যাপুণ্য-বিষয়াণাং ভাবনাতঃ চিত্তপ্রসাদনম্—যোগসূত্র, ১।৩৩

অতঃপর ক্রিয়াযোগ দ্বারা চিত্তের পরিকর্ম সম্পাদন করিতে হইবে। ক্রিয়াযোগ কি ?

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ—যোগসূত্র, ২।১

ক্রিয়াযোগের ফল কি ?

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ —যোগসূত্র, ২।২

ত্রিবিধ ক্রিয়াযোগের মধ্যে ঈশ্বর-প্রণিধানই মুখ্য, কারণ, তদ্দ্বারা বিশেষভাবে অন্তরায়ের বারণ হয়।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ—যোগসূত্র, ১।২৯

বলা বাহুল্য, সাধন ভিন্ন সিদ্ধি হয় না—ন চ সিদ্ধিরন্তরেণ সাধনম্। চিত্তের অশুদ্ধিক্ষয়ের স্থিরতর উপায় নিয়মিতভাবে অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান—যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদ্ অশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিঃ (যোগসূত্র, ২।২৮)। তদ্দ্বারা চিত্ত সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নির্মল হইয়া চিতের সারূপ্য লাভ করে—

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্—যোগসূত্র, ৩।৫৫

যোগের অষ্টাঙ্গ কি কি ?

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি (২।২৯)।

যোগপ্রক্রিয়ার আলোচনা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে ; অতএব আমরা অষ্ট যোগাঙ্গের অনুধাবন না করিয়া চিত্তের প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসি।

সাধক যখন পূর্বোক্ত প্রণালী ও প্রক্রিয়ার দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র ভূমিতে উপনীত করিতে পারেন, তখন ধারণায় তাঁহার চিত্তের যোগ্যতা হয়। অবশ্য তখনও পরিণামী চিত্তের পরিণামের বিরতি হয় না, কিন্তু তখন বৃত্তির একতান প্রবাহ হয়। ইহাই ধ্যান—

তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্—যোগসূত্র, ৩।২

ততঃ পুনঃ শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্য একাগ্রতা-পরিণামঃ

—যোগসূত্র, ৩।১২

এইরূপে চিত্ত ক্ষীণবৃত্তি হইলে তাহার স্বচ্ছতা সাধিত হইয়া অভিজাত মণির (clear crystal) ন্যায়, বস্তুর যথাযথ প্রতিকৃতি গ্রহণের সামর্থ্য উপজাত হয়—ইহাকে সমাপত্তি বলে।

ক্ষীণবৃত্তেঃ অভিজাতস্যেব মণেঃ গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ—যোগসূত্র, ১।৪১

এই সমাপত্তি স্থুল-সূক্ষ্ম গ্রাহ্য-ভেদে চতুর্বিধ। স্থুলের সমাপত্তি বিকল্পের দ্বারা সংকীর্ণ হইলে তাহাকে সবিতর্ক এবং বিকল্প হইতে বিশুদ্ধ, অর্থাৎ, অর্থমাত্র-নির্ভাস হইলে তাহাকে নির্বিতর্ক বলে। এইরূপ সূক্ষ্মের সমাপত্তিকে সংকীর্ণ ও বিশুদ্ধভেদে সবিচার ও নির্বিচার বলা হয়। ইহা-দিগের সাধারণ নাম সম্প্রজ্ঞাত বা সজীব সমাধি।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সংপ্রজ্ঞাতঃ—যোগসূত্র, ১।১৭

এ সকল সমাধিই 'সালম্ব', 'নিরালম্ব' নহে।

সর্ব এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ—ব্যাসভাষ্য

এই বিতর্কের আলম্বন স্থূল, বিচারের সূক্ষ্ম, আনন্দের হ্লাদ এবং অস্মিতার একাত্মিকা সম্বিৎ।

বিতর্ক শ্চিত্তস্যালম্বনে স্থূল আভোগঃ। সূক্ষ্মো বিচারঃ। আনন্দো হ্লাদঃ। একাত্মিকা সংবিদ্ অস্মিতা—ব্যাসভাষ্য

এ অবস্থায় ধ্যান পরিপক্ব হইয়া চিত্তবৃত্তি 'অর্থমাত্রনির্ভাস', যেন স্বরূপশূন্য হইয়া যায়।

তদেব (ধ্যানম্) অর্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ—যোগসূত্র, ৩।৩

এইবার চিত্তের একাগ্র ভূমির ঊর্ধ্বে নিরুদ্ধ ভূমিতে আরোহণ করিবার যোগ্যতা হয়। তখন একাগ্র-পরিণামের স্থলে চিত্তের নিরোধ-পরিণাম আরম্ভ হয়।

ব্যুত্থান-নিরোধ-সংস্কারয়োঃ অভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ—যোগসূত্র, ৩।৯

ইহার ফলে চিত্তনদী প্রশান্তবাহী হইয়া (তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ —যোগসূত্র, ৩।১০) চিত্তের সমাধিপরিণাম আরম্ভ হয়।

সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য সমাধিপরিণামঃ

—যোগসূত্র, ৩।১১

এই সমাধিপরিণামের সংস্কার ব্যুত্থানের সংস্কারকে নিরুদ্ধ করিয়া অসংপ্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধি আনয়ন করে।

তজ্জঃ সংস্কারঃ অন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী—যোগসূত্র, ১।৫০

তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ—ঐ, ১।৫১

ইহাই পরিপক্ক যোগ—যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ—ঐ, ১।২

এ অবস্থায় বৃত্তির বিরাম হয় বটে, কিন্তু চিত্তের সংস্কার অবশিষ্ট থাকে —

বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ—যোগসূত্র, ১।১৮

অর্থাৎ, সে অবস্থাতেও কর্মের সংস্কার ও ক্লেশের সংস্কার বাসনারূপে চিত্তে অনুস্যূত থাকে। অবশ্য, ক্লেশের বৃত্তি পূর্বেই ধ্যান দ্বারা প্রতিহত হইয়াছে—ধ্যানহেয়া স্তদ্‌বৃত্তয়ঃ (যোগসূত্র, ২।১১)—এবং ক্রিয়াযোগের দ্বারা ক্লেশসকল তনূকৃতও হইয়াছে।

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ—যোগসূত্র, ২।২

কিন্তু ক্লেশের সূক্ষ্ম সংস্কার ?

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ—যোগসূত্র, ২।১০

যে যোগীর চিত্ত ধ্যানে পরিপক্ক হইয়াছে, তাঁহার আর নূতন "আশয়" হয় না।

তত্র ধ্যানজম্ অনাশয়ম্—যোগসূত্র, ৪।৬

তত্র যদেব ধ্যানজং চিত্তং তদেব অনাশয়ং, তস্যৈব নাস্ত্যাশয়ো রাগাদি-প্রবৃত্তিঃ নাতঃ পুণ্যপাপাভিসম্বন্ধঃ ক্ষীণক্লেশত্বাৎ যোগিন ইতি—ব্যাসভাষ্য

এ অবস্থায় যোগী চিত্ত হইতে পুরুষের প্রভেদ উপলব্ধি করেন। সেইজন্য তাঁহাকে 'বিশেষদর্শী' বলা হয়। বিশেষ = প্রভেদ (distinction)।

এই উপলব্ধিকে বিবেকখ্যাতি বা 'প্রসংখ্যান' বলে। এই বিবেকখ্যাতি হইলে যোগীর চিত্তে আত্মভাবভাবনার নিবৃত্তি হয়।

বিশেষদর্শিন আত্মভাবভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ—যোগসূত্র, ৪।২৫

যে চিত্ত পূর্বে অজ্ঞান-নিম্ন ও বিষয়-প্রাগ্‌ভার ছিল, তাহা এখন বিবেকোন্মুখ এবং কৈবল্যপ্রবণ হয়।

তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্য-প্রাগ্‌ভারং চিত্তম্—যোগসূত্র, ৪।২৬

এইবার যোগীর বিবেকখ্যাতিতেও বিরাগ উৎপন্ন হইয়া সংস্কার-বীজ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাঁহার 'ধর্ম-মেঘ' সমাধি উৎপন্ন হয়।

প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্বথা বিবেকখ্যাতেঃ ধর্মমেঘঃ সমাধিঃ

—যোগসূত্র, ৪।২৯

সংস্কার-বীজক্ষয়াৎ ন অস্য প্রত্যয়ান্তরাণি উৎপদ্যন্তে তদাস্য ধর্মমেঘো নাম সমাধির্ভবতি—ব্যাসভাষ্য

তখন যোগীর ক্লেশসংস্কার ও কর্মসংস্কার সমূলে বিনষ্ট হয়।

ততঃ ক্লেশকর্ম-নিবৃত্তিঃ—যোগসূত্র, ৪।৩০

তল্লাভাদ্ অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি। কুশলাকুশলাশ্চ কর্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি। ন হি অবসিতাধিকারে মনসি নিরাশ্রয়া বাসনাঃ স্থাতুম্ উৎসহন্তে—ব্যাসভাষ্য

এইরূপে যোগীর জ্ঞান সমস্ত আবরণ-মল হইতে নির্মুক্ত হইয়া অনন্ত ও অপরিসীম হয় এবং আকাশে খদ্যোতের ন্যায় তাঁহার পক্ষে জ্ঞেয় স্বল্পমাত্র থাকে।

তদা সর্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্য আনন্ত্যাৎ জ্ঞেয়ম্ অল্পম্

—যোগসূত্র, ৪।৩১

এইরূপে চিত্তের প্রয়োজন অবসিত হওয়ায়, তাহার পরিণাম-ক্রম পরিসমাপ্ত হয় এবং চিত্ত স্বয়ং যে প্রকৃতির বিকার—সেই প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়।

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণাম-ক্রমসমাপ্তিঃ গুণানাম্—যোগসূত্র, ৪।৩২

পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ —ঐ, ৪।৩৪

তখন পুরুষ চিত্তের সহিত অনাদিসিদ্ধ সম্বন্ধ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া অমল, কেবল, শুদ্ধ, বুদ্ধ অবস্থায় "সপ্রতিষ্ঠ" হন।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপে অবস্থানম্—যোগসূত্র, ১।৩

ইহাকেই কৈবল্য বলে।

কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিরিতি—যোগসূত্র, ৪।৩৪

পঞ্চম অধ্যায়

বিবেক-সিদ্ধির ফল—মোক্ষ

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা বিবেক-সিদ্ধির আলোচনা করিয়াছি। এখন আলোচ্য—বিবেক-সিদ্ধি হইলে কি ফল হয়? বিবেক-সিদ্ধির দ্বারা অবিবেক বা অবিদ্যার বারণ হইলে—

তন্নিবৃত্তৌ উপশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ—সাংখ্যসূত্র, ২।৩৪

পুরুষের এই 'স্বস্থ' ভাবকে যোগদর্শনে স্বরূপাবস্থান বলা হইয়াছে।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্

—যোগসূত্র, ১।২-৩

ইহাকেই পতঞ্জলি অন্যত্র 'স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিঃ' (যোগসূত্র, ৪।৩৪) বলিয়াছেন।

ইহাই ছান্দোগ্যের অভিমত—'স্বেন রূপেন'—'এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় * * স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে'—৮।৩।৪

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ভাগবতকার বলিয়াছেন—

মুক্তি র্হিত্বান্যথা-রূপং স্ব-রূপেন ব্যবস্থিতিঃ।

অবিদ্যানাশে পুরুষের ঐ শুদ্ধ-স্বচ্ছ অবস্থা হয়—

পুরুষস্তু অসত্যাং অবিদ্যায়াম্ শুদ্ধঃ চিত্ত-ধর্মৈঃ অপরামৃষ্ট ইতি

—৪।২৫ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

অভিব্যক্তৌ কেবলঃ শুদ্ধো মুক্তঃ স্ব-রূপ-প্রতিষ্ঠঃ পুরুষঃ—গৌড়পাদ

ঐরূপ বিবেক-সিদ্ধের পক্ষে সুখ-দুঃখ, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব উভয়ই তিরোহিত হয়।

নোভয়ঞ্চ তত্ত্বাখ্যানে—সাংখ্যসূত্র, ১।১০৭

সে অবস্থায় পুরুষ বুঝিতে পারে যে, আমি কর্তা নই, ভোক্তা নই, আমার কোন কিছু ব্যাপার নাই।

এই অবস্থাকেই সাংখ্যেরা 'প্রসংখ্যান' বলেন – প্রসংখ্যান = প্রকৃষ্ট সম্যক্ প্রজ্ঞান।

> এবং তত্ত্বাভ্যাসাৎ নাস্মি ন মে নাহমিত্যপরিশেষম্।
> অবিপর্যয়াদ্ বিশুদ্ধং কেবলমুৎপদ্যতে জ্ঞানম্ ॥—কারিকা, ৬৪

ঐ জ্ঞান নিঃশেষ জ্ঞান, বিশুদ্ধ জ্ঞান, কেবল জ্ঞান। যিনি এই জ্ঞানে জ্ঞানবান্, যিনি 'বিবেকখ্যাতি'তে নিষ্ণাত—তিনি 'কেবলী'।

ঐরূপ বিবেকী পুরুষের সম্বন্ধে গীতা বলিয়াছেন –

> প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব!
> ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥
> উদাসীনবদ্ আসীনো গুণৈ র্যো ন বিচাল্যতে।
> গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥—গীতা, ১৪।২২-৩

'ত্রিগুণের কার্য—প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ—প্রবৃত্ত হইলেও গুণাতীত ব্যক্তি দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি উদাসীনবৎ অবস্থিত থাকেন, গুণের দ্বারা বিচলিত হন না; গুণসকল স্ব স্ব কার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, এই মনে করিয়া অবিচলিত ভাবে অবস্থান করেন।'

এই যে উদাসীনবৎ অবস্থান, 'পক্ষপাত-বিনির্মুক্তি'—ইহা নির্বাণের সমীপস্থ দশা।

বুদ্ধদেব নিজের ঐ অবস্থা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

> যে মে দুক্খং উপাদন্তি যে চ দেন্তি সুখং মম।
> সব্বেসং সমকো হোমি দেন্যো কোপি ন বিজ্জতি ॥
> সুখদুক্খে তুলাভূতো যসেসু অযসেসু চ।
> সব্বথ সমকো হোমি এসো মে উপেক্খা পরং ॥—চর্যাপিটক, ৩

'যাহারা আমাকে দুঃখ দেয় এবং যাহারা আমাকে সুখ দেয়, তাহারা সকলেই আমার পক্ষে সমান—তাহাদের সম্পর্কে আমার রাগ বা দ্বেষ নাই। সুখ দুঃখ, যশঃ ও অযশঃ আমার নিকট তুল্য মূল্য। সর্বত্রই আমি সমান—ইহাই আমার চরম উপেক্ষা (Perfection of my equanimity)।

ইহাকেই ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

দৃষ্টা ময়া ইত্যুপেক্ষক একঃ—কারিকা, ৬৬

এইরূপ উপেক্ষক পুরুষের আর জন্ম হয় না।

ন মুক্তস্য পুনর্বন্ধ-যোগোঽপি অনাবৃত্তিশ্রুতেঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।১৭

কারণ, তিনি অহংকার ও মমকার বর্জিত হওয়ায় তাঁহার পক্ষে ধর্মাধর্মের বীজ-ভাব নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ, ধর্মাধর্ম আর জন্মাদিরূপ ফল উৎপন্ন করিতে পারে না। বাচস্পতি মিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে বলিয়াছেন—

ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্মবীজানি অঙ্কুরং প্রসুবতে। তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীত-সকল-সলিলায়াম্ ঊষরায়াং কুতঃ কর্মবীজানাম্ অঙ্কুর-প্রসবঃ।

'জলসিক্ত ক্ষেত্রেই বীজ অঙ্কুরিত হয়; প্রখর সূর্যকরে যদি কোন ক্ষেত্রের সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়া যায়, তবে সে ঊষর ভূমিতে কি আর অঙ্কুরোদ্গম হইতে পারে? অজ্ঞান-সিক্ত বুদ্ধিতেই সঞ্চিত কর্ম ফলোৎপাদনে সক্ষম হয়, কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞান সমস্ত অবিবেক অপনীত করিয়া, চিত্তকে ঊষর করিয়া দেয়, তখন সে ক্ষেত্রে কর্মবীজ অঙ্কুরিত হইবে কিরূপে?'

এই মর্মে পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—

ততঃ ক্লেশকর্মনিবৃত্তিঃ—যোগসূত্র, ৪।৩০

এষাম্ অভাবে তদভাবঃ—ব্যাসভাষ্য

অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি, কুশলাকুশলাশ্চ কর্মাশয়াঃ সমূলঘাতং হতা ভবন্তি—৪।৩০ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য।

অর্থাৎ, তখন অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ সমূলে বিনষ্ট হয় এবং সুকৃত দুষ্কৃত সমস্ত কর্ম নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়। ঐ অবস্থায় বাসনারও নিঃশেষে উচ্ছেদ হয়—ন হি অবসিতাধিকারে মনসি নিরাশ্রয়া বাসনাঃ স্থাতুম্ উৎসহন্তে। সুতরাং—ক্লেশকর্মনিবৃত্তৌ জীবন্নেব বিদ্বান্ বিমুক্তো ভবতি (ব্যাসভাষ্য)—ক্লেশ ও কর্মের নিবৃত্তি হইলে সাধক জীবন্মুক্ত-পদবী লাভ করেন।

সাংখ্যসূত্র তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

জীবন্মুক্তশ্চ—৩।৭৮

কর্মের নিবৃত্তি হইলেও তাঁহার দেহস্থিতি কিরূপে সম্ভব হয়? ইহার উত্তর—

চক্রভ্রমণবৎ ধৃতশরীরঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৮২

সংস্কার-লেশতঃ তৎসিদ্ধিঃ—ঐ, ৩।৮৩

এই মর্মে কারিকাও বলিয়াছেন—

সম্যক্ জ্ঞানাধিগমাৎ ধর্মাদীনাম্ অকারণপ্রাপ্তৌ।
তিষ্ঠতি সংস্কারবশাৎ চক্রভ্রমবৎ ধৃতশরীরঃ ॥—কারিকা, ৬৭

'যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান অধিগত হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে ধর্মাধর্মের ফল-জনকতা রহিত হয়। কুলাল-চক্র যেমন ঘট নির্মাণের পরও সংস্কার-বশে ভ্রমণ করে, সংস্কার-বশে সেইরূপ তাঁহার দেহও বিধৃত থাকে।' এইরূপ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া তত্ত্বসমাসকার বলিয়াছেন—

এতৎ সম্যক্ জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যঃ স্যাৎ ন পুন স্ত্রিবিধেন দুঃখেনাভিভূয়তে—২২

অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে পুরুষ কৃতকৃত্য হন, আর দুঃখত্রয় তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

কারিকা বলিলেন—এইরূপ জীবন্মুক্তের সঞ্চিত কর্মের বিনাশ ও ক্রিয়মান কর্মের অশ্লেষ হইলেও, প্রারব্ধ কর্মের সংস্কারাবশেষ দ্বারা কিছুদিন দেহস্থিতি প্রচলিত থাকে।

সংস্কার কি ?

প্রক্ষীয়মানাবিদ্যাবিশেষশ্চ সংস্কার স্তদ্বশাৎ তৎসামর্থ্যাৎ ধৃতশরীরস্তিষ্ঠতি
—বাচস্পতি

এইরূপে ধৃতশরীরই তাঁহার অন্তিম দেহ। বুদ্ধদেবের ভাষায়, সবে অন্তিম-সারীরো মহাপঞ্‌ঞো মহাপুরিসো তি বুচ্চতি—ধম্মপদ।

ঐরূপ জীবন্মুক্ত বুদ্ধবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে পারেন—

গহকারক ! দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি !

—'হে ঘরামি ! এইবার তোমার 'হদিস' পাইয়াছি, তুমি দৃষ্টিগোচর হইয়াছ ! আর নূতন ঘর গড়িতে পারিবে না !'

যিনি স্বস্থ পুরুষ, তিনি সম্পূর্ণ উদাসীনভাবে প্রকৃতির ব্যাপার দর্শন করেন—যেমন প্রেক্ষক (spectator) রঙ্গালয়ে স্বস্থানস্থিত থাকিয়া নর্তকীর নৃত্য দর্শন করে—

প্রকৃতিং পশ্যতি পুরুষঃ প্রেক্ষকবৎ অবস্থিতঃ স্বস্থঃ—কারিকা, ৬৫

অর্থাৎ, 'The released soul is a disinterested spectator of the world-show.'

পুরুষের এই উদাসীন ভাবকে 'অপবর্গ' বলে।

দ্বয়োরেকতরস্য বা ঔদাসীন্যম্ অপবর্গঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৫

এই অপবর্গের অপর নাম 'কৈবল্য,'—কারণ, ঐ অবস্থায় পুরুষ চিত্ত-বৃত্তির দ্বারা অপরামৃষ্ট হইয়া শুদ্ধ বা কেবল ভাবে অবস্থিত থাকেন।

তদ্ দৃশেঃ কৈবল্যম্—যোগসূত্র, ২।২৫

কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তিঃ—যোগসূত্র, ৪।৩৪

কৈবল্যং পুরুষস্য অমিশ্রীভাবঃ (isolation)

—২।২৫ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

কৈবল্য is a state of passivity which no breath of emotion or stir of action disturbs. * * পুরুষ remains

in eternal isolation and প্রকৃতি relapses into inactivity.

এইরূপ বিবেক-জ্ঞানের উদয়ে প্রকৃতি যেন লজ্জিতা হইয়াই পুরুষের সংস্পর্শ ত্যাগ করে।

প্রকৃতির্জ্ঞাত-দোষেয়ং লজ্জয়েব নিবর্ততে—নারদীয় পুরাণ

সাংখ্যেরা নানা ভাবে এই তত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়াছেন—

দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৭০

'যেমন কুলবধূ দোষী বলিয়া প্রতিপন্না হইলে স্বামীর নিকট গমন করে না—প্রকৃতিও যেন সেইরূপ। তাহার বিকারিত্বাদি দোষ পুরুষ যখন জানিয়া ফেলেন—তখন সে আর পুরুষের ত্রিসীমায় যায় না।'

অন্যভাবে বলা হয়—প্রকৃতি নিতরাং সুকুমারী - সে পুরুষের দৃষ্টি সহিতে পারে না। হঠাৎ যদি কোন পুরুষ তাহাকে দেখিয়া ফেলে, তবে সে বিশেষ সঙ্কুচিতা হইয়া আপনাকে প্রচ্ছন্ন করিতে চায়।

প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তীতি মে মতির্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য ॥—কারিকা, ৬১

ইহার ভাষ্যে বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—এবং প্রকৃতিরপি কুলবধূতোঽপ্যধিকা, দৃষ্টা বিবেকেন ন পুনর্দ্রক্ষ্যতে ইত্যর্থঃ।

পুনশ্চ—দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহম্‌ ইত্যুপরমত্যন্যা—কারিকা, ৬৬

'প্রকৃতি আমার দৃষ্টা হইল'—অতএব পুরুষের উপেক্ষা জন্মে—'পুরুষ আমাকে দেখিয়া ফেলিল'—অতএব প্রকৃতি উপরতা হয়।

ভোগাপবর্গার্থতায়াং কৃতায়াং পুরুষেণ ন দৃশ্যতে

—২।২১ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

এক কথায় জীবন্মুক্তের পক্ষে প্রকৃতি 'নিবৃত্তি-প্রসবা' হয়। অর্থাৎ, প্রকৃতির ব্যাপার ও বিকার নিবৃত্ত হয়—

মুক্তং প্রতি প্রধানস্যোপরমঃ—৬।৪৪ সাংখ্যসূত্রের ভিক্ষুভাষ্য

সূত্রকারও বলিয়াছেন—

বিমুক্তবোধাৎ ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য লোকবৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৪৩

বিবিক্তবোধাৎ সৃষ্টি-নিবৃত্তিঃ প্রধানস্য সূদবৎ পাকে—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৩

অর্থাৎ, পাক নিষ্পন্ন হইলে যেমন পাচক নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ বিবেকীর পক্ষে প্রকৃতির সৃষ্টিব্যাপার নিবৃত্ত হয়। কারিকাও এই মর্মে বলিতেছেন—

তেন নিবৃত্তপ্রসবাম্ অর্থবশাৎ সপ্তরূপ-বিনিবৃত্তাম্—কারিকা, ৬৫

অর্থাৎ, তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে প্রকৃতির প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়াতে তাহার ব্যাপার নিবৃত্ত হয়, তাহার পরিণাম নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সাংখ্যমতে প্রকৃতি অচেতন, সুতরাং অন্ধ-স্থানীয়; পুরুষ অকর্তা, অতএব পঙ্গু-স্থানীয়; উভয়ে সংযুক্ত হইয়া একে অন্যের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। উভয়ের সংযোগের ফলেই সৃষ্টি সাধিত হয়—সে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পুরুষের ভোগ ও মোক্ষসাধন।

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদ্ উভয়োরপি সংযোগ স্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥—কারিকা, ২১

যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত হইয়া এই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃতির সহিত পুরুষ সংযুক্ত থাকিলেও আর সৃষ্টি হয় না। দগ্ধ বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধ কর্মাশয়ও সেইরূপ সংসার উৎপন্ন করে না।

দৃষ্টা ময়েত্যুপেক্ষক একো দৃষ্টাহম্ ইতি উপরমত্যন্যা।
সতি সংযোগেঽপি তয়োঃ প্রয়োজনং নাস্তি সর্গস্য॥—কারিকা, ৬৬

প্রকৃতেঃ দ্বিবিধং প্রয়োজনং শব্দ-বিষয়-উপলব্ধি গুণ-পুরুষান্তরোপলব্ধিশ্চ। উভয়ত্রাপি চরিতার্থত্বাৎ সর্গস্য নাস্তি প্রয়োজনম্।

—ঐ কারিকার গৌড়পাদ ভাষ্য

'প্রকৃতির পরিণামের দুই প্রয়োজন—প্রথম ভোগ, দ্বিতীয় প্রকৃতি-

পুরুষের ভেদজ্ঞান। যাঁহার পক্ষে এই উভয় প্রয়োজনই চরিতার্থ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে সৃষ্টির আবশ্যকতা কি?'

খ্যাতি-পর্যবসানং হি চিত্তচেষ্টিতং —১।৫০ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

অতএব—'When the play of প্রকৃতি ceases, its developments will lapse into the undeveloped.'

—Prof. Radha Krisnan

অর্থাৎ, চিত্তম্ অবসিতাধিকারং আত্মকল্পেন ব্যবতিষ্ঠতে, প্রলয়ং বা গচ্ছতি—১।৫ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

অন্যভাবে কারিকা বলিয়াছেন—

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥

—সাংখ্যকারিকা, ৫৯

অর্থাৎ, নর্ত্তকী যেমন দর্শকদিগকে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষকে আপনার রূপ দেখাইয়া নিবৃত্ত হন।

সূত্রকারও এই মর্মে বলিয়াছেন—

নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তি শ্চারিতার্থ্যাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৯

অর্থাৎ, নর্ত্তকী যেমন দর্শকগণকে নৃত্য দেখাইয়া নিবৃত্ত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষকে আপনার রূপ-প্রদর্শন-রূপ প্রয়োজন চরিতার্থ হইলে নিবৃত্ত হয়।

চরিতার্থত্বাৎ প্রধানবিনিবৃত্তৌ—কারিকা, ৬৮

কৃতত্বং প্রধানং পুরুষার্থং কৃত্বা নিবর্ত্ততে

—৫৬ কারিকাভাষ্যে গৌড়পাদ

গৌড়পাদাচার্য ২১ কারিকার ভাষ্যে এই বিষয় বিশদ করিয়া বলিতেছেন—

যথা যানয়োঃ পঙ্গ্বন্ধয়োঃ কৃতার্থয়ো র্বিভাগো ভবিষ্যতি ঈপ্সিত-স্থান-

প্রাপ্তয়োঃ এবং প্রধানমপি পুরুষস্য মোক্ষং কৃত্বা নিবর্ততে পুরুষোঽপি প্রধানং দৃষ্ট্বা কৈবল্যং গচ্ছতি ; তয়োঃ কৃতার্থয়ো র্বিভাগো ভবিষ্যতি।

'যেমন পঙ্গু ও অন্ধ সাময়িক প্রয়োজনে সংযুক্ত হইলেও, সেই প্রয়োজন সুসিদ্ধ হইবার পর বিযুক্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষ সাধন করিয়া নিবৃত্ত হয় এবং পুরুষও প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া কৈবল্য-প্রাপ্ত হয়। তখন উভয়ের সংযোগ-প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়াতে বিয়োগ ঘটে।'

পতঞ্জলি যোগসূত্রে এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

ততঃ কৃতার্থানাং পরিণামক্রমসমাপ্তিঃ গুণানাম্—যোগসূত্র, ৪।৩২

নহি কৃতভোগাপবর্গাঃ পরিসমাপ্তক্রমাঃ (গুণাঃ) ক্ষণমপি অবস্থাতুম্ উৎসহন্তে—ঐ ব্যাসভাষ্য।

অর্থাৎ, ত্রিগুণের পরিণামের প্রয়োজন (ভোগ ও অপবর্গ) চরিতার্থ হওয়ায় আর গুণত্রয় পরিণামগ্রস্ত হয় না।

বলা বাহুল্য যে, যে অবিবেকী তাহার সম্পর্কে কিন্তু প্রকৃতির ব্যাপার অক্ষুণ্ণ থাকে ইতর ইতরবৎ তদ্দোষাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৪

পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপি অনষ্টং তৎ অন্য-সাধারণত্বাৎ—যোগসূত্র, ২।২২

এই মর্মে সাংখ্যসূত্র বলিয়াছেন—অন্যসৃষ্ট্যুপরাগেঽপি ন বিরজ্যতে প্রবুদ্ধ-রজ্জুতত্ত্বস্যৈব উরগঃ (৩।৬৬),—যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে যাহার রজ্জুজ্ঞান হইয়াছে, তাহারই ভ্রম তিরোহিত হয়, অপরের হয় না—সেইরূপ অবিবেকীর পক্ষে প্রকৃতির ব্যাপার নিবৃত্ত হয় না।

সংস্কারাবসানে জীবন্মুক্তের ঐ অন্তিম শরীরের পাত হইলে কি হয়? উত্তরে কারিকা বলিয়াছেন, তিনি ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক কৈবল্য লাভ করেন।

প্রাপ্তে শরীর-ভেদে চরিতার্থত্বাৎ প্রধান-বিনিবৃত্তৌ।
ঐকান্তিকম্ আত্যন্তিকম্ উভয়ং কৈবল্যম্ আপ্নোতি।—কারিকা, ৬৮

'তাঁহার শরীরের নাশ হইলে, প্রকৃতির প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হওয়ায়, তিনি ঐকান্তিক, (অবশ্যম্ভাবী) ও আত্যন্তিক (অবিনাশী) কৈবল্য লাভ করেন।'

অধিকন্তু, প্রকৃতির যে ভগ্নাংশকে তিনি এতদিন নিজের লিঙ্গশরীররূপে স্বীকার করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারও নাশ হয়, অর্থাৎ—'his personality becomes extinguished'।† ইহাকেই কারিকা বলিয়াছেন—'লিঙ্গস্য আ-বিনিবৃত্তেঃ'—এই লিঙ্গশরীরই যখন চিত্ত, তখন সঙ্গে সঙ্গে চিত্তেরও লয় অবশ্যই সাধিত হয়।

ব্যুত্থান-নিরোধ-সমাধি-প্রভবৈঃ সহ কৈবল্য-ভাগীয়ৈঃ সংস্কারৈঃ চিত্তং স্বস্যাং প্রকৃতৌ অবস্থিতায়াং প্রবিলীয়তে ** চেতসি প্রলীনে (পঞ্চ ক্লেশাঃ) তেনৈব অস্তং গচ্ছন্তি—১।৫১ ও ২।১০ যোগসূত্রের-ব্যাসভাষ্য।

অর্থাৎ, ব্যুত্থানদশার নিরোধসংস্কার ও সমাধিদশার নিরোধসংস্কার—এতদুভয়ের সহ যোগসিদ্ধের চিত্ত নিজের নিত্যা প্রকৃতিতে বিলীন হয়, এবং চিত্ত বিলীন হইলে তদনুবিদ্ধ অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশও তৎসহ অস্তমিত হয়।

এইরূপে চিত্তের লয় হইলে, পুরুষ স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শুদ্ধ, স্বচ্ছ, কেবল অবস্থায় চিরকালের জন্য অবস্থান করেন—'remains in a passive state of *eternal* isolation.'‡

তস্মিন্ (চিত্তে) নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধঃ কেবলো মুক্ত ইত্যুচ্যতে—১।৫১ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

ইহাই সাংখ্যের মুক্তি।

---

†অর্থাৎ, the specialised fragment of প্রকৃতি associated with that particular মুক্ত-পুরুষ is returned to and merges in the ocean of প্রকৃতি। ইহাকেই 'বিদেহী-কৈবল্য' বলে। অতএব মোক্ষ is the extinction of personality.

‡প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগস্য আত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানম্—২।২৫ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

সাংখ্যমতে মুক্তির স্বরূপ কি ? এক কথায় বলিতে গেলে—

'In Mukti, *Purusas* will be seers with nothing to look at, mirrors with nothing to reflect, and will subsist in lasting freedom from *Prakriti* and its defilements, as pure *chits* in the timeless void'.—Prof. Radha Krisnan.

সাংখ্যসূত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক বিচার আছে। সূত্রকার বলিতেছেন—

> ন বিশেষগুণোচ্ছিত্তিঃ তদ্বৎ—সাংখ্যসূত্র, ৫।৭৫
>
> ন বিশেষগতি নিষ্ক্রিয়স্য ঐ, ৫।৭৬

'আত্মার বিশেষ গুণের উচ্ছেদ বা বিশিষ্ট লোকে গতি—মুক্তি নহে।'

> নাকারোপরাগোচ্ছিত্তিঃ ক্ষণিকত্বাদি-দোষাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৫।৭৭
>
> ন সর্বোচ্ছিত্তিঃ অপুরুষার্থত্বাদি-দোষাৎ—ঐ, ৫।৭৮
>
> এবং শূন্যম্ অপি—ঐ, ৫।৭৯

'বাসনারূপ উপরাগের উচ্ছেদ অথবা সর্বোচ্ছেদ কিম্বা শূন্যতাসিদ্ধি—মুক্তি নহে।'

> ন দেশাদিলাভোঽপি—সাংখ্যসূত্র, ৫।৮০
>
> ন ভাগিযোগো ভাগস্য—ঐ, ৫।৮১

'উৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোকাদি-দেশ লাভ বা অংশীর সহিত অংশের যোগ (coalescence with the Absolute Spirit)-ও মুক্তি নহে।'

> নাণিমাদিযোগোঽপি অবশ্যং-ভাবিত্বাৎ তদুচ্ছিত্তেঃ—সাংখ্যসূত্র, ৫।৮২
>
> নেন্দ্রাদিপদযোগোঽপি তদ্বৎ—ঐ, ৫।৮৩
>
> ন ভূতিযোগেঽপি কৃতকৃত্যতা উপাস্যসিদ্ধিবৎ—ঐ, ৪।৩২

'অণিমাদি ঐশ্বর্য-প্রাপ্তি বা ইন্দ্রাদিপদ-প্রাপ্তিও মুক্তি নহে।'

> ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবৎ উৎথানাৎ—সাংখ্যসূত্রে, ৩।৫৪

'প্রকৃতিলয়ও মোক্ষ নহে।'

মুক্তি কি কি নহে—আমরা জানিলাম। কিন্তু এই অভাব-নির্দেশ দ্বারা মুক্তির স্বরূপ ত' জানা গেল না। সেই জন্য সূত্রকার বলিলেন—

নিঃশেষ দুঃখনিবৃত্তৌ কৃতকৃত্যতা—সাংখ্যসূত্র, ৩।৮৪

অত্যন্ত-দুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা—ঐ, ৬।৫

অর্থাৎ, সর্ববিধ দুঃখের নিঃশেষে নিবৃত্তিই মুক্তি। ইহাই পরমপুরুষার্থ—

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিঃ অত্যন্ত-পুরুষার্থঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।১

সাংখ্য মতে পুরুষ চিন্মাত্র—কেবল অবস্থায় তাঁহার স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি।

সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যম্—যোগসূত্র, ৩।৫৫

তদা পুরুষঃ স্বরূপ-মাত্র-জ্যোতিঃ অমলঃ কেবলী ভবতি—ব্যাসভাষ্য

অর্থাৎ, মুক্তির অবস্থায় পুরুষ অমল কেবল হইয়া, স্বীয় জ্যোতিঃ-স্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। সেই জন্যই মুক্তির নাম 'কৈবল্য'।

Kaivalya—from Kevala (alone)—means the isolation of the soul from the universe and its return to *itself*.—Max Muller's Indian Philosophy.

এ মুক্তি অনেকটা গ্রীক্ মনীষী এরিস্টটলের State of blessedness-এর অনুরূপ—which is eternal thinking free from all activity.

কিন্তু নিজের চিৎস্বরূপে অবস্থানই কি জীবের চরম পুরুষার্থ?

অবশ্য, ন্যায়-বৈশেষিকের মুক্তি হইতে—যে মুক্তিতে আত্মার সুখ-দুঃখত্ব ত' থাকেই না, এমন কি চৈতন্য পর্যন্তও বিলুপ্ত হয়—সেই শিলাত্ব-মুক্তি অপেক্ষা এ মুক্তি শ্রেষ্ঠতর; কারণ, এ মুক্তিতে পুরুষের ভূমানন্দ-প্রাপ্তি না হইলেও নিজের চিৎস্বরূপে অবস্থিতি হয়। অভিজ্ঞ পাঠকের স্মরণ হইবে যে, ঐ ন্যায়-বৈশেষিকের উপদিষ্ট মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কোন কোন রসিক লেখক বেশ বিদ্রূপ করিয়াছেন। নৈষধকার চার্বাকের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রম্ উচে মহামুনিঃ।
গোতমং তং বিজানীহি** ॥

'যে মহামুনি মুক্তিরূপ শিলাত্ব-প্রাপ্তির জন্য শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন, 'গো-তম' ইহা তাঁহার সার্থক নাম।'

আর একজন সাধক কবি লিখিয়াছেন—

বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং।
ন তু বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন॥

'রম্য বৃন্দাবনে শৃগাল হই—সেও ভাল, কিন্তু বৈশেষিকের মুক্তির দুর্ভাগ্য যেন আমার না ঘটে।'

কিন্তু বেদান্ত মুক্তিকে যে আনন্দরূপতা ('অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য') বলেন, তৎসম্পর্কে সাংখ্যের বক্তব্য কি?

সাংখ্যমতে আত্মা চিৎস্বরূপ মাত্র—

জড়ব্যাবৃত্তো জড়ং প্রকাশয়তি চিদ্রূপঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৫০

সে মতে আত্মা আনন্দরূপ নহেন—

ন একস্য আনন্দ-চিদ্রূপত্বে, দ্বয়োর্ভেদাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৫।৬৬

'অখণ্ড আত্মার একাধারে চিদ্রূপত্ব ও আনন্দরূপত্ব অসম্ভব।' অতএব সাংখ্যকার বলেন—

ন আনন্দাভিব্যক্তি মুক্তিঃ নির্ধর্মত্বাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৫।৭৪

অর্থাৎ, আনন্দ যখন আত্মার ধর্ম নয়, তখন আনন্দাভিব্যক্তি মুক্তি হইতে পারে না। অথচ, সূত্রকার অন্যত্র বলিয়াছেন যে, সমাধি, সুষুপ্তি ও মুক্তিতে জীবের ব্রহ্মরূপতা হয়।

সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা—সাংখ্যসূত্র, ৫।১১৬

আসু অবস্থাসু পুরুষাণাং ব্রহ্মরূপতা—বিজ্ঞানভিক্ষু

'সমাধিতে, সুষুপ্তিতে ও মুক্তিতে পুরুষের ব্রহ্মরূপতা হয়।'

অধিকন্তু সমাধিতে ও সুষুপ্তিতে বন্ধ-বীজ থাকে, কিন্তু মুক্তিতে সেই বীজের ধ্বংস হইয়া জীবের নিপট ব্রহ্মরূপতা হয়।

দ্বয়োঃ সবীজম্ অন্যত্র তদ্ধতিঃ - সাংখ্যসূত্র, ৫।১১৭

দ্বয়োঃ সমাধি-সুষুপ্ত্যোঃ সবীজং বন্ধবীজসহিতং ব্রহ্মত্বম্, অন্যত্র মোক্ষে বীজস্য অভাব ইতি বিশেষ ইত্যর্থঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু

মুক্তিতে ব্রহ্মরূপতা হয়? ব্রহ্ম ত' আনন্দঘন, তিনি ত' কেবল চৈতন্য-স্বরূপ, বিজ্ঞানঘন নহেন—

বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম—বৃহদারণ্যক, ৩।৯।২৮

আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানং—তৈত্তিরীয়, ৩।৬।১

স যথা সৈন্ধবঘনঃ অনন্তরোহবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরে অয়ম্ আত্মা অনন্তরোহবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব—বৃহ. ৪।৫।১৩

সেই জন্য সর্বোপনিষদ্ আনন্দের স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

আনন্দো নাম সুখ-চৈতন্য-স্বরূপঃ অপরিমিতানন্দসমুদ্রঃ অবিশিষ্টসুখরূপশ্চ আনন্দ ইত্যুচ্যতে।

অর্থাৎ, ব্রহ্মকে আনন্দ বলিলে এই বুঝায় যে, তিনি সুখস্বরূপ অথচ চিৎস্বরূপ—তিনি অপরিমিত আনন্দসমুদ্র। তিনি নির্বিশেষ সুখ। কৌষীতকী উপনিষদ্ এই মর্মে বলিতেছেন—স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা আনন্দঃ অজরোঽমৃতঃ—৩।৮

'তিনি প্রাণ—তিনি প্রজ্ঞাত্মা (চিৎস্বরূপ), তিনি আনন্দ—অজর অমর।'

সুষুপ্তি অবস্থাতে (এবং সমাধিতে) জীবের যে সাময়িক ব্রহ্মরূপতা হয়—একথা শ্রুতি-সম্মত। সে সময় জীব সাময়িকভাবে ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ এই সুষুপ্তি-অবস্থার বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

অথ যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ * * স যথা কুমারো বা মহারাজো বা মহাব্রাহ্মণো বা অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য গত্বা শয়ীত এবম্ এব এষ এতৎ শেতে —বৃহ, ২।১।১৯

'যখন জীব সুষুপ্ত হয়, তখন সে কিছুই জানে না। * * যেমন কুমার বা মহারাজ বা মহাব্রাহ্মণ আনন্দের "অতিঘ্নী" (আতিশয্য) অনুভব করিয়া শয়ন করে।'

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এই সুষুপ্তির অবস্থায় জীব আনন্দের "অতিঘ্নী" অনুভব করে। যখন সুষুপ্তিতেই (যখনও জীবের বন্ধ-বীজ থাকে) আনন্দের "অতিঘ্নী" প্রাপ্তি ঘটে, তখন নিপট ব্রহ্মরূপতা বা মুক্তিতে জীবের যে আনন্দের অবস্থা হয়, তাহার বর্ণনা কে করিতে পারে? সেই জন্য শ্রুতি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন ॥—তৈত্তিরীয়, ২।৪

'যাহার নাগ না পাইয়া বাক্য মন নিবর্তিত হয়, সেই ব্রহ্মের আনন্দ জানিলে কোন কিছুতেই ভয় থাকে না।'

অতএব মুক্তি ভূমানন্দ-প্রাপ্তি—যে ভূমানন্দ বাক্য-মনের অতীত, ভাষার দ্বারা যাহার পরিমাণ নির্দেশ করা যায় না।

বিজ্ঞানভিক্ষু ঐ ৫।১১৬ সূত্রোক্ত 'ব্রহ্ম' শব্দ লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

অস্মংশাস্ত্রে চ ব্রহ্মশব্দঃ ঔপাধিক-পরিচ্ছেদ-মালিন্যাদি-রহিতঃ পরিপূর্ণ-চেতন-সামান্যমাত্র-বাচী; ন তু ব্রহ্মমীমাংসায়ামিব ঐশ্বর্যোপলক্ষিত-পুরুষবিশেষমাত্রবাচী ইতি বিবেক্তব্যম্।

'আমাদের সাংখ্যশাস্ত্রে ব্রহ্মশব্দ দ্বারা ঔপাধিক-পরিচ্ছেদ ও মলিনতাদি-রহিত, পরিপূর্ণচেতন, সামান্য পুরুষমাত্র বুঝিতে হইবে—বেদান্তদর্শনের ন্যায় ঐশ্বর্যসম্পন্ন পুরুষবিশেষ (ঈশ্বর) বুঝিতে হইবে না।'

কিন্তু ব্রহ্মশব্দের এরূপ উদ্ভট অর্থ আমরা কেন গ্রহণ করিব ? সত্য বটে, মুক্তিতে ব্রহ্মরূপতা হয়,—এ কথা স্বীকার করিলে মুক্তিকে ভূমানন্দ-প্রাপ্তি বলিতে হয়। কাজেই বাধ্য হইয়া বিজ্ঞানভিক্ষু আবার কষ্টকল্পনা করিয়া বলিতেছেন যে, 'সমাধি-সুষুপ্তি-মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা'—এই সূত্রে ব্রহ্মরূপতার অর্থ—'বুদ্ধিবৃত্তিবিলয়তঃ তদৌপাধিক-পরিচ্ছেদবিগমেন স্ব স্বরূপে পূর্ণতয়া অবস্থানম্'—'চিত্তবৃত্তির বিলয় হেতু বৃত্তিজনিত ঔপাধিক পরিচ্ছিন্নতা বিগত হওয়ায় পুরুষের পূর্ণভাবে স্ব-স্বরূপে অবস্থান।' আমরা বলি ইহা নিতান্তই কল্পনা। সূত্রকারের কি এতই ভাষার দৈন্য হইয়াছিল যে, তিনি 'স্বরূপাবস্থান' শব্দ খুঁজিয়া পাইলেন না—'ব্রহ্মরূপতা' শব্দ ব্যবহার করিলেন ? বিশেষতঃ যখন দেখিতে পাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৪ সূত্রে* সূত্রকার বিবেকসিদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া 'স্ব-স্থ' (অর্থাৎ, স্ব-রূপে অবস্থিত) শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব আমরা বলিতে চাহি যে, মুক্তিকে ব্রহ্মরূপতা বলা সূত্রকারের 'গোত্রস্খলিত' (slip of the tongue), কিন্তু তাঁহার এই উক্তির দ্বারা সাংখ্যের মুক্তি ও বেদান্তের মুক্তি সমঞ্জস হইয়াছে।

সাংখ্যাচার্যেরা আর এক জাতীয় মুক্তির কথা বলেন—তাহার নাম 'প্রকৃতি-লয়'। আগামী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

---

*তন্নিবৃত্তৌ উপশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ—সাংখ্যসূত্র, ২।৩৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রকৃতি-লয়

পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ে জীবের পরলোকগতি-সম্বন্ধে সাংখ্যমতের আলোচনা করিতে আমরা দেখিয়াছি যে, মৃত্যুর পর সাধারণ জীবের সংসৃতি হয়, অর্থাৎ, জীব স্থূল শরীর হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া লিঙ্গদেহ অবলম্বনে পুনশ্চ বিবিধ ও বিচিত্র স্থূল শরীর গ্রহণ করতঃ কখনও দেব, কখনও মানুষ, কখনও পশু, কখনও স্থাবররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাই তাহার 'সাংপরায়' (eschatology)। কিন্তু যাহারা অ-সাধারণ জীব, যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী (কুশল), যাহারা অতিমানব—তাহাদের সংসৃতির শেষ হয়—ক্ষীণতৃষ্ণঃ কুশলো ন জনিষ্যতে (৪।৩৩ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য)। ঐরূপ অ-সাধারণ জীবের যে 'প্রসংখ্যান' উৎপন্ন হয় (যাহাকে সাংখ্য-পরিভাষায় 'বিবেকখ্যাতি' বলে)—ঐ জ্ঞান নিঃশেষ জ্ঞান—বিশুদ্ধ জ্ঞান—কেবল জ্ঞান। ঐ জ্ঞানে যিনি জ্ঞানবান্, তিনি কেবলী, তিনি জীবন্মুক্ত। তাঁহার সম্বন্ধে—বিমুক্তবোধাৎ ন সৃষ্টিঃ প্রধানস্য। ঐরূপ সাধনসিদ্ধ পুরুষ—তন্নিবৃত্তৌ উপশান্তোপরাগঃ স্বস্থঃ (সাংখ্যসূত্র, ২।৩৪)।

জীবন্মুক্ত হইবার পর, তিনি প্রারব্ধ-ক্ষয় পর্যন্ত যে শরীরে অবস্থান করেন—সেই তাঁহার অন্তিম দেহ। ঐ শরীরের নাশ হইলে তাঁহার লিঙ্গদেহ প্রকৃতিতে পর্যবসিত হয়—এবং সঙ্গে সঙ্গে চিত্তেরও বিলয় ঘটে। অর্থাৎ, তাঁহার 'personality becomes extinguished'। ইহাই সাংখ্যের বিদেহ-কৈবল্য বা মুক্তি।

তস্মিন্ (চিত্তে) নিবৃত্তে, পুরুষঃ স্বরূপমাত্রপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধঃ কেবলো মুক্ত ইত্যুচ্যতে—ব্যাসভাষ্য

এ মুক্তি ব্যতীত সাংখ্যাচার্যেরা জীবের আর এক প্রকার মুক্তির কথা বলিয়াছেন—সে মুক্তি 'প্রকৃতিলয়'।

প্রকৃতি-লয় কিন্তু প্রকৃত মোক্ষ নহে—উহা মোক্ষাভাস। সেইজন্য ব্যাসভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—

প্রকৃতি-লয়াঃ সাধিকারে চেতসি প্রকৃতিলীনে কৈবল্যপদম্ ইব অনুভবন্তি—'ঐ অবস্থায় কৈবল্যপদ (মোক্ষ) যেন অনুভূত হয়।'

তে হি স্বসংস্কারমাত্রোপযোগেন চিত্তেন কৈবল্যপদম্ ইব অনুভবন্তঃ প্রাপ্নুবন্তঃ—বাচস্পতি

প্রকৃতি-লয়ের স্বরূপ কি ? প্রকৃতি-লয় কিসে সিদ্ধ হয় ?

৪৫ কারিকা বলেন—বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ।

বিবেকজ্ঞানাভাবে যদা মহদাদিষু বৈরাগ্যং প্রকৃত্যুপাসনয়া ভবতি, তদা প্রকৃতৌ লয়ো ভবতি—১।৫৪ সাংখ্যসূত্রের ভিক্ষুভাষ্য

ঐ কারিকার গৌড়পাদভাষ্য এই :—যথা কস্যচিৎ বৈরাগ্যম্ অস্তি ন তত্ত্বজ্ঞানং, তস্মাদ্ অজ্ঞানপূর্বাৎ বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ। মৃতঃ অষ্টাসু প্রকৃতিষু প্রধান-বুদ্ধ্যহংকার-তন্মাত্রেষু লীয়তে, ন মোক্ষঃ : ততো ভূয়োঽপি সংসরতি ॥

ঐ কারিকার উপর বাচস্পতি মিশ্রের টীকা এই—

পুরুষতত্ত্বানভিজ্ঞস্য বৈরাগ্যমাত্রাৎ প্রকৃতি-লয়ঃ। প্রকৃতি-গ্রহণেন প্রকৃতি-তৎকার্য-মহদহঙ্কারভূতেন্দ্রিয়াণি গৃহ্যন্তে। তেষু আত্মবুদ্ধ্যা উপাস্যমানেষু লয়ঃ।

সাংখ্যমতে রাগ হইতেই সংসার ও বি-রাগ হইতে যোগসমাধি।

সংসারো ভবতি রাজসাদ্ রাগাৎ—কারিকা, ৪৫

যে সকল জীবের চিত্তে উৎকট বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়—অথচ, তত্ত্বজ্ঞান জন্মে

না, তাঁহাদের দশা কি হয়? তাঁহাদের কৈবল্য-মুক্তি হয় না—'প্রকৃতি-লয়' ঘটে।* এই কথাই বাচস্পতি মিশ্র উপরে বলিলেন—পুরুষতত্ত্বানভিজ্ঞস্য বৈরাগ্যমাত্রাৎ প্রকৃতিলয়ঃ। ভোজবৃত্তিতে এই কথা আরও বিস্পষ্ট করা হইয়াছে—

অস্মিন্নেব সমাধৌ যে কৃতপরিতোষাঃ পরমাত্মানং পুরুষং ন পশ্যন্তি, তেষাং চেতসি স্বকারণে লয়মুপাগতে 'প্রকৃতিলয়াঃ' ইত্যুচ্যন্তে।

লক্ষ্য করিতে হইবে, এখানে প্রকৃতির অর্থ 'অব্যক্ত' মাত্র নয়—এস্থলে প্রকৃতি সাংখ্যোক্ত ২৪ তত্ত্বের (অর্থাৎ, অব্যক্ত, মহদ্‌, অহংকার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়গণের) অন্যতম। আরও লক্ষ্য করিতে হইবে, এই যে লয়, ইহা আত্যন্তিক লয় নহে—ইহার অবধি বা কালসংখ্যা আছে। বিবেকখ্যাতি-জনিত যে কৈবল্য মুক্তি—সে মুক্তি যেমন নিরবধি—

---

*এ সম্পর্কে মিসেস্ বেসান্ট কয়েকটি কথা বলিয়াছেন যাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

There is a lower kind of Moksha that is quite possible to get. A great many people in this country get it by a deliberate killing out of all desire for objects of enjoyment. They remain away for indefinite periods of time. * * Desire is dead for the present life, which means that all the higher life of the emotions and the mind is for the time killed; of course not altogether, it is for the time.

—Talks with a Class, Ch. IV pp 60-7.

He has extinguished for the time being the particular *trshna* which would bring him back to this world.

There are many cases of this sort in which a man passes into a loka (a world) which is not permanent, but in which he may remain practically for ages. * * Ultimately he has to come back to a world, either this world, if it is still going on, or a world similar to this, where he can take up his evolution at the point at which it was dropped. —Bye-ways of Evolution, pp. 94-95.

পুরুষং নিগুর্ণং প্রাপ্য কালসংখ্যা ন বিদ্যতে

—এ মুক্তি সেরূপ নয়। নির্দিষ্ট কালান্তে প্রকৃতিলীনের আবার প্রাদুর্ভাব হইতে বাধ্য—

অবধিং প্রাপ্য পুনরপি প্রাদুর্ভবতি—বাচস্পতি

পুনশ্চ—যিনি যে তত্ত্বে লীন হন, তদনুসারে তাঁহার ঐ অবধির তারতম্য ঘটে। এ প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র বায়ু পুরাণ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

দশ মন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়-চিন্তকাঃ।
ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকাঃ॥
বৌদ্ধা দশ সহস্রানি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ।
পূর্ণং শতসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্ত-চিন্তকাঃ॥

অর্থাৎ, যাঁহারা ইন্দ্রিয়ে প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের অবধি দশ মন্বন্তর; যাঁহারা স্থূলভূত অথবা তন্মাত্রে প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের অবধি শত মন্বন্তর; যাঁহারা অহং-তত্ত্বে প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের অবধি সহস্র মন্বন্তর; যাঁহারা মহৎ-তত্ত্বে প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের অবধি দশ সহস্র মন্বন্তর; আর যাঁহারা অব্যক্তে প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের অবধি পূর্ণ শত সহস্র মন্বন্তর।

শত সহস্র মন্বন্তর সুদীর্ঘ সময় বটে—কিন্তু অনন্ত কালের তুলনায় তুচ্ছ নয় কি?

আমরা দেখিয়াছি যে যিনি কেবলী, 'প্রত্যুদিত-খ্যাতি'—দেহান্তে চিত্তের সহিত তাঁহার লিঙ্গ-শরীরের নাশ হয়। সুতরাং তাঁহার আর সংসৃতি হয় না—তিনি চিরদিন (eternally) শুদ্ধ, স্বচ্ছ, কেবল অবস্থায় অবস্থান করেন। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতিলীন, তাঁহাদের ত' লিঙ্গ-দেহের নাশ হয় না—তাঁহাদের চিত্ত সাধিকার, তাঁহাদের চিত্তে বন্ধ-বীজ বিদ্যমান থাকে†—অতএব তাঁহাদের সংসৃতি বা জন্মান্তর সুদূরবর্তী হইলেও

† ক্লেশাঃ বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাং বীজভাবং প্রাপ্তা স্ব তে শক্তিমাত্রেণ সন্তি, ক্ষীরে ইব দধি—বাচস্পতি

অবশ্যম্ভাবী। প্রাপ্তাবধয়ঃ পুনরপি সংসারে বিশন্তি (বাচস্পতি)। সেই জন্য পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলিয়াছেন—

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্—১।১৯

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, পতঞ্জলি প্রকৃতিলীনদিগের মধ্যে সূক্ষ্ম-ভেদের নির্দেশ করিলেন—প্রথম 'বিদেহ', দ্বিতীয় 'প্রকৃতি-লয়'। প্রকৃতি-লীনের মধ্যে যাঁহারা অব্যক্ত, মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই অষ্ট প্রকৃতির[1] অন্যতমে লয়প্রাপ্ত, তাঁহারা 'প্রকৃতিলয়'; এবং যাঁহারা পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়—এই ষোড়শ বিকারের অন্যতমে লয়প্রাপ্ত, তাহারা 'বিদেহ'।

প্রকৃতিলয়াঃ চ অব্যক্তমহদহংকারপঞ্চতন্মাত্রেষু অন্যতমস্মিন্ লীনাঃ ** ভূতেন্দ্রিয়[illegible] অন্যতমম্ আত্মত্বেন প্রতিপন্নাঃ তদ্-উপাসনয়া তদ্‌বাসনাবাসি-তান্তঃকরণাঃ পিণ্ডপাতানন্তরম্ ইন্দ্রিয়েষু ভূতেষু বা লীনাঃ ষাট্‌কৌশিক-শরীররহিতাঃ বিদেহাঃ—বাচস্পতি

অতএব আমরা দেখিলাম, কি বিদেহ, কি প্রকৃতিলয়—কাহারই চিত্ত বন্ধমুক্ত নহে। সেইজন্য বাচস্পতি মিশ্র ৪৪ কারিকার টীকায় বলিয়াছেন, বিদেহের বৈকৃতিক বন্ধ এবং প্রকৃতিলয়ের প্রাকৃতিক বন্ধ—

তত্র প্রকৃতৌ আত্মজ্ঞানাদ্ যে প্রকৃতিম্ উপাসতে তেষাং প্রাকৃতো বন্ধঃ। যঃ পুরাণে প্রকৃতিলয়ান্ প্রতি উচ্যতে 'পূর্ণং শতসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্ত-চিন্তকাঃ' ইতি। বৈকারিকো বন্ধ স্তেষাং যে বিকারান্ এব ভূতেন্দ্রিয়াহং-কারবুদ্ধীঃ পুরুষবুদ্ধ্যা উপাসতে। ** তে খলু অমী বিদেহা যেষাং বৈকৃ-তিকো বন্ধঃ।

এই দ্বিবিধ বন্ধ ছাড়া আর এক প্রকার বন্ধ আছে—তাহার নাম দাক্ষিণিক বন্ধ। এই বন্ধ সকামকর্মী কামহত সাধারণ জীবের—

পুরুষতত্ত্বানভিজ্ঞো হি ইষ্টাপূর্তকারী কামোপহতমনাঃ বধ্যতে—বাচস্পতি

---

[1] অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শকন্তু বিকারঃ—তত্ত্বসমাস

সেইজন্য তত্ত্বসমাস বলেন—ত্রিবিধো বন্ধঃ। কি কি?

প্রাকৃতিক, বৈকৃতিক ও দাক্ষিণিক—

প্রাকৃতেন চ বন্ধেন তথা বৈকারিকেণ চ।
দক্ষিণাভিঃ তৃতীয়েন বদ্ধো নান্যেন মুচ্যতে॥

—গৌড়পাদধৃত বচন

এমন কি, ৪৮ কারিকায় পঞ্চপর্বা অবিদ্যার যে প্রথম পর্ব অষ্টবিধ তমের উল্লেখ করা হইয়াছে, গৌড়পাদ তাহার ভাষ্যে বলেন, ঐ তমঃ প্রকৃতিলীনের তমঃ। সঃ অষ্টাসু প্রকৃতিষু লীয়তে—প্রধানবুদ্ধ্যহংকারপঞ্চতন্মাত্রাষ্টাসু—তত্র লীনম্ আত্মানং মন্যতে মুক্তোঽহম্ ইতি তমোভেদঃ—এষঃ অষ্টবিধস্য মোহস্য ভেদঃ অষ্টবিধ এব ইত্যর্থঃ।

কিন্তু যিনি কেবলী, প্রত্যুদিত-খ্যাতি—

তে হি ত্রীণি বন্ধনানি ছিত্ত্বা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ।

'তিনি ঐ ত্রিবিধ বন্ধন উচ্ছেদ করিয়া সদাকাল কৈবল্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন।'

তথাপি বিদেহ অপেক্ষা প্রকৃতিলয় শ্রেষ্ঠ, যেহেতু আমরা দেখিয়াছি প্রকৃতিলয়ের অবধি বা স্থিতিকাল দীর্ঘতর –

পূর্ণং শতসহস্রন্তু তিষ্ঠন্ত্যব্যক্তচিন্তকাঃ।

বাচস্পতিমিশ্র বলিলেন, ষাট্‌কৌশিক-শরীররহিতাঃ বিদেহাঃ—অর্থাৎ, 'বিদেহ তাঁহারা, যাঁহারা স্থূলশরীর-বিরহিত'—কিন্তু ব্যাসভাষ্যে দেখিতে পাই 'বিদেহাঃ দেবাঃ'। ইহার সমাধান কি? আমরা জানি, দেবতা মাত্রেই স্থূলশরীর-বিবর্জিত—দেবতাদিগের সূক্ষ্ম তৈজস শরীর। ইহা হইতে মনে হয়—'বিদেহে'র অর্থ সাধারণ দেবতা নহে। এ সম্পর্কে ৩।২৬ যোগ-সূত্রের ব্যাসভাষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, সূক্ষ্মতর মহঃ জনঃ তপঃ প্রভৃতি লোকে এমন সকল দেব-নিকায় বসতি করেন, যাঁহারা যথাক্রমে মহাভূতবশী, ভূতেন্দ্রিয়বশী, ভূতেন্দ্রিয়-ও তন্মাত্রবশী, এবং প্রধানবশী। যাঁহারা

মহাভূতবশী, তাঁহাদের স্থিতিকাল এক-সহস্র কল্প; যাঁহারা ভূতেন্দ্রিয়বশী, তাঁহাদের স্থিতিকাল ইহার দ্বিগুণ; যাঁহারা ভূতেন্দ্রিয়-ও-তন্মাত্রবশী, তাঁহাদের স্থিতিকাল ইহার চতুর্গুণ; এবং যাঁহারা প্রধানবশী, তাঁহাদের স্থিতিকাল এক মহাকল্প। এই শেষোক্ত দেব নিকায় সম্পর্কে ব্যাসভাষ্য বলিতেছেন—

তৃতীয়ে ব্রহ্মণঃ সত্যলোকে চত্বারো দেব-নিকায়াঃ—অচ্যুতাঃ শুদ্ধনিবাসাঃ সত্যাভাঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনশ্চেতি। অকৃতভবনন্যাসাঃ স্বপ্রতিষ্ঠা উপর্যুপরিস্থিতাঃ প্রধানবশিনো যাবৎ সর্গায়ুষঃ।

ভাষ্যকার বলিলেন, ঐ সত্যলোকবাসী দেব-নিকায় চতুর্বিধ—অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞাসংজ্ঞী। ইহারা সকলেই সবীজ সমাধিনিষ্ঠ।

তে এতে সর্বে সংপ্রজ্ঞাত-সমাধিম্ উপাসতে—বাচস্পতি

তন্মধ্যে অচ্যুতেরা সবিতর্ক-ধ্যানপর, শুদ্ধনিবাসেরা সবিচার-ধ্যানপর, সত্যাভেরা আনন্দমাত্র-ধ্যানপর এবং সংজ্ঞাসংজ্ঞীরা অস্মিতামাত্র-ধ্যানপর। এই সবীজ ধ্যানের অপর নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সংপ্রজ্ঞাতঃ—যোগসূত্র, ১।১৭

এ-সকল সমাধিই 'সালম্ব', নিরালম্ব নহে।

সর্ব এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ।

ঐ বিতর্কের আলম্বন স্থূল, বিচারের সূক্ষ্ম, আনন্দের হ্লাদ এবং অস্মিতার একাত্মিকা সম্বিৎ।

বিতর্কশ্চিত্তস্যালম্বনে স্থূলঃ আভোগঃ। সূক্ষ্মো বিচারঃ। আনন্দো হ্লাদঃ। একাত্মিকা সংবিদ্ অস্মিতা।

ঐ প্রথম সমাধি সবিতর্ক, দ্বিতীয় বিতর্ক-বিকল সবিচার, তৃতীয় বিচার-বিকল সানন্দ এবং চতুর্থ আনন্দ-বিকল অস্মিতামাত্র।

এই সবীজ সমাধির নামান্তর 'সমাপত্তি'।

সমাপত্তিঃ সংপ্রজ্ঞাতলক্ষণো যোগ উচ্যতে—বাচস্পতি

সমাপত্তি কি? চিত্ত ক্ষীণবৃত্তি হইলে তাহার স্বচ্ছতা সাধিত হইয়া

অভিজাত মণির (clear crystal-এর) ন্যায় যখন চিত্তের বস্তুর-যথাযথ-প্রতিবিম্ব গ্রহণের যোগ্যতা উপজাত হয়, উহাই সমাপত্তি।

ক্ষীণবৃত্তেঃ অভিজাতস্যেব মণেঃ গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ—যোগসূত্র, ১।৪১

এই সমাপত্তি স্থূল সূক্ষ্ম গ্রাহ্য-ভেদে চতুর্বিধ। স্থূলের সমাপত্তি বিকল্পের দ্বারা সঙ্কীর্ণ হইলে তাহাকে সবিতর্ক এবং বিকল্প হইতে বিশুদ্ধ, অর্থাৎ, অর্থমাত্র-নির্ভাস হইলে তাহাকে নির্বিতর্ক বলে। এইরূপ সূক্ষ্মের সমাপত্তিকে সংকীর্ণ ও বিশুদ্ধ ভেদে সবিচার ও নির্বিচার বলা হয়। (১।৪২-৪ যোগসূত্র দ্রষ্টব্য)। ইহাদিগেরই সাধারণ নাম সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি।

বিষয়ভেদে ঐ সমাপত্তি ত্রিবিধ—গ্রহণবিষয়, গ্রাহ্যবিষয় ও গ্রহীতৃবিষয়। গ্রহণ=একাদশ ইন্দ্রিয়—ঐ ঐ ইন্দ্রিয় যে সমাপত্তির বিষয়, সে সমাপত্তি গ্রহণ-বিষয় ; গ্রাহ্য=ক্ষিত্যাদি স্থূল-ভূত ও পঞ্চ তন্মাত্রাদি সূক্ষ্ম-ভূত—উহারা যে সমাপত্তির বিষয়, সে সমাপত্তি গ্রাহ্যবিষয়। গ্রহীতা=অহংকার, বুদ্ধি, অস্মিতা—উহারা যে সমাপত্তির বিষয় সে সমাপত্তি গ্রহীতৃবিষয়। অর্থাৎ, ঐ সমাপত্তি পূর্বোক্ত সাস্মিত ধ্যান।

বলা বাহুল্য, সমাপত্তি যখন সংপ্রজ্ঞাত বা সবীজ সমাধি—তখন পুরুষ বা আত্মতত্ত্ব উহার বিষয় হইতে পারেন না,—কারণ, চিত্ত সম্পূর্ণ লীন না হইলে পুরুষে স্থিতি লাভ ঘটে না—বিশেষতঃ 'বিজ্ঞাতারম্ অরে কেন বিজানীয়াৎ'—দ্রষ্টা বা বিষয়ী (Subject) কিরূপে দৃশ্য বা বিষয় (Object) হইবেন ?

সবীজের উপর নির্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। ঐ অবস্থায় সমস্ত চিত্তবৃত্তি অস্তমিত হইয়া সংস্কারশেষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। ঐ বিরাম 'অর্থশূন্য' ও নিরালম্ব।

বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ—যোগসূত্র, ১।১৮

যাঁহারা কেবলী, তাঁহাদের সমাধিই নির্বীজ বা অসংপ্রজ্ঞাত।

আমরা দেখিলাম, সত্যলোকবাসী যে চতুর্বিধ দেব-নিকায়—তাঁহারা সকলেই সবীজ-ধ্যানপর ; অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির উচ্চভূমিকায় আরূঢ় নহেন। ইহারাই কি আমাদের আলোচ্য 'বিদেহ' ও 'প্রকৃতিলয়'-প্রাপ্ত ? বৃত্তিকার ভোজদেব বলেন যে, যাঁহারা সানন্দ-সমাধিতে নিমগ্ন, অথচ প্রধান-পুরুষের ভেদ উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহারাই 'বিদেহ'-পদবাচ্য।

চিতিশক্তেঃ সুখপ্রকাশময়স্য সত্বস্য ভাব্যমানস্যোদ্রেকাৎ সানন্দঃ সমাধির্ভবতি। অস্মিন্নেব সমাধৌ যে বদ্ধধৃতয় স্তত্বান্তরং প্রধানপুরুষরূপং ন পশ্যন্তি, তে বিগত-দেহাহংকারত্বাৎ 'বিদেহ'-শব্দবাচ্যাঃ।

আর যাঁহারা অস্মিতা-মাত্র সমাধিতেই তুষ্ট, যাঁহারা পরম পুরুষকে দর্শন করেন নাই—তাঁহাদের চিত্ত স্বকারণে লীন হইলে তাঁহাদের নাম হয় 'প্রকৃতিলয়'।

অস্মিন্নেব সমাধৌ যে কৃতপরিতোষাঃ পরমাত্মানং পুরুষং ন পশ্যন্তি, তেষাং চেতসি স্বকারণে লয়মুপাগতে 'প্রকৃতিলয়া' ইত্যুচ্যন্তে—ভোজবৃত্তি।

এমন কি, ভোজদেব বিদেহ ও প্রকৃতিলয়ের সমাধিকে প্রকৃত 'যোগ' বলিতেই প্রস্তুত নন। তিনি বলেন, উহা 'যোগাভাস'-যেহেতু তাঁহাদের সমাধি 'ভব-প্রত্যয়'।

তেষাং সমাধির্ভবপ্রত্যয়ঃ—ভবঃ সংসারঃ স এব প্রত্যয়ঃ কারণং যস্য স ভবপ্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ—আবির্ভূত এব সংসারে তে তথাবিধ-সমাধিভাজো ভবন্তি। তেষাং পরতত্ত্বাদর্শনাদ্ যোগাভাসোঽয়ম্।

বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু ৩।২৬ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যের টীকায় ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, বিদেহ ও প্রকৃতিলয়ের যে সমাধি, সে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি।

অথ অসংপ্রজ্ঞাত-সমাধিনিষ্ঠাঃ বিদেহ-প্রকৃতিলয়াঃ।

এ মত কিন্তু সমীচীন বোধ হয় না—কেন না, যিনি অসংপ্রজ্ঞাত সমাধির

উচ্চ চূড়ায় অধিরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার কি আবার সংসারে অবতরণ সম্ভবপর ? অথচ বাচস্পতি নিজেই বিদেহ ও প্রকৃতিলয়ের পুনঃ সংসারের কথা বলিয়াছেন। যাঁহারা 'বিদেহ', তাঁহাদের চিত্তে 'সাধিকার-সংস্কারে'র অবশেষ থাকে—সেইজন্য

প্রাপ্তাবধয়ঃ পুনরপি সংসারে বিশন্তি।

এবং যাঁহারা 'প্রকৃতি-লয়' তাঁহারা—

প্রকৃতিসাম্যম্ উপগতমপি অবধিং প্রাপ্য পুনরপি প্রাদুর্ভবন্তি

—১।১৯ যোগসূত্রের টীকা

পুনশ্চ—১।৫১ যোগসূত্রের টীকায় বাচস্পতি বলিয়াছেন যে, যাঁহারা 'বিদেহ' বা 'প্রকৃতিলয়', তাঁহাদের চিত্ত ক্লেশবাসিত থাকে—

বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাং ন নিরোধ-ভাগিতয়া সাধিকারং চিত্তং অপি তু ক্লেশ-বাসিততয়া।

যাঁহার চিত্ত ক্লেশবাসিত, তাঁহার পক্ষে অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি সুদূর-পরাহত নহে কি ?

পুনশ্চ বাচস্পতি মিশ্র ২।৪ ব্যাসভাষ্যের টীকায় লিখিয়াছেন যে, বিদেহ ও প্রকৃতিলয়ের অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ বিনষ্ট হয় না, বীজভাবে বর্তমান থাকে—

ক্লেশাঃ বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাং বীজভাবং প্রাপ্তাস্ব, তে শক্তিমাত্রেণ সন্তি ক্ষীর ইব দধি। ন হি বিবেকখ্যাতে রন্যদ্ অস্তি কারণং তদ্দাহতায়াম্। অতো বিদেহ-প্রকৃতিলয়াঃ বিবেকখ্যাতি-বিরহিণঃ প্রসুপ্তক্লেশাঃ, ন যাবৎ তদবধিকালং প্রাপ্নুবন্তি। তৎপ্রাপ্তৌ তু পুনরাবৃত্তাঃ সন্তঃ ক্লেশা স্তেষু তেষু বিষয়েষু সংমুখীভবন্তি। অর্থাৎ, দুগ্ধে দধির ন্যায় অবিদ্যাদিক্লেশ বিদেহ ও প্রকৃতিলয়ে বীজ-ভাবে বর্তমান থাকে। পরে যখন সময় উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা পুনর্বার সংসারে প্রবেশ করিলে সেই সেই ক্লেশ আবার ব্যক্তভাব ধারণ করে।

এই প্রসঙ্গে বাচস্পতি এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

প্রসুপ্তা স্তত্ত্বলীনানাং তন্ববস্থাশ্চ যোগিনাম্।
বিচ্ছিন্নোদাররূপাশ্চ ক্লেশা বিষয়সঙ্গিনাম্॥

এ কথা ঠিক বটে যে, ব্যাসভাষ্য বিদেহ-প্রকৃতিলয়দিগের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মলোকবর্তী দেব-নিকায় ত্রৈলোক্যের মধ্যবর্তী, কিন্তু বিদেহপ্রকৃতিলয়েরা আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সপ্তলোকের বহির্ভূত—

তেঽপি (দেবনিকায়াঃ ত্রৈলোক্যমধ্যে প্রতিতিষ্ঠন্তি **** বিদেহ-প্রকৃতিলয়াস্তু মোক্ষপদে বর্তন্তে ইতি ন লোকমধ্যে ন্যস্তাঃ।

(আমরা দেখিয়াছি, বিদেহ-প্রকৃতিলয়ের যে মোক্ষ—তাহা প্রকৃত মোক্ষ নহে—মোক্ষাভাস মাত্র। কিন্তু সে অন্য কথা।)

প্রশ্ন উঠিবে, ব্যাসভাষ্য বিদেহ ও প্রকৃতিলয়দিগকে ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দেশে স্থাপন করিলেন কেন? ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কি? একখানি থিয়সফিক্যাল্ গ্রন্থ হইতে (সি, ভি, লেড্‌বিটর-কৃত Man—Whence and Whither) এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোক পাইয়াছি—ঐ আলোক প্রয়োগ করিয়া বিষয়টি বিশদ করিবার চেষ্টা করি।

জীবের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করিয়া লেখক বলিতেছেন যে, বিবর্তনের ঊর্ধ্বগতিতে কল্পের মধ্যে এমন কাল উপস্থিত হয়—'when a portion of humanity has to drop out for the time from our scheme of evolution.' ঐ সকল বিবর্তন-রিক্ত জীব যে বিনষ্ট হয়, তাহা নয়—

'Those who thus fall out of the current of progress for the time, will take up the work again in the next chain of globes, exactly where they had to leave it in this.'

এ কল্পের মত তাহাদের উন্নতি স্থগিত হয় বটে, কিন্তু আগামী কল্পে

ঐ উন্নতির সূত্র তাহারা যথাকালে পরিগ্রহ করিয়া আবার ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হয়। ইতিমধ্যে তাহারা কোথায় অবস্থান করে? লেখক বলিতেছেন—

They are shipped off to the Inter-chain sphere, where they live a strange, slow, inward-turned, subjective life, for perhaps a million years, passing into, what the writer calls, 'Inter-chain Nirvana.'

অর্থাৎ, তাহারা ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে কোন আন্তর্গণিক লোকে নির্বাণিক অবস্থায় এক অদ্ভুত আজব বিলম্বিত অন্তর্মুখ ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, অযুত অযুত বৎসর অতিবাহিত করে। সেই জন্যই কি ব্যাসভাষ্য ঐ সংপ্রজ্ঞাত-সমাধি-পর বিদেহ ও প্রকৃতিলয়দিগের সম্পর্কে বলিলেন—বিদেহ-প্রকৃতি-লয়াস্ত মোক্ষপদে বর্তন্তে ইতি ন লোকমধ্যে ন্যস্তাঃ ?

এ অবস্থা বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপরিচিত 'অবীচি-নির্বাণে'র অনুরূপ। খৃষ্টানেরা যাহাকে 'Day of Judgment' বলেন, তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে; ঐ শেষ বিচারের দিন মেষদিগকে ছাগদিগ হইতে বিবিক্ত করা হয়—'the sheep are separated from the goats.'

অর্থাৎ, those who are capable are separated from those who are incapable of further progress on that particular chain and *these* pass into æonian life and *those* into æonian death.

ইহা হইতে অনেক আধুনিক খৃষ্টান্ ধারণা করিয়াছেন যে, শেষের সেই বিচারের দিনে—যাঁহারা মেষস্থানীয়, তাঁহাদের জন্য অনন্ত স্বর্গ—এবং যাহারা ছাগস্থানীয়, তাহাদের জন্য অনন্ত নরক (eternal damnation) নির্দিষ্ট হয়। এ ধারণা কিন্তু ভিত্তিহীন, কারণ, মূল বাইবেলে (প্রচলিত ইংরাজি বাইবেল অনুবাদ মাত্র—তাহাও কয়েকবার সংশোধন সত্ত্বেও নির্ভুল নহে)

'eternal damnation'-এর কোনই প্রসঙ্গ নাই—æonian suspension বা কল্পান্তিক স্তম্ভনের কথা আছে। প্রকৃতিলীনের ন্যায় ঐ ছাগ-স্থানীয় জীবগণ 'after remaining for a prolonged period in a condition of comparatively suspended animation'—কল্পান্তে আবার 'অবধিং প্রাপ্য পুনরপি প্রাদুর্ভবন্তি'—will again take up the work of evolution in the next chain, exactly where they had left it। প্রকৃতিলীনের ন্যায় ঐ পুনরাবির্ভাব কি 'মগ্নস্য পুনরুৎথানম্' নহে ?

সে যাহা হ'ক, আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়—এই 'প্রকৃতিলয়' কখনই জীবের পুরুষার্থ (Summum Bonum) নয়, হইতে পারে না। প্রকৃতি-লীন হওয়া যেন জলমগ্ন হওয়া—ইহাতে লাভ কি ? মগ্নের পুনরুৎথান যেমন অবশ্যংভাবী, প্রকৃতিলীনের পুনর্জন্ম সেইরূপ অবশ্যংভাবী।

ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবৎ উৎথানাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৪

ইহার ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন—

যথা জলে মগ্নঃ পুরুষঃ পুনরুৎতিষ্ঠতি, এবমেব প্রকৃতিলীনাঃ পুরুষাঃ পুনরাবির্ভবন্তি ? কেন ? সংস্কারাদেঃ অক্ষয়েণ পুনঃ রাগাভিব্যক্তেঃ বিবেকখ্যাতিং বিনা দোষদাহানুপপত্তেঃ ইত্যর্থঃ।*

*ভিক্ষু ঐ ভাষ্যের একস্থানে বলিয়াছেন—প্রকৃতিলীনাঃ পুরুষাঃ ঈশ্বরভাবেন পুনরাবির্ভবন্তি—এবং "স হি সর্ববিদ্ সর্বকর্তা"—এই ৩।৫৬ সাংখ্যসূত্রের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন—প্রকৃতিলীনস্য জন্যেশ্বরস্য সিদ্ধিঃ—'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ সর্বসম্মতৈব। একথা কিন্তু ঠিক মনে হয় না। প্রথমতঃ, ঐ শ্রুতি জন্য-ঈশ্বর সম্পর্কে নয়, নিত্য পরিপূর্ণ ঈশ্বর সম্বন্ধে। দ্বিতীয়তঃ, যখন তাঁহার নিজের কথাতেই প্রকৃতিলীনের এখনও দোষদাহ নিষ্পন্ন না হওয়ায় পুনরায় রাগাভিব্যক্তি হয়, তখন প্রকৃতিলীন জন্য-ঈশ্বর হইবেন কিরূপে ? শ্রীশঙ্করাচার্য জন্য-ঈশ্বর সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষদের (১।৪।১) নিম্নোক্ত বচন "যৎ পূর্বোঽস্মাৎ সর্বস্মাৎ সর্বান্ পাপ্মন ঔষৎ তস্মাৎ পুরুষঃ" উদ্ধৃত করিয়া

পুনশ্চ——

প্রকৃত্যা পুনরুৎথাপ্যতে স্বলীনঃ। কেন? বিবেকখ্যাতিরূপ-পুরুষার্থ-বশেন—৩।৫৫ সাংখ্যসূত্রে ভিক্ষু। (ইহাই প্রকৃতির Unconscious Teleology)

পতঞ্জলিরও ঐ কথা—

ভবপ্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্—যোগসূত্র, ১।১৯

বিদেহ ও প্রকৃতিলয়দিগের ভবপ্রত্যয় (পুনঃসংসার-বন্ধন) অবশ্যংভাবী—যথা বা প্রকৃতিলীনস্য উত্তরা বন্ধকোটিঃ সংভাব্যতে ** যাবৎ ন পুনরাবর্ততে অধিকারবশাৎ চিত্তম্ (ব্যাসভাষ্য)।

বলিয়াছেন—"প্রজাপতিত্বং প্রতিপিৎসূনাং পূর্বঃ প্রথমঃ সন্ অস্মাৎ প্রজাপতিত্ব-প্রতিপিৎসু-সমুদয়াৎ সর্বস্মাৎ আদৌ ঔষৎ অদহৎ। কিম্? আসঙ্গাজ্ঞানলক্ষণান্ সর্বান্ পাপ্মনঃ প্রজাপতিত্ব-প্রতিবন্ধককারণভূতান্। অর্থাৎ, 'যেহেতু সেই প্রজাপতি প্রজাপতিত্ব-লাভেচ্ছু অন্যান্য সাধকদিগকে অতিক্রম করিয়া প্রথম হইয়াছিলেন এবং সর্বপ্রথমেই প্রজাপতিত্বের প্রতিবন্ধকভূত আসক্তি, অজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত পাপ দহন করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে 'পুরুষ' বলে।' এ কথাই যে শাস্ত্রসম্মত, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। জন্য-ঈশ্বর সাধনায় পারগত সিদ্ধ জীব। তাঁহাতে দোষ স্পর্শ থাকিবে কিরূপে?

পৌরুষেণৈব যত্নেন সহসাম্ভোরুহাস্পদম্।

কশ্চিদ্ এব চিদুল্লাসো ব্রহ্মতাম্ অধিতিষ্ঠতি।—যোগবাশিষ্ঠ, মুমুক্ষু, ৪।১০

সপ্তম অধ্যায়

সাংখ্যের পুরুষ-বহুত্ব

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যমতে পুরুষ নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, অপরিচ্ছিন্ন, বিভু, সর্বব্যাপী।

পুরুষঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ ব্যাপী চেতনঃ—গৌড়পাদ

পুরুষঃ অনাদিঃ সূক্ষ্মঃ সর্বগতশ্চেতনঃ অগুণো নিত্যো দ্রষ্টা ভোক্তা অকর্তা ক্ষেত্রবিদ্ অমলঃ অপ্রসবধর্মীতি—আসুরি-ভাষ্য

'পুরুষ অনাদি, সূক্ষ্ম, সর্বগত, চেতন, গুণহীন, নিত্য, দ্রষ্টা, ভোক্তা, অকর্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ, অমল ও অপরিণামী।'

এই পুরুষ এক, না বহু? সকল ক্ষেত্রে এক ক্ষেত্রজ্ঞ, না, প্রত্যেক শরীরে স্বতন্ত্র পুরুষ? সাংখ্যেরা বলেন, পুরুষ এক নহে—বহু। এ সম্বন্ধে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যদিগের অনুমোদিত যুক্তির সমাহার করিয়া নিম্নোক্ত কারিকায় বলিয়াছেন—

জননমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদ্ অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্যয়াৎ চৈব ॥—কারিকা, ১৮

'জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ নিয়মহেতু, অ-যুগপৎ প্রবৃত্তিহেতু আর ত্রৈগুণ্যের বিপর্যয়হেতু পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়।' অর্থাৎ, পুরুষের বহুত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনটি যুক্তি—প্রথম, জন্ম মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম, দ্বিতীয়, জীবদিগের একসঙ্গে (যুগপৎ) প্রবৃত্তির অভাব এবং তৃতীয়, জীবে জীবে ত্রিগুণের বৈষম্য। এই কারিকার উপর গৌড়পাদ-কৃত ভাষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বিষয়টী বিশদ হইবার সম্ভাবনা।

(১) 'জননমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাৎ'—গৌড়পাদ বলেন, প্রতি-নিয়মাৎ = প্রত্যেক নিয়মাৎ (Several allotment)।

যদ্যেক এব আত্মা স্যাৎ তত একস্য জন্মনি সর্ব এব জায়েরন্, একস্য মরণে সর্বেঽপি ম্রিয়েরন্, একস্য করণবৈকল্যে বাধির্যান্ধত্বমূকত্বকুণিত্বখঞ্জত্ব-লক্ষণে সর্বেঽপি বধিরান্ধকুণিখঞ্জাঃ স্যুঃ। নচৈবং ভবতি। তস্মাৎ জন্মমরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাৎ পুরুষবহুত্বং সিদ্ধম্।

অর্থাৎ, যদি আত্মা (পুরুষ) বহু না হইয়া এক হইত, তাহা হইলে একজনের জন্ম হইলে, সকলেরই জন্ম হইত ; একজনের মৃত্যু হইলে, সকলেরই মৃত্যু হইত ; একজন বিকলেন্দ্রিয় (যেমন বধির, অন্ধ, মূক, খঞ্জ ও পঙ্গু প্রভৃতি) হইলে সকলেই বধির, অন্ধ, মূক, পঙ্গু, খঞ্জ হইত। কিন্তু তাহা ত' হয় না। অতএব এই জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়ের 'প্রতিনিয়ম'-হেতু, সিদ্ধান্ত হইল যে, পুরুষ এক নহে, বহু।

(২) 'অ-যুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ'—ইহার ভাষ্যে গৌড়পাদ বলেন, যুগপৎ এককালং, ন যুগপৎ অযুগপৎ প্রবর্তনং। যস্মাদ্ অযুগপদ্ ধর্মাদিষু প্রবৃত্তিঃ দৃশ্যতে, একে ধর্মে প্রবৃত্তা অন্যেঽধর্মে, বৈরাগ্যেঽন্যে জ্ঞানেঽন্যে প্রবৃত্তাঃ, তস্মাদ্ অযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ বহব ইতি সিদ্ধম্। অর্থাৎ, দেখা যায় জীবগণের যুগপৎ (এককালে) ধর্মাদিতে প্রবৃত্তি হয় না। কেহ ধর্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, কেহ অধর্মে প্রবৃত্ত হইতেছে, কেহ বৈরাগ্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, কেহ জ্ঞানে প্রবৃত্ত হইতেছে। অতএব এই যুগপৎ প্রবৃত্তির অভাব-হেতুও সিদ্ধান্ত হইল যে, পুরুষ এক নহে—বহু।

(৩) 'ত্রৈগুণ্য-বিপর্যয়াৎ'—গৌড়পাদ বলেন—

ত্রিগুণভাব-বিপর্যয়াৎ চ পুরুষবহুত্বং সিদ্ধম্। যথা সামান্যে জন্মনি একঃ সাত্ত্বিকঃ সুখী, অন্যো রাজসো দুঃখী, অন্য তামসো মোহবান্। এবং ত্রৈগুণ্য-বিপর্যয়াদ্ বহুত্বং সিদ্ধমিতি। অর্থাৎ, ত্রিগুণ ভাবের ভিন্নতা হেতুও পুরুষ-বহুত্ব সিদ্ধ হয়। সকলেরই জন্ম সমান বটে, কিন্তু দেখা যায়,

একজন সত্ত্বগুণ-প্রধান সুখী, আর একজন রজোগুণ-প্রধান অতএব দুঃখী, অন্যজন তমোগুণ-প্রধান অতএব মূঢ় (মোহযুক্ত)। এই ত্রিগুণের ভেদ দৃষ্টেও সিদ্ধান্ত হইল যে, পুরুষ এক নহে—বহু।

এই মর্মে তত্ত্ব-সমাস-বৃত্তিকার বিস্তার করিয়া লিখিয়াছেন—

'সুখ-দুঃখ-মোহ-সঙ্কর-বিশুদ্ধ-করণাপাটব-জন্মমরণকরণানাং নানাত্বাৎ পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধং লোকাশ্রমবর্ণভেদাৎ চ। যদ্যেকঃ পুরুষঃ স্যাদ্ একস্মিন্ সুখিনি সর্ব এব সুখিনঃ স্যুঃ। একস্মিন্ দুঃখিনি সর্ব এব দুঃখিনঃ স্যুঃ। একস্মিন্ মূঢ়ে সর্বে মূঢ়াঃ স্যুঃ। একস্মিন্ সংকীর্ণে সর্বে সংকীর্ণা স্যুঃ। একস্মিন্ বিশুদ্ধে সর্বে বিশুদ্ধাঃ স্যুঃ। একস্য করণাপাটবে সর্বেষাং করণাপাটবং স্যাৎ। একস্মিন্ জাতে সর্বে জায়েরন্। একস্মিন্ মৃতে সর্বে ম্রিয়েরন্। ইতি নচৈব ইতশ্চ বহবঃ পুরুষাঃ সিদ্ধাঃ।'

অর্থাৎ, 'সুখ, দুঃখ, মোহ, শুদ্ধি, অশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের বিকলতা, জন্ম, মৃত্যু ও করণের প্রভেদ এবং বর্ণ, আশ্রম ও লোকের তারতম্য দেখিয়া বহু পুরুষ সিদ্ধ হইতেছে। যদি পুরুষ বহু না হইয়া এক হইতেন, তবে একজন সুখী হইলে সকলে সুখী হইত; একজন দুঃখী হইলে সকলে দুঃখী হইত; একজনের মোহ হইলে সকলের মোহ হইত; একজন অশুদ্ধ হইলে সকলে অশুদ্ধ হইত; একজন শুদ্ধ হইলে সকলে শুদ্ধ হইত; একজনের ইন্দ্রিয় বিকল হইলে সকলের ইন্দ্রিয় বিকল হইত; একজনের জন্ম হইলে সকলের জন্ম হইত; একজনের মৃত্যু হইলে সকলের মৃত্যু হইত। যখন এরূপ হয় না, তখন বহু পুরুষ সিদ্ধ হইতেছে।'

সাংখ্যসূত্রে এই পুরুষ-বহুত্ব কিঞ্চিৎ বিভিন্ন ভাবে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে সূত্রকার অনেক বিচার-বিতর্ক উত্থাপিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ প্রথম অধ্যায়ে সূত্রকার বলিতেছেন—

জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষ-বহুত্বং—সাংখ্যসূত্র, ১।১৪৯

ব্যবস্থা? কিসের ব্যবস্থা? উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন—

পুণ্যবান্ স্বর্গে জায়তে পাপী নরকে। অজ্ঞো বধ্যতে জ্ঞানী মুচ্যত ইত্যাদেঃ শ্রুতিস্মৃতিব্যবস্থায়া বিভাগস্থ অন্যথানুপপত্ত্যা পুরুষা বহব ইত্যর্থঃ। 'যে পুণ্যবান্ সে স্বর্গে যায়, যে পাপী সে নরকে যায়। যে অজ্ঞ সে বদ্ধ থাকে, যে জ্ঞানী সে মুক্তি লাভ করে -এইরূপ শ্রুতিস্মৃতিব্যবস্থার বিভিন্নতা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার না করিলে উপপন্ন হয় না। যদি পুরুষ অনেক না হইয়া এক হইত, তবে কেহ স্বর্গে যায়, কেহ নরকে যায়, কেহ বদ্ধ থাকে, কেহ মুক্ত হয়—এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারিত না। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, পুরুষ এক নহে—বহু।'

এ সম্পর্কে বাচস্পতিমিশ্রের উক্তি আমাদের প্রণিধান-যোগ্য—
ন চ প্রধানবৎ এক এব পুরুষঃ, তন্নানাত্বস্য জন্ম-মরণ-সুখ-দুঃখোপভোগমুক্তি-সংসার-ব্যবস্থয়া সিদ্ধেঃ -২।২২ যোগসূত্রের ব্যাস-ভাষ্যের টীকা

এ বিষয়ে সাংখ্যযুক্তির সার সংকলন করিয়া অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ লিখিয়াছেন—

There are many selves,—since experience shews that men are differently endowed physically, morally and intellectually.

Each conscious being regards the world in his own way and with an independent experience of its subjective and objective processes—which shews that there are different witnessing consciousnesses. The Sankhya lays stress on the numerical distinctness of the streams of consciousness as well as the individual unity of the separate streams.

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সূত্রকার এই প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপিত করিয়াছেন।

পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ -সাংখ্যসূত্র, ৬।৪৫

ইহার ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন—

য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখমেবাপি যন্তীত্যাদিশ্রুত্যুক্ত বন্ধ-মোক্ষ-ব্যবস্থাত এব পুরুষবহুত্বং সিদ্ধ্যতীত্যর্থঃ।

অর্থাৎ, 'যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহারাই অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করেন, তদ্ভিন্ন অপরে দুঃখ ভোগ করে'—এই শ্রুত্যুক্ত বন্ধমোক্ষব্যবস্থা পুরুষের বহুত্ব স্বীকার না করিলে প্রতিপন্ন হয় না। যদি বলা যায় যে, উপাধির ভেদ দ্বারাই এই বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

উপাধিশ্চেৎ তৎসিদ্ধৌ পুন র্দ্বৈতম্—সাংখ্যসূত্র, ৬।৪৬

অর্থাৎ, উপাধিই যদি স্বীকার করিলে, তবে তো দ্বৈতাপত্তি হইল।—তোমার অদ্বৈত রহিল কোথায়? অদ্বৈতসিদ্ধির জন্যই তো তোমরা পুরুষ-বহুত্ব স্বীকার কর না। যদি বলা যায় যে, উপাধি যখন অবিদ্যা-কৃত, তখন উপাধির অঙ্গীকারে দ্বৈতাপত্তি হয় না, তাহার উত্তরে সূত্রকার বলিতে-ছেন—দ্বাভ্যামপি প্রমাণবিরোধঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৪৭

অর্থাৎ, উপাধির জননী অবিদ্যাকেই যদি স্বীকার করিলে, তদ্দ্বারাই তো অদ্বৈতের হানি হইল। তোমার মানিত অদ্বৈত রহিল কোথায়?

সাংখ্যেরা আরও বলিতেছেন—

সত্য বটে, শ্রুতি-স্মৃতিতে কোথায় কোথায়ও পুরুষকে এক বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, যেমন—

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ॥
নিত্যঃ সর্বগতো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জিতঃ।
একঃ স ভিদ্যতে শক্ত্যা মায়য়া ন স্বভাবতঃ॥

'একই ভূতাত্মা সর্বভূতে ব্যবস্থিত আছেন, যেমন আকাশগত চন্দ্র

ও জলগত চন্দ্র। আকাশগত চন্দ্র এক হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র বহু বলিয়া প্রতিভাত হয়। এ স্থলেও সেইরূপ।'

'আত্মা নিত্য, সর্বব্যাপী, কূটস্থ ও নির্দোষ। তিনি স্বভাবতঃ এক হইলেও মায়া-শক্তি দ্বারা বিভিন্নবৎ প্রতীয়মান হয়েন।'

পাছে কেহ আপত্তি করেন যে, সাংখ্যমতের সহিত এই সকল অদ্বৈত শ্রুতির বিরোধ হইতেছে, তাহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ—সাংখ্যসূত্র, ১।১৫৪

ইহার ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

জাতিঃ সামান্যং একরূপত্বং তত্রৈব অদ্বৈত-শ্রুতীনাং তাৎপর্যাৎ। ন ত্বখণ্ডত্বে প্রয়োজনাভাবাদিত্যর্থঃ। * * * জাতিপরত্বাৎ। বিজাতীয়-দ্বৈতনিষেধ-পরত্বাদিত্যর্থঃ। তত্রাদ্যব্যাখ্যায়াম্ অয়ং ভাবঃ। আত্মৈক্য-শ্রুতি-স্মৃতিষু একাদিশব্দাঃ চিদেকরূপতামাত্রপরা ভেদাদিশব্দাশ্চ বৈধর্ম্যলক্ষণভেদ-পরাঃ। * * * তথৈকরূপতা-প্রতিপাদনেনৈব নিখিলোপাধি-বিবেকেন সর্বাত্মনাং স্বরূপ-বোধনসম্ভবাৎ চ। ন হ্যন্যথা নির্ধর্মকম্ আত্মস্বরূপং বিশিষ্য ব্রহ্মণাপি শব্দেন সাক্ষাৎ প্রতিপাদয়িতুং শক্যতে। * * * একস্যৈব বাক্যস্য অখণ্ডত্বাবৈধর্ম্যোভয়পরত্বে চ বাক্যভেদোঽখণ্ডতাপর-কল্পনায়াং ফলাভাবশ্চ। অবৈধর্ম্যজ্ঞানাদেব সর্বাভিমান-নিবৃত্তেঃ। অতোঽদ্বৈত-বাক্যানি নাখণ্ডতা-পরাণি।

ইহার তাৎপর্য এই:—সূত্রের 'জাতিপরত্ব'-শব্দোক্ত 'জাতি' অর্থে সামান্য, অর্থাৎ, একরূপতা বুঝিতে হইবে। এইরূপ অর্থই অদ্বৈত শ্রুতির তাৎপর্য। 'অখণ্ডরূপ' অর্থে তাহার তাৎপর্য নহে, কারণ ঐরূপ অর্থ করা নিষ্প্রয়োজন। 'জাতিপরত্ব' বলিতে এই বুঝিব বিজাতীয়দ্বৈতনিষেধপরত্ব, অর্থাৎ, সকল আত্মা বা পুরুষই এক জাতীয় (essentially of the same nature)। কিন্তু আত্মা অখণ্ড, অদ্বিতীয়, একমাত্র—অদ্বৈতশ্রুতির ইহা তাৎপর্য নহে। সকল পুরুষই একরূপ—ইহা প্রতিপন্ন হইলেই নিখিল উপাধি হইতে বিবিক্ত

করিয়া, সমস্ত আত্মার স্বরূপজ্ঞান সম্ভবপর হয়। অন্যথা নির্ধর্মক আত্মার স্বরূপের বিশিষ্টতার প্রতিপাদন বিরিঞ্চিরও অসাধ্য হইত। একই অদ্বৈত-শ্রুতি আত্মাকে অখণ্ড ও নির্ধর্মক উপদেশ করিতেছেন—এরূপ কল্পনা করিলে, একের উভয়পরত্ব বলিয়া বাক্যভেদ এবং অখণ্ডপরতা-কল্পনার নিষ্ফলতা হয়। অতএব অদ্বৈত-প্রতিপাদক শ্রুতি আত্মার অখণ্ডতা (homogeneity) প্রতিপন্ন করিতেছে না, আত্মার বৈধর্ম্যবিরহ বা একরূপতাই প্রতিপন্ন করিতেছে।*

সাংখ্যেরা বলেন—অদ্বৈতশ্রুতি মন্দমতিদিগের উৎসাহার্থ উপাদানার্থক 'অনুবাদ' মাত্র—যেমন আমরা বলি 'মমাত্মা ভদ্রসেনঃ'। অন্যপরত্বম্ অবিবেকানাং তত্র—সাংখ্যসূত্র, ৫।৬৪

সাংখ্যেরা আরও বলেন যে, আত্মা যদি বহু না হইয়া এক হইত, তবে শাস্ত্রে যে বামদেব প্রভৃতির মুক্তির প্রসঙ্গ শুনা যায়, তাঁহাদের সেই মুক্তিতে আমাদের সকলেরও মুক্তি হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা ত' হয় নাই, অতএব প্রতিপন্ন হইল যে, আত্মা এক নহে—বহু।

বামদেবাদির্মুক্তো নাদ্বৈতম্—সাংখ্যসূত্র, ১।১৫৭

যদি বল যে, বামদেব প্রভৃতিও একান্ত মুক্ত নহেন, তাঁহাদেরও পরম মোক্ষ ঘটে নাই—তাহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন যে, যদি এতদিনে এক-জনও মুক্ত না হইয়া থাকেন, তবে যে কোন কালে কেহ মুক্তিলাভ করিবেন, ইহার সম্ভাবনা কোথায়? তাহা হইলে ত' মুক্তির উপদেশ ও সাধনাই নিরর্থক ও নিষ্ফল হইয়া যায়।

অনাদৌ অদ্য যাবদ্-অভাবাদ্ভবিষ্যদপ্যেবম্—সাংখ্যসূত্র, ১।১৫৮

ইদানীমিব সর্বত্র নাত্যন্তোচ্ছেদঃ—ঐ, ১।১৫৯

---

*এ সম্পর্কে বাচস্পতির কথা এই—একত্বশ্রুতীনাং চ প্রমাণান্তর-বিরোধাৎ কথংচিৎ দেশকালবিভাগাভাবেন তত্ত্বাপি উপপত্তেঃ—২।২২ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যের টীকা

সূত্রকারও বলিয়াছেন—নাদ্বৈতম্ আত্মনো লিঙ্গাৎ তদ্ভেদপ্রতীতেঃ—সাংখ্যসূত্র, ৫।৬১

নম্ন বামদেবাদেরপি পরমমোক্ষো ন জাত ইত্যত্ত্রাপেয়ং তত্রাহ। অনাদৌ কালেঽগ্য যাবচ্চেৎ মোক্ষো ন জাতঃ কস্যাপি, তর্হি ভবিষ্যৎ কালোঽপ্যেবং মোক্ষশূন্য এব স্যাৎ সম্যক্ সাধনানুষ্ঠানস্যাবিশেষাদিত্যর্থঃ

—১।১৫৮ সাংখ্যসূত্রের ভিক্ষুভাষ্য

তত্র প্রয়োগমাহ। সর্বত্র কালে বন্ধস্যাত্যন্তোচ্ছেদঃ কস্যাপি পুংসো নাস্তি বর্তমানকালবৎ ইত্যনুমানং সম্ভবেদিত্যর্থঃ

—১।১৫৯ সাংখ্যসূত্রের ভিক্ষুভাষ্য

অর্থাৎ, 'বামদেবাদি মুনিরও পরম মোক্ষ হয় নাই যদি কেহ এইরূপই বলেন, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন যদি অদ্যাপি বামদেবাদি মুনির মোক্ষই হয় নাই বল, তবে ভবিষ্যৎকালেও কোন ব্যক্তির মোক্ষ হইবে না, বলিতে পারি; সুতরাং মোক্ষ অসিদ্ধ হইল। তবে আর মোক্ষসাধনের অনুষ্ঠান কেন? অতএব বামদেবাদির মোক্ষ হয় নাই, এরূপ আশঙ্কা হইতেই পারে না।'

'ইহার প্রয়োগ এইরূপ হইতেছে। যদি অতীতকালে কাহারও মোক্ষ না হইয়া থাকে, তবে বর্তমান কালেও কাহারও বন্ধের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবে না, এইরূপ অনুমানই সঙ্গত।'

পুরুষের বহুত্ব স্থাপনের অনুকূলে সাংখ্যদিগের তর্কযুক্তির কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই। তাঁহারা আরও বলেন যে, অদ্বৈতবাদীরা পুরুষের একত্ব স্থাপন করিবার জন্য যে বলিয়া থাকেন যে, উপাধিভেদ দ্বারাই যখন জন্ম-মৃত্যুর ব্যবস্থা সিদ্ধ হইতে পারে, সেজন্য বহু পুরুষ কেন স্বীকার করিব? ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

উপাধিভেদেঽপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ

—সাংখ্যসূত্র, ১।১৫০

উপাধিভেদেঽপ্যেকস্যৈব পুরুষস্য নানোপাধিযোগোঽস্ত্যেব, যথৈকস্যৈব আকাশস্য ঘটকুড্যাদিনানাযোগঃ। অতোঽবচ্ছেদকভেদেনৈকস্য আত্মন এব

বিবিধ জন্মমরণাদ্যাপত্তিঃ কায়ব্যূহাদৌ ইবেতি ন সম্ভবতি ব্যবস্থা। * * কিঞ্চৈকোপাধিতো মুক্তাস্যাপি আত্মপ্রদেশস্য উপাধ্যন্তরৈঃ পুনর্বন্ধাপত্ত্যা বন্ধ-মোক্ষাব্যবস্থা তদবস্থৈব—বিজ্ঞানভিক্ষু

অর্থাৎ, আত্মা যখন বিভু (ব্যাপক, সর্বব্যাপী), তখন সেই আত্মার অবশ্যই এক সঙ্গে নানা উপাধির সহিত সংযোগ ঘটিতেছে—যেমন আকাশ এক হইলেও বিভু বা সর্বগত বিধায় ঘট, গৃহ, প্রাঙ্গণ, প্রাসাদ প্রভৃতির সহিত তাহার যুগপৎ সংযোগ ঘটিতেছে। অতএব উপাধির ভেদ দ্বারা কিরূপে বিবিধ জন্ম, মৃত্যু সিদ্ধ করা সম্ভব? এস্থলে অবচ্ছেদক উপাধি ভিন্ন বটে, কিন্তু অবচ্ছিন্ন পুরুষ বহু না হইয়া যদি এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া স্বীকৃত হয়, তবে জন্মাদির কখনও ব্যবস্থা সিদ্ধ করা যায় না। আরও দেখ, এক উপাধি হইতে আত্মা মুক্ত হইল, কিন্তু তথাপি অন্য সকল উপাধির সহিত যখন সংযোগ রহিয়া গেল, তখন তাহার বন্ধ-দশা ঘুচিবে কিরূপে? অতএব উপাধির ভেদ দ্বারা বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা সিদ্ধ করা যায় না।

আরও দেখ—উপাধিভিদ্যতে ন তু তদ্বান্—সাংখ্যসূত্র, ১।১৫১

উপাধিরেব নানা ন তু তদ্বান্ উপাধিবিশিষ্টোঽপি নানা অভ্যুপেয়ো বিশিষ্টস্য অতিরিক্তত্বে নানাত্মতায়া এব শাস্ত্রান্তরেঽপি অভ্যুপগমাপত্তে রিত্যর্থঃ। বন্ধভাগিনো বিশিষ্টত্বে বিশেষণ-বিয়োগেন বিশিষ্টনাশাৎ ন মোক্ষোপপত্তিরিত্যাদীন্যপি দূষণানি—বিজ্ঞানভিক্ষু

'উপাধিই বহু প্রকার, কিন্তু তদ্দ্বারা যিনি উপহিত, উপাধিবিশিষ্ট সেই আত্মা ত' (তোমাদের মতে) বহু নহেন। বিশিষ্ট বিশিষ্ট আত্মাকে যদি স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার কর, তবে ত' নানাত্বই স্বীকার করা হয় (অর্থাৎ, অদ্বৈতহানি হয়)। বদ্ধ পুরুষের বিশিষ্টত্ব স্বীকার করিলে, মুক্তির অবস্থায় সেই বিশে-ষণের বিলোপে যখন বিশিষ্ট পুরুষেরই নাশ হইবে, তখন মোক্ষ কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে ইত্যাদি আপত্তির কি উত্তর দিবে?'

সাংখ্যদিগের প্রদর্শিত এই সমস্ত আপত্তির উত্তরে আমরা কি বলিতে

পারি না যে, তোমাদের মতেও যখন প্রত্যেক পুরুষই বিভু (সর্বগত), তখন সকল পুরুষেরই সকল কালে সমস্ত উপাধির সহিত সংযোগ ঘটিতেছে। অতএব তোমরাই বা কিরূপে জন্মমৃত্যুর, বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা সিদ্ধ করিবে? বামদেব ঋষির কথাই ধর। যে চিত্ত বা লিঙ্গদেহের সহিত তাদাত্ম্য বা অভেদবুদ্ধির জন্য তাঁহার বন্ধন ছিল, বিবেকখ্যাতির ফলে সে তাদাত্ম্যবুদ্ধি তিরোহিত হইল—বামদেব মুক্ত হইলেন. কিন্তু তথাপি তাঁহার আত্মা বিভু বা সর্বব্যাপী বিধায় আরও সংখ্যাতীত চিত্ত বা লিঙ্গদেহের সহিত তাঁহার সংযোগ অক্ষুণ্ণ রহিল। অতএব তাঁহার বন্ধন ঘুচিবে কিরূপে? যদি বল, একচিত্তের সহিত বিবিক্ততা হইলে, সমস্ত চিত্তের সহিতই বিবিক্ততা হয়—তবে অদ্বৈতবাদীও ঐ উত্তর দিবেন—এক উপাধি হইতে বিনির্মুক্ত হইলে, সমস্ত উপাধি হইতেই বিনির্মুক্ত হওয়া যায়—ইহাই মোক্ষ বা কৈবল্য। আমরা দেখিয়াছি যে, সাংখ্যমতে রামের চিত্তবৃত্তি রামনামধারী পুরুষে উপচরিত বা প্রতিফলিত হইয়া রামের অনুভূতি বা perception উৎপন্ন করে—তাহার ফলে রাম নিজেকে সুখী, দুঃখী, কামী, ক্রোধী ইত্যাদি মনে করে। কিন্তু রামনামধারী পুরুষ যখন সর্বগত, তখন শ্যাম-নামধারী পুরুষের চিত্তের সহিতও তাহার নিশ্চয়ই সংযোগ আছে—অতএব শ্যামের চিত্তবৃত্তি রামে এবং রামের চিত্তবৃত্তি শ্যামে কেন উপচরিত হইবে না? শুধু শ্যামের কেন—জগতে যত পুরুষ আছে, যখন সকল পুরুষেরই স্বতন্ত্র স্ব স্ব চিত্তবৃত্তি—তখন প্রতিক্ষণে প্রত্যেক পুরুষেই অন্য সমস্ত পুরুষের চিত্ত-বৃত্তি সংক্রামিত হওয়া উচিত। অতএব সাংখ্যোক্ত পুরুষের বহুত্ব ও বিভুত্ব স্বীকার করিলে, জন্মমৃত্যুর ব্যবস্থা ত' দূরের কথা, চিত্তবৃত্তি-সাংকর্যের (mixture) সম্ভাবনাই দূর হয় না। পুরুষকে বিভু অথচ বহু বলিলে এতই বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়। এই মতের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য অধ্যাপক মোক্ষমূলর্ একস্থলে লিখিয়াছেন—

If the Purusha was meant as absolute, as eternal,

immortal and unconditioned, it ought to have been clear to Kapila that the plurality of such a Purusha would involve its being limited, determined or conditioned, and would render the character of it self-contradictory. * * * Many Purushas, from a metaphysical point of view, necessitate the admission of one Purusha. * * Because, if the Purushas were supposed to be many, they would not be Purusha, and being Purusha they would by necessity cease to be many.—Max Muller's Six Systems of Indian Philosophy, page 375.

অর্থাৎ, 'পুরুষ যদি বিভু হয়, তবে বহু হইতে পারে না। আর যদি বহু হয়, তবে বিভু হইতে পারে না। আরও কথা এই যে, বহু পুরুষ স্বীকার করিলে বাধ্য হইয়া এক পুরুষ-বিশেষ (ঈশ্বর) স্বীকার করিতেই হয়।'

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনও পুরুষ-বহুত্বের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে লিখিয়াছেন—

An absolute, immortal, eternal and unconditioned 'Purusa,' can not be more than one. If each 'Purusa' has the same features of consciousness—all pervadingness—if there is not the slightest difference between one 'Purusa' and another, (since they are free from all variety), then there is nothing to lead us to assume a plurality of 'Purusa.' * *

If all the objects are reduced to one প্রকৃতি, the subjects may also be reduced to one universal Spirit, which, in the empirical individuals of the world, has to

contend with the manifold impediments of matter. * * The different arguments prove the plurality of actual souls in relation to 'Prakriti', and not of the Purusa' we reach by way of abstraction. Plurality would involve limitations ; and an absolute, immortal, eternal and unconditioned 'Purusa' can not be more than one. If the being of 'Purusa' were necessary for the play of 'Prakriti,' one 'Purusa' will do. * *

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ পুনশ্চ বলিতেছেন—

A truer philosophy tells us that subject and object are distinguished within consciousness or knowledge. They do not happen to come together but are really inseparable from each other. If experience were allowed to speak for itself, it will tell us that subject and object are presented as one—that they are in organic unity, which exist as terms in a living process, in and through each other or *in and through a universal which transcends them both*, though it does not exclude them. The fundamental fact of a universal consciousness is the presupposition of all knowledge. The সাংখ্য-পুরুষ should be really this one universal Self, though it is regarded as many, on account of the confusion between the psychological and the metaphysical Self.

পুনশ্চ—If all the objects are reduced to one Prakriti, the subjects may also be reduced to one universal

Spirit, which in the empirical individuals of the world, has to contend with the manifold impediments of matter.

এ আপত্তির উত্তর সহজ নয়, সেইজন্যই বেদান্ত বলেন—প্রকৃতি ও পুরুষ সেই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার বিভাব মাত্র—যতঃ প্রধানপুরুষৌ।

পুনশ্চ—'Purusa' is not a sort of supernatural hold-all to take in all conscious experiences. Throughout the Sankhya, there is a confusion between the 'Purusa' and the 'Jiva.' * * There does not seem to be any need to pass from the manyness of empirical souls, which all philosophers admit, to the manyness of eternal selves, which the Sankhya upholds. If each 'Purusa' has the same features of consciousness,—all pervadingness, if there is not the slightest difference between one 'Purusa' and another, since they are free from all variety, then there is nothing to lead us to assume a plurality of 'Purusas'. Multiplicity without distinction is impossible. That is why even the Sankhya commentators like Goura-pada are inclined to the theory of one 'Purusa.'

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ গৌড়পাদের যে উক্তি লক্ষ্য করিলেন, তাহা এই—অনেকং ব্যক্তম্ একম্ অব্যক্তং পুমান্ অপি একঃ (১১ কারিকার ভাষ্য)।

৪৪ কারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদ মোক্ষের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—তখন কি হয় ? সূক্ষ্মং শরীরং নিবর্ত্ততে পরমাত্মা উচ্যতে।

ঐ পরমাত্মা ঈশ্বর ভিন্ন আর কে? এবং তিনি এক বই বহু হইবেন কিরূপে?

বৃত্তিকার অনিরুদ্ধও পুরুষ-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

স (পুরুষঃ) দ্বিবিধঃ পরশ্চ অপরশ্চেতি। পর পুরুষ কে? যিনি 'বিশ্বৈশ্বর্যবিশিষ্টঃ সংসারধর্মৈঃ ঈষদপি অসংস্পৃষ্টঃ পরো ভগবান্ মহেশ্বরঃ সর্বজ্ঞঃ সকলজননাং বিধাতা।' আর অপর পুরুষ? তিনি জীব—অপরস্তু চ জীবস্য স্বানুভবাৎ এব সিদ্ধিঃ -২।১ সাংখ্যসূত্রের বৃত্তি।

বিজ্ঞানভিক্ষুও পুরুষের প্রসঙ্গে এক জন universal পুরুষ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—স হি পরঃ পুরুষসামান্যং সর্বজ্ঞানশক্তিমং সর্বকর্তৃতাশক্তিমং চ (৩।৫৭ সাংখ্যসূত্রের ভাষ্য)। এই General Collective Universal পুরুষ—যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্, তিনি পুরুষোত্তম পরমাত্মা ভিন্ন আর কে?

পুরুষ-বিশেষের কথা আমরা আগামী অধ্যায়ে বলিব—এখন পুরুষের কথা সাঙ্গ করি।

অতএব দেখা যাইতেছে, উপাধির বিশিষ্টতার দ্বারাই পুরুষের ভেদ সিদ্ধ করিতে হয়—তা' সে পুরুষ এক হউক, কি বহু হউক—তাহাতে আসে যায় না। তাহাই যদি হয়, তবে 'উপাধির্ভিদ্যতে ন তু তদ্বান্' এ কথার আমরা কিরূপে সমর্থন করিতে পারি? সূর্যের শুভ্র রশ্মি রঙিন কাচের মধ্য দিয়া আসিলে পীত, লোহিত, হরিৎ প্রভৃতি নানা বর্ণ ধারণ করে না কি? বিশেষতঃ যখন উপনিষদে স্পষ্টভাবে উপাধির উপদেশ পাওয়া যাইতেছে—

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্
অপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো
দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবম্ অজোঽয়ম্ আত্মা॥

'যেমন জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে বহুরূপে প্রকাশিত হয় (উপাধিকৃত তাহার এই ভেদ), সেইরূপ দ্যুতিমান্ অনাদি পরমাত্মা ক্ষেত্রভেদে বহু বলিয়া প্রতীয়মান হন।'

সেই জন্য আমাদের মনে হয় যে, এ সম্বন্ধে সাংখ্যদিগের উপাধি-প্রত্যাখ্যান অপেক্ষা বেদান্তের উপাধি-অঙ্গীকারই যুক্ততর—কারণ, তদ্দ্বারা যেমন সঙ্গতভাবে জন্মাদির ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়, সাংখ্যমতে সেরূপ হয় না। পুরুষ যদি এক, তবে এক জীবের কর্ম অপর জীবের কর্মের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় না কেন? ইহার উত্তরে বাদরায়ণ বলিয়াছেন—

অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ।

আভাস এব চ।—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪৯-৫০

উপাধিতন্ত্রো হি জীব ইত্যুক্তম্। উপাধ্যসন্তানাচ্চ নাস্তি জীবসংতানঃ। ততশ্চ কর্মব্যতিকরঃ ফলব্যতিকরো বা ন ভবিষ্যতি। আভাস এব চৈষ জীবঃ পরমাত্মনো জলসূর্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ। ন স এব সাক্ষান্নাপি বস্ত্বন্তরং। অতশ্চ যথা নৈকস্মিন্ জলসূর্যকে কম্পমানে জলসূর্যকান্তরং কম্পতে, এবং নৈকস্মিন্ জীবে কর্মফলসম্বন্ধিনি জীবান্তরস্য তৎসম্বন্ধঃ। একম্ অব্যতিকর এব কর্মফলয়োঃ—শঙ্করভাষ্য

'জীব উপাধিতন্ত্র। যখন উপাধি বিভিন্ন, যখন সেই উপাধিসমূহ পরস্পর মিশ্রিত হইতেছে না, তখন জীবগণই বা মিশ্রিত হইবে কেন? অতএব, জীবগণের কর্ম ও ফল মিশ্রিত হইয়া যায় না। যেমন জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব, সেইরূপ জীবে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব। জীব ঠিক ব্রহ্ম নহেন, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থও নহেন। যেমন এক জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য সেই জলের কম্পনে কম্পিত হইলেও, অন্য জলে বিম্বিত সূর্য কম্পিত হয় না, সেইরূপ এক জীবের কর্মফল-সম্বন্ধ হইলেও অন্য জীবের হয় না। অতএব জীবগণের কর্ম-সাংকর্যের আশঙ্কা অমূলক।'

আর এক কথা। শাস্ত্রবাক্য একটু গভীরভাবে আলোচনা করিলে

দেখা যায় যে, পুরুষের একত্বই শাস্ত্রসম্মত—ঐ সকল শ্রুতি-স্মৃতিকে 'জাতিপর' বলিলে তাহাদিগের প্রকৃত অর্থের অবজ্ঞা করা হয়।

আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ।
তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেষ্বিবাংশুমান্॥

'যেমন এক আকাশ ঘটাদি ভেদে পৃথক্ হয়, যেমন এক সূর্য জলের আধার ভেদে পৃথক্ হয়, সেইরূপ এক আত্মা অনেক (দেহে) থাকিয়া বিভিন্ন হইয়াছেন।'

সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ।
ভ্রান্তদৃষ্টিভিরেবাত্মা তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্॥

'যেমন এক আকাশকে ভ্রান্তদৃষ্টিতে শ্বেত, নীল ইত্যাদি ভিন্ন মনে হয়, সেইরূপ এক আত্মাকে ভ্রান্তদৃষ্টির ফলে পৃথক্ পৃথক্ মনে হয়।'

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত॥—গীতা, ১৩।৩৪

'যেমন এক সূর্য সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন, সেরূপ এক ক্ষেত্রজ্ঞই (জীব) সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করেন।'

স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে।
যোনীনাং গুণবৈষম্যাৎ তথাত্মা প্রকৃতৌ স্থিতঃ॥—ভাগবত, ৩।২৮।৪৩
(প্রকৃতৌ=দেহে—শ্রীধর)

'যেমন এক অগ্নি আধারের গুণভেদে বিভিন্ন প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ দেহস্থিত আত্মা গুণের বৈষম্যে বিভিন্ন প্রতীয়মান হয়।'

এই সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যে পুরুষের একত্ব বিস্পষ্ট উপদিষ্ট দেখিতেছি—তবে কি করিয়া সাংখ্যমতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলি—ইহারা 'জাতিপর'?

আমরা দেখিয়াছি, পুরুষকে বিভু (সর্বগত) বলাতে সাংখ্যেরা কিরূপ অসঙ্গতিজালে আবদ্ধ হইয়াছেন। সাংখ্যমতের অনুসরণ করিলে এ জাল ছিন্ন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু উপনিষদের অনুসরণ করিয়া যদি জীবকে ব্রহ্মের

অংশ* (Radiation) বলি—যদি বলি, জীব ব্রহ্ম-অগ্নির স্ফুলিঙ্গ, ব্রহ্ম-সিন্ধুর বিন্দু, ব্রহ্ম-রূপ চিদাকাশের চিন্মাত্র (Monad)—তবে বোধ হয় উল্লিখিত আপত্তির সুমীমাংসা হইতে পারে।

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য! ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥—মুণ্ডক, ২।১।১
[ভাবাঃ = জীবাঃ]

যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদ্ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি—বৃহদারণ্যক, ২।১।২০

'যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র সমানরূপ বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়।'

'যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই পরমাত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত ভূত নির্গত হয়।'

ব্রহ্ম নিরংশ নিরবয়ব বস্তু—তাঁহার অংশ (খণ্ড) সম্ভবপর নয়। তবে উপাধির অবচ্ছেদ লক্ষ্য করিয়া, তাঁহার Radiationকে অংশরূপে কল্পনা করা হয়—যেমন জলময় ঘটের অন্তর্গত জলাংশকে লক্ষ্য করিয়া অথবা সূর্যের রশ্মিকে লক্ষ্য করিয়া তাহাকে পৃথক্ ভাবনা করা যায়। এ বিষয়ে আমি অন্যত্র সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি†—এখানে ইঙ্গিতমাত্র করিব।

---

*অংশো নানাব্যপদেশাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ২।৩।৪৩

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ—গীতা, ১৫।৭

†আমার 'বেদান্ত পরিচয়ে'র 'সোহং' অধ্যায় এবং 'গীতার ঈশ্বরবাদে'র ষোড়শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

যাঁহাকে আমরা চিন্মাত্র বা কূটস্থ বলি,* তিনি আমাদের দহরকোশ-স্থিত আত্মা। ঐ দহরকোশ পরম সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত—'নীবারশূকবৎ তন্বী, বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা'—নীবারধান্যের অগ্রভাগের ন্যায় তনু (ক্ষুদ্র) এবং বিদ্যুৎদামের ন্যায় উজ্জ্বল। উপনিষদের ভাষায় ইহাকে গুহা, গহ্বর, হৃদয় প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হয়।

গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্—কঠ, ১।২।১২

হৃদি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ—বৃহ, ৪।৩।৭

স বা এষ আত্মা হৃদি। হৃদি অয়ম্ ইতি তস্মাৎ হৃদয়ম্

—ছান্দোগ্য, ৮।৩।৩

অন্যত্র ইহাকে অন্তরাকাশ বলা হইয়াছে—

য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ স্তস্মিন্ শেতে—বৃহ, ২।১।১৭

অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম, দহরোঽস্মিন্ অন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তঃ তদ্ অন্বেষ্টব্যম্—ছান্দোগ্য, ৮।১।১

'এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) একটি অতি ক্ষুদ্র পুণ্ডরীকরূপ গৃহ (হৃৎপদ্ম) আছে—তথায় ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ বিরাজিত। তাহাতে যাহা অন্তর্গত, তাঁহার অন্বেষণ কর।' কারণ, ইনিই তিনি।

এই দহরকোশ-উপহিত আত্মাকে লক্ষ্য করিলে জীব বা পুরুষকে অণু বলিতে হয়। উপনিষদ্ তাহাই বলিয়াছেন—

এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ—মুণ্ডক, ৩।১।৯

'এই অণু আত্মাকে চিত্তের দ্বারা জানিতে হয়।'

---

*ইনিই গীতার অক্ষর পুরুষ (Monad)—

কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে—গীতা, ১৫।১৬

ভাগবতও এই মর্মে বলিতেছেন—

তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরম্।
নিরন্তরং স্বয়ংজ্যোতি রণিমানম্ অখণ্ডিতম্।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিঞ্চ হতৌজসম্।—৩।২৫।১৭-১৮

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে ॥—শ্বেতাশ্বতর, ৫।৯

'কেশের অগ্রভাগকে শত খণ্ড করিয়া প্রত্যেক খণ্ডকে যদি আবার শত ভাগ করা যায়, তবে তাহাই জীবের পরিমাণ। সেই জীবকে জানিলে অমরত্ব লাভ হয়।'

অথচ এই অণু জীবাত্মাই বিভু পরমাত্মা হইতে, অভিন্ন—তত্ত্বমসি, সোঽহং, অয়মাত্মা ব্রহ্ম।

যাবান্ বা অয়মাকাশঃ তাবান্ এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ

—ছান্দোগ্য, ৮।১।৩

'সেই ব্রহ্মরূপ চিদাকাশ যেমন বৃহৎ, এই অন্তরাকাশরূপ চিন্মাত্রও তেমনই বৃহৎ।' সেই জন্য তিনি অণু হইয়াও মহান্—

অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্

আত্মাস্য জন্তো র্নিহিতো গুহায়াম্।—কঠ, ১।২।২০

'আমাদের গুহাহিত আত্মা (পুরুষ) অণু হইতেও অণু এবং মহান্ হইতেও মহান্।' এই যে অতর্ক্য বৈচিত্র্য, জীব-ব্রহ্মের এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ—ইহা আমাদের বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে*—বোধিগম্য। সংযতচিত্তে একান্তভাবে গভীর ধ্যান-ধারণা করিলে, এই রহস্য কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।†

সাংখ্যোক্ত পুরুষ-তত্ত্বের আমরা এখানেই উপসংহার করি। আগামী অধ্যায়ে 'পুরুষ-বিশেষ' সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিব।

---

*It can not be formulated to the intellect.

†এই রহস্য, এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ একখানি তিব্বতীয় গ্রন্থে অতি সুন্দর ভাবে বিবৃত হইয়াছে—

And now the self is lost in Self, thyself into Thyself, merged in that Self, from which thou first didst radiate.

Where is thy individuality, Lanoo, where the Lanoo himself? It is the spark lost in the fire, the drop within the Ocean, the ever-present ray become the All and the Eternal Radiance.

—Voice of the Silence (Translated by Madam Blavatsky)

অষ্টম অধ্যায়

পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বর

গত অধ্যায়ে আমরা সাংখ্যদিগের অনুমোদিত পুরুষ-বহুত্বের আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে, প্রচলিত সাংখ্যমতে পুরুষ এক নহেন—বহু, প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন। এই মতের স্বপক্ষে সাংখ্যেরা যে সকল যুক্তির উপর নির্ভর করেন, ঐ অধ্যায়ে তাহার সমালোচনা করিয়াছি এবং দেখিয়াছি যে, বহু পুরুষ স্বীকার করিলে এক পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বর স্বীকার করিতেই হয়।* বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সেই পুরুষ-বিশেষ বা ঈশ্বরের আলোচনা করিব।

প্রচলিত সাংখ্যশাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সাংখ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না, অর্থাৎ, সাংখ্যশাস্ত্র নিরীশ্বর। তত্ত্বসমাসে অথবা সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরের কোনই প্রসঙ্গ নাই। কপিলের নামে প্রচলিত সাংখ্য-প্রবচনসূত্রে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হন নাই, পরন্তু অসিদ্ধ বলিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। এজন্য প্রাচীনেরা পাতঞ্জল দর্শন হইতে (যে দর্শনে পুরুষ-বিশেষ—ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হইয়াছেন) কাপিল দর্শনকে পৃথক্ করিয়া ইহাকে নিরীশ্বর সাংখ্য এবং যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলিয়াছেন। কারণ, পতঞ্জলি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব (পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত) গ্রহণ ও স্বীকার করিয়া তদুপরি

---

*Many Purushas, from a metaphysical point of view, necessitate the admission of one Purusha. * * Because, if the Purushas were supposed to be many, they would not be Purushas, and being Purusha they would bv necessity cease to be many.

—Maxmuller's Six Systems of Indian Philosophy, page 375.

একটি অতিরিক্ত তত্ত্বের প্রচার করিয়াছেন। সে তত্ত্ব পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বর।

মাত্রা ভূতানীন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরহংকৃতিঃ;
মহান্ প্রধানং তত্ত্বানি ষড়্‌বিংশঃ পরমেশ্বরঃ॥

পতঞ্জলির মতে এই ঈশ্বর প্রকৃতিও নহেন, পুরুষও নহেন। তিনি পুরুষ-বিশেষ। তিনি প্রধান ও পুরুষ হইতে ব্যতিরিক্ত।

অথ প্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ কোঽয়ং ঈশ্বরো নাম—ব্যাসভাষ্য

অতএব যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলা অসঙ্গত নহে। কিন্তু কাপিল দর্শন কি বস্তুতঃ নিরীশ্বর ?

প্রবচন-সূত্রের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু একথা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, সূত্রকার "অভ্যুপগমবাদ" অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, যদিই বা তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে, ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন না, তাহাতেও মুক্তির কোনও বাধা হইতে পারে না। নিজ ভাষ্যের ভূমিকায় বিজ্ঞানভিক্ষু এ বিষয় বিশদ করিয়াছেন—

ব্রহ্মমীমাংসা-যোগাভ্যাং তু বিরোধোঽস্ত্যেব। তাভ্যাং নিত্যেশ্বরসাধনাৎ। অত্র চেশ্বরস্য প্রতিষিদ্ধমানত্বাৎ।

অর্থাৎ, বেদান্ত-দর্শন ও যোগদর্শনে যখন নিত্য ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন এবং এই সাংখ্যদর্শনে যখন নিত্য ঈশ্বর প্রতিসিদ্ধ হইয়াছেন, তখন এই দুই দর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের বিরোধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। ইহার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন—

অস্মিন্নেব শাস্ত্রে ব্যাবহারিকস্যৈবেশ্বর-প্রতিষেধস্যৈশ্বর্যবৈরাগ্যাদ্যর্থম্ অনুবাদ্যত্বৌচিত্যাৎ। যদি হি লৌকায়তিকমতানুসারেণ নিত্যৈশ্বর্যং ন প্রতিষিধ্যেত, তদা পরিপূর্ণনিত্যনির্দোষৈশ্বর্য-দর্শনেন তত্র চিত্তাবেশতো বিবেকাভ্যাসপ্রতিবন্ধঃ স্যাদিতি সাংখ্যাচার্যাণামাশয়ঃ।

অর্থাৎ, সাংখ্যাচার্যদিগের প্রকৃত অভিপ্রায় এই যে, পাছে নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করিলে তাঁহার পরিপূর্ণ, নিত্য, নির্দোষ ঐশ্বর্য দর্শনে তাহাতে চিত্তের অভিনিবেশবশতঃ বিবেকের প্রতিবন্ধক ঘটে, সেইজন্য লোকায়ত মতের প্রতিধ্বনি করিয়া সাংখ্যেরা নিত্য-ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন; অতএব বুঝিতে হইবে যে, এই সাংখ্যশাস্ত্রে ঐশ্বর্যের প্রতি বৈরাগ্যসিদ্ধির নিমিত্তই ঐ ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান। ইহা "অনুবাদ" মাত্র; ইহার ব্যাবহারিক ঔচিত্য (Pragmatic value) আছে। ইহাকেই বলে "অভ্যুপগমবাদ"।

তস্মাদভ্যুপগমবাদপ্রৌঢ়িবাদাদিনৈব সাংখ্যস্য ব্যাবহারিকেশ্বর-প্রতিষেধপরতয়া ব্রহ্মমীমাংসা-যোগাভ্যাং সহ ন বিরোধঃ॥

বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন যে, সাংখ্যদিগের ঈশ্বর-প্রত্যাখ্যান যখন 'অভ্যুপগমবাদ' অবলম্বন করিয়া ব্যাবহারিক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য—তখন বেদান্ত ও যোগদর্শনের সহিত সাংখ্যদর্শনের বিরোধ আশঙ্কা করিবার কারণ নাই।

৫।১২ সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে ভিক্ষু এই কথার আবৃত্তি করিয়াছেন—

অয়ং চেশ্বর-প্রতিষেধ ঐশ্বর্যে বৈরাগ্যার্থম্ ঈশ্বরজ্ঞানং বিনাপি মোক্ষ-প্রতিপাদনার্থং চ প্রৌঢ়বাদমাত্রম্ ইতি প্রাগেব ব্যাখ্যাতম্।

বিজ্ঞানভিক্ষুর এই মত কি সমীচীন?

বৈকুণ্ঠগত সন্তদাস বাবাজি মহোদয় (পূর্বাশ্রমের নাম তারাকিশোর চৌধুরী) তাঁহার 'দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে সাংখ্যসূত্রের বিবরণ করিতে গিয়া, বিজ্ঞানভিক্ষুর এই মতের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, বিজ্ঞানভিক্ষু যে বলেন যে, ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ নাই—এ ব্যাখ্যা সঙ্গত নহে; ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, এই মাত্রই সূত্রকারের অভিপ্রায়। চৌধুরী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত এইরূপ—'এই সকল বিচারের ফল এই নহে যে, ঈশ্বর নাই; সূত্রকার এই মাত্রই প্রতিপন্ন

করিয়াছেন যে, ঈশ্বর নিয়ত নিগুণস্বভাব, সুতরাং তিনি অকর্তা। কিন্তু চুম্বকপ্রস্তরকে মাত্র সান্নিধ্যে লাভ করিয়া লৌহ যেমন চুম্বকধর্ম প্রাপ্ত হয়, লৌহ যেমন অগ্নিসান্নিধ্যে উত্তপ্ত হইয়া দাহিকাশক্তি লাভ করে, তদ্রূপ গুণাত্মিকা প্রকৃতিও ঈশ্বরের সহিত নিয়ত-সান্নিধ্য সম্বন্ধে অবস্থিত হওয়াতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কার্য বিনাও প্রকৃতি চৈতন্যবিশিষ্ট হয়েন। এইরূপে সচেতন হওয়াতে প্রকৃতি জগদ্রচনা করিতে সমর্থ হয়েন। অতএব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহা সচেতন প্রকৃতিরই কার্য, ঈশ্বরের নহে।' অতএব চৌধুরী মহাশয়ের মতে সাংখ্যশাস্ত্র নিরীশ্বর ত' নহেই, পূর্ণভাবে সেশ্বর। ইহাই কি প্রকৃত সাংখ্যমত?

পূর্বাচার্যগণ এ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে বলিতে হয় যে, এ মত সমীচীন নহে, অন্ততঃ এ মত পূর্বাচার্যদিগের মতের বিপরীত। এমন কি তাঁহারা বিজ্ঞানভিক্ষুর 'অভ্যুপগমবাদ'ও স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে সাংখ্য নিপট নিরীশ্বরবাদী।

ঐ সম্বন্ধে প্রথমেই ষড়্দর্শনের টীকাকার প্রসিদ্ধ বাচস্পতি মিশ্রের মতের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। তাঁহার মতে সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই। সর্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য বাচস্পতি মিশ্রের এই মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।* সাংখ্যদর্শনের পরিচয় দিতে গিয়া তিনি বলিতেছেন—

নন্বচেতনং প্রধানং চেতনানধিষ্ঠিতং মহদাদি কার্যে ন ব্যাপ্রিয়তে। অতঃ কেনচিৎ চেতনেনাধিষ্ঠাত্রা ভবিতব্যং। তথাচ সর্বার্থদর্শী পরমেশ্বরঃ স্বীকর্তব্যঃ স্যাদিতি চেৎ, তদ্ অসঙ্গতম্। অচেতনস্যাপি প্রধানস্য প্রয়োজন-বশেন প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ।

---

*মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তৎকৃত হিন্দুদর্শনে এই মতেরই পোষকতা করিয়াছেন।—হিন্দুদর্শন, ২৫০ পৃঃ

'অচেতনা প্রকৃতি চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্ন মহদাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অতএব প্রকৃতির কেহ চেতন অধিষ্ঠাতা অবশ্যই আছেন—তবেই সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর স্বীকার করিতে হয়—এরূপ আপত্তি (সাংখ্যমতে) অসঙ্গত; কারণ, অচেতনা হইলেও প্রয়োজনবশে প্রকৃতির প্রবৃত্তি উপপন্ন হইতেছে। যেহেতু চেতনের অধিষ্ঠান ভিন্নও পুরুষার্থের জন্য অচেতনের প্রবৃত্তির দৃষ্টান্তের অভাব নাই।'

এইরূপে সাংখ্যশাস্ত্রের পরিচয় দিয়া মাধবাচার্য উপসংহারে বলিতেছেন—

এতদর্থে নিরীশ্বরসাংখ্যশাস্ত্রপ্রবর্তককপিলানুসারিণাং মতম্ উপন্যস্তং ॥*

প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীরও ঐ মত। গীতার ১৪।১ শ্লোকের টীকায় তাঁহারা লিখিয়াছেন—

স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছয়ৈব—শ্রীধর

তত্র নিরীশ্বরসাংখ্যমতনিরাকরণেন ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগস্য ঈশ্বরাধীনত্বং বক্তব্যম্—মধুসূদন

অর্থাৎ, নিরীশ্বর সাংখ্যেরা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগকে যে স্বতন্ত্র মনে করেন, তাহা সঙ্গত নহে—সে সংযোগ ঈশ্বর-পরতন্ত্র।†

---

* এই মর্মে সাংখ্যকারিকার অনুবাদক হোরেস্ উইল্সন্ এইরূপ লিখিয়াছেন—

This (Nature's Evolution) is the spontaneous act of Nature. It is not influenced by any external intelligent principle such as the Supreme Being or a sub-ordinate agent as Brahma; it is without (external) cause. * * The atheistical Sankhya, on the other hand, contends, that there is no occasion for a guiding Providence; but that the activity of nature for the purpose of accomplishing its end is an intuitive necessity.

– The Sankhya Karika by Horace Wilson, M. A., F. R. S.

† শ্রীশঙ্করাচার্যও গীতাভাষ্যের একস্থলে বলিয়াছেন—অথবা ঈশ্বর-পরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ জগৎকারণত্বং ন তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োঃ।

অধিকন্তু মহাভারত ১২।১১০।৩৯ শ্লোকে সেশ্বর ও নিরীশ্বর সাংখ্যের প্রভেদ করিয়াছেন।

আচার্য ও মনীষিবর্গের এই মতদ্বৈধস্থলে আমরা কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইব? আমরা সাংখ্যকে সেশ্বর বা নিরীশ্বর—কি বলিব?

পূর্বেই বলিয়াছি, তত্ত্বসমাস ও সাংখ্যকারিকায় ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই। তথাপি গৌড়পাদ ৬১ কারিকার ভাষ্যে ঈশ্বরের কথা তুলিয়াছেন। তিনি বলেন—প্রকৃতিই জগৎকারণ—প্রকৃতির কারণান্তর নাই।

তস্মাৎ প্রকৃতিরেব কারণং, ন প্রকৃতেঃ কারণান্তরম্ অস্তি।

কেহ কেহ বলেন বটে ঈশ্বরই কারণ—ঈশ্বরং কারণং ব্রুবতে—

অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়ং আত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং নরকমেব বা॥

—'তাঁহারই প্রেরণায় অক্ষম অজ্ঞ জীব সুখদুঃখ-ভোগের জন্য স্বর্গ বা নরকে গমন করে'—কিন্তু, গৌড়পাদ বলেন—ঈশ্বর যখন নির্গুণ, তখন তিনি সগুণ লোকসকলের স্রষ্টা হইবেন কিরূপে?

নির্গুণ ঈশ্বরঃ—সগুণানাং লোকানাং তস্মাৎ উৎপত্তিঃ অযুক্তা।

ঐ ৬১ কারিকায় প্রকৃতির সুকুমারতার (পেলবতার—delicate nature-এর) কথা বলা হইয়াছে—'প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিৎ অস্তি।' এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা অনেকটা ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত গাওয়া নয় কি?*

এইরূপ বাচস্পতিমিশ্র ৫৬ ও ৫৭ কারিকার টীকায় সাংখ্যমতে ঈশ্বরের নাস্তিত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ৫৬ কারিকার মুখ্য কথা এই—

ইত্যেষ প্রকৃতিকৃতঃ স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ।

বাচস্পতি বলেন, এখানে আরম্ভ শব্দের অর্থ সর্গ (সৃষ্টি)। ঐ সর্গঃ প্রকৃত্যৈব কৃতঃ ন ঈশ্বরেণ—ন ব্রহ্মোপাদানঃ।—কেন? চিতিশক্তেঃ

* হোরেস্ উইল্‌সন্ এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন—Gourapada has gone out of his way rather to discuss the character of a First Cause, giving to 'সুকুমারতর' a peculiar import.

অপরিণামাৎ। যদি বল, সৃষ্টি প্রকৃতিকৃত হইলেও সে প্রকৃতি ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতি—তাহার উত্তরে বাচস্পতি বলেন—ন ঈশ্বরাধিষ্ঠিত-প্রকৃতিকৃতঃ—কেন? নির্ব্যাপার ঈশ্বরের অধিষ্ঠাতৃত্ব অসম্ভব—নির্ব্যাপারস্য অধিষ্ঠাতৃত্বাসম্ভবাৎ।

সত্য বটে, ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন—ব্রহ্মই বিশ্বের প্রকৃতি—প্রকৃতিশ্চ গীয়তে। বাচস্পতি ইহারও প্রতিবাদ করিলেন—ন ব্রহ্মোপাদানঃ।

সাংখ্যেরা বলেন বটে—স্বার্থইব পরার্থ আরম্ভঃ। প্রকৃতির এই 'unconscious teleology' লক্ষ্য করিয়া যদি বল—ন চ প্রকৃতিঃ অচেতনা এবং ভবিতুম্ অর্হতি। তস্মাৎ অস্তি প্রকৃতেঃ অধিষ্ঠাতা চেতনঃ। এবং প্রকৃতির সেই চেতন অধিষ্ঠাতা সর্বার্থদর্শী ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কেহ নহেন—তাহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন—

বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষ-বিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য॥

ইহাই ৫৭ কারিকা। এক কথায়—ধেনুবৎ বৎসায় (সাংখ্যসূত্র, ২।৩৭)। বৎসের পোষণের জন্য যখন অচেতন দুধের নিঃস্রাব হয়, অচেতন প্রকৃতিরও পুরুষের কৈবল্যার্থ প্রবৃত্তি কিছু মাত্র বিচিত্র নয়। বৎস-বিবৃদ্ধির উপমান (analogy) কতটা সঙ্গত, যথাস্থানে আমরা তাহার বিচার করিব। এখানে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যের নাস্তিকতার বেশ একটু বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, অচেতনা হইলেও প্রকৃতিরই সৃষ্টি-বিষয়ে প্রবৃত্তি সম্ভব, ঈশ্বরের প্রবৃত্তি অসম্ভব। কেন?

যিনি প্রেক্ষাবান্ (intelligent), তাঁহার প্রবৃত্তি দুই কারণে হইতে পারে—হয় স্বার্থ, নয় কারুণ্য। ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্বন্ধে কি স্বার্থ থাকিতে পারে? তাঁহার অনবাপ্ত বা অবাপ্তব্য কিছু আছে কি? ন হি অবাপ্ত-সকলেপ্সিতস্য ভগবতো জগৎ সৃজতঃ কিমপি অভিলষিতং ভবতি।

(এ প্রশ্নের বেদান্তে সহজ উত্তর। সৃষ্টি তাঁহার লীলাকৈবল্য—লীলা-কৈবল্য মাত্রম্।)

নাপি কারুণ্যাৎ অস্য সর্গে প্রবৃত্তিঃ—করুণার বশেও ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কেন?

বাচস্পতি তাহার উত্তর দিতেছেন—সৃষ্টির পূর্বে জীবগণের শরীর, মনঃ ইত্যাদি না থাকায় দুঃখও ছিল না, সে স্থলে করুণার অবকাশ (occasion) কোথায়? আর সৃষ্টির পরে জীবদিগকে দুঃখী দেখিয়া ঈশ্বরের করুণা হইল—যদি এ কথা বল, তবে ত' ইতরেতরাশ্রয় দোষ ঘটে—

কারুণ্যেন সৃষ্টিঃ, সৃষ্ট্যা চ কারুণ্যম্।

যদি স্বীকার করা যায় যে, করুণা-প্রেরিত হইয়াই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন—তবে প্রশ্ন উঠিবে—সর্বশক্তিমান্ তিনি সকলকে সুখী করিয়া সৃজন করিলেন না কেন? কেহ সুখী, কেহ দুঃখী—এ কিরূপ করুণা? সুখিন এব জন্তূন্ সৃজেরন্ ন বিচিত্রান্। যদি বল, ঈশ্বরের সৃষ্টি জীবের কর্মবৈচিত্র্য-সাপেক্ষ—কর্মবৈচিত্র্যাৎ বৈচিত্র্যম্ ইতি চেৎ কৃতম্ অস্য প্রেক্ষাবতঃ কর্মাধিষ্ঠানেন। তিনি ত কর্মে অধিষ্ঠান না করিলেই পারিতেন—না করিলে কর্মও ফলপ্রসূ হইত না—শরীরাদিও উৎপন্ন হইয়া জীবের দুঃখ উৎপন্ন করিত না। তা' ছাড়া কর্ম নিজেই ফলদানে সমর্থ—তজ্জন্য বিধাতা-পুরুষের হস্তক্ষেপ নিস্প্রয়োজন, ইত্যাদি। বাচস্পতি, অন্যত্র কিন্তু ইহার বিপরীত কথাই বলিয়াছেন—

ঈশ্বরস্যাপি ধর্মাধিষ্ঠানার্থং প্রতিবন্ধাপায় এব ব্যাপারঃ।

পুনশ্চ—ন তু ধর্মাদয়ঃ (অর্থাৎ, কর্ম) প্রযোজকাঃ, তেষামপি প্রকৃতি-কার্যত্বাৎ * * ন চ পুরুষার্থোঽপি প্রবর্তকঃ কিন্তু তদুদ্দেশেন ঈশ্বরঃ।

সাংখ্য-কারিকার প্রাচীন টীকাকার গৌড়পাদ কিন্তু উক্ত দুই কারিকার ভাষ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন করেন নাই। অতএব ইহাই ঠিক যে, তত্ত্বসমাস বা কারিকায় ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই।

সুতরাং বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সাংখ্যপ্রবচন-সূত্রের আশ্রয় লইতে হইতেছে। সূত্রকারের এ সম্বন্ধে উপদেশ কি?

সূত্রকার একাধিক স্থলে স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন যে, প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ।

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৯২

প্রমাণাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ—সাংখ্যসূত্র, ৫।১০

তৎকর্তুঃ পুরুষস্যাভাবাৎ ঐ, ৫।৪৬

নেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৬৪

এই সকল ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য সূত্রের একটু আলোচনা করা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখিতে পাই—প্রথম অধ্যায়ে সূত্রকার বলিতেছেন—

ত্রিবিধং প্রমাণম্—সাংখ্যসূত্র, ১।৮৭

কি কি প্রমাণ? প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। ৮৯ সূত্রে সূত্রকার প্রত্যক্ষের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—সে লক্ষণ এইরূপ:—

যৎসম্বদ্ধং সৎ তদাকারোল্লেখি বিজ্ঞানং তৎপ্রত্যক্ষম্

—সাংখ্যসূত্র, ১।৮৯

অর্থাৎ, কোন বস্তুর সহিত (ইন্দ্রিয়-সহযোগে) সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া বুদ্ধি তদাকার ধারণ করিলে যে বিজ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহার নাম প্রত্যক্ষ। এ লক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, যোগিগণ যখন অতীত ও অনাগত বস্তুসকল প্রত্যক্ষ করেন, তখন এ লক্ষণের "যোগী-প্রত্যক্ষে" অব্যাপ্তি ঘটিতেছে। ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন যে, অতীত ও অনাগত বস্তুসকলও সূক্ষ্ম (লীন) অবস্থায় বর্তমান কালেও বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব তাহাদের সহিত যোগীর চিত্তের সম্বন্ধ অসিদ্ধ নহে। ঐরূপ সম্বন্ধ হইতেই যোগীদিগের অতীত ও অনাগত বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়। অতএব পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণ যোগীর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেও খাটে।

লীনবস্তুলব্ধাতিশয়সম্বন্ধাদ্বা অদোষঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৯১

পুনশ্চ আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বর যখন সর্ববাদিসম্মতিমতে নিরাকার ও অপরিচ্ছিন্ন, তখন তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়ের সহিতই সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না এবং বুদ্ধিও তদাকারে আকারিত হইতে পারে না। তবেই পূর্বোক্ত প্রত্যক্ষ-লক্ষণের ঈশ্বর-প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে অব্যাপ্তি ঘটিতেছে। ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৯২*

অর্থাৎ, ঈশ্বরই যখন অসিদ্ধ, তাঁহার সম্বন্ধে যখন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—ত্রিবিধ প্রমাণেরই অভাব, তখন তাঁহার প্রত্যক্ষের কথাই উঠিতে পারে না। অতএব আমাদের প্রত্যক্ষ-লক্ষণের কোন বাধা হইল না।

---

*There is no sensible evidence (প্রত্যক্ষ), or inferential knowledge (অনুমান), or scriptural testimony (আগম) of Iswara.

—Prof. Radha Krisnan.

এই সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁহার পূর্বোল্লিখিত অভ্যুপগম বা প্রৌঢ়িবাদের আর একবার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য এইরূপ :—ঈশ্বরে প্রমাণাভাবাৎ ন দোষঃ ইত্যনুবর্ততে। অয়ং চেশ্বরপ্রতিষেধ একদেশিনাং প্রৌঢ়বাদেনৈবেতি প্রাগেব প্রতিপাদিতং। অন্যথা হীশ্বরাভাবাৎ ইত্যেব উচ্যেত। অধ্যাপক ম্যাক্‌সমূলর্ যেভাবে সাংখ্যমতের বিবরণ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় যে, তিনি বিজ্ঞানভিক্ষুর এই প্রৌঢ়িবাদের অনেকটা পক্ষপাতী। প্রৌঢ়িবাদ অনেক অংশে আইনব্যবসায়ীর Assuming but not admitting ধরণের। অর্থাৎ, যদিই তর্কস্থলে স্বীকার করা যায় যে ঈশ্বর নাই, তথাপি—। এ সম্বন্ধে ম্যাক্‌সমূলরের উক্তি এই—

It is true that the Shankhya Philosophy was accused of atheism, but that atheism was very different from what we mean by it. It was the negation of the necessity of admitting an active or limited personal god.—Indian Philosophy, p. 865

Nor does he enter on any arguments to disprove the existence of one only God. He simply says—and in that respect he does not differ much from Kant—that there are no logical proofs to establish that existence, but neither does he offer any such proofs for denying it.—Maxmuller, Indian Philosophy; p. 397

ঈশ্বর যে অসিদ্ধ—ইহার যুক্তি কি? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন— ঈশ্বর হয় মুক্ত, না হয় বদ্ধ; কিন্তু তিনি এই দু'য়ের কোনটিই হইতে পারেন না। কারণ, তাঁহাকে যদি বদ্ধ স্বীকার করা যায়, তবে তাঁহা দ্বারা এই বিচিত্র সৃষ্টি কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। আর তিনি যদি মুক্ত হন, তবে তো তিনি আপ্তকাম, পূর্ণাৎপূর্ণ—কোন্ প্রয়োজনে, কিসের প্রেরণে তিনি সৃষ্টি কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন? অতএব ঈশ্বরের অসিদ্ধি সিদ্ধ হইল।

মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৯৩

উভয়থাপি অসৎকরত্বম্—ঐ, ১।৯৪

ঈশ্বরোঽভিমতঃ কিং ক্লেশাদিমুক্তো বা তৈর্বদ্ধো বা। অন্যতরস্যাপি অসম্ভবাৎ নেশ্বরসিদ্ধিরিত্যর্থঃ।—বিজ্ঞানভিক্ষু

মুক্তত্বে সতি ন স্রষ্টৃত্বাত্যক্ষমত্বমিত্যর্থঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু

তাহাই যদি হয়, ঈশ্বর যদি অসিদ্ধই হন, তবে ঈশ্বর-প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি স্মৃতি আছে, তাহাদের কি গতি হইবে? তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসা সিদ্ধস্য বা—সাংখ্যসূত্র, ১।৯৫

অর্থাৎ, ঈশ্বরবিষয়ক শাস্ত্রবাক্যসকল মুক্তাত্মাদিগের প্রশংসাসূচক অথবা সিদ্ধ পুরুষদিগের উপাসনা-পর। তাহারা ঈশ্বরদ্যোতক নহে। যাঁহারা সর্বপ্রকার অবিবেকের অতীত হইয়া মুক্তি-পদবীতে আরূঢ় হইয়াছেন, শাস্ত্র সেই মুক্ত পুরুষদিগকে ঈশ্বর বলিয়া প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। অথবা শাস্ত্র অণিমাদিসিদ্ধিযুক্ত (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি) সিদ্ধ পুরুষের উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। অতএব এই সকল শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হন না।

যথাযোগং কাচিৎ শ্রুতি মুক্তাত্মনঃ কেবলাত্মসামান্যস্য জ্ঞেয়তাভিধানায় সন্নিধিমাত্রৈশ্বর্যেণ স্তুতিরূপা প্ররোচনার্থা। কাচিচ্চ সঙ্কল্পপূর্বক-স্রষ্টৃত্বাদি-প্রতিপাদিকা শ্রুতিঃ সিদ্ধস্য ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদেরেব অনিত্যেশ্বরস্যাভিমানাদি-মতোঽপি গৌণনিত্যত্বাদিমত্বাৎ নিত্যত্বাদ্যুপাসাপরেত্যর্থঃ।—বিজ্ঞানভিক্ষু

পঞ্চম অধ্যায়ে সূত্রকার আবার এই সকল প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন। যদি কেহ আপত্তি করেন যে, কর্মফলের সিদ্ধির জন্য ফলদাতারূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে হয়, অতএব তোমরা যে বল ঈশ্বর অসিদ্ধ—একথা সঙ্গত নহে।

তদুত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—

নেশ্বরাধিষ্ঠিতে ফলনিষ্পত্তিঃ কর্মণা তৎসিদ্ধেঃ—সাংখ্যসূত্র, ৫।২

স্বোপকারাৎ অধিষ্ঠানং লোকবৎ—ঐ, ৫।৩

লৌকিকেশ্বরবৎ ইতরথা—ঐ, ৫।৪

পারিভাষিকো বা—ঐ, ৫।৫

অর্থাৎ, কর্মের স্বতঃই ফলোৎপাদিকা শক্তি আছে, তদ্দ্বারাই ফল সিদ্ধ হয়; তজ্জন্য ঈশ্বরের অধিষ্ঠান অনাবশ্যক। বিশেষতঃ নিজের উপকার-সাধনেচ্ছা ভিন্ন কাহারও অধিষ্ঠান সম্ভব নয়—লৌকিক দৃষ্টান্তে ইহা প্রমাণিত হইতেছে। তোমাদের মতে ঈশ্বর যখন পূর্ণ, তখন তাঁহার নিজের কোন উপকার-সিদ্ধির জন্য ফলদাতারূপে তাঁহার অধিষ্ঠান অসম্ভব। ইহা যদি সম্ভব বল, তবে তিনি অপূর্ণকাম লৌকিক প্রভুর সমতুল্য। এরূপ পুরুষকে ঈশ্বর বল, বলিতে পার। আরও দেখ, অনুরাগ-ব্যতিরেকে সংকল্প পূর্বক অধিষ্ঠান বা কোনরূপ কার্যই সম্ভব নহে। তবে কি ঈশ্বরে অনুরাগ স্বীকার করিবে? তাহা হইলে আর তিনি নিত্যমুক্ত কিরূপে হইলেন? তিনি তো জীব হইয়া পড়িলেন।

ন রাগাদৃতে তৎসিদ্ধিঃ প্রতিনিয়তকারণত্বাৎ—সাংখ্যসূত্র ৫।৬

তদ্‌যোগেঽপি ন নিত্যমুক্তঃ—ঐ, ৫।৭

যদি বল, প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হওয়াতে প্রকৃতির ইচ্ছা প্রভৃতি ঈশ্বরে উপজাত হয়, তাহা হইলে তো তিনি "সঙ্গী" হইয়া পড়িলেন; অথচ তোমরাই তো বল তিনি "অসঙ্গ"।

প্রধানশক্তিযোগাৎ চেৎ সঙ্গাপত্তিঃ—সাংখ্যসূত্র, ৫।৮

যদি বল, তিনি আছেন বলিয়াই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিব, তবে তো আমরাও আছি, আমরাও সকলেই ঈশ্বর।

সত্তামাত্রাৎ চেৎ সর্বৈশ্বর্যম্—সাংখ্যসূত্র, ৫।৯

এতদূর বলিয়া সূত্রকার আবার দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—

প্রমানাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ—সাংখ্যসূত্র, ৫।১০

ঈশ্বর অসিদ্ধ, কারণ তাঁহার সম্বন্ধে কোনই প্রমাণ নাই।

নিত্যেশ্বরে তাবৎ প্রত্যক্ষং নাস্তি—বিজ্ঞানভিক্ষু

নিত্য-ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব। তবে কি তাঁহার সম্বন্ধে অনুমান বা আগম প্রমাণ আছে?

উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—না, তাহাও নাই।

সম্বন্ধাভাবাৎ নানুমানম্—সাংখ্যসূত্র, ৫।১১

ব্যাপ্তিগ্রহ ভিন্ন অনুমান সিদ্ধ করা যায় না। ঈশ্বর সম্বন্ধে ব্যাপ্তি (major premiss) কোথায়? অতএব অনুমান দ্বারাও ঈশ্বর সিদ্ধ নহেন। কিন্তু আগম বা শ্রুতিপ্রমাণ?

শ্রুতিরপি প্রধানকার্যত্বস্য—সাংখ্যসূত্র, ৫।১২

শ্রুতি জগৎকে প্রধান বা প্রকৃতিরই কার্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন। যথা,—

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ

—শ্বেতাশ্বতর, ৪।৫

এই কথা দৃঢ়তর করিয়া সূত্রকার ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতির বিকার যে অহঙ্কারতত্ত্ব, তাহার দ্বারাই সৃষ্টি-সংহার নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে ঈশ্বরের কোন কর্তৃত্ব নাই; কারণ, নিত্য-ঈশ্বরের প্রমাণাভাব।

অহঙ্কারকর্ত্রধীনা কার্যসিদ্ধিঃ নেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ

—সাংখ্যসূত্র, ৬।৬৪

অনহঙ্কৃত-প্রবৃত্ত্বে নিত্যেশ্বরে চ প্রমাণাভাবাদিত্যর্থঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু

এইরূপে নিত্য-ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়া সূত্রকার ৩য় অধ্যায়ে জন্য-ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন।

নিত্যেশ্বরস্যৈব বিবাদাস্পদত্বাৎ—৩।৫৭ সাংখ্যসূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য।

সূত্রকার বলেন যে, যে জীব পূর্বকল্পে প্রকৃতি-লয়প্রাপ্ত হন, তিনিই পরবর্তী কল্পে সর্ববিৎ, সর্বকর্তা আদিপুরুষরূপে আবির্ভূত হন। এইরূপ জন্য-ঈশ্বর প্রমাণসিদ্ধ।

স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা।

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৬-৫৭*

বিজ্ঞানভিক্ষু আবার কোন কোন সূত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি পৌরাণিক ত্রিমূর্তির সাক্ষাৎ পাইয়াছেন।

---

* ৩য় অধ্যায়ের এই ৫৬ ও ৫৭ সাংখ্যসূত্রের অর্থবিষয়ে (স হি সর্ববিৎ সর্বকর্তা এবং ঈদৃশেশ্বর-সিদ্ধিঃ সিদ্ধা) আমি বিজ্ঞানভিক্ষুর অনুসরণ করিতেছি। সন্তদাস বাবাজি মহোদয় কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ব্যাখ্যাকে কল্পিত ও অমূলক ব্যাখ্যা বলিয়া সূত্রদ্বয়ের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ৫৬ সূত্রোক্ত "সঃ" শব্দে পূর্ব-সর্গে প্রকৃতিলীন পুরুষ বুঝাইতেছে না; "সঃ" শব্দে পরমাত্মা ঈশ্বর বুঝিতে হইবে এবং ৫৭ সূত্রে "ঈদৃশ" শব্দ দ্বারা 'ব্রহ্ম জগৎকর্তা হইলেও স্বরূপতঃ নির্গুণ, নিত্যমুক্তস্বভাব রহেন', এইরূপ বুঝিতে হইবে। এ মত আমার নিকট সঙ্গত মনে হয় না; কারণ, প্রকরণের (context) প্রতি লক্ষ্য করিলে এখানে নিত্য-ঈশ্বরের প্রসঙ্গ উঠিতেই পারে না। সূত্রকার ৫৪ সাংখ্যসূত্রে বলিলেন যে, প্রকৃতিলীন হইলেও পুরুষ কৃতকৃত্য হয় না। কারণ "মগ্নবৎ উত্থানাৎ" মগ্ন ব্যক্তির যেমন জল হইতে পুনরুত্থান হয়, প্রকৃতিলীন ব্যক্তিরও আগামী কল্পে পুনরুত্থান হইবে। ৫৫ সাংখ্যসূত্রে সূত্রকার ঐরূপ হইবার কারণ নির্দেশ করিলেন। "অকার্যত্বেপি তদ্‌যোগঃ পারবশ্যাৎ", অর্থাৎ, প্রকৃতি স্বয়ং সচেতন প্রেরক না হইলেও প্রকৃতিলীন ব্যক্তির উত্থান হয় কেন? পারবশ্যাৎ, পুরুষার্থতন্ত্রত্বাৎ —যেহেতু প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষের জন্য স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়। ৫৮-৫৯ সূত্রে সূত্রকার এই বিষয় বিশদ করিয়াছেন।

'অহঙ্কারকর্ত্রধীনা কার্যসিদ্ধিঃ নেশ্বরাধীনা প্রমাণাভাবাৎ'—ঐ সাংখ্য-সূত্র-ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—'অনেন সূত্রেণ অহঙ্কারোপাধিকং ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ সৃষ্টিসংহার-কর্তৃত্বং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমপি প্রতিপাদিতং।'

'এই সূত্র দ্বারা অহংকার-উপহিত ব্রহ্মার স্রষ্টৃত্ব ও রুদ্রের সংহারকর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইল।' আবার তিনি 'মহতোঽন্যৎ' এই সূত্রের (৬।৬৬)

প্রধান-সৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদ্ উষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৮

অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবৎ চেষ্টিতং প্রধানস্য—ঐ, ৩।৫৯

কারিকাও এই মর্মে বলিয়াছেন—

পুরুষ-বিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥—৫৭

পুরুষস্য-বিমোক্ষার্থং প্রবর্ততে তদ্বদ্ অব্যক্তম্ ॥—৫৮

প্রতিপুরুষ-বিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ ॥—৫৬

অতএব ৫৫ সূত্রের 'পারবশ্য'-শব্দে এই পরার্থপরত্ব বুঝিতে হয়। পারবশ্যের 'পর' পরম পুরুষ নহেন—অপর,—যে পরের কথা আমরা ঐ সকল সূত্রে এবং কারিকায় পাইয়াছি। এই সূত্রের পরই 'সহি সর্ববিৎ সর্বকর্তা' এই সূত্র। অতএব এই সূত্রের 'সঃ' যে ৫৪ সূত্রের প্রকৃতিলীন পুরুষকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ, সূত্রকার ১ম অধ্যায়েই নিত্য-ঈশ্বরের অসিদ্ধি স্থাপন করিয়া মুক্তাত্মা ও সিদ্ধ পুরুষকে ঈশ্বরের স্থানীয় বলিয়াছেন।

মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা, উপাসা সিদ্ধস্য বা—সাংখ্যসূত্র, ১।৯৫

অতএব ঐ ৫৭ সূত্রে তিনি যখন বলিলেন—

ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৭

—তখন ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রায় বুঝিতে হয় যে, যদিও আমরা নিত্য-ঈশ্বরকে অসিদ্ধ বলিয়াছি, কিন্তু মুক্তাত্মা বা প্রকৃতিলীন রূপী জন্য-ঈশ্বর অসিদ্ধ নহেন। যাঁহাকে 'সর্ববিৎ সর্বকর্তা' বলা হইল, তিনি নির্গুণ, নিঃসঙ্গ, নিরুপাধি, নির্বিশেষ ব্রহ্ম কিরূপে হইবেন ?

কপিলাশ্রমের শ্রীযুক্ত হরিহরানন্দ স্বামী এই সকল সূত্র এই ভাবেই বুঝিয়াছেন। তৎ-সম্পাদিত পাতঞ্জল দর্শনের পাদটীকায় তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন—

মুক্তাত্মান শ্চকারাৎ প্রকৃতিলীনা বহবঃ ক্লেশশূন্যাঃ সন্তি। সন্তু চ ত এবেশ্বরা ন তু তদতিরিক্তঃ কশ্চিৎ ন প্রমাণপথম্ অবতরতীতি। তথা চ সাংখ্যসূত্রাঃ 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' 'মুক্তাত্মনঃ প্রশংসোপাসা সিদ্ধস্য বা' 'ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা' ইতি, ইতি শঙ্কাকৃতং।

ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'অনেন চ সূত্রেণ মহত্তত্ত্বোপাধিকং বিষ্ণোঃ পালকত্বম্ উপপাদিতম্।' 'এই সূত্র দ্বারা 'মহৎতত্ত্ব'-উপহিত বিষ্ণুর পালনকর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইল।' অতএব তাঁহার মতে প্রবচনসূত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র - এই ত্রিমূর্তিরই উপদেশ রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যার আলোকে আলোকিত না হইলে, আমরা সূত্রে ঐ ত্রিমূর্তির সাক্ষাৎ পাইতাম কিনা, সে বিষয়ে প্রচুর সন্দেহ আছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি সূত্রের আলোচনা করা আবশ্যক। সেটি ১ম অধ্যায়ের ৯৬ সূত্র। ৯৫ সূত্রে সূত্রকার বলিলেন যে, শ্রুতিস্মৃতিতে যে সব ঈশ্বরদ্যোতক বাক্য আছে, তাহা মুক্তাত্মাদিগের প্রশংসা-সূচক অথবা সিদ্ধপুরুষদিগের উপাসনা-পর। ইহার পরই ঐ ৯৬ সূত্র।

তৎসন্নিধানাদ্ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ—সাংখ্যসূত্র, ১।৯৬

এই সূত্রোক্ত "তদ্"-শব্দ সন্তদাস বাবাজি মহাশয়ের মতে ঈশ্বরপদবাচ্য।

বিজ্ঞানভিক্ষু "তৎ" শব্দ দ্বারা সাধারণ পুরুষ* বুঝিয়াছেন। তাঁহার মতে এই সূত্রের অর্থ এই যে, প্রকৃতির পরিণাম-ব্যাপারে পুরুষের বাস্তবিক অধিষ্ঠাতৃত্ব নাই; তবে প্রকৃতির সংযোগহেতু সান্নিধ্যবশতঃ পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্বের ব্যবহার হয় মাত্র।

যদি সঙ্কল্পেন স্রষ্টৃত্বম্ অধিষ্ঠাতৃত্বম্ উচ্যতে তদায়ং দোষঃ স্যাৎ। অস্মাভিস্তু পুরুষস্য সন্নিধানাদ্ এবাধিষ্ঠাতৃত্বং স্রষ্টৃত্বাদিরূপমিষ্যতে মণিবৎ। যথা অয়স্কান্ত-মণেঃ সান্নিধ্যমাত্রেণ শল্যানিষ্কর্ষকত্বং ন সঙ্কল্পাদিনা তথৈব আদিপুরুষস্য সংযোগ-মাত্রেণ প্রকৃতের্মহৎতত্ত্বরূপেণ পরিণমনং। ইদমেব চ স্বোপাধিস্রষ্টৃত্বম্ ইত্যর্থঃ।

'যদি সঙ্কল্পাদি দ্বারা সৃষ্টিকর্তৃত্বাদিরূপ অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলেই পুরুষের অধিষ্ঠাতৃত্বাদির অনুপপত্তি-দোষ ঘটিতে পারে; আমরা মণির ন্যায় পুরুষের সান্নিধ্যবশতই সৃষ্টিকর্তৃত্বাদিরূপ অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করি। যেমন অয়স্কান্ত মণির সন্নিধানমাত্রেই শল্যাদির নিষ্কর্ষণ হয়,

*অর্থাৎ, পুরুষ-সামান্য as distingushed from পুরুষ-বিশেষ।

সঙ্কল্পাদি দ্বারা হয় না, সেইরূপ পুরুষের সংযোগ মাত্রেই প্রকৃতির মহৎ-তত্ত্বাদি রূপে পরিণতি হইয়া থাকে। 'ইহাই স্বোপাধিক সৃষ্টিকর্তৃত্ব।'

এই অর্থই সঙ্গত মনে হয়, কারণ, পূর্বসূত্রে যে মুক্তাত্মা বা সিদ্ধপুরুষের উল্লেখ আছে, তিনি ত' ঈশ্বর নহেন। বিশেষতঃ পরবর্তী ৯৯ সূত্রে এই অধিষ্ঠাতৃত্বের আবার উল্লেখ পাই—

অন্তঃকরণস্য তদুজ্জ্বলিতত্বাৎ লোহবদ্ অধিষ্ঠাতৃত্বম্—সাংখ্যসূত্র, ১।৯৯

অন্তকরণং হি তপ্তলোহবৎ চেতনোজ্জ্বলিতং ভবতি—বিজ্ঞানভিক্ষু

অর্থাৎ, লৌহ যেমন অগ্নিসান্নিধ্যে উত্তপ্ত হইয়া অগ্নিস্বভাব প্রাপ্ত হয় এবং অপর বস্তুকে দহন করিতে পারে, অচেতন অন্তঃকরণও তদ্রূপ পুরুষের সান্নিধ্যে সচেতন হয়।

এই মর্মে সাংখ্যকারিকাও বলিয়াছেন—

তস্মাৎ তৎ-সংযোগাদ্ অচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং—কারিকা, ২০

সন্তদাস বাবাজী মহাশয় এই ৯৯ সূত্রস্থ "তদুজ্জ্বলিত" শব্দ দ্বারা "পরমাত্মা ঈশ্বর-সান্নিধ্যে সচেতন" এইরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন। ইহা সঙ্গত মনে হয় না। তৎকৃত ৯৬ সূত্রের ব্যাখ্যাও আমাদের নিকট ঐরূপই মনে হয়। তিনি বলেন, "যেমন অয়স্কান্ত মণির সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া, লৌহ অয়স্কান্ত মণির ধর্ম প্রাপ্ত হয় এবং অপর লৌহকে আকর্ষণ করিতে পারে, তদ্বৎ ঈশ্বরের মাত্র সান্নিধ্যরূপ সংযোগ হেতু প্রকৃতি চেতনস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া মহদাদির সৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করেন।"

অতএব এ সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র, সর্বদর্শনসংগ্রহকার শ্রীমাধবাচার্য এবং প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী ও শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী প্রচলিত সাংখ্যদর্শনকে যে নিরীশ্বর বলিয়াছেন, ইহাই সঙ্গত ও সুসিদ্ধ। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইহাই কি সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রবর্তক আদি-বিদ্বান্ কপিলদেবের অভিমত?

ভাগবত পুরাণে 'দেবহূতি কপিলসংবাদে' কপিলদেবের মুখে জননী

দেবস্তুতির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত যে উপদেশ দেখিতে পাই, সে ত' নিরীশ্বর সাংখ্য নহে, তাহা ঈশ্বরবাদে সমুজ্জ্বল।

জাতক্ষোভাদ্ ভগবতো মহান্ আসীৎ গুণত্রয়াৎ।

—ভাগবত, ৩।২০।১২

'ভগবান্ (ঈশ্বর) হইতে প্রকৃতির ক্ষোভ উৎপন্ন হইলে মহানের প্রাদুর্ভাব হয়।' সম্ভবতঃ ইহাই প্রাচীন সাংখ্যমত।* তত্ত্বসমাস-বৃত্তিতে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধির উৎপত্তি প্রসঙ্গে এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে—

অব্যক্তাৎ প্রাগ্ উপদিষ্টাৎ সর্বগতপুরুষেণ পরেণাধিষ্ঠিতাৎ বুদ্ধিরুৎপদ্যতে।

অর্থাৎ, সর্বগত পরপুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত অব্যক্ত হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই 'সর্বগত পরপুরুষ'—সর্বব্যাপী পুরুষোত্তম (ঈশ্বর) ভিন্ন আর কে হইতে পারেন? কোন কোন সাংখ্যগ্রন্থে নিম্নোক্ত শ্রুতিটী উদ্ধৃত দেখা যায়—

অগ্রে তম আসন্, তদ্বৈ পরেণেরিতং বিষমত্বং প্রায়াৎ। তদ্বৈ রজোরূপং। তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রায়াৎ। তদ্বৈ সত্ত্বরূপম্।

এই 'পর'—যাঁহার প্রেরণায় প্রকৃতির সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া সৃষ্টি প্রবর্তিত হয়, তিনি আর কেহ নহেন—পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বর।—ঈশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলঃ অনুপসর্গঃ †—১।২৯ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলা হইয়াছে কেন? ইহার উত্তর আমরা পাতঞ্জল দর্শনে পাই। পতঞ্জলি এইরূপে ঈশ্বরের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈ রপরামৃষ্টঃ পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরঃ—যোগসূত্র, ১।২৪

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজম্—ঐ, ১।২৫

স এষ পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ—ঐ, ১।২৬

* It seems very probable that the earliest form of the Sankhya was a sort of theistic realism approaching the বিশিষ্টাদ্বৈত view of the Upanisads.—Prof. Radha Krisnan.

† অনুপসর্গ—উপসর্গরহিত। উপসর্গ কি? উপসর্গাঃ জাত্যায়ুর্ভোগাঃ (বাচস্পতি)

'যে পুরুষ-বিশেষ ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কশূন্য, তিনিই ঈশ্বর।'

'তাঁহাতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ। তিনি সর্বজ্ঞ।'

'তিনি পূর্ব আচার্যগণেরও গুরু; কারণ, তিনি কালের অতীত।'

ঐ ২৪ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য এইরূপ—

অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ, কুশলাকুশলানি কর্মাণি, তৎফলং বিপাকঃ, তদনুগুণা বাসনা আশয়াঃ। তে চ মনসি বর্তমানাঃ পুরুষে ব্যপদিশ্যন্তে—স হি তৎফলস্য ভোক্তেতি *** যো হ্যনেন ভোগেনাপরামৃষ্টঃ স পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরঃ।

সাধারণ পুরুষ—ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের সম্পর্কযুক্ত। ক্লেশ পাঁচ প্রকার; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। অবিদ্যা = মিথ্যা-জ্ঞান; অস্মিতা = বিভিন্ন বস্তুতে অভেদ-প্রতীতি; রাগ = অনুরাগ; দ্বেষ = বিরাগ; অভিনিবেশ = মরণভয়। কর্ম দ্বিবিধ—সুকৃত ও দুষ্কৃত (পাপ ও পুণ্য)। বিপাক = কর্মফল। কর্মের ফল ত্রিবিধ; জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ। আশয় = বিপাকের অনুরূপ সংস্কার।

সাধারণ পুরুষ এই ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয় দ্বারা পরামৃষ্ট। সাধারণ পুরুষে এই ক্লেশাদির সম্পর্ক বিদ্যমান, যেহেতু বুদ্ধিস্থিত ঐ ক্লেশাদির ভোগ সাধারণ পুরুষকে স্পর্শ করে। যে পুরুষ ঐ ক্লেশাদির ভোগের দ্বারা অপরামৃষ্ট, তিনি পুরুষ-বিশেষ, তিনি ঈশ্বর। বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে, সাধারণ পুরুষ হইতে ব্যবচ্ছিন্ন, বিশিষ্ট করিবার জন্যই তাঁহাকে 'পুরুষ-বিশেষ' বলা হইয়াছে—বিশিষ্যতে ইতি বিশেষঃ পুরুষান্তরাদ্ ব্যবচ্ছিদ্যতে।

আপত্তি হইতে পারে যে, ঐ ব্যবচ্ছেদ অসঙ্গত। কারণ, যাঁহারা মুক্তপুরুষ বা প্রকৃতি-লয়-প্রাপ্ত, তাঁহারাও ত' ক্লেশাদির দ্বারা অপরামৃষ্ট, কেবলী।

কৈবল্যং প্রাপ্তা স্তর্হি সন্তি চ বহবঃ কেবলিনঃ। তে হি ত্রীণি বন্ধনানি ছিত্বা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ—ব্যাসভাষ্য •

ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—

ঈশ্বরস্য চ তৎসংবন্ধো ন ভূতো ন ভাবী। যথা মুক্তস্য পূর্বা বন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে নৈবমীশ্বরস্য; যথা বা প্রকৃতিলীনস্যোত্তরা বন্ধকোটিঃ সংভাব্যতে নৈবমীশ্বরস্য। স তু সদৈব মুক্তঃ সদৈব ঈশ্বর ইতি।

'সত্য বটে মুক্তপুরুষে ও প্রকৃতিলীনে আপাততঃ ক্লেশাদির সম্পর্ক নাই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাঁহারা এখন মুক্ত, এককালে তাঁহারা বদ্ধ ছিলেন। আর যাঁহারা প্রকৃতিলীন—তাঁহাদের প্রকৃতিলয় প্রাপ্ত হইবার পূর্বে বন্ধন ত' ছিলই, আগামীকল্পে প্রকৃতি হইতে উত্থিত হইলে তাঁহাদের আবার বন্ধন হইবে না—ইহাই বা কে বলিতে পারে? অতএব এক সময়ে না এক সময়ে তাঁহাদের ক্লেশাদির সংস্পর্শ ছিল বা হইবে। কিন্তু যিনি পুরুষ-বিশেষ বা ঈশ্বর—তাঁহার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—কোনকালেই ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের সংস্পর্শ ছিল না, নাই এবং হইবে না। কারণ, তিনি নিত্যমুক্ত।'

আর এক কথা—সাধারণ পুরুষ (জীব) যেমন বহু, পুরুষ-বিশেষ (ঈশ্বর) সেইরূপ বহু নহেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়।

তচ্চ তস্যৈশ্বর্যং সাম্যাতিশয়বিনির্মুক্তং, ন তাবদ্ ঐশ্বর্যান্তরেণ তদ্ অতিশয্যতে; যদেবাতিশয়ি স্যাৎ তদেব তৎ স্যাৎ, তস্মাৎ যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিরৈশ্বর্যস্য স ঈশ্বরঃ। ন চ তৎসমানম্ ঐশ্বর্যমস্তি—ব্যাসভাষ্য

অর্থাৎ, এই পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বরের সমান বা অধিক কেহ কোথাও নাই। তাঁহাতে ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠা!

শুধু ঐশ্বর্য নহে, তাঁহার জ্ঞানও পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্ত। যেমন জলাশয় অপেক্ষা নদী বৃহৎ, আবার নদী অপেক্ষা সমুদ্র বৃহৎ; সেইরূপ জ্ঞানেরও তারতম্য আছে। মূর্খের অপেক্ষা পণ্ডিতের জ্ঞান অধিক। আবার পণ্ডিত অপেক্ষা সুপণ্ডিতের জ্ঞান অধিকতর। যাঁহার জ্ঞানের মাত্রা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, যিনি সর্বজ্ঞ—তিনিই ঈশ্বর। সে জন্য সূত্রকার বলিলেন—

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞবীজং।*

আর এক কথা—ঈশ্বর কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—তিনি ত্রিকালের অতীত। কল্প মন্বন্তরের প্রারম্ভে ব্রহ্মা, মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি যে শাস্ত্রাদির উপদেশ বা প্রচার করেন, তাঁহারা সে শাস্ত্রজ্ঞান কোথা হইতে প্রাপ্ত হন? ঈশ্বরের নিকট হইতে। এই জন্য তাঁহাকে পূর্বগুরুগণেরও গুরু বলা হইল—

স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ। †

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাতঞ্জল সূত্র সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের ন্যায় কেবল জন্য-ঈশ্বর স্বীকার করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। যিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর—মহেশ্বর, তাঁহার সুস্পষ্ট উল্লেখ করিলেন। এই উপদেশই উপনিষদের অনুবর্তী। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, ভগবান্ ঈশ্বরের ঈশ্বর মহেশ্বর, দেবতার দেবতা পরমদেবতা।

তম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।—শ্বেত, ৬।৭

এতদূরে আমরা সাংখ্যোক্ত পুরুষ-তত্ত্বের আলোচনা শেষ করিলাম। দ্বিতীয় খণ্ডে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি-তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কারণ, সাংখ্যের মহা দ্বৈত পুরুষ এবং প্রকৃতি। পুরুষের আলোচনার পর প্রকৃতির আলোচনা অবশ্যম্ভাবী।

---

*এই সূত্রের টীকায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন—

কশ্চিৎ কিঞ্চিদেব অতীতাদি গৃহ্নাতি, কশ্চিৎ বহু কশ্চিৎ বহুতরং কশ্চিৎ বহুতমম্ ইতি গ্রাহ্যাপেক্ষয়া গ্রহণস্যাল্পত্বং বহুত্বং কৃতং। এতদ্ধি বর্ধমানং যত্র নিষ্ক্রান্তম্ অতিশয়াৎ স সর্বজ্ঞ ইতি

†ইহার টীকায় বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, এই সূত্র দ্বারা পতঞ্জলি ব্রহ্মাদি হইতে ঈশ্বরের বিশিষ্টত্ব উপদেশ করিয়াছেন—সম্প্রতি ভগবতো ব্রহ্মাদিভ্যঃ বিশেষমাহ।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রকৃতির স্বরূপ

প্রথম অধ্যায়

প্রকৃতির স্বরূপ

পাঠকের স্মরণ হইবে, সাংখ্যতত্ত্বের আলোচনায় আমরা উপক্রমে দেখিয়াছি যে, কৈবল্য বা মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় জ্ঞান। জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ (সাংখ্যসূত্র, ৩।২৩)। এই জ্ঞান অর্থে পুরুষ ও প্রকৃতির বিভেদ বা পার্থক্য-জ্ঞান—সাংখ্যপরিভাষায় যাহাকে 'বিবেকখ্যাতি' বলে।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ—যোগসূত্র, ২।২৬

সেই জন্য প্রথম খণ্ডে আমরা পুরুষের স্বরূপ আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর আমরা প্রকৃতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যাচার্যেরা পুরুষ হইতে প্রকৃতির বৈপরীত্য বা ভেদ নির্দেশ করিয়া বলেন যে, পুরুষ চেতন, কিন্তু প্রকৃতি জড়; পুরুষ কূটস্থ, নির্বিকার কিন্তু প্রকৃতি পরিণামী, বিকারশীল; পুরুষ নির্গুণ, কিন্তু প্রকৃতি গুণময়ী; পুরুষ দ্রষ্টা, কিন্তু প্রকৃতি দৃশ্য; পুরুষ ভোক্তা, কিন্তু প্রকৃতি ভোগ্য; পুরুষ বিষয়ী (Subject), কিন্তু প্রকৃতি বিষয় (Object); পুরুষ কেবল, অমল, অসঙ্গ—কিন্তু প্রকৃতি সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ, শান্ত-ঘোর-মূঢ়।

ত্রিগুণম্ অবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যম্ অচেতনং প্রসবধর্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্‌বিপরীত স্তথা চ পুমান্॥

—সাংখ্যকারিকা, ১১

'প্রকৃতি ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সাধারণ, অচেতন ও বিকারী। পুরুষ ইহার বিপরীত।'

কিন্তু তথাপি প্রকৃতি ও পুরুষ একান্ত বিসদৃশ নহে। কারণ, প্রকৃতি

ও পুরুষ—উভয়েই নিত্য, অনাদি ও নিষ্ক্রিয় ; উভয়েই অপরিচ্ছিন্ন, উভয়েই স্বতন্ত্র, উভয়েই অলিঙ্গ, উভয়েই নিরবয়ব।

হেতুমদ্ অনিত্যম্ অব্যাপি সক্রিয়ম্ অনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্।
সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতম্ অব্যক্তম্॥

—সাংখ্যকারিকা, ১০

(সক্রিয়ং = পরিস্পন্দবৎ ; লিঙ্গং = mergent)

এই ১১ কারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদাচার্য বলিয়াছেন—

অহেতুমৎ প্রধানং তথা চ পুমান্ অহেতুমান্ অনুৎপাদ্যত্বাৎ। নিত্যং প্রধানং তথাচ নিত্যঃ পুমান্। অক্রিয়ঃ সর্বগতত্বাদেব। একম্ অব্যক্তং তথা পুমানপি একঃ। অনাশ্রিতম্ অব্যক্তং তথাচ পুমান্ অনাশ্রিতঃ। অলিঙ্গং প্রধানং তথাচ পুমানপি অলিঙ্গঃ। ন ক্বচিৎ লীয়তে ইতি। নিরবয়বম্ অব্যক্তং তথাচ পুমান্ নিরবয়বঃ। স্বতন্ত্রম্ অব্যক্তং তথাচ পুমানপি স্বতন্ত্রঃ।

অর্থাৎ, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অনাদি, নিত্য, অক্রিয়, বিভু, এক, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, নিরবয়ব ও স্বতন্ত্র।

প্রকৃতি ও পুরুষের এই সারূপ্য (similarity) ও বৈরূপ্য (disparity) আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

কিন্তু তৎপূর্বে আমাদের বিচার করিতে হইবে—এই যে বিবিধ, বিচিত্র বিশ্ব প্রতিক্ষণ আমাদের সমক্ষে প্রতিভাত হইতেছে, ইহা কি সত্য না অলীক ? ইহার কি বাস্তবিক সত্তা আছে, কিম্বা ইহা 'বিজ্ঞান' মাত্র ? কারণ, জগৎ যদি অলীক হয়, 'বিজ্ঞান' মাত্র হয় তবে ত' প্রকৃতির প্রসঙ্গই উঠে না।

অভিজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, এ সম্পর্কে দার্শনিক সমাজে দ্বিবিধ 'বাদ' প্রচলিত আছে—'বাস্তববাদ' ও 'বিজ্ঞানবাদ'। ইহাদের পাশ্চাত্য নাম Realism ও Idealism.

Realism, in metaphysics, as opposed to 'Idealism', is the doctrine that there is an immediate or intuitive cognition of external objects, while according to Idealism, all we are conscious of, is our ideas. According to Realism, external objects exist independently of our sensations or conceptions; according to Idealism, they have no such independent existence.

—The Modern Cyclopedia, vol VII, p. 143

According to Realism, objects exist quite independently of their being cognised, and are apprehended directly by the mind and as they are, more or less.

—An Outline of Modern Knowledge, p. 546

সাংখ্যেরা যখন পুরুষ-ব্যতিরিক্ত প্রকৃতির সত্তা স্বীকার করেন—যে প্রকৃতি তাঁহাদের মতে বিশ্বের আদ্য উপাদান (the *primus* of all creation)—জড়বাদী না হইলেও যখন তাঁহারা 'assert the ultimate *reality* of a primary substance (প্রকৃতেঃ আদ্যোপাদানতা), which they regard as eternal, indestructible and ubiquitous',*—তখন সাংখ্যেরা বাস্তববাদী (Realists)—বিজ্ঞানবাদী (Idealists) নহেন।

বিজ্ঞানবাদ বলিলে কি বুঝি ?

বিজ্ঞানবাদের সার কথা এই—

নাস্তি অর্থঃ বিজ্ঞান-বি-সহচরঃ, অর্থাৎ, বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব নাই। মাধ্যমিক বৌদ্ধ ও এক শ্রেণীর বৈদান্তিক এই মর্মে বলেন যে, এই

*Plato had a similar idea of a universal, invisible source of all material forms.—Timoeus

বৈচিত্র্যময় বিরাট্ বিশ্বটা আমাদের প্রতীতি মাত্র—আমাদের বিজ্ঞা
বা Ideaরই ভাবান্তর—প্রকৃতপক্ষে ইহার কোন সত্তা নাই—ইহা অ-সং

প্রতীতিমাত্রম্ এবৈতদ্ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্।—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী

'এই যে চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে—ই প্রতীতি ভিন্ন কিছু নহে।' অর্থাৎ, ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত—It is matter of seeming—Its esse is its percipi—যেমন সূর্যরশ্মিে জলভ্রম, শুক্তিতে রজতভ্রম, রজ্জুতে সর্পভ্রম—এ সকলই illusion.

ইহাকেই বলে—অ-তস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ—'all is delusion, naugl is truth.'

অহো বিকল্পিতং বিশ্বম্ অজ্ঞানাৎ ময়ি ভাসতে।
রূপ্যং শুক্তৌ, ফণী রজ্জৌ, বারি সূর্যকরে যথা॥

—অষ্টাবক্রসংহিতা, ২

ইহারই পারিভাষিক নাম—'অন্যতাখ্যাতি'—অন্যৎ বস্তু অন্যরূপে ভাসতে।

এই মর্মে আচার্য গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

মনোদৃশ্যম্ ইদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনী ভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥

ইহার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য লিখিতেছেন—

ন হি স্বপ্নে হস্ত্যাদি গ্রাহ্যং, গ্রাহকং চক্ষুরাদি—দ্বয়ং বিজ্ঞানব্যতিরেকে নাস্তি। জাগ্রদপি তথৈব।

অথাৎ, স্বপ্নে যেমন গ্রাহ্য-গ্রাহক বিষয়-ইন্দ্রিয়রূপ দ্বৈতের সত্তা থাকে না—কেবল বিজ্ঞান (Idea) মাত্র থাকে—জাগ্রতেও সেইরূপ। সে জন্য গৌড়পাদ বলিলেন যে, চরাচর এই যে বিশ্ব—ইহার সমস্তই মন কল্পিত। মনঃ যদি অ-মনঃ হয়, তবে আর জগতের প্রতীতি থাকে না।

মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা নিপট বিজ্ঞান-বাদী (uncompromising

Idealists)। তাঁহারা আত্মস্থ বিজ্ঞান (সম্বিৎ) ভিন্ন অন্য কোন সত্তা স্বীকার করেন না—

কেবলাং সম্বিদং স্বস্থাং মন্যন্তে মধ্যমাঃ পুনঃ—বিবেকবিলাস

মাধ্যমিকের মতে ম্যাটার এবং তৎসঙ্গে বাহ্যজগৎ (external world) একেবারে প্রত্যাখ্যাত।

শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার ২।২।২৮ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে ঐ মাধ্যমিক মতের এইরূপ বিবৃতি করিয়াছেন—

ন বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্তো বাহ্যোঽর্থঃ অস্তি। * * স্বপ্নাদিবৎ চ ইদং দ্রষ্টব্যম্। যথা হি স্বপ্নমায়া-মরীচ্যুদক-গন্ধর্বনগরাদি-প্রত্যয়া বিনৈব বাহ্যেন অর্থেন গ্রাহ্য-গ্রাহকাকারা ভবন্তি, এবং জাগরিত-গোচরা অপি স্তম্ভাদি-প্রত্যয়া ভবিতুম্ অর্হন্তি।

'বিজ্ঞান (idea)-ব্যতিরিক্ত বাহ্যার্থ (external world) কোন কিছু নাই। স্বপ্নানুভূতির ন্যায় ইহা বুঝিতে হইবে। স্বপ্ন, মায়া (illusion), মরীচিকা (mirage) প্রভৃতিতে যেমন বাহ্যবস্তু ব্যতিরেকেও জল, জন্তু, গন্ধর্বপুরী প্রভৃতির প্রতীতি হয়, জাগরিত অবস্থাতেও সেইরূপ বাহ্যবস্তু না থাকা সত্ত্বেও স্তম্ভাদির প্রত্যয় হইয়া থাকে।'

সাংখ্যাচার্যেরা ঐ বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন—

ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহ্যপ্রতীতেঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৪২

'বিশ্ব বিজ্ঞান মাত্র নহে, যেহেতু বাহ্যবস্তুর (external world-এর) প্রতীতি (উপলব্ধি) হইতেছে।'

ন বিজ্ঞানমাত্রং জগৎ। তথা সতি অহং ঘট ইতি প্রত্যয়ঃ স্যাৎ ন তু অয়ং ঘট ইতি। বাসনা-বিশেষাৎ ইতি চেৎ ন—বাহ্যাভাবে ঘটবাসনায়া এব অসত্ত্বাৎ কথং বিশেষঃ? তস্মাৎ সিদ্ধঃ বাহ্যঃ অর্থঃ—অনিরুদ্ধ

সাংখ্যেরা বলেন যে, যাহা নাই, যাহা অ-সৎ, তাহার কখনও প্রতীতি বা জ্ঞান হইতে পারে না।

নাসতঃ খ্যানং নৃশৃঙ্গবৎ—সাংখ্যসূত্র, ৫।৫২

এবং যাহা অবস্তু, তদ্দ্বারা কখনও বস্তু-সিদ্ধি হয় না—

নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৭৮

সেই জন্য তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, জগৎ অবস্তু নহে—বাহ্যার্থ বস্তুতঃ আছে।

অবাধাদ্ অদুষ্টকারণজন্যত্বাৎ চ নাবস্তুত্বম্—সাংখ্যসূত্র, ১।৭৯

জগৎ-সত্যত্বম্ অদুষ্টকারণজন্যত্বাৎ বাধকাভাবাৎ—ঐ, ৬।৫২

'যেহেতু জগৎ-জ্ঞানের কোন বাধক নাই এবং ঐ জ্ঞান কামলাদিদোষ-দুষ্ট দৃষ্টির ন্যায় ভ্রমজনিত নহে, অতএব জগৎ বাস্তব বটে—অবস্তু নহে।'

স্বপ্নপদার্থস্যেব প্রপঞ্চস্য বাধঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্নাস্তি। তথা শঙ্খপীতিমাদেরিব দুষ্টেন্দ্রিয়াদিজন্যত্বম্ অপি নাস্তি, দোষকল্পনে প্রমাণাভাবাৎ—ইত্যতো ন কার্যস্য অবস্তুত্বম্।—বিজ্ঞানভিক্ষু

পুনশ্চ ভিক্ষু বলেন, কোন কোন বেদান্তিব্রুবের (অর্থাৎ, so-called বৈদান্তিকের—ভিক্ষু ইহাদিগকে বৈদান্তিক বলিতে প্রস্তুত নন) মতে এ বিশ্ব মায়া মাত্র—অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ—যেমন মরীচিকা। কিন্তু তাঁহাদের অভিমত মায়া ত' অবস্তু। অবস্তু দ্বারা কিরূপে বস্তু সিদ্ধি হয়?

নাবস্তুনো বস্তু-সিদ্ধিঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৭৮

তাঁহারা যে শুক্তি রজত, স্বপ্ন মনোরথ ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেন, ঐ দৃষ্টান্ত অপ্রযুক্ত—শুক্তি-রজত-স্বপ্ন-মনোরথাদৌ চ মনঃ-পরিণামরূপ এবার্থঃ প্রতীয়তে, নাত্যন্তাসন্ ইতি বক্ষ্যতি—৫।৫২ সাংখ্যসূত্রের ভিক্ষুভাষ্য।

শুক্তিতে রজতভ্রম প্রভৃতি মনেরই বিপর্যয়-বৃত্তিমাত্র; ঐ মন যখন প্রকৃতির বিকার, তখন মন মায়ামাত্র হইবে কিরূপে? এ প্রসঙ্গে ভিক্ষু ২।২।২৮ ব্রহ্মসূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন—নাভাব উপলব্ধেঃ।

ইহার উপর শঙ্কর ভাষ্য এই—

'ন খল্বভাবো বাহ্যস্য অর্থস্য অধ্যবসাতুং শক্যতে। কস্মাৎ?

উপলব্ধেঃ। উপলভ্যতে হি প্রতিপ্রত্যয়ং বাহ্যোঽর্থঃ স্তম্ভঃ কুড্যং ঘটঃ পট ইতি।'

'জগতের অভাব—নাস্তিত্ব সিদ্ধ করা যায় না। কেন? যে হেতু আমরা প্রত্যেক চিত্তবৃত্তিতেই বাহ্যার্থ উপলব্ধি করি—স্তম্ভ, ভিত্তি, ঘট, পট ইত্যাদি।'

এক শ্রেণীর বৈদান্তিক ঐ মায়াকে 'অঘটনপটীয়সী', 'মিথ্যাভূতা সনাতনী' ইত্যাদি বিশেষণে সজ্জিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা মায়ার প্রকৃতরূপ প্রচ্ছন্ন হইয়াছে। মায়ার প্রকৃত অর্থ কি? শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আমরা ইহার উত্তর পাই—মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ (৪।১০)—অর্থাৎ, মায়া-শব্দেন প্রকৃতিরেব উচ্যতে—১।৬৯ সাংখ্যসূত্রের ভিক্ষুভাষ্য।

ইহার সমর্থনে ভিক্ষু ঐ স্থলে নিম্নোক্ত স্মৃতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রাকৃতং তু গুণত্রয়ম্।
এতন্ময়ী চ প্রকৃতি র্মায়া যা বৈষ্ণবী শ্রুতা॥
লোহিত-শ্বেত-কৃষ্ণেতি তস্যা স্তাদৃগ্ বহুপ্রজাঃ॥

অর্থাৎ, সত্ত্ব, রজ ও তমঃ—এই যে প্রাকৃতিক গুণত্রয়, ইহাকেই বৈষ্ণবী মায়া বলা হয়। ইহা ত্রিগুণময়ী—লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ। ইহা হইতেই বিবিধ বিচিত্র সৃষ্টি। বেদান্তিব্রুবের যে মায়াবাদ, ভিক্ষু পদ্মপুরাণ উদ্ধার করিয়া বলেন, ঐ মায়াবাদ অ-সৎ শাস্ত্র—প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত।

মায়াবাদম্ অ-সৎশাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ।

এই প্রকৃতি নিত্যা, ধ্রুবা হইলেও এক ভাবে ইহা 'অ-সৎ'—কারণ, প্রকৃতি পরিণামী, বিকারশীল। অতএব এইভাবে প্রকৃতিকে অ-সৎ বলা অসঙ্গত নয়। অর্থাৎ, পুরুষের ন্যায় প্রকৃতির কূটস্থ-নিত্যতা নাই। প্রকৃতি পরিণামী-নিত্য।*

---

* দ্বয়ী চেয়ং নিত্যতা—কূটস্থ-নিত্যতা পরিণামি-নিত্যতা চ। তত্র কূটস্থ-নিত্যতা পুরুষস্য। পরিণামি-নিত্যতা গুণানাম্। যস্মিন্ পরিণম্যমানে, তত্ত্বং ন বিহন্যতে তৎ নিত্যম্—৪।৩৩ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

নাসদ্রূপা ন সদ্রূপা মায়া নৈবোভয়াত্মিকা—সৌরপুরাণ

এই ভাব লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন—'বিকার জননীং মায়াম্ অষ্টরূপাম্ অজাং ধ্রুবাম্' ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধা মায়াখ্যা প্রকৃতিঃ পরমার্থসতী ন ভবতি।

ইহাই সাংখ্যের সদসৎ-খ্যাতিবাদ—

সদসৎখ্যাতি র্বাধাবাধাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৫।৫৬

অর্থাৎ, 'the world is neither real nor unreal.'

অব্যক্তং কারণং যৎ তৎ নিত্যং সদসদাত্মকম্।
প্রধানং প্রকৃতিশ্চেতি যদ্ আহু স্তত্ত্বচিন্তকাঃ॥

অতএব মায়া নয়, মরীচিকা নয়, বিজ্ঞান নয়*—সদসৎখ্যাতিই যথার্থ বাদ।

বিজ্ঞান-বাদ সম্বন্ধে পতঞ্জলি কি বলেন?

পাতঞ্জল দর্শনের ব্যাস-ভাষ্যে এই প্রসঙ্গ সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে; সেখানেও ভাষ্যকার যোগসূত্রের উপর নির্ভর করিয়া জগতের অবস্তুত্বের বারণ করিয়াছেন।

পরিণামৈকত্বাদ্ বস্তুতত্ত্বম্—যোগসূত্র, ৪।১৪

এই সূত্রের উপলক্ষে ভাষ্যকার বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন—

নাস্তি অর্থো বিজ্ঞানবিসহচরঃ, অস্তি তু জ্ঞানম্ অর্থ-বিসহচরং স্বপ্নাদৌ কল্পিতম্ ইত্যনয়া দিশা যে বস্তু-স্বরূপম্ অপহ্নুবতে—জ্ঞানপরিকল্পনামাত্রং বস্তু স্বপ্নবিষয়োপমং, ন তু† পরমার্থতঃ অস্তি ইতি যে আহুঃ, তে তথেতি

* ভিক্ষু ১।৪৩ সূত্রের ভাষ্যে বলিতেছেন যে, বিজ্ঞানবাদ যদি যথার্থ বাদ হয়, তবে বিষ্ণুপুরাণ অসুর-মোহনে প্রবৃত্ত মায়ামোহরূপী বিষ্ণুর মুখে বলিলেন কেন—'বিজ্ঞানময়ম্ এবৈতদ্ অশেষম্ অবগচ্ছত'?

† যথা যথা অবভাসতে ইদং-কারাস্পদত্বেন, তথা তথা স্বয়ং উপস্থিতং—ন তু কল্পনোপকল্পিতং বিজ্ঞানবিষয়তাপন্নম্। * * * প্রতিজ্ঞানম্ উপস্থিতং প্রত্যুপস্থিতম্।
—বাচস্পতি।

প্রত্যুপস্থিতম্ ইদং স্বমাহাত্ম্যেন বস্তু কথম্ অপ্রমাণাত্মকেন বিকল্পজ্ঞানবলেন বস্তু-স্বরূপম্ উৎসৃজ্য তদেব অপলপন্তঃ শ্রদ্ধেয়-বচনাঃ স্যুঃ—৪।১৪ ব্যাসভাষ্য

'কেহ কেহ 'বিজ্ঞান-বিযুক্ত বস্তু থাকে না, অথচ বস্তুবিযুক্ত বিজ্ঞান থাকে (যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু)'—এই যুক্তি বলে বাহ্য বস্তুর অপলাপ করিয়া (ভূতভৌতিকানি বিজ্ঞানমাত্রাৎ ন ভিন্নানি) 'জগৎ বিজ্ঞানের পরিকল্পনা (fabrication) মাত্র (যেমন স্বপ্নজ্ঞান), ইহার বাস্তবতা বা পারমার্থিক সত্তা নাই' (স্বপ্নবিষয়োপমং ন তু পরমার্থতঃ অস্তি)—এইরূপ মতবাদ পোষণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের বাক্যে শ্রদ্ধা করা যায় না। যেহেতু আমরা দেখিতে পাই, বাহ্যবস্তু স্ব-মাহাত্ম্যে (স্বীয় গ্রাহ্য শক্তি বলে) উদ্ভাসিত হয়—বস্তুই বিজ্ঞানের জনক, বিজ্ঞান বা বিকল্প-জ্ঞান বস্তুর জনক নহে।* অতএব বস্তুস্বরূপ উৎখাত করিয়া জগতের অপলাপ করা অসঙ্গত।'

যোগ-দর্শনের পরবর্তী সূত্রের দ্বারাও এ কথার সমর্থন হয়।

বস্তুসাম্যে চিত্তভেদাৎ তয়োর্বিভক্তঃ পন্থাঃ—যোগসূত্র, ৪।১৫

বস্তুজ্ঞানয়োঃ গ্রাহ্যগ্রহণ-ভেদভিন্নয়োঃ বিভক্তঃ পন্থাঃ। নানয়োঃ সঙ্কর-গন্ধোঽপি অস্তি—ব্যাসভাষ্য

অতএব ব্যাসভাষ্যের সিদ্ধান্ত এই—

স্বতন্ত্রোঽর্থঃ সর্বপুরুষসাধারণঃ স্বতন্ত্রানি চ চিত্তানি প্রতিপুরুষং প্রবর্তন্তে। তয়োঃ সম্বন্ধাৎ উপলব্ধিঃ পুরুষস্য ভোগ ইতি।

অর্থাৎ, একই বাহ্যবস্তু যখন ভিন্ন ভিন্ন চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন করিতেছে, তখন বাহ্যবস্তুকে স্ব-প্রতিষ্ঠ বলিতেই হয়—তাহাকে বিজ্ঞানের পরিকল্পনা বলা চলে না।

---

* স্ব-মাহাত্ম্যেনেতি কারণত্বং বিজ্ঞানং প্রতি অর্থস্য দর্শয়তি। যস্মাৎ অর্থেন স্বকীয়য়া গ্রাহ্যশক্ত্যা বিজ্ঞানম্ অজনি, তস্মাদ্ অর্থস্য গ্রাহকম্—বাচস্পতি

অর্থাৎ, বিষয় (object)-ই বিজ্ঞানের জনক, বিজ্ঞান অর্থের জনক নয়। বিষয় থাকিলে তবেই বিজ্ঞানের উৎপত্তি, নতুবা নহে—বিষয়াবষ্টম্ভং হি বিজ্ঞানং নাসতি বিষয়ে ভবতি • * অস্মদাদীনাং চ বিজ্ঞানম্ অসতি বিষয়ে ন উৎপন্নং স্যাৎ—বাচস্পতি

ইহার পর ৪।২৩ যোগসূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার সুর আর একগ্রাম চড়াইয়া বলিতেছেন—

অপরে চিত্তমাত্রম্ এবেদং সর্বং, নাস্তি খল্বয়ং গবাদির্ঘটাদিশ্চ সকারণো লোক ইতি, অনুকম্পনীয়াস্তে—৪।২৩ সূত্রের ব্যাসভাষ্য

'কেহ কেহ বলেন বিশ্বটা বিজ্ঞান মাত্র, ঘট পট গো অশ্ব প্রভৃতি বাহ্যবস্তুসমন্বিত এই জগৎ অ-সৎ—তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃপাপাত্র।'

এইরূপে সাংখ্যাচার্যেরা বিজ্ঞানবাদ বা Idealism খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব প্রকৃতি যখন মায়ামাত্র নহে, তখন আমরা ইহার পরিচয় গ্রহণে অগ্রসর হইতে পারি।

প্রকৃতি কি? প্রকরোতি ইতি প্রকৃতিঃ—বিচিত্র সৃষ্টিকরত্বাৎ—এই বিশ্ব যাহার কৃতি, যাহা বিশ্বের অমূল মূল (rootless root), চরম উপাদান (material)—তাহার নাম প্রকৃতি।

মূলে মূলাভাবাদ্ অমূলং মূলম্—সাংখ্যসূত্র, ১।৬৭

প্রকৃতেঃ আদ্যোপাদানতা অন্যেষাং কার্যত্বশ্রুতেঃ—ঐ, ৬।৩২

গতিযোগেঽপি আদ্যকারণতা-অহানিঃ, অণুবৎ—ঐ, ৬।৩৭

'প্রকৃতিই জগতের আদ্য (চরম) উপাদান—অন্য সমস্তই প্রকৃতির কার্য বা বিকার।' অর্থাৎ, 'প্রকৃতি is the formless substrate of all things.'

কথাটা একটু বুঝিবার চেষ্টা করি। একখান রেশমী বস্ত্র যদি বিশ্লেষণ করি, তবে দেখিব রেশমী সূত্র তাহার উপাদান। ঐ সূত্রের উপাদান কি? রেশম। রেশমের উপাদান কি? কোষকীট (গুটিপোকার শরীর)। ঐ শরীরের উপাদান কি? কারবন, অম্লজান প্রভৃতি রাসায়নিক অণু (chemical elements)। উহাদের উপাদান কি? ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চভূত। পঞ্চভূতের উপাদান কি? গন্ধ-তন্মাত্র প্রভৃতি পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম ভূত। তন্মাত্রের উপাদান কি? অহংকারতত্ত্ব।

অহংকার-তত্ত্বের উপাদান কি? মহৎতত্ত্ব। মহৎ-তত্ত্বের উপাদান কি? প্রকৃতি।

এইরূপ প্রণালীতে মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করিলে আমরা কি পাই? আমার চিত্তে কাম বা ক্রোধের উদয় হইল। বিশ্লেষণ করিলে দেখিব, ঐ কাম বা ক্রোধ চিত্তের বিকার মাত্র—উহার উপাদান মনঃ। মনের উপাদান কি? ঐ অহংতত্ত্ব। অহংতত্ত্বের উপাদান কি? ঐ মহৎতত্ত্ব। তাহার উপাদান? ঐ প্রকৃতি।

চক্ষুর দ্বারা রূপ দর্শন করিতেছি, কর্ণের দ্বারা শব্দ শ্রবণ করিতেছি, নাসিকার দ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছি, জিহ্বা দ্বারা রস আস্বাদ করিতেছি, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ অনুভব করিতেছি। এই সকল স্থূল ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের উপাদান কি? স্থূল ইন্দ্রিয়ের উপাদান ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের উপাদান ঐ অহংতত্ত্ব। অহং তত্ত্বের উপাদান ঐ মহৎতত্ত্ব এবং মহৎতত্ত্বের উপাদান ঐ প্রকৃতি। এইরূপে স্থাবর বা জঙ্গম, যে কোন বস্তুরই বিশ্লেষণ করি না কেন, চরমে ঐ প্রকৃতিতেই উপনীত হইব। সেই জন্যই প্রকৃতিকে বিশ্বের 'আদ্য উপাদান' বলা হইল।

তস্মাৎ প্রকৃতিরেব উপাদানং জগতঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু

একটু অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ধীরে ধীরে এই দার্শনিক সিদ্ধান্তের সমীপস্থ হইতেছে। কিরূপে? আমরা দেখিবার চেষ্টা করি।

এই যে বিবিধ বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্ব—বিশ্লেষণ করিলে ইহাকে স্থাবর ও জঙ্গম, এই দুই কোটিতে ভাগ করা যায়।

স্থাবর = Inorganic, জঙ্গম = Organic (উদ্ভিদ ও প্রাণী) †

† এ সম্বন্ধে আমি আমার 'উপনিষদ্ ব্রহ্মতত্ত্বে' সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। এখানে সংক্ষেপে তাহার অনুসরণ করিলাম।

জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, ধাতু, শিলা, ক্ষিতি, বাষ্প, সাগর, ভূধর—এ সমস্তই স্থাবরের অন্তর্গত। আর বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট, সরীসৃপ ও মানুষ—এ সমস্তই জঙ্গমের অন্তর্গত।

রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানিয়াছি যে, যে কিছু স্থাবর পদার্থ আছে, যদি তাহার বিশ্লেষণ করি—তবে ৯২টী মূলভূতে (elements-এ) উপনীত হইব। আর যে কোন জঙ্গমেরই বিশ্লেষণ করি না কেন, আমরা দেখিতে পাইব যে, তাহার শরীর কোষাণুর দ্বারা গঠিত। ঐ কোষাণুকে আবার বিশ্লেষণ করিলে, আমরা ঐ ৯২টী মূলভূতের মধ্যে কয়েকটী মূলভূতের সাক্ষাৎ পাইব। অতএব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় স্থূল জগৎ ঐ ৯২ মূলভূতের (হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, পারদ, রৌপ্য, স্বর্ণ, গন্ধক, কার্বন প্রভৃতির) সংযোগ ও সংহননে রচিত।

অনেকদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা এই সমস্ত মূলভূতের পরমাণুকে পরস্পর স্বতন্ত্র ও নিত্য মনে করিতেন। তাঁহারা বলিতেন যে, স্বর্ণের পরমাণু চিরদিন স্বর্ণের পরমাণুই আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের পূর্বাপর একটা আশা-কল্পনা ছিল যে, ঐ ৯২টী মূলভূত হয়ত' এক অদ্বিতীয় উপাদানে গঠিত, তাহারা হয়ত' এক চরম ভূতের পরিণাম মাত্র।* মনীষী স্যার উইলিয়ম ক্রুক্‌স এই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করেন। † তিনিই

* It is the dream of science that all the organised chemical elements will one day be found to be modifications of a single element.—World life, p. 48

† Crooke's chemistry admits that the primary constituents of all matter, of all atoms, are identical in their nature and issue from one single basis called 'protyle', their difference of form and appearance in molecules and compound bodies being only the result of a difference in distribution or position.

—Dr. Marques' Scientific Corroborations, Page 11.

প্রথমে প্রতিপাদন করেন যে, রসায়নোক্ত ঐ ৯২টী মূলভূত বস্তুতঃ মূলভূত নহে, তাহারা প্রোটাইল (Protyle) নামক এক চরমভূতের বিকার মাত্র। ঐ প্রোটাইলই জগতের নির্বিশেষ (homogenous) চরম উপাদান— তাহারই সংযোগ-সংহননে এই বিচিত্র বিশ্ব। তিনি আরও প্রতিপন্ন করেন যে, বৈজ্ঞানিক যাহাকে নিত্য, অখণ্ড পরমাণু মনে করিতেন, তাহা নিত্যও নহে, অখণ্ডও নহে। অধিকন্তু তাহারা পরস্পর স্বতন্ত্র নহে; কিন্তু যেমন একরাশি ইষ্টককে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সজ্জিত করিলে নানাজাতীয় অট্টালিকা নির্মাণ করা যায়, সেইরূপ সেই প্রোটাইল-রূপ মূল পরমাণুর সংহনন-ভেদে রাসায়নিকের ঐ ৯২টি বিভিন্ন পরমাণুর উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রুক্‌সের এই মত এক্ষণে বৈজ্ঞানিক-সমাজে স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

বিজ্ঞানের এই প্রোটাইলই সাংখ্যদিগের প্রকৃতির অনুধ্বনি—স্থূল জগতের মূল উপাদান।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ ঐ প্রকৃতির বাস্তবতা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, সাংখ্যের প্রকৃতি একটা mere abstraction. তাঁহার নিজের কথা এই—

Prakriti (like Purusa) is also an abstraction from experience. It is the limiting concept on the object side, the name for the unknown and *hypothetical* cause

---

According to the adopted theory, first clearly formulated by Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity, vaguely designated by the word Ether.

All matter then is merely whirling Ether. By being set in movement, Ether becomes matter perceptible to our senses. The movement arrested, the primary substance reverts to its normal state and becomes imperceptible.—Nickola Tesla.

of the object-world. If the real is experienced, then Prakriti is the unrealisable abstraction of pure object. This character of Prakriti is admitted when it is denoted by the word "avyakta" or unmanifested. It is mere emptiness, being the formless substrate of things.

অথচ রাধাকৃষ্ণন্ নিজেই বলেন —

'প্রকৃতি represents, in Hegel's phrase, 'the portentious power of the negative', which brings the world into being—an undifferentiated manifold containing the potentialities of all things. It is not so much being as force.' তাহাই যদি হইল, তবে রাধাকৃষ্ণন্ প্রকৃতিকে abstraction -মাত্র বলেন কিসে ?

প্রকৃতি ত' অবস্তু নয়ই—উহা প্রচণ্ড বস্তু।

প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, প্রকৃতি যেমন সকলের উপাদান (সর্বোপাদানম্ —সাংখ্যসূত্র, ১।৭৬), প্রকৃতির উপাদান কি ? এ প্রশ্ন অসঙ্গত। কারণ, স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু পদার্থ আছে - পরম্পরাক্রমে* প্রকৃতিই যখন তাহাদিগের চরম উপাদান, তখন সেই চরমের আবার চরম থাকিবে কিরূপে ? যদি থাকে, তবে সে চরমের চরম কি ? দর্শনের ভাষায় ইহাকে 'অনবস্থা' বলে। অনবস্থা একটা দার্শনিক দোষ। অতএব আদ্য উপাদান প্রকৃতির মূল অন্বেষণ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। সেই জন্য সাংখ্যাচার্যেরা প্রকৃতিকে বিশ্বের অমূল মূল বলিলেন।

মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলম্।

এই প্রকৃতি যখন বিশ্বের মধ্যে সর্বত্র অন্বিত, অনুগত রহিয়াছে, উহা

---

* পারংপর্যেঽপি প্রধানানুবৃত্তিঃ অণুবৎ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৩৫

পারম্পর্যেঽপি একত্র পরিনিষ্ঠা ইতি সংজ্ঞামাত্রম্—ঐ, ১।৬৮

যখন সর্বগত—তখন কোথাও কোনরূপে উহার পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। সেইজন্য সাংখ্যসূত্র বলিলেন—

পরিচ্ছিন্নং ন সর্বোপাদানম্—১।৭৬

ইহার ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

পরিচ্ছিন্নত্বম্ অত্র দৈশিকাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বং তদ্-অভাবশ্চ ব্যাপকত্বম্। তথা চ জগৎকারণত্বস্য দৈশিকাভাবপ্রতিযোগিতা-নবচ্ছেদত্বমেবেতি প্রকৃতেঃ ব্যাপকত্বম্ ইতি পর্যবসিতম্।

অর্থাৎ, যাহা অল্পদেশব্যাপী (যাহা অণু বা মধ্যম পরিমাণ), তাহাই পরিচ্ছিন্ন। প্রকৃতি যখন সর্বব্যাপী ব্যাপক বস্তু, তখন উহার পরিচ্ছেদ সম্ভবে না। সেই জন্য প্রকৃতিকে বিভু বলে।

সর্বত্র কার্যদর্শনাৎ বিভুত্বম্—সাংখ্যসূত্র, ৬।৩৬

(কার্য—বিকার)

কারিকাও বলিয়াছেন—ব্যক্ত বা বিকৃতি 'হেতুমৎ, অনিত্যম্, অব্যাপি', আর প্রকৃতি বা অব্যক্ত ইহার বিপরীত, অর্থাৎ, ব্যাপী বা বিভু।

পুনশ্চ—প্রকৃতে র্বিভুত্ব-যোগাৎ—কারিকা, ৪২

এই প্রকৃতিই খণ্ডভাবে পুরুষের বিষয়। সেই জন্য কারিকা বলিয়াছেন—ত্রিগুণম্ অবিবেকি বিষয়ঃ।*—কারিকা, ১১

পুরুষ বিষয়ী (Subject), প্রকৃতি বিষয় (Object); পুরুষ দ্রষ্টা, প্রকৃতি দৃশ্য।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্

—যোগসূত্র, ২।১৮

---

* এই প্রসঙ্গে বাচস্পতি বিজ্ঞানবাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া 'তত্ত্বকৌমুদী'তে লিখিয়াছেন :—যে তু আহুঃ বিজ্ঞানমেব হর্ষবিষাদমোহাত্মাকারম্, ন পুনঃ ইতঃ অন্যঃ তদ্ধর্মা ইতি তান্ প্রতি আহ—বিষয় ইতি—বিষয়ো গ্রাহ্যো বিজ্ঞানাদ্ বহিঃ ইতি যাবৎ।

এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্ত-প্রবিভাগাঃ পরিণামিনঃ ** প্রধানশব্দবাচ্যা ভবন্তি। এতৎ দৃশ্যম্ ইতি উচ্যতে—ব্যাসভাষ্য

অর্থাৎ, 'এই 'দৃশ্য' প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী এবং ভূত ও ইন্দ্রিয়াত্মক—কারণ, প্রকৃতির বিকার দ্বারাই বাহ্য বস্তু ও ইন্দ্রিয়াদি গঠিত। উহার দ্বারা পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সাধিত হয়।' কিরূপে? সে কথা আমরা পরে আলোচনা করিব।

একই প্রকৃতি যখন অনেক পুরুষের দৃশ্য বা ভোগ্য হইতেছে, তখন সে অ-সাধারণ, অর্থাৎ, কাহারও নিজস্ব নহে—সেই জন্য প্রকৃতিকে সামান্য বা সাধারণ বলা হয়।

ত্রিগুণম্ অবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যম্ অচেতনং প্রসবধর্মি—কারিকা, ১১

সামান্যং=সাধারণং, ঘটাদিবদ্ অনেকপুরুষৈঃ গৃহীতম্—বাচস্পতি

নিরবয়বম্ একমেব হি সাধারণম্ এতদ্ অব্যক্তম্—সূত্রবৃত্তি

'এই অব্যক্ত (প্রকৃতি) নিরবয়ব, এক এবং সাধারণ।'

সাংখ্য মতে পুরুষ অনেক, কিন্তু প্রকৃতি এক। অবশ্য প্রকৃতির যে বিকৃতি, তাহা অনেক—বিবিধ এবং বিচিত্র—

অনেকম্ আশ্রিতং লিঙ্গম্—কারিকা, ১০*

ইহা ব্যক্ত বা বিকৃতির কথা (ব্যক্ত = Evolute), কিন্তু অব্যক্ত বা প্রকৃতি ইহার বিপরীত। প্রকৃতি অনেক নহে, এক। অনেকং ব্যক্তম্ একম্ অব্যক্তং তথা পুমানপি একঃ।

অতএব দেখা গেল যে, সাংখ্যের প্রকৃতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মূলভূত বা Primordial Matter (ম্যাটার)।† সেই জন্য তত্ত্বদর্শী শুভরাও

* হেতুমৎ অনিত্যম্ অব্যাপি সক্রিয়ম্ অনেকম্ আশ্রিতং লিঙ্গম্—সাংখ্যসূত্র, ১।১২৪

† Matter শব্দ আমাদের একেবারে অপরিচিত নহে। Matter from Materia which is derived from Mater (মাতর্)। ইহাই 'মাতরিশ্বা'র মাতর্—মাতরি শ্বসতে ইতি মাতরি-শ্বা (প্রাণ)। বাইবেলে আছে—Holy Ghost moving on the face of the waters.

প্রকৃতির অনুবাদ করিয়াছেন—Mighty expanse of cosmic Matter। ইহাই প্রাচীন ঋষিদিগের অপ্ বা কারণার্ণব—ঋগ্‌বেদের অপ্রকেত সলিল।

অপ্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদং—ঋগ্‌বেদ, ১০ মণ্ডল
যশ্চাপ শ্চংদ্রা বৃহতী র্জজান—ঋগ্‌বেদ
তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি—ঈশ-উপনিষদ্, ৪
অপ এব সসর্জাদৌ—মনু

দেখা যায়, প্রকৃতির পরিচয়ে সাংখ্যাচার্যেরা কতকগুলি সার্থক বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন—যেমন বাচস্পতিমিশ্র ২।২২ যোগসূত্রের টীকায় প্রকৃতি সম্পর্কে বলিয়াছেন—তদ্ ইহ শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণ-প্রসিদ্ধম্ অব্যক্তম্ অনবয়বম্ একম্ অনাশ্রয়ং ব্যাপি নিত্যং বিশ্বকার্যশক্তিনং।

ঐ সকল বিশেষণের অর্থের নির্বচন করিলে আমরা প্রকৃতির সহিত যথাসম্ভব পরিচিত হইতে পারিব। যথাসম্ভব বলিলাম এই জন্য যে, প্রকৃতির লক্ষণ নির্দেশ করিলেও প্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ আমাদের অনির্বচনীয় থাকিবেই। সেই জন্য ২।১৯ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—

যং তং নিঃসত্তাসত্তং নিঃসদসং নিরসং অব্যক্তম্ অলিঙ্গং প্রধানম্। অর্থাৎ, প্রধান বা প্রকৃতি অব্যক্ত ও অলিঙ্গ। উহা অসৎ নয়, সদসৎ নয়—নিঃসত্তাসত্ত, অর্থাৎ, সত্তা ও অসত্তা—উভয়েরই অতীত। তথাপি সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে যে সমস্ত বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন, আমরা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করি।

প্রথমতঃ তাহারা বলিতেছেন যে, প্রকৃতি চেতন নহে, জড় বা অচেতন।

ত্রিগুণম্ * * অচেতনং প্রসবধর্মি—কারিকা, ১১

'প্রকৃতি ত্রিগুণ, অচেতন, বিকারী।' এই অর্থে সূত্রকার বলিতেছেন—

ত্রিগুণাচেতনত্বাদি দ্বয়োঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।১২৬

'প্রকৃতি ও বিকৃতি—উভয়েই ত্রিগুণ ও অচেতন।'

যে অচেতন বা জড়, তাহার মধ্যে বিবেক বা ঈক্ষা থাকিতে পারে না —সেই জন্য সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে 'অবিবেকী' বলিয়াছেন—ত্রিগুণম্, অবিবেকি, † বিষয়ঃ। যে অবিবেকী, সে অন্ধ। সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে অন্ধের সহিত তুলনা করেন। পুরুষ পঙ্গু আর প্রকৃতি অন্ধ—উভয়ের সহযোগে সৃষ্টি ব্যাপার।

পঙ্গ্বন্ধবৎ উভয়োরপি সংযোগঃ তৎকৃতঃ সর্গঃ—কারিকা, ২১

প্রকৃতির একটি নাম 'অব্যক্ত'।

অব্যক্তং ত্রিগুণাৎ লিঙ্গাৎ—সাংখ্যসূত্র, ১।১৩৬

ব্যক্তাব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ—কারিকা, ২

সাধারণমেতদ্ অব্যক্তম্—সূত্রবৃত্তি

অর্থাৎ, প্রকৃতি is pure potentiality.

(অব্যক্ত = Unmanifest)

সৃষ্টির পূর্বে জগৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। এই অব্যক্ত অবস্থার নাম প্রকৃতি। এই অব্যক্ত হইতে জগতের অভিব্যক্তি হয়।

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে—গীতা, ৮।১৮

এই অব্যক্তই উপনিষদের "অব্যাকৃত"।

তর্হি ইদম্ অব্যাকৃতম্ আসীৎ।

প্রকৃতির একটি নাম প্রধান।

প্রধানম্ এতৎ প্রবদন্তি সূরয়ঃ।

ব্যক্তং তথা প্রধানম্—কারিকা, ১১

প্রকৃতিকে প্রধান বলে কেন? প্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব অব্যক্ত হইয়া প্রকৃতিতে বিলীন বা নিহিত হয়, অতএব প্রকৃতি বিশ্বের নিধান। এই নিধানকে প্রধান বলা অসঙ্গত নহে।

---

† বিজ্ঞানভিক্ষু ১।১২৭ সূত্রের টীকায় অবিবেকী অর্থে সম্ভূয়কারী বলিয়াছেন। ইহার ভাব ঠিক বুঝা যায় না।

প্রধত্তে সর্বম্ আত্মনি ইতি প্রধানম্ (প্র+ধা+যুচ্)—শব্দকল্পদ্রুম

প্রকৃতিকে প্রধান বলিবার আর একটি কারণ থাকিতে পারে। গীতায় প্রকৃতিকে মহদ্-ব্রহ্ম বলা হইয়াছে—

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।—১৪।৩

ব্রহ্ম অর্থে বৃহৎ—বৃহত্ত্বাৎ ব্রহ্ম—যাহা বৃহৎ মহৎ, তাহার নাম ব্রহ্ম। প্রকৃতি ব্যাপক, বিভু, সর্বগত, অতএব বৃহৎ ও মহৎ। অতএব ইহার নাম প্রধান। সেই জন্যই বোধ হয় তত্ত্বদর্শী শুভরাও প্রকৃতিকে Mighty expanse of Cosmic matter বলিয়াছেন।

যাহা অব্যক্ত, তাহা সবিশেষ বা সাবয়ব (Heterogenous) হইতে পারে না—তাহা অবিশেষ (Homogenous) হইবেই। সেই জন্য সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতি নির্বিশেষ ও নিরবয়ব।

অবিশেষাদ্ বিশেষারম্ভঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।১

নিরবয়বম্ একমেব হি অব্যক্তম্—সূত্রবৃত্তি

যাহা কিছু ব্যক্ত বা ব্যাকৃত, সে সমস্তই প্রকৃতিতে বিলীন হয়। কিন্তু প্রকৃতির লয় হয় না। সেই জন্য প্রকৃতিকে অলিঙ্গ বলে। ব্যক্ত লিঙ্গ কিন্তু অব্যক্ত অলিঙ্গ।

অনেকম্ আশ্রিতং লিঙ্গম্।

সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং বিপরীতম্ অব্যক্তম্ ॥—কারিকা, ১০

অব্যক্তম্ অন্যত্র লয়ং ন গচ্ছতি ইতি অলিঙ্গম্—বাচস্পতি মিশ্র

যোগ-দর্শনে প্রকৃতির এই অলিঙ্গত্ব লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, ত্রিগুণের চারি পর্ব—বিশেষ, অবিশেষ, লিঙ্গমাত্র ও অলিঙ্গ।

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি—যোগসূত্র, ২।১৯

স্থূলভূত ও ইন্দ্রিয় বিশেষ, পঞ্চতন্মাত্র ও অহংকার অবিশেষ, মহত্তত্ত্ব লিঙ্গমাত্র এবং প্রকৃতি অলিঙ্গ।

যাহা অবিশেষ, যাহা নিরবয়ব (partless), যাহা নিষ্কল, তাহা কখনও

আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে না। কারণ তাহা অতি সূক্ষ্ম। তন্মাত্রই সূক্ষ্ম, অহংতত্ত্ব ও মহৎতত্ত্ব সূক্ষ্মতর ; কিন্তু প্রকৃতি বা অব্যক্ত সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চ অলিঙ্গ-পর্যবসানম্—যোগসূত্র, ১।৪৫

ন চ অলিঙ্গাৎ (প্রকৃতেঃ) পরং সূক্ষ্মম্ অস্তি * * অতঃ প্রধানে সৌক্ষ্ম্যং নিরতিশয়ং ব্যাখ্যাতম্—ব্যাসভাষ্য

সেই জন্য কারিকা বলিতেছেন—

সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধি নাভাবাৎ—কারিকা, ৮

'প্রকৃতির সূক্ষ্মতা হেতু তাহার উপলব্ধি হয় না।'

প্রকৃতি যখন অলিঙ্গ এবং আদ্য উপাদান, তখন উহা নিশ্চয়ই অনাদি-নিধন। অর্থাৎ, প্রকৃতির আদি বা অন্ত নাই—উহা নিত্য এবং অবিনাশী। সূত্রকার বলিয়াছেন—

প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ অন্যৎ সর্বম্ অনিত্যম্—সাংখ্যসূত্র, ৫।৭২

'প্রকৃতি পুরুষ ভিন্ন আর সমস্তই অনিত্য।' সেই জন্য প্রকৃতিকে 'অজা' বলে। যাহার জন্ম নাই, যে অহেতুক, সেই অজ।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাম্—শ্বেতাশ্বতর, ৪।৫

গীতা এই কথার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি - ১৩।২০

এ সম্বন্ধে সাংখ্যকারিকার বচন (হেতুমদ্ অনিত্যম্ অব্যাপি ইত্যাদি আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহা বিকৃতি, তাহা হেতুমৎ, অনিত্য অব্যাপি ; কিন্তু প্রকৃতি অহেতুমৎ (অনাদি), নিত্য এবং ব্যাপক প্রকৃতি শুধু অনাদি নহে—উহা অ-নিধন, অর্থাৎ, প্রকৃতির নাশ নাই, উহা ধ্রুব।

আসুরি-কৃত তত্ত্বসমাস-সূত্র-বৃত্তিতে উদ্ধৃত দুইটী প্রাচীন শ্লোকে

প্রকৃতির এই সকল লক্ষণ বেশ স্পষ্ট করা হইয়াছে। সে শ্লোক দুইটী এই—

অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অব্যয়ং
তথা চ নিত্যং রসগন্ধ-বর্জিতম্।
অনাদি-মধ্যং মহতঃ পরং ধ্রুবম্
প্রধানম্ এতৎ প্রবদন্তি সূরয়ঃ॥

'প্রকৃতি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অরস ও অগন্ধ; ইহা নিত্য। ইহার ক্ষয় ব্যয়, আদি মধ্য নাই; ইহা মহতের পারে, ধ্রুব। পণ্ডিতেরা ইহাকে প্রধান আখ্যা দেন।'

সূক্ষ্মম্ অলিঙ্গম্ অনাদি-নিধনং
তথা প্রসবধর্মি।
নিরবয়বম্ একম্ এব হি সাধারণম্
এতদ্ অব্যক্তম্॥

'প্রকৃতি বা অব্যক্ত সূক্ষ্ম, অলিঙ্গ, অনাদি-নিধন এবং পরিণামী। ইহা নিরবয়ব, নির্বিশেষ, এক, এবং সাধারণ।'

অতএব দেখা গেল প্রকৃতির উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। সেই জন্য সাংখ্যেরা বলেন, নাসদ্ উৎপদ্যতে ন সদ্ বিনশ্যতি। যাহাকে আমরা উৎপত্তি বলি, তাহা অব্যক্তের অভিব্যক্তি মাত্র।

প্রকারান্তরাসম্ভবাৎ সদ্-উৎপত্তিঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৫৩

অসদ্-উৎপাদাসম্ভবাৎ সূক্ষ্মরূপেণ সদেব উৎপদ্যতে অভিব্যক্তং ভবতি
—বিজ্ঞানভিক্ষু

এবং আমরা যাহাকে নাশ বলি, তাহা ব্যক্তের অব্যক্তে বিলয় মাত্র।

নাশঃ কারণলয়ঃ—সাংখ্যসূত্রে, ১।১২১

সেই জন্য সাংখ্যেরা দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, অসতের উৎপত্তি নাই এবং সতের বিনাশ নাই।

নাসদ্-উৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ—সাংখ্যসূত্রে, ১।১১৪

প্রকৃতির যে সমস্ত বিকার—তাহাদিগেরও উৎপত্তি বিনাশ ঘটে না—কেবল ভাবান্তর হয়—কেবল মাত্র আবির্ভাব তিরোভাব হয়।* সাংখ্য পরিভাষায় ইহাকে 'সৎকার্যবাদ' বলে।

সৎকার্য-বাদের সার কথা এই—

Nothing can be evolved which is not in kind involved. The effect pre-exists in the cause in a latent form. What was latent becomes patent. It is the passage from the implicit to the explicit. (Hegel) It is the transition from potential being to actual being.

উহা অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃত অবস্থা মাত্র—আগন্তুকের উদ্ভব নহে।

এই সৎকার্যবাদের সমর্থনে সাংখ্যেরা নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের নিম্নোক্ত কারিকা ঐ সকল যুক্তিতর্কের সংগ্রহ শ্লোক।

> অসদ্-অকরণাৎ, উপাদান-গ্রহণাৎ, সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
> শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাৎ চ সৎ কার্যম্॥—কারিকা, ৯

এই সকল যুক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া সূত্রকার বলিতেছেন—

> নাসদ্-উৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ—সাংখ্যসূত্র, ১।১১৪
> উপাদাননিয়মাৎ—ঐ, ১।১১৫
> সর্বত্র সর্বদা সর্বাসম্ভবাৎ—ঐ, ১।১১৬

---

* Matter never either comes into existence or ceases to exist. The seeming annihilations of matter turn out on close observation to be only changes of state. It has grown into an axiom of science, that whatever metamorphoses matter undergoes, its quantity is fixed. The annihilation of matter is unthinkable for the same reason that creation of matter is unthinkable.

—Herbert Spencer's First Principles.

শক্তস্য শক্যকরণাৎ—ঐ, ১।১১৭

কারণভাবাৎ চ—ঐ, ১।১১৮

এই যুক্তিগুলির আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব। কার্য কেন সৎ? কেন সাংখ্যেরা বলেন যে, উৎপত্তির পূর্বেও কার্যের অস্তিত্ব থাকে? ইহার প্রথম যুক্তি এই যে—অসদ্-অকরণাৎ—যাহা অসৎ তাহার ভাব (সত্তা) হইতে পারে না। গীতাও বলিয়াছেন—নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ। তাই সূত্রকার বলিলেন—নাসদ্-উৎপাদঃ—যাহা অসৎ, তাহাকে উৎপন্ন করা যায় না।

অসৎ চেৎ কারণ-ব্যাপারাৎ পূর্বং কার্যম্, নাস্য সত্ত্বং কেনাপি কর্তুং শক্যম্। ন হি নীলং শিল্পিসহস্রেণাপি শক্যং পীতং কর্তুম্।—বাচস্পতি

অর্থাৎ, 'কারণ-ব্যাপারের পূর্বে কার্য যদি না থাকিত—কার্য যদি অ-সৎ হইত, তবে কিছুতেই তাহাকে সৎ করা যাইত না। সহস্র শিল্পীর চেষ্টাতেও নীলকে কেহ পীত করিতে পারে কি?' সেই জন্য সূত্রকার দৃষ্টান্ত দিলেন, 'নৃশৃঙ্গবৎ'। মেড়ার শিং উৎপন্ন হয় (কারণ, অব্যক্তভাবে মেষশাবকে ঐ শৃঙ্গ বিদ্যমান ছিল), কিন্তু মানব-শিশুতে কোনদিন শৃঙ্গের বীজ ছিল না বলিয়া যুবা মানুষের কোন দিন শিং দেখা যায় নাই। বাচস্পতি এই বিষয় আরও বিশদ করিয়াছেন—

কারণ-ব্যাপারাৎ ঊর্ধ্বম্ ইব তৎ-প্রাগ্ অপি সদেব কার্যম্ ইতি। কারণাৎ চ অস্য সতোঽভিব্যক্তিঃ এব অবশিষ্যতে। সতশ্চ অভিব্যক্তিঃ উপপন্না। যথা পীড়নেন তিলেষু তৈলস্য, অবঘাতেন ধান্যেষু তণ্ডুলানাং, দোহনেন সৌরভেয়ীষু পয়সঃ। অসতঃ করণে তু ন নিদর্শনং কিঞ্চিৎ অস্তি।

অর্থাৎ, 'কারণ-ব্যাপারের পরে যেমন কার্য থাকে, তাহার পূর্বেও সেইরূপ কার্য থাকে। সেই সৎ কার্যের কারণ হইতে অভিব্যক্তি হয় মাত্র। তিলকে পিষ্ট করিলে তৈল ব্যক্ত হয়, ধানকে কুটিলে চাউল ব্যক্ত হয়, গাভীকে দোহন করিলে দুগ্ধ ব্যক্ত হয়। ঐ সকল কার্য কারণে অব্যক্ত

ছিল বলিয়াই তাহাদের অভিব্যক্তি। নতুবা অসৎকে সৎ হইতে কে কবে দেখিয়াছে ?'

ইহাকেই 'উপাদান-নিয়ম' বলে। তিল হইতেই তৈল হয়, বালি হইতে হয় না। তুলা হইতেই বস্ত্র হয়, তেঁতুল হইতে হয় না। মৃত্তিকা হইতেই ঘট হয়, জল হইতে হয় না। এইরূপ প্রত্যেক বস্তুর উপাদান (material) নিয়ত আছে। এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ লিখিয়াছেন—

মৃদ্যেব ঘট উৎপদ্যতে তন্তুষ্বেব পট ইত্যেবং কার্যাণাম্ উপাদানকারণং প্রতি নিয়মোঽস্তি। স ন সম্ভবতি। উৎপত্তেঃ প্রাক্ কারণে কার্যাসত্তায়াং হি ন কোঽপি বিশেষোঽস্তি যেন কশ্চিদ্ এব অসন্তং জনয়েৎ ন ইতরম্ ইতি।

অর্থাৎ, 'মৃত্তিকাতেই ঘট এবং সূত্রেই বস্ত্র হয়। মৃত্তিকা ও সূত্র ভিন্ন অন্য কোন উপাদানে ঘট ও বস্ত্র উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপে কার্যোৎপত্তির প্রতি উপাদান-কারণের নিয়ম আছে। এই নিয়ম অসম্ভব হইত, যদি না উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে বিদ্যমান থাকিত। তৎভিন্ন কারণে এমন কি বিশিষ্টতা আছে যে, এক কারণ হইতে এক কার্যই উৎপন্ন হইবে, অন্য কার্য উৎপন্ন হইবে না ?'

সেই জন্য সূত্রকার বলিলেন—

সর্বত্র সর্বদা সর্বাসম্ভবাৎ—সাংখ্যসূত্র, ১।১১৬

অর্থাৎ, যদি কার্যোৎপত্তির প্রতি উপাদানের নিয়ম না থাকিত, তাহা হইলে সকল স্থলে এবং সকল সময়ে সকল পদার্থেরই উৎপত্তি হইত। কিন্তু তাহা ত' দেখা যায় না। অতএব কার্যোৎপত্তির প্রতি উপাদান-কারণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

সৎকার্যবাদের আরও যুক্তি আছে। শক্তস্য শক্যকরণাৎ—যে কারণ যে কার্য করিতে সমর্থ, সে তাহাই উৎপন্ন করে; অন্য কার্য উৎপন্ন করে না। আপত্তি হইতে পারে যে, কারণের এমন এক শক্তি থাকে, যদ্দ্বারা বিশেষ বিশেষ কার্য উৎপন্ন হয়। অতএব উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অস্তিত্ব

কেন স্বীকার করিব? তদুত্তরে সাংখ্যেরা বলিতেছেন, "তোমরা যে শক্তির কথা বলিলে, তাহার সহিত কার্যের সম্বন্ধ আছে কি না? যদি বল নাই, তবে যে-সে কারণ হইতে যে-সে কার্য উৎপন্ন হয় না কেন? অতএব শক্তির সহিত কার্যের সম্বন্ধ মানিতেই হইবে। কিন্তু কার্য যদি অসৎ হয়—উৎপত্তির পূর্বে যদি কার্যের অস্তিত্ব স্বীকার না কর, তবে শক্তির সহিত তাহার সম্বন্ধ কিরূপে ঘটাইবে?"

এই মর্মে বাচস্পতি বলিতেছেন—

শক্তিভেদ এব স তাদৃশঃ যতঃ কিঞ্চিদ্ এব কার্যং জনয়েৎ ন সর্বম্ ইতি চেৎ হন্ত ভোঃ শক্তি-বিশেষঃ কার্য-সম্বন্ধো বা স্যাদ্ অসম্বন্ধো বা। সম্বন্ধত্বে নাসতা সম্বন্ধ ইতি সৎকার্যম্, অসম্বন্ধত্বে সৈব অব্যবস্থেতি সুষ্ঠুক্তং শক্তস্য শক্যকরণাদিতি।

সৎকার্য্যবাদের শেষ যুক্তি—কারণভাবাৎ চ। কার্য কারণ হইতে অভিন্ন—কারণ যখন সৎ, তখন তাহা হইতে অভিন্ন কার্যকেও সৎ বলিতে হইবে।

কার্যস্য কারণাত্মকত্বাৎ, ন হি কারণাৎ ভিন্নং কার্যং; কারণঞ্চ সৎ ইতি কথং তদ্-অভিন্নং কার্যং অসদ্ ভবেৎ—বাচস্পতি

আমরা এ বিষয়ের আর বিস্তার করিব না, কৌতূহলী পাঠক নবম কারিকার বাচস্পতিমিশ্র-কৃত 'তত্ত্বকৌমুদী' টীকা লক্ষ্য করিবেন।

প্রকৃতির সম্বন্ধে আরও দু'টী বিশেষণ প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়—'ত্রিগুণং ও প্রসবধর্মী'—অর্থাৎ, প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক এবং পরিণামশীল। এ সম্বন্ধে আমরা আগামী অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ত্রৈগুণ্য

সাংখ্য পরিভাষায় প্রকৃতির একটি সার্থক নাম ত্রৈগুণ্য (ত্রৈগুণ্যম্—তত্ত্বসমাস)। সাংখ্যকারিকা প্রকৃতির পরিচয় স্থলে প্রথমেই বলিয়াছেন—

ত্রিগুণম্ অবিবেকি—সাংখ্যকারিকা, ১১

সাংখ্যসূত্র এ বিষয় আরও বিশদ করিয়া বলিয়াছেন—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ—১।৬১

'প্রকৃতি কি ? সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয়ের যে সাম্যাবস্থা বা State of Equilibrium, তাহার নাম প্রকৃতি।'

'সাম্যাবস্থা' বলিলে কি বুঝায়, আমরা ক্রমশঃ বুঝিবার চেষ্টা করিব। কিন্তু এখানে 'গুণ' বলিলে কি বুঝিব ? গুণ বলিতে ধর্ম অর্থাৎ, Quality বা Attribute নহে।

সত্ত্বাদীনাম্ অতদ্ধর্মত্বং তদ্রূপত্বাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৩৯

'সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—প্রকৃতির ধর্ম নহে, যে হেতু প্রকৃতি তদ্রূপা, অর্থাৎ, ঐ ঐ গুণময়ী।'

গুণা এব প্রকৃতিশব্দবাচ্যাঃ ন তু তদতিরিক্তা প্রকৃতিরস্তি

—২।১৮ সূত্রের যোগবার্তিক।

১।৬৯ সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়া বিষয়টী আরও বিশদ করিয়াছেন—

সত্ত্বং রজ স্তম ইতি প্রাকৃতং তু গুণত্রয়ম্।
এতন্ময়ী চ প্রকৃতি মায়া যা বৈষ্ণবী শ্রুতা।
লোহিত-শ্বেত-কৃষ্ণেতি তস্যা স্তাদৃগ্‌ বহ্ব প্রজাঃ॥

'সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—ইহারা প্রকৃতির গুণ বা ধর্ম নহে। প্রকৃতি ঐ তিন গুণময়ী*—লোহিত শুক্ল কৃষ্ণা—যাহাকে বিষ্ণু-মায়া বলে। উহার বহু প্রজা বা সন্ততি—তাহারাও ঐরূপ, অর্থাৎ, গুণময়।'

এই শ্লোক পাঠে অভিজ্ঞ পাঠকের শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের নিম্নোক্ত মন্ত্রটি স্মরণে আসিবে।

অজাম্ একাং লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।—৪।৫

'প্রকৃতি অজা, একা, লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণা—সমানরূপা বহু প্রজা বা সন্ততির জননী।' লোহিত রজোগুণ, শুক্ল সত্ত্বগুণ এবং কৃষ্ণ তমোগুণকে লক্ষ্য করিতেছে, অর্থাৎ, প্রকৃতি ঐ তিনগুণময়ী।

কারণের গুণ কার্যে অন্বিত হয়—প্রকৃতি যখন সমস্ত বিকারের জননী, সকল জড়বর্গ যখন প্রাকৃতিক উপাদানে গঠিত, তখন সমস্ত জড় বস্তু যে ঐ ত্রিগুণময় হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? সেই জন্য শ্রুতি বলিলেন—প্রকৃতির প্রজা 'সরূপা', অর্থাৎ, প্রকৃতি হইতে প্রজাত পদার্থ মাত্রই প্রকৃতির ন্যায় ত্রিগুণময়। এই মর্মে গীতাও বলিয়াছেন, স্বর্গে মর্তে, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকে এমন কোন কিছু নাই, যাহা ঐ গুণত্রয় হইতে মুক্ত।

ন তদ্ অস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্ মুক্তং যদ্ এভিঃ স্যাৎ ত্রিভি গুণৈঃ।—গীতা, ১৮।৪০

তবে ঊর্ধ্ব লোক সত্ত্ববিশাল, মধ্য লোক (পৃথিবী) রজোবিশাল এবং অধঃ লোক (স্থাবরাদি) তমোবিশাল। সেই জন্য কারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

ঊর্ধ্বং সত্ত্ববিশালঃ তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তঃ।—কারিকা, ৫৪

*It is not something which underlies the Gunas but is the triad of the Gunas." It is a string of three strands.

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ যদি প্রকৃতির ধর্ম বা Attribute নহে,—তবে ইহারা কি এবং ইহাদিগকে 'গুণ' বলে কেন ? ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্যেরা বলেন যে, 'গুণ' অর্থে রজ্জু—এই প্রকৃতির গুণত্রয়ে পুরুষ-রূপ পশু আবদ্ধ হয়, সেই জন্য ইহাদিগকে 'গুণ' বলে—বধ্নাতি পুরুষং পশুম্। ইহারা বস্তুতঃ প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ তিনটী বিরোধী প্রবণতা বা Tendency। সত্ত্বের স্বভাব প্রকাশ, রজের স্বভাব প্রবৃত্তি এবং তমের স্বভাব আবরণ।

সত্ত্বং প্রকাশকং বিদ্যাৎ রজো বিদ্যাৎ প্রবর্তকম্।
তমোঽপ্রকাশকং বিদ্যাৎ ত্রৈগুণ্যং নাম সঞ্জিতম্॥

সত্ত্ব লঘু, রজঃ চঞ্চল, তমঃ গুরু। এ প্রসঙ্গে সাংখ্যকারিকা বলিতেছেন—

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ—কারিকা, ১২

'সত্ত্ব হইতে প্রীতি বা সুখ, রজঃ হইতে অপ্রীতি বা দুঃখ এবং তমঃ হইতে বিষাদ বা মোহ; সত্ত্বের স্বভাব প্রকাশ, রজের স্বভাব প্রবৃত্তি এবং তমের স্বভাব নিয়ম (Inertia)।'

সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্ ইষ্টম্, উপষ্টম্ভকং চলং চ রজঃ।
গুরু বরণকমেব তমঃ—কারিকা, ১৩

'সত্ত্ব লঘু ও প্রকাশক, রজঃ চল ও উপষ্টম্ভক (প্রবর্তক) এবং তমঃ গুরু (heavy) ও আবরক।'

এই মর্মে সাংখ্যসূত্র বলিয়াছেন—

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাদ্যৈ গু'ণানাম্ অন্যোন্যং বৈধর্ম্যম্—১।১২৭
লঘ্বাদি ধর্মৈঃ সাধর্ম্যং বৈধর্ম্যং চ গুণানাম্—১।১২৮

ইহার ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু পঞ্চশিখাচার্যের একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—'সূত্রকার বলিলেন, সত্ত্বের ধর্ম লঘুত্ব ইত্যাদি। 'আদি' শব্দে কি বুঝিব? পঞ্চশিখাচার্য ইহার উত্তর দিয়াছেন। সত্ত্বগুণের প্রসাদ,

লঘুত্ব, অভিষঙ্গ, প্রীতি, তিতিক্ষা, সন্তোষ প্রভৃতি অনন্ত ভেদ—তবে সংক্ষেপে বলা হয়, সত্ত্বগুণ সুখাত্মক। এইরূপ রজোগুণেরও শোকাদি নানা ভেদ—তবে সংক্ষেপে বলা হয়, রজোগুণ দুঃখাত্মক। তমোগুণেরও নিদ্রাদি নানা ভেদ—তবে সংক্ষেপে বলা হয়, তমোগুণ মোহাত্মক।'

অত্র আদিশব্দগ্রাহ্যাঃ পঞ্চশিখাচার্যৈঃ উক্তাঃ। যথা সত্ত্বং নাম প্রসাদলাঘবাভিষঙ্গপ্রীতিতিতিক্ষাসন্তোষাদি রূপানন্তভেদং সমাসতঃ সুখাত্মকম্। এবং রজোঽপি শোকাদি নানাভেদং সমাসতঃ দুঃখাত্মকম্। এবং তমোঽপি নিদ্রাদি নানাভেদং সমাসতো মোহাত্মকমিতি ॥

এ ভাবে বলিতে পারা যায়—

তমঃ = Resistance or Inertia

রজঃ = Motion or Activity

এবং সত্ত্ব = Harmony or Rhythm. *

তমঃ is the principle of inertia, and রজঃ is the principle of energy, of potential motion; so that, without তমঃ there will be perpetual activity, which will be never-ending irregular motion. Here সত্ত্ব comes in, as the principle of harmony—that which regulates and brings about adaptation, converting irregular motion into harmonious vibration or synchronous motion.

Since these 'moments' are found in all existence, they are attributed to the original প্রকৃতি.

—Prof. Radhakrisnan.

প্রকৃতির যে গুণত্রয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—harmony, activity and

---

*এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী অ্যানি বেসেণ্ট তাঁহার 'A Study in Consciousness' গ্রন্থের ১৮-৯ পৃষ্ঠায় বেশ সুন্দর বিবৃতি করিয়াছেন।

resistance—ইহার মধ্যে বোধ হয় তমঃই প্রধান। এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার লিখিয়াছেন—

The ultimate elements of matter are being at once extended and resistent. Of these two inseparate elements, the resistance is primary and the extension secondary. * * The resistance-attribute of matter must be regarded as primordial.

—First Principles, pp 232-34

এ দেশেও দেখা যায়, তমঃ প্রকৃতির একটি সুপরিচিত নাম। ভগবান মনু প্রলয়ের অবস্থা বর্ণন করিতে বলিয়াছেন—আসীদ্ ইদং তমোভূতম্। ইহা প্রাচীন ঋগ্বেদের প্রতিধ্বনি—

তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে।

এই যে আমরা ত্রৈগুণ্যের আলোচনা করিয়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমের স্বরূপ নির্ধারণের চেষ্টা করিলাম, দেখা যায় কোন কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ইহার আভাস পাইয়াছেন—Every material substance is endowed with active power, passivity and inertia ; causing, receiving and concerting local action.—Elements of Molecular Mechanics by J. Baymer, p. 11

গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণত্রয়বিভাগ-যোগের উপদেশে এই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সবিশেষ বিবরণ করা হইয়াছে—অনুসন্ধিৎসু পাঠকের তৎপ্রতি লক্ষ্য করা উচিত।

সত্ত্বং রজ স্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনম্ অব্যয়ম্ ॥—১৪।৫

'হে অর্জুন! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, প্রকৃতির এই তিন গুণ দ্বারা অব্যয় আত্মা দেহে আবদ্ধ হন।'

কিরূপে ?

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকম্ অনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥—১৪।৬

'সত্ত্বগুণ নির্মলত্ব হেতু প্রকাশক ও সুখদায়ক—অতএব সুখসঙ্গ দ্বারা ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা জীবের বন্ধন ঘটনা করে।'

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবম্।
তন্নিবিধ্নাতি কৌন্তেয়! কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥—১৪।৭

'রজোগুণ রাগাত্মক, তৃষ্ণাসঙ্গের জনক। অতএব কর্মসঙ্গের দ্বারা জীবকে আবদ্ধ করে।'

তমো ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥—১৪।৮

'তমোগুণ মোহাত্মক—সর্ব শরীরীর মোহকর। প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা-বন্ধনে জীবকে আবদ্ধ করে।'

সত্ত্বং সুখে সংজয়তি রজঃ কর্মণি ভারত!
জ্ঞানম্ আবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সংজয়ত্যুত ॥—১৪।৯

'সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে সংসক্ত করে; রজোগুণ কর্মে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া প্রমাদে জীবকে সংসক্ত করে।'

সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বম্ ইত্যুত ॥
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভ কর্মণাম্ অশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥—১৪।১১-৩

অর্থাৎ, সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে, শরীরের সমস্ত দ্বারে প্রকাশ বা জ্ঞান উদিত হয়। রজোগুণ প্রবল হইলে, লোভ, প্রবৃত্তি, চেষ্টা, অশান্তি ও স্পৃহা

উৎপন্ন হয় এবং তমোগুণ প্রবল হইলে, অজ্ঞান, জড়তা, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়।

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকান্ অমলান্ প্রতিপদ্যতে॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীন স্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে॥—১৪।১৪-৫

অর্থাৎ, সত্ত্বগুণের প্রবলতার সময় জীবের মৃত্যু ঘটিলে, সে তত্ত্বজ্ঞানীর অমল লোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রজোগুণের প্রবলতার সময় মৃত্যু হইলে, জীব কর্মাসক্তের গৃহে এবং তমোগুণের প্রবলতার সময় মৃত্যু হইলে, সে মূঢ়যোনিতে (অর্থাৎ, পাশব দেহে) উৎপন্ন হয়।

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখম্ অজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥—১৪।১৬

অর্থাৎ, সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল (সুখ), রাজস কর্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্মের ফল অজ্ঞান।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ॥—১৪।১৭

অর্থাৎ, সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে প্রমাদ, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

সাংখ্যেরা বলেন, যেমন জীবশরীরে কফ, বাত, পিত্ত – এই তিন বিরোধী ধাতু সর্বদা সংগ্রাম করিতেছে, সেইরূপ জগতের মূল উপাদান প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতির বিকারজাত সমস্ত বস্তুতে এই তিন বিরোধী গুণ একে অন্যকে পরাভব করিবার জন্য সর্বক্ষণ উদ্‌যুক্ত রহিয়াছে। এই সংগ্রামে কখন সত্ত্ব বিজয়ী হইয়া প্রকাশ বা সুখ বা লঘুতা উৎপাদন করিতেছে; কখন বা রজঃ প্রবল হইয়া প্রবৃত্তি বা দুঃখ বা চাঞ্চল্য উৎপাদন করিতেছে; আবার কখন বা তমঃ উৎকট হইয়া নিয়ম (জড়তা) বা মোহ বা গুরুত্ব

উৎপন্ন করিতেছে। এই ব্যাপার অনুদিন অনুক্ষণ, সর্বদা সর্বত্র চলিতেছে —তিলার্ধ বিরাম বা বিশ্রাম নাই।

গুণত্রয়ের এই সংমর্দ লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরকৃষ্ণ কারিকায় লিখিয়াছেন—

অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণা—কারিকা, ১২

ইহার ভাষ্যে বাচস্পতিমিশ্র লিখিতেছেন—

অন্যোন্যাভিভববৃত্তয়ঃ। এষাম্ অন্যতমেন অর্থবশাদ্ উদ্ভূতেন অন্যদ্ অভিভূয়তে। তথা হি সত্ত্বং রজস্তমসী অভিভূয় শান্তাম্ আত্মনো বৃত্তিং প্রতিলভাতে। এবং রজঃ সত্ত্বতমসী অভিভূয় ঘোরাম্। এবং তমঃ সত্ত্বরজসী অভিভূয় মূঢ়াম্ ইতি। অন্যোন্যাশ্রয়বৃত্তয়ঃ। যদ্যপি আধার-আধেয়ভাবেন অয়ম্ অর্থো ন ঘটতে, তথাপি যদ্-অপেক্ষয়া যস্য ক্রিয়া স তস্য আশ্রয়ঃ। তথা হি সত্ত্বং প্রবৃত্তিনিয়মৌ আশ্রিত্য রজস্তমসোঃ প্রকাশেন উপকরোতি। রজঃ প্রকাশনিয়মৌ আশ্রিত্য প্রবৃত্ত্যা ইতরয়োঃ। তমঃ প্রকাশপ্রবৃত্তী আশ্রিত্য নিয়মেন ইতরয়োঃ ইতি। অন্যোন্যজননবৃত্তয়ঃ। অন্যতমোঽন্যতমং জনয়তি। জননঞ্চ পরিণামঃ। স চ গুণানাং সদৃশরূপঃ। অতএব ন হেতুমত্ত্বং তত্ত্বান্তরস্য হেতোঃ অভাবাৎ। নাপি অনিত্যত্বং তত্ত্বান্তরে লয়াভাবাৎ। অন্যোন্যমিথুনবৃত্তয়ঃ অন্যোন্য-সহচরাঃ। অবিনাভাববর্তিন ইতি যাবৎ।

অর্থাৎ, গুণত্রয়ের স্বভাব পরস্পরকে অভিভব করিবার চেষ্টা করা; তাহার ফলে সত্ত্ব কখনও রজঃ ও তমোগুণকে অভিভব করিয়া 'শান্ত' বৃত্তিদ্বারা আত্মপ্রকাশ করে; রজঃ কখনও সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভব করিয়া 'ঘোর' বৃত্তিদ্বারা আত্মপ্রকাশ করে; তমঃ কখনও সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভব করিয়া 'মূঢ়' বৃত্তিদ্বারা আত্মপ্রকাশ করে। পুনশ্চ গুণত্রয়ের স্বভাব পরস্পরের আশ্রয়-আশ্রয়ী ভাবাপন্ন হওয়া—আধার-আধেয় ভাবে নহে, উপকারী-উপকার্য ভাবে, একে অন্যের স্বপ্রকাশে সহায়তা করিয়া। পুনশ্চ গুণত্রয়ের স্বভাব অন্যোন্যের জননে বা পরিণামে হেতুভূত হওয়া। পুনশ্চ

গুণত্রয়ের স্বভাব পরস্পরের মিথুন ভাব বা নিত্যসাহচর্য—একে অন্য দুই গুণকে ছাড়িয়া একক্ষণও থাকে না।

ফলতঃ এই গুণত্রয় সর্বদা পরস্পরকে অভিভব করিবার জন্য উদ্যুক্ত রহিয়াছে ; অথচ তাহারা পরস্পরের আশ্রয়, নিত্য সহচর (মিথুন)। যেখানেই সত্ত্ব, সেখানেই রজঃ ও তমঃ ; যেখানেই রজঃ, সেখানেই সত্ত্ব ও তমঃ ; যেখানেই তমঃ, সেখানেই সত্ত্ব ও রজঃ। অথচ তাহাদিগের মধ্যে এই নিত্য সংমর্দ বা tension।

The গুণ's are in a natural state of conflict, because প্রকৃতি possesses contrary capacities. (Though they fight) no one গুণ can extirpate the others. The incompatibles seem to stand in absolute opposition. Prakriti can not in any sense be regarded as a unit or harmony.

Every part of physical and mental nature symbolises the tension between a quality and its opposite, giving rise to activity.—Radhakrisnan.

এই প্রসঙ্গে আগম বলিয়া বাচস্পতিমিশ্র এই কারিকাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন—

অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্বে সর্বে সর্বত্রগামিনঃ।
রজসো মিথুনং সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনং রজঃ॥
তমসশ্চাপি মিথুনে তে সত্ত্বরজসী উভে।
উভয়োঃ সত্ত্বরজসোর্মিথুনং তম উচ্যতে।
নৈষামাদিঃ সম্প্রয়োগো বিয়োগো বোপলভ্যতে॥

অর্থাৎ, এই যে তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ইহারা সর্বব্যাপী এবং পরস্পরের নিত্য সহচর। ইহাদের সংযোগের বা বিয়োগের আদি অন্ত নাই।

রজের মিথুন সত্ত্ব ও সত্ত্বের মিথুন রজঃ এবং সত্ত্ব ও রজঃ যেমন তমের মিথুন, সেইরূপ তমঃও সত্ত্ব-রজের মিথুন, অর্থাৎ, গুণাঃ অবিনাভাবেন পরস্পরাবিরহেন বর্তন্তে।

এ সম্পর্কে ২।১৮ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে গুণত্রয় সম্বন্ধে একটি প্রগাঢ় উক্তি আছে, যাহা আমাদের সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

এতে গুণাঃ পরস্পরোপরক্ত-প্রবিভাগাঃ, পরিণামিনঃ, সংযোগ-বিয়োগধর্মাণঃ, ইতরেতর-উপাশ্রয়েণ উপার্জিতমূর্তয়ঃ, পরস্পর-অঙ্গাঙ্গিত্বেঽপি অসংভিন্ন-শক্তি-প্রবিভাগাঃ, তুল্যজাতীয়াতুল্যজাতীয়শক্তিভেদানুপাতিনঃ, প্রধানবেলায়াম্ উপদর্শিতসংনিধানাঃ গুণত্বে অপি চ ব্যাপারমাত্রেণ প্রধানান্ত-র্নীতানুমিতাস্তিতাঃ, পুরুষার্থ-কর্তব্যতয়া প্রযুক্তসামর্থ্যাঃ, সংনিধিমাত্রোপ-কারিণোঽয়স্কান্তমণিকল্পাঃ, প্রত্যয়ম্ অন্তরেণ একতমস্য বৃত্তিম্ অনুবর্তমানাঃ, প্রধান-শব্দ-বাচ্যা ভবন্তি। এতৎদৃশ্যম্ ইত্যুচ্যতে।

অর্থাৎ, এই গুণত্রয়ের স্বভাবই পরিণাম। পরিণাম-দশায় তাহাদের নিজ নিজ স্বরূপ পরস্পরের দ্বারা উপরঞ্জিত হয়—অর্থাৎ, প্রত্যেক পরি-ণামেই অল্পাধিক পরিমাণে ত্রিগুণেরই প্রকাশ লক্ষিত হয়। সংসার-দশায় ইহাদিগের সহিত পুরুষের সংযোগ হয় এবং মোক্ষ-দশায় পুরুষের বিয়োগ হয়। এই ত্রিগুণের সহচারিত্বের ফলেই ক্ষিত্যাদি পরিণাম মূর্তি গ্রহণ করে; পরন্তু গুণত্রয়ের অঙ্গাঙ্গিত্ব সত্ত্বেও ইহাদিগের শক্তির সাংকর্য ঘটে না; অর্থাৎ, কোন অবস্থাতেই গুণত্রয়ের স্ব স্ব শক্তি স্বরূপচ্যুত হয় না। পরন্তু ইহারা কি তুল্য-জাতীয়, কি অতুল্য-জাতীয়, শক্য-সমূহে শক্তিভেদের অনুপাতী হয়। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিতে যে গুণই প্রধান হউক না কেন, অপর গুণদ্বয় সেই প্রধান গুণের সহকারী ভাবে থাকে। গুণত্রয়ের মধ্যে যে গুণ যখন প্রধান বা উৎকট হয়, তখন ক্ষীণভাবে ব্যাপারিত হইলেও অপ্রধান গুণদ্বয়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না। পুনশ্চ, পুরুষার্থ (পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ)-

সাধন জন্যই ঐ গুণত্রয়ের প্রবৃত্তি হয় এবং পুরুষার্থ সিদ্ধ হইলে গুণত্রয় নিবৃত্ত হয়। অয়স্কান্ত মণির ন্যায় সন্নিধি-মাত্রে উপকারী গুণত্রয় পুরুষে অনুপ্রবিষ্ট না হইয়া সান্নিধ্য-বশতই পুরুষের উপকরণ স্বরূপ হইয়া উপকারী হয়। এই গুণত্রয়ের সংযুক্ত নাম প্রধান—উহাকেই যোগ-পরিভাষায় 'দৃশ্য' বলে।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, গুণত্রয়ের এই নিত্য সংগ্রাম-সত্ত্বেও সৃষ্টিব্যাপার কিরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে? তিলোত্তমার জন্য সুন্দ উপসুন্দ বিবাদ করিয়া যেরূপ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল, গুণত্রয়ের সেরূপ দশা ঘটে না কেন? ইহার উত্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

প্রদীপবৎ চার্থতো বৃত্তিঃ —কারিকা, ১৩ *

তৈল, বর্ত্তি ও অনল—এই তিনটি বস্তুর স্বতন্ত্র গুণ ও ক্রিয়া, অথচ তাহাদের সংযুক্ত ব্যাপারে প্রদীপ আলোক বিতরণ করিতেছে। গুণত্রয়ের ব্যাপারও সেইরূপ। ইহাদের চেষ্টা পরস্পর বিরোধী হইলেও তাহাদের সাহচর্যের ফলে ঐ বিরোধিতা-সত্ত্বেও সৃষ্টিব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে। এ সম্বন্ধে বাচস্পতিমিশ্র এইরূপ লিখিয়াছেন—

নমু পরস্পরবিরোধশীলা গুণাঃ সুন্দোপসুন্দবৎ পরস্পরং ধ্বংসন্তে ইত্যেব যুক্তং প্রাগেব তেষাম্ একক্রিয়াকর্তৃতায়া ইত্যত আহ প্রদীপবৎ চ অর্থতো বৃত্তিঃ। দৃষ্টম্ এতৎ যথা বর্ত্তিতৈলে অনলবিরোধিনী অথচ মিলিতে সহানলেন স্বরূপপ্রকাশলক্ষণং কার্যং কুরুতঃ। যথাচ বাতপিত্তশ্লেষ্মাণঃ পরস্পরবিরোধিনঃ শরীরধারণলক্ষণকার্যকারিণঃ। এবং সত্ত্বরজস্তমাংসি মিথো বিরুদ্ধানি অপি অনুবৎস্যন্তি চ স্বকার্যং করিষ্যন্তি চ।

এ প্রসঙ্গে পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন—

পরিণামৈকত্বাৎ বস্তুতত্ত্বম্—যোগসূত্র, ৪।১৪

* The three গুণ's are never separate but are closely related, as the flame, the wick and the oil of a lamp.

ইহার ব্যাসভাষ্যের টীকায় বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন—

ভবতু ত্রৈগুণ্যস্ত ইত্থং পরিণাম-বৈচিত্র্যম্ একস্ত পরিণামঃ পৃথিবী ইতি বা তোয়ম্ ইতি বা কুতঃ ? ইত্যাশঙ্ক্য সূত্রম্ অবতারয়তি—'পরিণামৈকত্বাৎ বস্তুতত্ত্বম্'। বহূনামপি একঃ পরিণামো দৃষ্টঃ। তদ্ যথা বর্ত্তিতৈলা-নলানাং প্রদীপ ইতি এবং বহুত্বেঽপি গুণানাং পরিণামৈকত্বম্।

গুণত্রয়ের এই সংঘর্ষ লক্ষ্য করিয়া গীতাকার বলিয়াছেন—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত !
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥—১৪।১০

অর্থাৎ, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভব করিয়া কখনও সত্ত্বগুণ প্রবল হইতেছে, কখন রজঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভব করিয়া তমোগুণ প্রবল হইতেছে; আবার কখন বা তমঃ ও সত্ত্বগুণকে অভিভব করিয়া রজোগুণ প্রবল হইতেছে। ইহা সৃষ্টির অবস্থার কথা, যখন গুণত্রয়ের বৈষম্যদশা। কিন্তু প্রলয়ে এই গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় থাকে, অর্থাৎ, ঐ তিনটি বিরোধী প্রবণতা সমান বলে বলী থাকাতে কেহ কাহাকেও অভিভব করিয়া উৎকট হইতে পারে না।*

এই সাম্যাবস্থাকে বিজ্ঞানের ভাষায় causal condition বলা যাইতে পারে। সে অবস্থায় প্রকৃতি is pure potentiality, the three গুণ's being in a state of equilibrium. * * When গুণক্ষোভ takes place, the tension of প্রকৃতি is relieved by the overweighting of one side (অর্থাৎ এক গুণের প্রভব, অপর দুই গুণের অভিভব) and the process of *becoming* sets in. তখন আর প্রকৃতি প্রকৃতি থাকে না—প্রধান হয়। অর্থাৎ, when গুণক্ষোভ takes place, then and not till then is the beginning of

---

*** When the three qualities are in equilibrium, there is the one, the virgin matter, unproductive.**

—Dr. Besant's Esoteric Christianity, p. 231.

evolution. অতএব দেখা যাইতেছে, প্রকৃত পক্ষে গুণত্রয়ের ক্ষয় ব্যয় নাই—উপজনন-অপায়ধর্মকা ইব প্রত্যবভাসন্তে—২।১৯ ব্যাসভাষ্য।

এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলেই প্রকৃতির প্রলয়নিদ্রার অবসান হইয়া সৃষ্টি-যবনিকা উত্তোলিত হয়। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া সূত্রকার বলিতেছেন—

সাম্যবৈষম্যাভ্যাং কার্যদ্বয়ম্—৬।৪২

অর্থাৎ, সাম্যে প্রলয়, বৈষম্যে সৃষ্টি। ইহার ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

সত্ত্বাদিগুণত্রয়ং প্রধানম্। তেষাং চ বৈষম্যং ন্যূনাতিরিক্তভাবেন সংহননং; তদভাবঃ সাম্যং। তাভ্যাং হেতুভ্যাম্ একস্মাৎ এব সৃষ্টি-প্রলয়-রূপং বিরুদ্ধকার্যদ্বয়ং ভবতি।

'একই প্রকৃতির কখন সৃষ্টিদশা, আবার কখনও তাহার বিপরীত প্রলয়াবস্থা ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, প্রধান বা প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণত্রয় যখন বৈষম্য বা ন্যূনাধিকভাবে সংহত থাকে, তখনই সৃষ্টি এবং গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায় প্রলয়।'

সৃষ্টিকে সাংখ্যপরিভাষায় 'সঞ্চর' এবং প্রলয়কে 'প্রতিসঞ্চর' বলে (তত্ত্বসমাস)। এই সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চর, সৃষ্টি ও প্রলয়—প্রবাহরূপে অনাদি এবং অনন্ত; অর্থাৎ, বর্তমানে যে সৃষ্টি প্রসৃত রহিয়াছে, ইহার পূর্বে প্রকৃতির অতীত সাম্যাবস্থায় প্রলয় ছিল—তাহার পূর্বে অন্য সৃষ্টি, অন্য প্রলয়, আবার সৃষ্টি আবার প্রলয়—এই ভাবে অনাদি ধারা প্রবাহিত ছিল। ভবিষ্যতেও এই সৃষ্টি প্রলয়ের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকিবে; অর্থাৎ, এই বর্তমান সৃষ্টির পর গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ঘটিয়া প্রলয় আসিবে। কিন্তু আবার গুণক্ষোভে সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিয়া সৃষ্টি হইবে—আবার প্রলয় আবার সৃষ্টি, পুনশ্চ প্রলয়, পুনশ্চ সৃষ্টি—এই ভাবে পর্যায়ের নিয়মে (যাহাকে হার্বার্ট স্পেন্সর Law of Rhythm বলিয়াছেন) সৃষ্টি-প্রলয়ের ধারা

অনন্তকাল প্রসুপ্ত থাকিবে। এই সৃষ্টি-প্রলয়ের পর্যায়কে পুরাণের ভাষায় ব্রহ্মার দিন-রাত্রি বলে।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥—গীতা ৮।১৮

অর্থাৎ, 'প্রলয়ের অবসানে, অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয় এবং সৃষ্টির অবসানে ব্যক্ত জগতের অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিরোভাব হয়।' *

অতএব বুঝিতে হয়, সৃষ্টির অবশ্যম্ভাবী অবসান প্রলয়ে এবং প্রলয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পুনঃ-সৃষ্টিতে—অর্থাৎ, সৃষ্টি inevitably ends in প্রলয় to be renewed again। বিজ্ঞানভিক্ষু ৬।৬৫ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—

সর্গাদিষু প্রকৃতিক্ষোভক-কর্মাভিব্যক্তিঃ কালবিশেষমাত্রাৎ ভবতি। ইহাকেই বিজ্ঞানের ভাষায় 'Law of Periodicity' বলে। পৌরাণিকেরা বলেন, ঠিক এক পরার্ধকাল সৃষ্টি এবং ঠিক এক পরার্ধকাল প্রলয়। উভয়ের সংযোগে এক এক মহাকল্প। যেমন প্রলয়দশায় এক পরার্ধ বৎসরের অবসান হইবে, অমনি জীবের অভুক্ত কর্মের প্রেরণায় প্রকৃতিতে গুণক্ষোভ উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টির প্রথম গর্তাঙ্ক অভিনীত হইতে আরম্ভ হইবে। আবার সৃষ্টির বয়ঃক্রম যেমন এক পরার্ধ বৎসর সম্পূর্ণ হইবে, অমনি

---

* According to the adopted theory, first clearly formulated by Lord Kelvin, all matter is composed of a primary substance of inconceivable tenuity, vaguely designated by the word Ether.

* * * All matter then is merely whirling Ether. By being set in movement, Ether becomes matter perceptible to our senses; the movement arrested, the primary substance reverts to its normal state and becomes imperceptible.—Nickola Tesla.

সৃষ্টি প্রলয়ের অব্যক্তে পরিণত হইবে। বর্তমান সৃষ্টির প্রচার-কালে হয়ত' অনেক পুরুষই মোক্ষ লাভ করিবে; কিন্তু, the play of Prakriti will never cease, though this or that individual may attain মোক্ষ। এই কথাই পতঞ্জলি যোগসূত্রে বলিয়াছেন—

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপি অনষ্টং তদ্ অন্য-সাধারণত্বাৎ—২।২২

ইহার প্রতিধ্বনি আমরা সাংখ্যসূত্রে শুনিতে পাই—

কর্মনিমিত্তযোগাৎ চ—৩।৬৭

সৃষ্টৌ নিমিত্তং যৎ কর্ম, তস্য সম্বন্ধাৎ অপি অন্যপুরুষার্থং সৃজতি—ভিক্ষু এই নিমিত্ত-সত্বে সৃষ্টির কখন অভাব হইতে পারে না।

আমরা দেখিয়াছি যে, জগতের এই আবির্ভাব ও তিরোভাবকে সঞ্চর ও প্রতিসঞ্চর বলে। অনুলোমক্রমে সঞ্চর এবং প্রতিলোমক্রমে প্রতি-সঞ্চর। সাংখ্যমতে সঞ্চর বা সৃষ্টির ক্রম এইরূপ:—প্রকৃতি হইতে মহৎ তত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়, এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূতের আবির্ভাব হয়। প্রতিসঞ্চর বা প্রলয়ের ক্রম ইহার বিপরীত—প্রথম পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চ-তন্মাত্রে বিলীন হয়, পরে পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারতত্ত্বে বিলীন হয়, অহঙ্কারতত্ত্ব মহৎতত্ত্বে ও মহৎতত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হয়। ইহাই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা।

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৬১

প্রকৃতির ক্রম-পরিণামের বিষয় আমরা আগামী অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকৃতির পরিণাম

সাংখ্য পরিভাষায় প্রকৃতির একটি সার্থক বিশেষণ 'প্রসব-ধর্মী'। যেখানেই প্রকৃতি বা প্রকৃতির বিকার-জাত কোন বস্তু, সেখানেই পরিণাম। ফলতঃ পরিণামের সহিত প্রকৃতির অবিনাভাব বা নিত্য সম্বন্ধ।

প্রকৃতিকে কেন 'প্রসবধর্মী' বলা হয়?

প্রসবধর্মি — প্রসবরূপো ধর্মো যঃ সঃ অস্য অস্তি ইতি প্রসবধর্মি; প্রসবধর্মেতি বক্তব্যে মত্বর্থীয়ঃ প্রসবস্য নিত্যযোগং আখ্যাতুং। সরূপ-বিরূপ-পরিণামাভ্যাং ন কদাচিদ্ অপি বিযুজ্যতে —১১ কারিকার তত্ত্বকৌমুদী

সেইজন্য ব্যাসভাষ্য বলিয়াছেন —

চলং চ গুণবৃত্তম্—২।১৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য

'প্রাকৃতিক গুণত্রয় এক ক্ষণও পরিণামগ্রস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না'—প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম।

পরিণামস্বভাবা হি গুণাঃ নাপরিণম্য ক্ষণমপি অবতিষ্ঠন্তে

—১৬ কারিকার তত্ত্বকৌমুদী

কোনরূপ নিমিত্তের অপেক্ষা না করিয়াই প্রকৃতি স্বতঃই সর্বদা পরিণামশীল।

পরিণাম কি? ব্যাসভাষ্য ইহার উত্তর দিয়াছেন। অবস্থিতস্য দ্রব্যস্য পূর্বধর্মনিবৃত্তৌ ধর্মান্তরোৎপত্তিঃ পরিণামঃ—৩।১৩ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।

এই পরিণামের সন্তান বা ধারাকে যোগদর্শনে 'ক্রম' বলা হইয়াছে। কালের যে 'লব' বা সূক্ষ্মতম অংশ, তাহার নাম ক্ষণ। ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির এবং প্রকৃতির বিকৃতির পরিণাম ঘটিতেছে।

ক্রমান্যত্বং পরিণামান্যত্বে হেতুঃ—যোগসূত্র, ৩।১৫

ক্রম কি? ক্রম—Sequence.

ক্ষণপ্রতিযোগী পরিণামাপরান্তনির্গ্রাহ্যঃ ক্রমঃ – যোগসূত্র ৪।৩৩

সাংখ্য মতে পরিণাম ত্রিবিধ—ধর্ম-পরিণাম, লক্ষণ-পরিণাম, ও অবস্থা-পরিণাম।

এতেন ভূতেন্দ্রিয়েষু ধর্মলক্ষণাবস্থা পরিণামা ব্যাখ্যাতাঃ

—যোগসূত্র, ৩।১৩

একটি উদাহরণ দ্বারা এই ত্রিবিধ পরিণামের পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। যেমন মৃত্তিকা-দ্রব্য বা ধর্মী যে, চূর্ণ-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া ঘটে পরিণত হয়—ইহা তাহার ধর্ম পরিণাম; অনাগত ঘট যখন বর্তমান ঘট হয়—ইহা তাহার লক্ষণ-পরিণাম; এবং নব ঘট যে কালান্তরে পুরাতন হয়—ইহা তাহার অবস্থা-পরিণাম। বস্তুতঃ কিন্তু পরিণাম ত্রিবিধ হইলেও এক—

পরমার্থতস্তু এক এব পরিণামঃ—ব্যাসভাষ্য

—কারণ, মাত্র ভাবেরই অন্যথা হয়, দ্রব্যের অন্যথা হয় না। সুবর্ণ-হার ভাঙ্গিয়া কুণ্ডল গড়িলে, সুবর্ণ সুবর্ণই থাকে—তাহার নূতন নাম-রূপ হয় মাত্র।

তত্র ধর্মস্য ধর্মিণি বর্তমানস্য এব অধ্বসু অতীতানাগতবর্তমানেষু ভাবান্যথাত্বং ভবতি, ন তু দ্রব্যান্যথাত্বম্। যথা সুবর্ণ-ভাজনস্য ভিত্বা অন্যথা ক্রিয়মানস্য ভাবান্যথাত্বং ভবতি, ন সুবর্ণান্যথাত্বম্ ইতি

— ৩।১৩ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

আমরা দেখিয়াছি, প্রকৃতির কখনও সৃষ্টি-দশা, কখনও তাহার বিপরীত প্রলয়-দশা—পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি, প্রলয়—প্রলয়, সৃষ্টি—এই অনাদি ধারা প্রবাহিত আছে। প্রলয়ে গুণত্রয় তুল্যবল হইলে তাহাদের সাম্যাবস্থা এবং সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে সৃষ্টি। প্রলয় দশাতেও কি প্রকৃতির পরিণাম ঘটে? সাংখ্যমতে যখন গুণত্রয়ের স্বভাবই পরিণাম, তখন কি সৃষ্টি, কি প্রলয়—কি

সর্গ, কি প্রতিসর্গ—কোন দশাতেই প্রকৃতির পরিণাম না ঘটিয়া পারে না। সেই জন্য সাংখ্যেরা বলেন—প্রকৃতির এইভাবে দ্বিবিধ পরিণাম—সদৃশ পরিণাম ও বি-সদৃশ পরিণাম, অর্থাৎ, সরূপ পরিণাম ও বিরূপ পরিণাম। প্রলয় দশায় (গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থায়) সদৃশ পরিণাম এবং সৃষ্টি দশায় (সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে) প্রকৃতির বি-সদৃশ পরিণাম।

প্রতিসর্গাবস্থায়াং সত্ত্বঞ্চ রজশ্চ তমশ্চ সদৃশ-পরিণামানি ভবন্তি। তস্মাৎ সত্ত্বং সত্ত্বরূপতয়া রজো রজোরূপতয়া তম তমোরূপতয়া প্রতিসর্গাবস্থায়ামপি প্রবর্ততে—তত্ত্বকৌমুদী

আর সৃষ্টিদশায়—প্রকৃতে মহান্ মহতঃ অহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি—অর্থাৎ, প্রকৃতি হইতে মহৎ তত্ত্ব প্রভৃতি অন্যান্য তত্ত্বের আবির্ভাব হয়।

প্রতিসর্গ বা প্রলয়-অবস্থায় ঐ সদৃশ পরিণামের কথা সাংখ্যদিগের কল্পনা-প্রসূত বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রলয়ে গুণত্রয় যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, যখন তুল্যবল বিধায় কেহ কাহাকে অভিভব করিতে সমর্থ হয় না, তখন সে অবস্থায় অবিশেষ (homogeneous) প্রকৃতির পরিণামের কথা উঠিতেই পারে না। এ প্রসঙ্গে দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সরের একটি বাক্য আমাদের প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

The condition of homogeneity is a condition of unstable equilibrium. The phrase 'unstable equilibrium' is one used in Mechanics to express a balance of forces of such kind that the interference of any further force, however minute, will destroy the arrangement previously subsisting and bring about a totally different arrangement.

অবিশেষ প্রকৃতির যে সাম্যাবস্থা বা Condition of unstable

equilibrium, বাহিরের শক্তি তন্মধ্যে আপতিত না হইলে তাহার বিচ্যুতি ঘটিতে পারে না। সাংখ্যমতে প্রলয় অবস্থায় ঐ সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হয়ই না—তবে আর পরিণাম হইবে কিরূপে? প্রতিযোগী দুই মল্ল যতক্ষণ তুল্য বলে লড়াই করে, ততক্ষণ তাহাদের নিঃস্পন্দ নিথর সাম্যাবস্থা।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, সঞ্চরে বা সৃষ্টি দশায় প্রকৃতি হইতে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের অনুলোমক্রমে আবির্ভাব হয়; কিন্তু প্রতি-সঞ্চার বা প্রলয়ের ক্রম ইহার বিপরীত। প্রলয়ে প্রথম পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্রে বিলীন হয়, পরে পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কার তত্ত্বে বিলীন হয়, অহঙ্কার তত্ত্ব মহৎ তত্ত্বে, এবং মহৎ তত্ত্ব প্রকৃতিতে বিলীন হয়। অর্থাৎ, অনুলোমক্রমে সঞ্চর এবং প্রতিলোম ক্রমে প্রতি-সঞ্চর: ইহাই সাংখ্যের Evolution and Involution. পাতঞ্জল সূত্রের ভোজ বৃত্তিতে এই অনুলোম ও প্রতিলোম পরিণাম লক্ষিত হইয়াছে—

অনুলোমপ্রতিলোমলক্ষণ-পরিণামদ্বয়ে সহজং শক্তিদ্বয়মস্তি; তদেব পুরুষার্থ-কর্তব্যতোচ্যতে। সা চ শক্তিঃ অচেতনায়া অপি প্রকৃতেঃ সহজৈব। তত্র মহদাদি-মহাভূতপর্যন্তোঽস্যাঃ বহির্মুখতয়া অনুলোমঃ পরিণামঃ। পুনঃ স্বকারণানুপ্রবেশদ্বারেণ অস্মিতান্তঃ পরিণামঃ প্রতিলোমঃ।

—৪।২২ যোগসূত্রের ভোজবৃত্তি

আমরা দেখিলাম সাংখ্যমতে প্রকৃতির পরিণাম স্বতঃসিদ্ধ।

প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৮

প্রধানস্য স্বতঃ এব সৃষ্টিঃ—ভিক্ষু

স্বভাবাৎ চেষ্টিতম্ অনভিসন্ধানাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬১

গুণস্বাভাব্যং তু প্রবৃত্তিকারণম্ উক্তং গুণানাম্

—৩।১৩ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

সাংখ্যদিগের এই মত যে প্রমাণ-বিরুদ্ধ, ইহার আমরা যথাস্থানে আলো-

চনা করিব। আমরা জানি, সাংখ্যদিগের যে প্রকৃতি, তাহা গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা—গুণক্ষোভ দ্বারাই এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিয়া প্রকৃতির পরিণাম হয়। এই গুণক্ষোভ কখনই স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে না।

গুণক্ষোভ can only result from a nisus or elan

—Prof. Radhakrisnan

প্রকৃতির কেন পরিণাম হয়, সাংখ্যশাস্ত্রের ইহা একটি প্রধান সমস্যা। সাংখ্যমতে যখন প্রকৃতি জড়, অচেতন, অবিবেকী (un-intelligent)—তখন তাহার কোন অভিপ্রায় বা অভিসন্ধি (purpose) থাকিতে পারে না; অথচ সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতির যে স্বতঃসিদ্ধ পরিণাম—তাহা উদ্দেশ্যমূলক (Purposive)। ইহাকেই বলে—প্রকৃতির 'unconscious but immanent teleology.'

প্রকৃতির প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য কি?

প্রধানস্য আত্মখ্যাপনার্থা প্রবৃত্তিঃ।

২।২৩ ব্যাসভাষ্যে ইহাকে শ্রুতি বলিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

সাংখ্যসূত্রে ইহার প্রতিধ্বনি আছে—

আত্মার্থত্বাৎ সৃষ্টেঃ—২।১১

প্রকৃতেরেব স্রষ্টৃত্বম্ স্বমোক্ষার্থম্—ভিক্ষু

ইহাকেই কারিকা বলিয়াছেন—

পুরুষস্য দর্শনার্থম্ কৈবল্যার্থম্ প্রধানস্য—২১ কারিকা

সাংখ্য মতে প্রকৃতির পরিণামে দ্বিবিধ প্রয়োজন—প্রথম পুরুষের ভোগ এবং দ্বিতীয় প্রকৃতি হইতে মোক্ষ। গৌড়পাদাচার্য ৫৬ কারিকার ভাষ্যে বলিয়াছেন—

শব্দাদিবিষয়োপলব্ধিঃ গুণপুরুষান্তরোপলব্ধিশ্চ ত্রিষু লোকেষু শব্দাদিবিষয়ৈঃ পুরুষা যোজয়িতব্যা অন্তে চ মোক্ষেণ ইতি প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ।

যদিচ ভোগ ও মোক্ষ এই উভয়ই সৃষ্টির প্রয়োজন, তথাপি

মোক্ষই মুখ্য। 'যদ্যপি মোক্ষবৎ ভোগোঽপি সৃষ্টেঃ প্রয়োজনং, তথাপি মুখ্যত্বাৎ মোক্ষ এব উক্তঃ।'—ভিক্ষু

যদিও সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রকৃতির কোনই ইষ্টাপত্তি নাই, তবুও পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য প্রকৃতি সৃষ্টি-কার্যে প্রবৃত্ত হয়।

পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্য—সাংখ্যসূত্র, ৩।৪০

পুরুষ-বিমোক্ষ-নিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য—কারিকা, ৫৭

পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ততে তদ্বৎ অব্যক্তম্—কারিকা, ৫৮

প্রকৃতি evolves a world full of woe, to raise the soul (পুরুষ) from its slumber.—Prof. Radhakrisnan

পতঞ্জলিও বলিয়াছেন—কেন স্ব-স্বামি-সম্বন্ধ ?

উত্তর—স্বরূপোপলব্ধি-হেতুঃ।

এই সকল কথার সার সঙ্কলন করিয়া ঈশ্বরকৃষ্ণ ৫৬ কারিকায় বলিতেছেন—স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ।

সাংখ্যসূত্র ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

প্রধান-সৃষ্টিঃ পরার্থম্—৩।৫৮

পরার্থম্ অন্যস্য ভোগাপবর্গার্থম্—ভিক্ষু

এখানে পর অর্থে পুরুষ, অতএব পরার্থ = পুরুষার্থ।

পতঞ্জলিও এই কথা বলিয়াছেন—

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা—যোগসূত্র, ২।২১

অর্থাৎ—ত্রয়াণাং তু অবস্থা-বিশেষাণাম্ আদৌ পুরুষার্থতা কারণং ভবতি (ব্যাসভাষ্য)। এ কথা সমষ্টি ও ব্যষ্টি—উভয় সৃষ্টি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং তৎকৃতে সৃষ্টিঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৪৭

ব্যষ্টি-সৃষ্টিরপি বিরাট্ সৃষ্টিবৎ এব পুরুষার্থা ভবতি—ভিক্ষু

সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতির ঐ প্রয়োজন অবসিত হইলে, প্রকৃতি 'নিবৃত্ত-প্রসবা' হন, অর্থাৎ, প্রকৃতির পরিণাম স্থগিত হয়।

প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিঃ চারিতার্থ্যাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৯

চরিতার্থত্বাৎ প্রধান-বিনিবৃত্তৌ - কারিকা, ৬৮

পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ততে প্রকৃতিঃ—কারিকা, ৫৯

কৃতার্থানাং ক্রমসমাপ্তি গুণানাম্—যোগসূত্র, ৪।৩২

এ সম্পর্কে গৌড়পাদ ৫৬ কারিকার ভাষ্যে একটা প্রাচীনতর বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

তথা চোক্তং কুম্ভবৎ প্রধানং পুরুষার্থং কৃত্বা নিবর্ততে।

চিন্তাশীল পাঠকের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠিবে—জড়, অবিবেকী (un-intelligent) প্রকৃতি স্ব ও পর ভেদ করিবে কি রূপে ? এবং স্বার্থ ও পরার্থ নির্বাচন করিবে কেমন করিয়া ?

অথচ সাংখ্যেরা বলেন—

নৈরপেক্ষ্যেঽপি প্রকৃত্যুপকারেঽবিবেকো নিমিত্তম্—সাংখ্যসূত্র, ৩।৬৮

তথা চ যস্মৈ পুরুষায় আত্মনম্ অবিবিচ্য দর্শয়িতুং বাসনা বর্ততে তং প্রত্যেব প্রধানং প্রবর্ততে ইত্যেব নিয়ামকমিতি ভাবঃ—ভিক্ষু

অর্থাৎ, যে পুরুষ প্রকৃতির স্বরূপ জানে না, তাহার সম্বন্ধেই প্রকৃতির প্রবৃত্ত হইবার বাসনা হয় ; আর যে পুরুষ প্রকৃতির স্বরূপ জানিয়াছেন, তাহার পক্ষে প্রকৃতি নিবৃত্তা হয়।

বিশেষতঃ, অন্ধ প্রকৃতি সুদূর নিগূঢ় নিয়তি লক্ষ্য করিয়া কিরূপে অভিসন্ধি (purpose)-এর চালনা করিবে ? এ বিষয়ের আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব। এখানে এই মাত্র লক্ষ্য করিতে চাই যে, বাদরায়ণ জগতের মধ্যে এই ঈক্ষা বা purposiveness লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন—

ঈক্ষতেঃ নাশব্দম্।

অর্থাৎ, বিশ্বের মধ্যে যখন ঈক্ষার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে,

তখন অশক্ত, অর্থাৎ, অন্ধ, জড় প্রকৃতি কখনও জগতের স্রষ্টা হইতে পারে না। *

এ সম্পর্কে "The Great Design (Order and Intelligence in Nature)" নাম দিয়া সম্প্রতি ইংলণ্ডে চৌদ্দজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকের যে প্রবন্ধপুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি জিজ্ঞাসু পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

সে যাহা হ'ক, সাংখ্যমতে প্রকৃতির বিবর্তনের ক্রম (process of evolution) কি—যাহার ফলে প্রকৃতি হইতে মহৎতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বান্তরের আবির্ভাব হয়?

সাংখ্যাচার্যেরা প্রকৃতির পরিণামের ক্রম এই ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন—

প্রকৃতের্মহান্ ততোঽহংকারঃ তস্মাৎ গণশ্চ ষোড়শকঃ

—সাংখ্যকারিকা, ২২

'প্রকৃতি হইতে মহৎতত্ত্ব, মহৎতত্ত্ব হইতে অহংকারতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব হইতে ষোড়শ বিকার (পঞ্চ তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়)।'

আবার ঐ পঞ্চতন্মাত্র বা অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মভূত হইতে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও ক্ষিতি—এই পঞ্চ পঞ্চীকৃত ভূত।

তস্মাদ্ অপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চভূতানি—কারিকা, ১২

সূত্রকারও ঐ মর্মে বলিয়াছেন—

প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহংকারঃ, অহংকারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি উভয়মিন্দ্রিয়ং, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূল ভূতানি—সাংখ্যসূত্র, ১।৬১

উভয়ম্ ইন্দ্রিয়ং বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন একাদশবিধম্—বিজ্ঞানভিক্ষু

প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিচ্যুত হইলে, তাহার যে প্রথম পরিণাম হয়,

* প্রকৃতি, though said to be mechanical, effects results, which suggest strongly the wisest computation of sagacity.

—Prof. Radhakrisnan.

তাহার নাম মহৎতত্ত্ব। মহৎ-তত্ত্বও পরিণামগ্রস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। মহৎ-তত্ত্বের বিকারের নাম অহংকার-তত্ত্ব। অহংকার-তত্ত্বও স্বতঃই পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তাহার বিকারের ফলে একদিকে পঞ্চতন্মাত্র বা নির্বিশেষ সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের এবং অন্যদিকে একাদশ ইন্দ্রিয়ের* আবির্ভাব হয়।

অভিমানোঽহংকার স্তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ।
একাদশকশ্চ গণঃ তন্মাত্রপঞ্চকশ্চৈব॥—কারিকা, ২৪

ঐ পঞ্চ তন্মাত্র যথাক্রমে শব্দ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র ও গন্ধ তন্মাত্র। একাদশ ইন্দ্রিয় আমাদের পরিচিত চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ। মনঃ—জ্ঞান ও কর্ম উভয়াত্মক বলিয়া ইহাকে উভয়েন্দ্রিয় বলে।

সাংখ্যেরা বলেন, অহংকার-তত্ত্বে তমোগুণ প্রবল হইলে ঐ পঞ্চ তন্মাত্র এবং সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে ঐ একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়।

সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ততে বৈকৃতাদ্ অহংকারাৎ।
ভূতাদে স্তন্মাত্রঃ স তামসঃ, তৈজসাদ্ উভয়ম্॥—কারিকা, ২৫

'বৈকৃত বা সত্ত্বপ্রধান অহংকার হইতে সাত্ত্বিক, অর্থাৎ, সত্ত্বপ্রধান একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় এবং ভূতাদি বা তমঃপ্রধান অহংকার হইতে তামস, অর্থাৎ, তমঃ-প্রধান পঞ্চ তন্মাত্র উৎপন্ন হয়। তৈজস বা রজঃপ্রধান অহংকার উভয়েরই উৎপত্তিতে সহায়তা করে।' †

---

* এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, এই যে একাদশ ইন্দ্রিয় সাংখ্যমতে ইহারা ভৌতিক নহে, আহংকারিক—অহংকারতত্ত্বের বিকার—

ন ভূত-প্রকৃতিত্বমিন্দ্রিয়াণাং আহংকারিকত্বশ্রুতেঃ—সাংখ্যসূত্র, ৫।৮৪

† এই কারিকার ভাষ্যে বাচস্পতিমিশ্র লিখিয়াছেন—

নন্বু যদি সত্ত্বতমোভ্যামেব সর্বং কার্যং জন্যতে, তদা কৃতম্ অকিঞ্চিৎকরেণ রজসা ইত্যত আহ 'তৈজসাদ্ উভয়ম্'। তৈজসাৎ রাজসাদ্ উভয়ং (গণদ্বয়ং) ভবতি। যদ্যপি

আমরা দেখিলাম তন্মাত্র বা অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই পঞ্চ পঞ্চীকৃত ভূতের উৎপত্তি হয়।

তন্মাত্রাণ্যবিশেষাঃ তেভ্যো ভূতানি পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ।

এতে স্মৃতা বিশেষাঃ শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ ॥—কারিকা, ৩৮

অর্থাৎ, তন্মাত্র পঞ্চ ভূতের অবিশেষ (homogeneous) অবস্থা। ঐ পঞ্চ তন্মাত্রের নাম শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্র। উহারা যথাক্রমে পঞ্চস্থূলভূত—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও ক্ষিতি উৎপাদন করে। এ সম্পর্কে বাচস্পতিমিশ্র ২২ কারিকার তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিয়াছেন—

তত্র শব্দতন্মাত্রাৎ আকাশং শব্দগুণং। শব্দতন্মাত্রসহিতাৎ স্পর্শতন্মাত্রাৎ বায়ুঃ শব্দস্পর্শগুণঃ। শব্দস্পর্শতন্মাত্রসহিতাৎ রূপতন্মাত্রাৎ তেজঃ শব্দস্পর্শরূপগুণম্। শব্দস্পর্শরূপতন্মাত্রসহিতাৎ রসতন্মাত্রাৎ আপঃ শব্দস্পর্শরূপরসগুণাঃ। শব্দস্পর্শরূপরসতন্মাত্রসহিতাৎ গন্ধতন্মাত্রাৎ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগুণা পৃথিবী জায়তে ইত্যর্থঃ।

অতএব, দেখা যাইতেছে, পর পর পঞ্চভূতে এক একটি করিয়া অধিক গুণের সঞ্চার হয়। যেমন আকাশভূতের মাত্র শব্দ গুণ; পরবর্তী ভূত বায়ুর স্পর্শ ও শব্দ গুণ; পরবর্তী তেজের শব্দ, স্পর্শ ও রূপগুণ; আবার পরবর্তী অপ্-এর শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসগুণ; এবং সর্বশেষ পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পঞ্চ গুণ।

রজসো ন কার্যান্তরমস্তি তথাপি সত্ত্বতমসী স্বয়ম্ অক্রিয়ে, সমর্থে অপি ন স্বস্বকার্যং কুরুতঃ। রজস্তু চলতয়া তে যদা চালয়তি তদা স্বস্বকার্যং কুরুত ইতি তদুভয়স্মিন্ অপি কার্যে সত্ত্বতমসোঃ ক্রিয়োৎপাদন-দ্বারেণ অস্তি রজসঃ কারণত্বম্ ইতি ন ব্যর্থং রজঃ।

অর্থাৎ, সত্ত্ব ও তমোগুণ স্ব স্ব কার্যে সমর্থ হইলেও যেহেতু তাহারা অ-চল, অতএব চল রজের সহকারিতা ব্যতীত তাহারা কার্যসাধনে অপারগ। রজোগুণ চালকরূপে প্রবর্তনা করিলে, তবে অহংকারস্তবগত সত্ত্ব ও তমের প্রবণতা ঐরূপে যথাক্রমে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয়।

ইহাই প্রাচীন মত। প্রাচীনেরা বলিতেন, আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, অপের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং ক্ষিতির গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। মনু-সংহিতার সৃষ্টি-প্রকরণে এ কথার স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে।

আদ্যাদ্যস্য গুণস্তেষাম্ অবাপ্নোতি পরঃ পরঃ।
যো যো যাবতিথ শ্চৈষাং স স তাবদ্ গুণঃ স্মৃতঃ॥—১।২০

ইহার টীকায় কল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন—

তত্র আদ্যাদ্যস্য আকাশাদে র্গুণং বায়্বাদিঃ পরঃ পরঃ প্রাপ্নোতি ** এতেন এতদ্ উক্তং ভবতি—আকাশস্য শব্দোগুণঃ, বায়োঃ শব্দস্পর্শৌ, তেজসঃ শব্দস্পর্শরূপাণি, অপাং শব্দস্পর্শরূপরসাঃ, ভূমেঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ।

৬।৪ প্রশ্ন-উপনিষদুক্ত 'খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী'—এই পঞ্চতত্ত্বের সৃষ্টি-প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন—খং শব্দগুণং। বায়ুঃ স্বেন স্পর্শেন কারণ-গুণেন চ বিশিষ্টঃ দ্বিগুণম্। তথা জ্যোতিঃ স্বেন রূপেণ পূর্বাভ্যাং চ বিশিষ্টং ত্রিগুণং শব্দস্পর্শাভ্যাম্। তথা আপঃ রসেন গুণেনাসাধারণেন পূর্বগুণানুপ্রবেশেন চ চতুর্গুণাঃ। তথা গন্ধগুণেন পূর্বগুণানুপ্রবেশেন পঞ্চগুণা পৃথিবী।

এই পঞ্চভূত অবিশেষ নহে, বিশেষ (পঞ্চীকৃত)।*

অবিশেষাদ্ বিশেষারম্ভঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।১

যাহা অবিশেষ বা homogeneous, তাহা বিশেষ বা non-homogeneous হইবেই, এবং যাহা বিশেষ, তাহাও সবিশেষ হইবেই। এ সম্বন্ধে দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সরের একটী কথা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

It is clear that not only the homogeneous must

* প্রশ্নোপনিষদেও স্থূল ভূত ও সূক্ষ্ম ভূতের প্রভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে—পৃথিবী চ পৃথিবীমাত্রাচ, আপশ্চ আপোমাত্রাচ, তেজশ্চ তেজোমাত্রাচ, বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রাচ, আকাশশ্চ আকাশমাত্রাচ—৪।৮

lapse into the non-homogeneous, but that the more homogeneous must tend ever to become less homogeneous.—Herbert Spencer's First Principles—the Instability of the Homogeneous, p. 358

এই নিয়ম বশেই অবিশেষ তন্মাত্র হইতে বিশেষ মহাভূতের আবির্ভাব হয়।

এই পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম) স্থূল বিশেষরূপে ও জীবের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর রূপে আমাদের উপভোগ্য হয়।

সূক্ষ্মা মাতাপিতৃজাঃ সহ প্রভূতৈঃ ত্রিধা বিশেষাঃ স্যুঃ—কারিকা, ৩৯
প্রভূতানি = প্রকৃষ্টানি মহান্তি ভূতানি—বাচস্পতি

'সূক্ষ্ম শরীর, মাতাপিতৃজ (স্থূল) শরীর, এবং (পঞ্চ) মহাভূত—বিশেষের এই ত্রিবিধ প্রভেদ।'

ইহাদের মধ্যে কেহ সুখকর, কেহ দুঃখকর, কেহ মোহকর ; এই এই অবস্থায় ইহাদের পারিভাষিক নাম— শান্ত, ঘোর ও মূঢ়।

প্রকৃতির এই পরিণাম-ক্রম নিম্ন চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

এ প্রসঙ্গে পতঞ্জলির ২।১৯ সূত্রটি স্মরণ করুন—

বিশেষ-অবিশেষ-লিঙ্গমাত্র-অলিঙ্গানি গুণপর্বাণি—ত্রৈগুণ্যের চারিটি পর্ব—অলিঙ্গ (প্রকৃতি), লিঙ্গমাত্র (মহৎ-তত্ত্ব), অবিশেষ (অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র) এবং বিশেষ (স্থূলভূত)।

যেহেতু প্রকৃতি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ—অতএব উহা 'অলিঙ্গ'।

শব্দস্পর্শবিহীনং তৎ রূপাদিভিরসংযুতম্।
ত্রিগুণং তৎ জগদ্‌যোনিঃ অনাদি প্রভবাপ্যয়ম্॥

—বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।১৯-২০

প্রকৃতির প্রথম বিকার মহৎতত্ত্ব 'লিঙ্গমাত্র'—যৎ তৎ পরম্ অবিশেষেভ্যঃ লিঙ্গমাত্রং মহৎতত্ত্বম্ (ব্যাসভাষ্য)।

প্রকৃতেঃ অয়ম্ আদ্যঃ পরিণামো বাস্তবঃ, ন তু তদ্‌বিবর্ত ইতি যাবৎ

—বাচস্পতি

মহৎতত্ত্বের ছয়টি 'অবিশেষ'-পরিণাম—অহংতত্ত্ব ও পঞ্চ তন্মাত্র।

একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চলক্ষণাঃ শব্দাদয়ঃ পঞ্চ অবিশেষাঃ ষষ্ঠশ্চ অবিশেষঃ অস্মিতামাত্র ইতি। এতে সত্তামাত্রস্য আত্মনো মহতঃ ষড় অবিশেষ-পরিণামাঃ—ব্যাসভাষ্য

(উপনিষদে মহৎতত্ত্বের নাম মহান্ আত্মা—কঠ, ৩।১০, ৬।৭)*

তন্মাত্রে শান্তাদি বিশেষের অসদ্ভাব—সেই জন্য তাহারা 'অবিশেষ'।

তস্মিন্ তস্মিন্ তু তন্মাত্রাঃ তেন তন্মাত্রতা স্মৃতা।
ন শান্তা নাপি ঘোরা স্তে ন মূঢ়া শ্চাবিশেষিণঃ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।৪২

---

* ভূতাদি অহংকার is absolutely homogeneous, inert and devoid of all characteristics except quantum or mass. With the co-operation of রজস্, it is transformed into subtle matter, vibratory, radiant and instinct with energy—and the তন্মাত্র's of sound etc. arise.

—Prof. Radhakrisnan

তন্মাত্রাদি চ যজ্জাতীয়েষু শান্তাদিবিশেষত্রয়ং ন তিষ্ঠতি, তজ্জাতীয়ানাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধানাম্ আধারভূতানি সূক্ষ্মদ্রব্যাণি স্থূলানাম্ অবিশেষাঃ

—১।৬২ সাংখ্যসূত্রের ভিক্ষুভাষ্য

আর ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম্—এই পঞ্চ 'প্রভূত' বা স্থূলভূত ঐ অবিশেষ পঞ্চতন্মাত্রের বিশেষ।

তত্র আকাশ-বায়ু-অগ্নি-উদক-ভূময়ো ভূতানি শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধতন্মাত্রাণাম্ অবিশেষাণাং বিশেষাঃ—ব্যাসভাষ্য

যদিও ক্ষিত্যাদি স্থূল-ভূতের বিকারে ঘট, পট, বৃক্ষাদি নির্মিত, কিন্তু যেহেতু ইহারা তত্ত্বান্তর নহে, সেই জন্য চতুর্বিংশতি তত্ত্বের গণনার বিশেষ বা স্থূল ভূতেই বিশ্রান্তি। এ সম্পর্কে বাচস্পতি ৩ কারিকার 'তত্ত্বকৌমুদী'তে বলিয়াছেন—'যদ্যপি পৃথিব্যাদীনানপি গোঘটবৃক্ষাদয়ো বিকারাঃ এবং তদ্‌বিকার-ভেদানাং পয়োবীজাদীনাং দধ্যঙ্কুরাদয়ঃ তথাপি গবাদয়ঃ পয়োবীজাদয়ো বা ন পৃথিব্যাদিভ্যঃ তত্ত্বান্তরম্।'

ব্যাসভাষ্যেরও ঐ কথা—ন বিশেষেভ্যঃ পরং তত্ত্বান্তরম্ অস্তীতি বিশেষাণাং নাস্তি তত্ত্বান্তরপরিণামঃ। তেষাং তু ধর্মলক্ষণাবস্থাপরিণামা ব্যাখ্যায়িষ্যন্তে।—২।১৯ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য

উপরে যে পরিণামের আলোচনা করিলাম, সাংখ্যেরা তাহাকে 'প্রাকৃত সৃষ্টি' বলেন—কারণ, ঐ সৃষ্টির মূল উপাদান প্রকৃতি কিম্বা প্রকৃতির বিকৃতি। প্রাকৃত সৃষ্টি সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে দ্বিবিধ।

প্রকৃতের্মহান্ মহতঃ অহঙ্কারঃ অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণি ইত্যাদি সৃষ্টিঃ সমষ্টি-সৃষ্টিঃ। বিজ্ঞানভিক্ষু ইহাকে বিরাট্ সৃষ্টি বলিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা ইহার আলোচনা করিব।

ব্যক্তিভেদঃ কর্মবিশেষাৎ (৩।১০)—এই সাংখ্যসূত্রে সংক্ষেপে ব্যষ্টি সৃষ্টি উক্ত হইয়াছে; এবং দৈবাদিপ্রভেদাঃ (৩।৪৬)—এই সূত্রে ব্যষ্টি

সৃষ্টির অবান্তর ভেদ লক্ষিত হইয়াছে। এই সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন—

সাম্প্রতং ব্যক্তিভেদঃ কর্মবিশেষাৎ ইতি সংক্ষেপাৎ উক্তা ব্যষ্টি-সৃষ্টিঃ বিস্তরতঃ প্রতিপাদ্যতে। দৈবাদিঃ প্রভেদোঽবান্তরভেদো যস্যাঃ সা তথা সৃষ্টিরিতি শেষঃ।

ইহার পর ৪৭ সূত্র—আব্রহ্মস্তম্ব-পর্যন্তং তৎকৃতে সৃষ্টিরাবিবেকাৎ—ব্রহ্ম হইতে স্তম্ব পর্যন্ত—এ সমস্তই ব্যষ্টি সৃষ্টি। ঐ সূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞান-ভিক্ষু বলিতেছেন—অবান্তরসৃষ্টেরপি উক্তায়াঃ পুরুষার্থত্বমাহ। চতুর্মুখম্ আরভ্য স্থাবরান্তা ব্যষ্টিসৃষ্টিরপি বিরাট্ সৃষ্টিবৎ এব পুরুষার্থা ভবতি, তত্তৎ-পুরুষাণাং বিবেকখ্যাতি-পর্যন্তম্ ইত্যর্থঃ।

ঐ দৈবাদি প্রভেদ কারিকাতে সবিস্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে—

অষ্টবিকল্পো দৈবঃ তৈর্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥ -কারিকা, ৫৩

অর্থাৎ, 'ভৌতিক যে সৃষ্টি (যে সৃষ্টি পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত), তাহার চতুর্দশ ভেদ—দৈব অষ্টবিধ, মানুষ একবিধ এবং তির্যক্ সৃষ্টি পঞ্চবিধ।' ইহার বিস্তার করিয়া গৌড়পাদাচার্য লিখিয়াছেন—

দৈবম্ অষ্টপ্রকারং—ব্রাহ্মং প্রাজাপত্যং সৌম্যম্ ঐন্দ্রং গান্ধর্বং যাক্ষং রাক্ষসং পৈশাচমিতি। পশুমৃগপক্ষিসরীসৃপস্থাবরাণি ভূতান্যেব পঞ্চবিধঃ তৈরশ্চঃ। মানুষযোনিঃ একৈব ইতি চতুর্দশভূতানি।

অর্থাৎ, দৈবসৃষ্টি অষ্টপ্রকার—যথা, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, চান্দ্র, ঐন্দ্র, গান্ধর্ব, যাক্ষ, রাক্ষস ও পৈশাচ। মনুষ্যসৃষ্টি একপ্রকার এবং তির্যক্ সৃষ্টি পাঁচ প্রকার—যথা পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর (বৃক্ষ, নদী, পর্বতাদি)। পশু ও মৃগের বোধ হয় এই প্রভেদ যে একজন বন্য জন্তু, অন্যজন গ্রাম্য জন্তু। সাংখ্যেরা যাহাকে দৈবসৃষ্টি বলেন, তাহা আমাদের পরিচিত ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য প্রভৃতি লোক এবং সেই সেই লোকের অধিবাসিগণ।

ঐ ঐ লোক এবং উহাদের অধিবাসিগণের উপাধিসমূহ সূক্ষ্ম হইলেও পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ দ্বারা গঠিত—সেই জন্য তাহারা প্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত। গন্ধর্ব, যক্ষঃ, রাক্ষস ও পিশাচ—ইহারা ভুবর্লোকের অধিবাসী। সোমলোক এবং ইন্দ্রলোক স্বর্লোকেরই অন্তর্গত। প্রজাপতিলোক মহর্লোকের নামান্তর এবং জনঃ, তপঃ ও সত্যলোক ব্রহ্মলোকের সংস্থানভেদ। এ সম্বন্ধে যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে ধৃত নিম্নোক্ত শ্লোকটী উল্লেখযোগ্য।

ব্রাহ্মস্ত্রিভূমিকো লোকঃ, প্রাজাপত্যস্ততো মহান্।
মাহেন্দ্রশ্চ স্বরিত্যুক্তো দিবি তারা ভুবি প্রজাঃ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্মলোকের তিন ভূমি বা স্তর (জনঃ, তপঃ ও সত্য)। তাহার পর প্রজাপতিলোক যাহাকে মহর্লোক বলে। তাহার পর ইন্দ্রলোক (যাহার নাম স্বঃ বা স্বর্গ)। তাহার পর ভুবর্লোক (তারাখচিত অন্তরিক্ষ) এবং সর্বশেষে ভূর্লোক (আমাদের পৃথিবী)। ব্যাসভাষ্য ইহার বিস্তার করিয়া বলিতেছেন—

সপ্তলোকের বিন্যাস, এইরূপ—'অবীচি' নামক নিম্নতম নরক হইতে আরম্ভ করিয়া সুমেরুপৃষ্ঠ পর্যন্ত ভূর্লোক, মেরুপৃষ্ঠ হইতে ধ্রুব নক্ষত্র পর্যন্ত অন্তরিক্ষ লোক। তাহার পর পঞ্চবিধ স্বর্লোক। চতুর্থ প্রজাপতিলোক, যাহাকে মহর্লোক বলে। পঞ্চম লোক ব্রহ্মলোক—উহার তিনটী স্তর—জনঃ, তপঃ ও সত্য।

তৎপ্রস্তারঃ সপ্তলোকাঃ। তত্রাবীচেঃ প্রভৃতি মেরুপৃষ্ঠং যাবৎ ইত্যবং ভূর্লোকঃ। মেরুপৃষ্ঠাদারভ্য আধ্রুবাদ্ গ্রহনক্ষত্রতারাবিচিত্রোঽন্তরিক্ষ-লোকঃ। ততঃপরঃ স্বর্লোকঃ পঞ্চবিধো, মাহেন্দ্রস্তৃতীয়ো লোকঃ। চতুর্থঃ প্রাজাপত্যো মহর্লোকঃ। ত্রিবিধো ব্রাহ্মঃ, তদ্ যথা—জনলোক স্তপোলোকঃ সত্যলোক ইতি।

কৌতূহলী পাঠক এ সম্বন্ধে পাতঞ্জল দর্শনের বিভূতি পাদের ২৬শ সূত্রের

ব্যাসভাষ্য দর্শন করিবেন। এ সকল আমাদের অপ্রত্যক্ষ বিষয়, ঋষি বা ঋষিকল্প ব্যক্তির সাধনপূত দৃষ্টির গম্য। তবে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভূর্লোকের উপরিতন যে সমস্ত সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লোক, সে সকলই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সমবায়ে গঠিত। যদিচ ঐ সকল উর্দ্ধলোক তরতমভাবে সত্বপ্রধান, কিন্তু আমাদের মনুষ্যলোক এবং তাহার অধিবাসী নর নারী রজঃপ্রধান এবং পশু, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবরাদি তমঃপ্রধান।

> উর্দ্ধং সত্ত্ববিশাল স্তমোবিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
> মধ্যে রজোবিশালো ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তঃ॥—কারিকা, ৫৪

কিন্তু ত্রিগুণের তারতম্য থাকিলেও ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃৎ পাষাণ পর্যন্ত সমস্ত বস্তুই ঐ ত্রিগুণেরই সমবায়ে গঠিত।

প্রশ্ন হইতে পারে, একই প্রকৃতি হইতে এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় বস্তুজাত উৎপন্ন হইল কিরূপে? উত্তরে সাংখ্যেরা বলেন—ত্রিগুণতঃ সমুদয়াৎ চ।† অর্থাৎ, গুণত্রয়ের গুণপ্রধান ভাবের তারতম্যে এবং সমবায় দ্বারা (সমেত্য উদয়ঃ সমুদয়ঃ=সমবায়ঃ—বাচস্পতি)।

যেমন মেঘের জল একরূপ—কিন্তু আধার বশে তাহার কটু, তিক্ত, অম্ল, মধুর প্রভৃতি বিবিধ রসের উদয় হইয়া থাকে, সেইরূপ একই প্রকৃতির গুণবৈষম্যের বিচিত্রতা অনুসারে বিবিধ ও বিচিত্র বস্তুসমূহের উৎপত্তি হয়।

কথম্ একরূপাণাং গুণানাম্ অনেকরূপা প্রবৃত্তিঃ ইত্যত আহ পরিণামতঃ সলিলবৎ। যথা হি বারিদবিমুক্তং উদকম্ একরসমপি তং তং ভূমি-বিকারান্ আসাদ্য নারিকেল-তালী-বিল্ব-চিরবিল্ব-তিন্দুকামলক-প্রাচীনামলক-কপিত্থ-ফলরসতয়া পরিণামাৎ মধুরাম্লতিক্তকটুক-কষায়তয়া বিকল্পতে এবং

---

† কারণম্ অস্ত্যব্যক্তং প্রবর্ত্তে ত্রিগুণতঃ সমুদয়াৎ চ।
পরিণামতঃ সলিলবৎ প্রতি প্রতিগুণাশ্রয়বিশেষাৎ॥—কারিকা, ১৬

একৈকগুণসমুদ্ভবাৎ প্রধানং গুণমাশ্রিত্য অপ্রধানগুণাঃ পরিণামভেদাৎ প্রবর্তয়ন্তি—তত্ত্বকৌমুদী

Manifoldness and multiplicity (বিবিধ বৈচিত্র্য) are brought about *i. e.* result from the collocations of the গুণ's, alterations from potential to actual. It is just as in a game of dice : they are ever the same dice, but as they fall in various ways, they mean to us different things. All change relates to the position, order, grouping, mixing, separation of the eternally existing essentials, which are always integrating and disintegrating.—Radhakrisnan.

প্রকৃতির এই বিচিত্রতার একটি সহকারী কারণ আছে। সাংখ্যমতে সে কারণ জীবের অনাদি কর্মধারা।

কর্মবৈচিত্র্যাৎ সৃষ্টিবৈচিত্র্যম্—সাংখ্যসূত্র ৬।৪১

বিচিত্রসৃষ্টৌ নিমিত্ত-কারণমাহ 'কর্মবৈচিত্র্যাৎ' ইত্যাদি—ভিক্ষু। এখানে কর্ম অর্থে জীবের ধর্মাধর্ম।*

কর্মবৈচিত্র্যাৎ প্রধান-চেষ্টা গর্ভদাসবৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫১

কর্মাকৃষ্টে র্বা অনাদিতঃ—ঐ, ৩।৬২

যতঃ কর্ম অনাদি, অতঃ কর্মভিঃ আকর্ষণাদ্ অপি প্রধানস্য আবশ্যকী ব্যবস্থিতা চ প্রবৃত্তিঃ—ভিক্ষু

---

* ইহার সমর্থনে সূত্রকার অন্যত্র বলিতেছেন—

ন ধর্মাপলাপঃ প্রকৃতিকার্য-বৈচিত্র্যাৎ—সাংখ্যসূত্র, ৫।২০

অর্থাৎ, যদি ধর্মাধর্ম (অদৃষ্টের) অস্তিত্ব স্বীকার না করা যায়, তবে প্রকৃতির পরিণামের ফলে বিচিত্র সৃষ্টির উপপত্তি হয় না—

প্রকৃতি-কার্যেষু বৈচিত্র্যান্যথানুপপত্ত্যা তদনুমানাৎ—ভিক্ষু

পুরুষার্থং কারণোদ্ভবোঽপ্যদৃষ্টোল্লাসাৎ- সাংখ্যসূত্র ২।৩৬

বাচস্পতিমিশ্র ২৭ কারিকার টীকায় এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন—এক সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের কিরূপে উৎপত্তি হইতে পারে? উত্তর—

শব্দাদ্যুপভোগ-সংপ্রবর্তকাদৃষ্ট-সহকারিভেদাৎ কার্যভেদঃ।

অর্থাৎ, অদৃষ্টরূপ সহকারী কারণের ফলে শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় উপভোগ করিতে সমর্থ ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।

সাংখ্যেরা বলেন যে, প্রত্যেক বিষয়েই যখন ত্রিগুণের অধিষ্ঠান রহিয়াছে, তখন একই বিষয় অবস্থা ভেদে কাহারও প্রতি সুখকর, কাহারও প্রতি দুঃখকর এবং কাহারও প্রতি মোহকর হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, একই রমণী প্রিয় জনের সুখের, সপত্নীর দুঃখের এবং নিরাশ প্রেমিকের মোহের হেতু হইয়া থাকে।

পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, প্রকৃতি সমস্ত বিকারের জননী বটে, কিন্তু সে নিজে কাহারও বিকার নহে। সেই জন্য সাংখ্য পরিভাষায় প্রকৃতিকে 'অ-বিকৃতি' বলে। প্রকৃতির বিকৃতি মহৎতত্ত্ব কিন্তু সেই মহৎতত্ত্ব আবার অহঙ্কার-তত্ত্বের প্রকৃতি। এইরূপ অহংকার তত্ত্ব মহৎতত্ত্বের বিকৃতি বটে কিন্তু পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি। এইরূপ পঞ্চতন্মাত্র অহঙ্কারের বিকৃতি বটে কিন্তু পঞ্চ স্থূল ভূতের প্রকৃতি। এইজন্য সাংখ্যেরা মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রকে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' বলেন। স্থূল ভূত ও ইন্দ্রিয় পঞ্চতন্মাত্রের বিকৃতি মাত্র, কাহারও প্রকৃতি নহে। সেইজন্য ইহাদের পারিভাষিক নাম বিকৃতি।

মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।

ষোড়শকস্তু বিকারঃ—কারিকা, ৩

'মূল প্রকৃতি 'অবিকৃতি'; মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই সাতটি 'প্রকৃতি-বিকৃতি' এবং পঞ্চস্থূলভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়—ইহারা 'বিকৃতি'।'

এই কথার সংক্ষেপ করিয়া তত্ত্বসমাস বলিয়াছেন—

অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শ বিকারাঃ।

আগামী অধ্যায়ে প্রকৃতির সপ্ত বিকৃতি ঐ মহৎতত্ত্বাদির সবিশেষ আলোচনা করিব।

চতুর্থ অধ্যায়

সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যনির্দিষ্ট সৃষ্টির ক্রম এইরূপ :—

প্রকৃতে র্মহান্, মহতঃ অহংকারঃ, অহংকারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি— 'প্রকৃতি হইতে মহৎ-তত্ত্ব, মহৎ-তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব হইতে পঞ্চ-তন্মাত্র—অর্থাৎ, ক্ষিত্যপ্‌তেজঃমরুৎব্যোম এই পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত।' এই সপ্ত তত্ত্বকে সাংখ্য পরিভাষায় সপ্ত 'প্রকৃতি-বিকৃতি' বলে। কেন?

সাংখ্যমতে প্রকৃতি সমস্ত বিকারের জননী বটে, কিন্তু প্রকৃতি স্বয়ং কাহারও বিকার নহে। প্রকৃতি বিশ্বের অমূল মূল—Rootless Root। সে জন্য সাংখ্যেরা প্রকৃতিকে 'অবিকৃতি' বলেন। প্রকৃতির বিকৃতি মহৎ-তত্ত্ব—কিন্তু সেই মহৎ-তত্ত্ব আবার অহংতত্ত্বের প্রকৃতি; এইরূপ অহংতত্ত্ব মহৎ-তত্ত্বের বিকৃতি বটে, কিন্তু পঞ্চ তন্মাত্রের প্রকৃতি। এইরূপ পঞ্চ তন্মাত্র অহংতত্ত্বের বিকৃতি বটে, কিন্তু পঞ্চ স্থূল ভূতের প্রকৃতি। সেইজন্য সাংখ্যেরা এই মহৎ-তত্ত্ব, অহংতত্ত্ব ও পঞ্চ তন্মাত্রকে সপ্ত 'প্রকৃতি-বিকৃতি' বলেন—

মূল-প্রকৃতিরবিকৃতিঃ মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত—কারিকা, ৩

এই সপ্ত 'প্রকৃতি-বিকৃতি'ই সূক্ষ্মতম হইতে স্থূলতমক্রমে তন্ত্রোক্ত আদিতত্ত্ব, অনুপাদকতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, অপ্‌তত্ত্ব ও ক্ষিতি-তত্ত্ব। এই সপ্ত তত্ত্ব কি? কেন ইহাদিগকে তত্ত্ব বলা হয়?

ততত্বাৎ সংততত্বাৎ চ তত্ত্বানীতি ততো বিদুঃ।

ততত্বং দেশতো ব্যাপ্তিঃ সংততত্বং চ কালতঃ।—তন্ত্রবচন

'তত ও সংতত বলিয়া তত্ত্বের নাম 'তত্ত্ব'—দেশতঃ ব্যাপ্তি ততত্ত্ব এবং কালতঃ ব্যাপ্তি সংততত্ত্ব।'

এই খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি যে, এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় স্থূল জগতকে বিশ্লেষণ করিলে ঐ জগৎ স্থাবর ও জঙ্গম—এই দুই কোটিতে বিভক্ত হয়।

স্থাবর = Inorganic, জঙ্গম = Organic (উদ্ভিদ্ ও প্রাণী)।

জল, স্থল, অন্তরিক্ষ, ধাতু, শিলা, ক্ষিতি, বাষ্প, সাগর, ভূধর—এ সমস্তই স্থাবরের অন্তর্গত। আর বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী, কীট, সরীসৃপ ও মানুষ—এ সমস্তই জঙ্গমের অন্তর্গত।

রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানি যে, যে কিছু স্থাবর পদার্থ আছে, যদি তাহার বিশ্লেষণ করি, তবে ৯২টি মূলভূতে (elements-এ) উপনীত হইব। আর যে কোন জঙ্গমেরই বিশ্লেষণ করি না কেন, আমরা দেখিতে পাইব যে, তাহার শরীর কোষাণুর দ্বারা গঠিত। ঐ কোষাণুকে আবার বিশ্লেষণ করিলে আমরা ঐ ৯২টি মূল ভূতের মধ্যে কয়েকটি মূল ভূতের সাক্ষাৎ পাইব। অতএব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে এই বিবিধ বৈচিত্র্যময় স্থূল জগৎ ঐ ৯২ মূল ভূতের (হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, পারদ, রৌপ্য, স্বর্ণ, গন্ধক, কার্বন্ প্রভৃতির) সংযোগ ও সংহননে রচিত।

আমরা আরও দেখিয়াছি যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনেকদিন পর্যন্ত ঐ সকল মূল ভূতের পরমাণুকে পরস্পর স্বতন্ত্র ও নিত্য মনে করিতেন,—অর্থাৎ, তাঁহারা বলিতেন যে, স্বর্ণের পরমাণু চিরদিনই স্বর্ণের পরমাণু আছে ও থাকিবে। পরে মনীষী স্যার্ উইলিয়ম্ ক্রুক্‌স্ অদ্ভুত প্রতিভাবলে প্রতিপন্ন করেন যে, রসায়নোক্ত ঐ ৯২টি মূল ভূত বস্তুতঃ মূল ভূত নহে—তাহারা প্রোটাইল্ (Protyle)-নামক এক চরম ভূতের বিকার মাত্র। ঐ প্রোটাইলই স্থূল জগতের নির্বিশেষ (homogeneous) চরম উপাদান—তাহারই সংযোগ-সংহননে এই বিচিত্র বিশ্ব। তিনি আরও প্রতিপন্ন

করেন যে, বৈজ্ঞানিক যাহাকে নিত্য, অখণ্ড পরমাণু মনে করিতেন, তাহা নিত্য ত' নহেই—অখণ্ডও নহে। অধিকন্তু তাহারা পরস্পর স্বতন্ত্র নহে; কিন্তু যেমন একরাশি ইষ্টককে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে সজ্জিত করিলে, নানা জাতীয় অট্টালিকা নির্মাণ করা যায়, সেইরূপ সেই প্রোটাইলরূপ মূল পরমাণুর সংহনন-ভেদে রাসায়নিকের ঐ ৯২টি বিভিন্ন পরমাণুর উৎপত্তি হইয়াছে। ক্রুক্‌সের এই মতই এক্ষণে বৈজ্ঞানিক সমাজে স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

এ পর্যন্ত গেল স্থূল জগতের কথা—ভূর্লোকের কথা। আর ঋষিরা বলেন, এই ভূর্লোকের পর, পর পর আরও ছয়টি লোক আছে—তাহারা যথাক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর—সূক্ষ্মতম। এই সপ্ত লোকের নাম—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য। জনঃ, তপঃ ও সত্য ব্রহ্মলোকেরই তিনটি বিভিন্ন ভূমি বা level—ব্রাহ্মঃ ত্রিভূমিকো লোকঃ (ব্যাসভাষ্য-ধৃত প্রাচীন বচন)। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে—লোক সাতটি নয়, পাঁচটি। তাই থিয়সফিক্যাল্ গ্রন্থে আমরা Five Planes-এর কথা শুনিতে পাই। এই পঞ্চলোকের প্রাচীন নাম—মনুষ্যলোক (ভূঃ), অন্তরিক্ষলোক (ভুবঃ), দেবলোক (স্বঃ), প্রজাপতিলোক (মহঃ) ও ব্রহ্মলোক (জনঃ, তপঃ ও সত্য, যাহার তিন ভূমিকা বা স্তর)।* এই ভূর্লোক থিয়সফির Physical Plane, ভুবর্লোক থিয়সফির Astral Plane, স্বর্লোক থিয়সফির Devachan বা Mental Plane, মহর্লোক থিয়সফির Buddhic বা Intuitional Plane, এবং ব্রহ্মলোক থিয়সফির Atmic বা Nirvanic Plane.

---

* পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এতদিনে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ—এই তিনটি লোকের সন্ধান পাইয়াছেন। যথা যাত। Man lives in three environments—the physical, the etherial, and the met-etherial, which is called the heaven world.

—Frederick Myers

লোক বা Plane বলিলে কি বুঝিব? লোক—জীবের বিহারভূমি, লীলাক্ষেত্র। প্রাচ্য প্রজ্ঞান বলেন, জীবের পাঁচটি অবস্থা দৃষ্ট হয়—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় ও নির্বাণ এবং এক এক অবস্থায় এক একটি লোক তাহার বিহরণভূমি, তাহার লীলাক্ষেত্র হয়। জাগ্রৎ অবস্থায় ভূর্লোক যেমন জীবের বিহারভূমি, তেমনি স্বপ্নাবস্থায় ভুবর্লোক, সুষুপ্তি অবস্থায় স্বর্লোক, তুরীয় অবস্থায় মহর্লোক এবং নির্বাণ অবস্থায় ব্রহ্মলোক তাহার বিহারভূমি।

প্রত্যেক লোকই জড় উপাদানে গঠিত। ঐ উপাদানের সূক্ষ্মতার তারতম্য অনুসারেই ঐ ঐ লোকের সূক্ষ্মতার তারতম্য। ভূর্লোক সর্বাপেক্ষা স্থূল, ভুবর্লোক তদপেক্ষা সূক্ষ্ম; ভুবর্লোকের অপেক্ষা স্বর্লোক সূক্ষ্ম, তাহার তুলনায় মহর্লোক সূক্ষ্মতর। ব্রহ্মলোক আবার মহর্লোক অপেক্ষা আরও সুসূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত। কিন্তু তাহা হইলেও সে লোকও প্রাকৃতিক, অর্থাৎ, জড় প্রকৃতির বিকারে নির্মিত। এ প্রসঙ্গে মিসেস্ বেসাণ্ট লিখিয়াছেন—

These (five) planes are definite regions in nature, each having its own kind of matter and each having its seven sub-planes—the highest sub-plane of each is composed of the ultimate atoms of the matter of the plane. অর্থাৎ, এই যে পঞ্চ লোক (five planes) ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ ও ব্রহ্মলোক—উহাদের প্রত্যেকটি নিজস্ব উপাদানে রচিত।

ভূর্লোকের উপাদান কি? ক্ষিতিতত্ত্ব বা অপঞ্চীকৃত গন্ধতন্মাত্র। ভুবর্লোকের উপাদান কি? অপ্‌তত্ত্ব বা অপঞ্চীকৃত রসতন্মাত্র। স্বর্লোকের উপাদান কি? অগ্নিতত্ত্ব বা অপঞ্চীকৃত রূপতন্মাত্র। মহঃ বা প্রজাপতি-লোকের উপাদান কি? বায়ুতত্ত্ব বা অপঞ্চীকৃত স্পর্শতন্মাত্র। ব্রহ্মলোকের উপাদান কি? আকাশতত্ত্ব বা অপঞ্চীকৃত শব্দতন্মাত্র।

মিসেস্ বেসান্ট প্রত্যেক লোকের সপ্তস্তর বা seven sub-planes-এর কথা বলিলেন। এই সপ্তস্তরের আমি অন্যত্র সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি।* ঐ সপ্ত স্তর—কঠিন, তরল, বাষ্পীয়, ইথিরীয়, পর-ইথিরীয়, আণবীয় ও পর-আণবীয় (অর্থাৎ, Solid, Liquid, Gaseous, Etheric, Super-etheric, Sub-atomic and Atomic)। ভূর্লোকের ঐ সপ্তস্তরের যে সর্বোচ্চ সূক্ষ্মতম স্তর—ঐ স্তর is 'composed of the ultimate atoms of ক্ষিতিতত্ত্ব'—পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ইহাকেই Protyle বলেন। অর্থাৎ, ভূর্লোকের আদিতত্ত্বই সেই লোকের চরম পরমাণু, অদ্বিতীয় মহামূলভূত। ঐ মুখ্য ক্ষিতিতত্ত্ব ব্যাকৃত ও ব্যূহিত হইয়া বিবিধ বিচিত্র সংহনন দ্বারা ভূর্লোকের আর ছয়টি স্তর রচনা করিয়াছে—the six remaining sub-planes are formed by more and more complicated aggregations of the ultimate atoms (Annie Besant)। কিন্তু ঐ ক্ষিতি-প্রোটাইল ভুবর্লোকের আদিতত্ত্ব নহে। বস্তুতঃ ভূর্লোকের আদিতত্ত্ব ভুবর্লোকের সর্বনিম্ন স্থূলতম স্তর হইতেও স্থূল।

The ultimate atom on the highest sub-division of the physical plane is formed by an aggregation of astral matter (from the lowest sub-division of the Astral Plane)—Annie Besant. অর্থাৎ, ভুবর্লোকের উপাদান-ভূত মুখ্য অপ্‌তত্ত্বের যে সপ্তম বা নিম্নতম স্তর (lowest sub-division), ঐ স্তরের ম্যাটারের সংযোগ-সংহনন দ্বারা ভূর্লোকের প্রথম বা উচ্চতম স্তর —গৌণ আদিতত্ত্ব বা ক্ষিতি-protyle (ultimate atom) রচিত।

ভূর্লোক সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক ও ব্রহ্মলোক সম্বন্ধেও সেই কথা বক্তব্য। ভুবর্লোকের উপাদান যে মুখ্য

* এ বিষয়ে যাঁহার জিজ্ঞাসা আছে, তিনি ১৩৩০ ফাল্গুন ও চৈত্রের ব্রহ্মবিদ্যায় প্রকাশিত আমার 'বেদান্ত ও জড়বিজ্ঞান' প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

অপ্ তত্ত্ব—ঐ লোকের গৌণ আদিতত্ত্ব বা protyle (ultimate atom) —ঐ লোকের প্রথম বা উচ্চতম স্তর,—উহা স্বর্লোকের উপাদান যে মুখ্য অগ্নিতত্ত্ব, সেই অগ্নিতত্ত্বের সপ্তম বা নিম্নতম স্তরের ম্যাটারের সংযোগ-সংহনন দ্বারা রচিত। এইরূপ স্বর্লোকের উপাদান যে মুখ্য অগ্নিতত্ত্ব—ঐ লোকের গৌণ আদিতত্ত্ব বা protyle (ultimate atom)—ঐ লোকের প্রথম বা উচ্চতম স্তর,—উহা আবার মহর্লোকের যে বায়ুতত্ত্ব, সেই বায়ুতত্ত্বের সপ্তম বা নিম্নতম স্তরের ম্যাটারের সংযোগ-সংহনন দ্বারা রচিত। এবং মহর্লোকের উপাদান যে মুখ্য বায়ুতত্ত্ব – ঐ লোকের গৌণ আদিতত্ত্ব বা protyle (ultimate atom)—ঐ লোকের প্রথম বা উচ্চতম স্তর,—উহা আবার ব্রহ্মলোকের উপাদান যে মুখ্য আকাশতত্ত্ব, সেই আকাশতত্ত্বের সপ্তম বা নিম্নতম স্তরের ম্যাটারের সংযোগ-সংহনন দ্বারা রচিত। এইরূপ বিশ্লেষণ করিতে করিতে ব্রহ্মলোকের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আদিতত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই আর্যঋষির কথিত মুখ্য আকাশতত্ত্ব। ঐ সুসূক্ষ্ম মহাভূত পর পর স্তরে স্তরে ব্যাকৃত ও ব্যূহিত হইয়া সর্বনিম্ন স্তরে ভূর্লোকের আদিতত্ত্ব বা protyle-এর আকার ধারণ করিয়াছে।

এই পঞ্চতত্ত্ব—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও ক্ষিতিকে লক্ষ্য করিয়া উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ অগ্নেঃ আপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী—তৈত্তি, ২।১।১

'সেই পরমাত্মা হইতে আকাশের আবির্ভাব, আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে অপের এবং অপ্ হইতে ক্ষিতির।' কিন্তু আকাশ-তত্ত্বই কি চরম? তাহা যদি হয়, তবে অহংতত্ত্ব ও মহৎ-তত্ত্বের স্থান কোথায়?

এ সম্পর্কে মিসেস্ বেসেন্ট বলিতেছেন—

Beyond the তত্ত্ব we know as আকাশ, there is that তত্ত্ব,

which has been called অনুপাদক and beyond that, the আদিতত্ত্ব, the first. এই আদিতত্ত্ব ও অনুপাদক-তত্ত্বই সাংখ্যের মহৎ-তত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব।

এ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিক্ষু 'মহদাদিক্রমেণ পঞ্চভূতানাম্'—এই ২।১০ সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—

'যদ্যপি 'এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত' ইত্যাদি শ্রুতৌ আদৌ এব পঞ্চভূতানাং সৃষ্টিঃ শ্রূয়তে তথাপি মহদাদিক্রমেণৈব পঞ্চভূতানাং সৃষ্টিরিষ্টা ইত্যর্থঃ। তেজ-আদি-সৃষ্টিশ্রুতৌ গগনবায়ুসৃষ্ট্যোরাপূরণং উক্ত শ্রুতৌ অপি আদৌ মহদাদিসৃষ্টিঃ পূরণীয়েতি ভাবঃ। ** কিঞ্চ '...স্মাৎ জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়ানি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথ্বী বিশ্বস্য ধারিণী"—ইতি শ্রুত্যন্তরস্থ-পাঠক্রমানুরোধেন 'স প্রাণম্ অসৃজৎ প্রাণাৎ শ্রদ্ধাং খং বায়ুম্' ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরেণ চ পঞ্চভূত-সৃষ্টেঃ প্রাক্ মহদাদি-সৃষ্টিরবধার্যত ইতি। প্রাণশ্চান্তঃকরণস্য বৃত্তিভেদ ইতি বক্ষ্যা[illegible]। অতোঽস্যাং শ্রুতৌ প্রাণ এব মহৎতত্ত্বমিতি * * মনসি চাহঙ্কারস্য প্রবেশ ইতি।

অর্থাৎ, যদ্যপি 'এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যাদি শ্রুতিতে আকাশাদি পঞ্চভূতের মাত্র সৃষ্টি বলা হইল, তথাপি ঐ স্থলে আকাশের পূর্বে মহৎতত্ত্ব ও অহংতত্ত্বের সৃষ্টি পূরণ করিয়া লইতে হইবে। অন্য শ্রুতিতেও আমরা পঞ্চভূত-সৃষ্টির পূর্বে প্রাণ ও মনের সৃষ্টির কথা শুনিতে পাই —এতস্মাৎ জায়তে প্রাণঃ ইত্যাদি। শ্রুত্যুক্ত [illegible] প্রাণই মহৎতত্ত্ব এবং মনই অহংকারতত্ত্ব।

এ বিষয়ে কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর কষ্ট কল্পনার উপর [illegible]র্ভর করা অনাবশ্যক —কারণ, কোথাও কোথাও পুরাণে এই সপ্ততত্ত্বের স্পষ্ট উল্লেখ পাই— যেমন ভাগবতে—

অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণ-সংযুতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ।—২।১।২৫

'এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মণ্যদেবের শরীর। তাঁহার ঐ ব্রহ্মাণ্ডশরীর সপ্ত আবরণে আবৃত।' এই সপ্ত আবরণ কি কি? আমাদের পূর্বোক্ত ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, অহং ও মহৎতত্ত্ব।

পৃথিবী-অপ্-তেজো-বায়ু-আকাশ-অহংকার-মহৎ-তত্ত্বানি ইতি সপ্তাবরণানি—বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

পৃথিব্যাবরণং ততঃ অপ্-তেজো-বায়ু-আকাশাহংকার মহৎতত্ত্বানি ইতি সপ্ত—শ্রীধরস্বামী

এই সপ্ততত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া মাদাম্ ব্ল্যাভাট্স্কি তাঁহার অপূর্ব গ্রন্থ Secret Doctrine-এ লিখিয়াছেন—

Prakriti, which is root matter in differential equilibrium, is the primordial deep. When transformed into the Golden Egg (ব্রহ্মাণ্ড), it is surrounded by *seven* natural elements (being the সপ্ততত্ত্ব or প্রকৃতি-বিকৃতি spoken of above).

ভাগবত পুরাণের দ্বিতীয় স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়গত 'ততো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়ঃ'—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী এই তত্ত্ব আরও বিশদ করিয়াছেন।*

তত্র ইয়ং প্রক্রিয়া—ঈশ্বরাধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতেঃ কেনচিৎ অংশেন মহৎতত্ত্বং ভবতি। তস্যাংশেন অহংকারঃ। তস্যাংশেন শব্দতন্মাত্রদ্বারা নভঃ। তস্যাংশেন স্পর্শতন্মাত্রদ্বারা বায়ুঃ। তস্যাংশেন রূপতন্মাত্রদ্বারা তেজঃ। তস্যাংশেন রসতন্মাত্রদ্বারা আপঃ। তদংশেন গন্ধতন্মাত্রদ্বারা পৃথ্বী।

অর্থাৎ, ঈশ্বরাধিষ্ঠিত প্রকৃতির আংশিক বিকারে (একাংশ দ্বারা) মহৎতত্ত্বের উদ্ভব হয়। মহৎতত্ত্বের একাংশ দ্বারা অহংকার, অহংকারের একাংশ

---

* ততো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়স্তেনাত্মনাপোঽনল-মূর্তিরত্বরন্।
জ্যোতির্ময়ো বায়ুমুপেত্য কালে বায়াত্মনা খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্।—ভাগবত, ২।২।২৮

দ্বারা শব্দতন্মাত্রদ্বারে আকাশ, আকাশের একাংশ দ্বারা স্পর্শতন্মাত্রদ্বারে বায়ু, বায়ুর একাংশ দ্বারা রূপতন্মাত্রদ্বারে তেজঃ, তেজের একাংশ দ্বারা রসতন্মাত্র দ্বারে অপ্ এবং অপের একাংশ দ্বারা গন্ধতন্মাত্রদ্বারে ক্ষিতির যথাক্রমে উদ্ভব হয়। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, অহং ও মহৎ এই সপ্ততত্ত্বের তন্মাত্রদ্বারা উৎপত্তির ইহাই প্রক্রিয়া। অর্থাৎ, শ্রীধরস্বামীর মতে সৃষ্টির প্রাক্‌ক্ষণে সেই "একমেবাদ্বিতীয়ং" পরব্রহ্ম মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করতঃ সগুণ মহেশ্বর হইয়া গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাস্থিত মূল প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন। তখন ঐ প্রকৃতির বিকারে পর পর সপ্ততত্ত্বের উদ্ভব হয়। ইহাই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া।

আমরা ভাগবত পুরাণের আর এক স্থলেও এই সপ্ততত্ত্বের বিস্পষ্ট উল্লেখ পাই। দশম স্কন্ধে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা নিজের লঘিমা ও মহেশ্বরের মহিমা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—

> ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূ-সংবেষ্টিতাণ্ডঘট সপ্তবিতস্তি কায়ঃ।
> ক্বেদৃক্‌বিধা বিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥
> —১০।১৪।১১

'অহো! আমি কত ক্ষুদ্র আর তুমি কতই বৃহৎ! তমঃ (বা মূল প্রকৃতির) বিকৃতি সপ্ততত্ত্ব—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, অহংকার ও মহৎ—দ্বারা সংবেষ্টিত (যাহার পরিমাণ সাত বিঘৎ বা বিতস্তি মাত্র) একটি ব্রহ্মাণ্ড আমার শরীর—আর বিশ্বরূপ তোমার প্রতি লোমকূপে ঐরূপ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড, বাতায়নে ত্রসরেণুর (motes-এর) ন্যায় নিয়ত সঞ্চরণ করিতেছে! তোমার মহিমার অন্ত নাই।'

এই যে 'সপ্তবিতস্তি'-প্রমাণ সপ্তাবরণ (যাহা ব্রহ্মাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া আছে), তৎসম্বন্ধে সপ্ত তত্ত্বের উৎপত্তি বর্ণন করিয়া শ্রীধরস্বামী পূর্বোক্ত 'অতো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়ঃ' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন—

তৈশ্চ মিলিতৈঃ চতুর্দশভুবনাত্মকং বিরাট্‌-শরীরম্। তস্য চ পঞ্চাশৎ

কোটি যোজন-বিশালস্থ পৃথিবী এব * * কোটি যোজন-বিশালং প্রথমাবরণং। ততঃ অবাদীনাং যে অপরিণতা অংশাঃ তানি এব উত্তরোত্তরং দশগুণানি আবরণানি। অষ্টমং তু প্রকৃত্যাবরণং ব্যাপকমেব।

অর্থাৎ, ক্ষিত্যাদি সপ্ততত্ত্বের সম্মিলনে রচিত চতুর্দশ ভুবনাত্মক† এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মার বিরাট্ শরীর। ঐ ব্রহ্মাণ্ড সপ্তাবরণ-সংবৃত। উহার পরিমাণ ৫০ কোটি যোজন; প্রথম ক্ষিতিতত্ত্বের আবরণ –যাহার পরিমাণ ১ কোটি যোজন।

Surrounding this (ব্রহ্মাণ্ড) is a covering of ক্ষিতি—such as was not used up in the formation of the Cosmos (সেইজন্য শ্রীধর স্বামী বলিলেন—অপ্-আদিনাং যে অ-পরিণতা অংশাঃ), which extends over one crore yojanas.—Purnendu Narain Sinha's Studies in Bhagabata Purana, pp 10, 11.

ক্ষিতিতত্ত্বের পর ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিতীয় আবরণ, অপ্ তত্ত্বের আবরণ—ইহার পরিমাণ ১০ কোটি যোজন। ইহার পর, পর পর অগ্নিতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব ও মহৎতত্ত্বের আবরণ। এই সকল আবরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর দশগুণ সমধিক। অতএব মহৎতত্ত্বের আবরণ দশলক্ষ কোটি যোজন। সর্বশেষ—সকলের পশ্চাতে, প্রকৃতি—ব্যাপকমেব, অর্থাৎ, all-pervading.

এই প্রকৃতিই জড় জগতের চরম উপাদান—'Indiscrete Nature'—অমূল মূল—সপ্ত 'প্রকৃতি-বিকৃতি'র অতীত অবিকৃতি—মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্ (কঠ, ১।৩।১১)—বিজ্ঞানের undifferentiated 'Ether

---

† চতুর্দশ ভুবন কি কি? অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, ও পাতাল—এই সপ্ত অধঃলোক এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ, সত্য,—এই সপ্ত ঊর্ধ্বলোক।

of Space', থিয়সফির 'Koilon'*—ইহাই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিয়া অবিকৃতি-প্রকৃতি কিরূপে সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতিতে পরিণত হয়—মাদাম্ ব্লাভাট্স্কি উদাত্ত ভাষায় তাহার বর্ণনা করিয়াছেন—

Thrilling through the bosom of inert substance (প্রকৃতি), Fohat impels it to activity and guides its primary differentiations on all the seven planes of cosmic consciousness. There are thus seven Protyles† (it is the last of these that Sir William Crooks is seeking). * * These seven protyles are the septenary manwantaric

---

* এই Koilon সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সি, জিনরাজদাস তাঁহার First Principles of Theosophy-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—The bubbles in koilon or ether of space are really holes in the ether. The Solar Logos next swept these bubbles into spiral formations with seven bubbles in each spiral. These are spirals of the first order, till there were created bubbles of the sixth order, which is our physical atom.

—See. pp. 135-6, 166-8 and Diagram on p. 134.

এ সম্পর্কে আমি একটু সংশোধন করিতে চাই—আমি বলিতে চাই :—

These Bubbles or holes in space are really *our* Pradhana, a fragment of মূল প্রকৃতি appropriated by our Solar Logos, who swept these original buobles into seven spiral formations, constituting the seven তত্ত্ব's—মহৎ, অহং and পঞ্চতন্মাত্র's.

† এই সাত প্রোটাইলই সাংখ্যের সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতি—তন্ত্রের ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অনুপাদক ও আদিতত্ত্ব। They are the septenary bases of the evolution of প্রকৃতি—ক্ষিতিতত্ত্ব being the ultimate atom, the protyle of the physical plane.

differentiations of Prakriti, the undifferentiated cosmic substance.

পুনশ্চ—These seven Tattwas serve severally as the relatively homogeneous basis which in the course of evolution becomes the marvelous complexity presented by phenomena on the planes of perception * * But the incipient separation of primordial matter into atoms and molecules begins after the evolution of the *seven* protyles.—Hillard's Abridgment of the Secret Doctrine, pp. 189-90.

এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া শ্রীমতী অ্যানি বেসাণ্ট অতি মনোজ্ঞ ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন—

The Life Breath goes forth, (আনীৎ অবাতম্—ঋগ্বেদ)। Iswara, the centre of all, enveloped in Maya, (মায়িনং তু মহেশ্বরং—শ্বেতাশ্বতর) sends forth His breath ; and as that vibrating breath falls on it, the enveloping Maya becomes Mula-Prakriti * * and throws it into three modifications—Tamas (stability), Rajas (activity) and Sattwa (harmony)—the famous three Gunas, without which Prakriti cannot manifest. * * Then comes the sevenfold division. What is this ? Here is matter (প্রকৃতি) with its three Gunas, now ready to receive another impulse from the Life-Breath * * and it comes forth in seven great waves. Each one modifies matter and evolves and ensouls those that

follow it. The first two (মহৎতত্ত্ব and অহংকার) are absolutely beyond our knowing ; therefore they are ordinarily left out. ** Iswara Himself, as Brahma, sends forth a power due to a modification of His consciousness, called in the Visnu Purana a *Tanmatra* (তন্মাত্র) —শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। * * * The first great vibration that goes forth is the vibration that gives rise to what we speak of here as sound (শব্দতন্মাত্র) ; the form that it brings into manifestation is আকাশ। * * Then into that, the next *tanmatra* (স্পর্শতন্মাত্র), the next power due to a modification of consciousness is sent forth ; the *Akasa*, with the primary vibration within it, receives the second vibration sent out by Iswara, and this, pervading the matter around it, brings about the next modification of matter, the element Vayu, (বায়ুতত্ত্ব)। Vayu, permeated, ensouled and enveloped in Akasa, receives a fresh impulse from Iswara, the third Tanmatra (রূপতন্মাত্র) ; this Tanmatra working on Vayu produces the modification of matter, called the element Agni (অগ্নিতত্ত্ব), and this fire-matter is permeated, ensouled and enveloped in Vayu, as Vayu in Akasa. A similar process brings into manifestation, the elements Apas and Prithivi (অপ্‌তত্ত্ব ও ক্ষিতিতত্ত্ব)।

—Evolution of Life & Form, pp. 24-6

এ বিষয়ে আর বিস্তার করা অনাবশ্যক। আমরা সাধারণভাবে সপ্ত প্রকৃতি-বিকৃতির আলোচনা করিলাম, কিন্তু 'মহৎতত্ত্ব' ও 'অহংতত্ত্বে'র আর একটু বিশিষ্ট আলোচনা প্রয়োজন। আগামী অধ্যায়ে আমরা সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পঞ্চম অধ্যায়

মহৎ-তত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব

আমরা দেখিলাম, প্রকৃতির আদ্যা বিকৃতি মহৎ-তত্ত্ব—প্রকৃতে র্মহান্—'the first emanation is Mahat'.

> মহদাখ্যম্ আদ্যং কার্যম্—সাংখ্যসূত্র, ১।৭১
>
> গুণক্ষোভে জায়মানে মহান্ প্রাদুর্বভূব হ—লিঙ্গপুরাণ
>
> সবিকারাৎ প্রধানাৎ তু মহৎ-তত্ত্বম্ অজায়ত—মৎস্য পুরাণ

সেই জন্য তন্ত্রের পরিভাষায় মহৎ-তত্ত্বের সংজ্ঞা আদিতত্ত্ব।

বলা বাহুল্য, মহৎ-তত্ত্ব যখন প্রকৃতির বিকার—তখন উহাও প্রাকৃতিক (material), প্রাতিভাসিক (ideal) নহে—এবং উহা যখন 'কার্য', তখন বিনাশী।

> উভয়ান্যত্বাৎ কার্যত্বং মহদাদেঃ ঘটাদিবৎ—সাংখ্যসূত্র, ১।১২৯

যাহারই উদয় আছে, তাহারই বিলয় আছে। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষই অনাদি—তদ্‌ভিন্ন মহদাদি কোন তত্ত্বই অনাদি বা অনন্ত নহে।

মহৎ-তত্ত্বকে 'মহান্' বলে কেন? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু ২।১৩ সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ। অস্যাশ্চ বুদ্ধেঃ 'মহত্ত্বম্' স্বেতর-সকল-কার্যব্যাপকত্বাৎ মহৈশ্বর্যাৎ চ মন্তব্যম্। তিনি প্রমাণ স্বরূপ মৎস্যপুরাণ হইতে নিম্নোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

> সবিকারাৎ প্রধানাৎ তু মহৎতত্ত্বম্ অজায়ত।
>
> মহান্ ইতি যতঃ খ্যাতি র্লোকানাং জায়তে সদা।

অর্থাৎ, আদিতত্ত্বের সার্থক নাম 'মহৎ'—যেহেতু ইহা ব্যাপক (all-pervading), অন্যান্য সমস্ত বিকৃতিকে ব্যাপিয়া আছে এবং মহৈশ্বর্য-শালী।

সাংখ্যেরা এই মহৎ-তত্ত্বকে বুদ্ধি, মনঃ, চিত্ত প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। ইহা হইতে মনে হয়, মহৎ-তত্ত্ব দ্বিবিধ ভাবে বোদ্ধব্য—পরাক্ (Objective) ভাবে এবং প্রত্যক্ (Subjective) ভাবে। বাচস্পতি মিশ্র এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন—

গুণানাং হি দ্বৈরূপ্যং—ব্যবসেয়াত্মকত্বং ব্যবসায়াত্মকত্বং চ। তত্র ব্যবসেয়াত্মকতাং গ্রাহ্যতাম্ আস্থায় পঞ্চতন্মাত্রাণি ভূতভৌতিকানি নির্মিমীতে (ইহা objective)। ব্যবসায়াত্মকত্বং তু গ্রহণরূপম্ আস্থায় সাহংকারাণি ইন্দ্রিয়াণি (ইহা subjective)।

মহৎ-তত্ত্বের Subjective Aspect লক্ষ্য করিয়া সূত্রকার বলিয়াছেন—

মহদাখ্যম্ আদ্যং কার্যং তৎ মনঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।৭১

লিঙ্গপুরাণে ইহার প্রতিধ্বনি শুনা যায়—

গুণক্ষোভে জায়মানে মহান্ প্রাদুর্বভূব হ।
মনো মহান্ চ বিজ্ঞেয় একং তৎ বৃত্তিভেদতঃ॥

এই মনঃ 'is the Divine Mind in creative operation'. (The Secret Doctrine, vol 1, p 277).

শ্রীশঙ্করাচার্য ইহার সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলেন মহান্=হৈরণ্যগর্ভী বুদ্ধি (১।৪।৩ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য)।

এই ভাবে কবি ব্রাউনিং বলিয়াছেন—

God! Thou art Mind.—Paracelsus

মনুসংহিতাও এই ভাবে বলিতেছেন, প্রলয়রাত্রির অবসানে ভগবান্—

প্রতিবুদ্ধশ্চ সৃজতি মনঃ সদসদাত্মকম্—১।৭৪

ইহার ভাষ্যে মেধাতিথি লিখিয়াছেন—

এখানে 'মহৎ-তত্ত্বম্ এব মনঃ' এবং স্বমত পোষণার্থ এই পুরাণ-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

মনো মহান্ মতির্বুদ্ধি র্মহৎ-তত্ত্বং চ কীর্ত্যতে।

এ শ্লোকেও মহৎতত্ত্বকে 'বুদ্ধি' বলা হইল। পুরাণের অন্যত্রও এ কথা আছে—

যৎ এতৎ বিস্তৃতং বীজং* প্রধানপুরুষাত্মকম্।
মহৎ-তত্ত্বম্ ইতি প্রোক্তং বুদ্ধিতত্ত্বং তদ্ উচ্যতে॥

বস্তুতঃ সাংখ্য পরিভাষায় মহৎ-তত্ত্বের সুপরিচিত নাম 'বুদ্ধি'।

মহৎ-তত্ত্বস্য পর্যায়ো বুদ্ধিঃ—২।১৩ সূত্রের ভিক্ষুভাষ্য
অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ—সাংখ্যসূত্র, ২।১৩

এইরূপ কোথাও কোথাও মহৎ-তত্ত্বকে চিত্ত বলা হইয়াছে—

যদ্ আহু র্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তৎ মহদাত্মকম্
—ভাগবত, ৩।২৬।২১

অভিজ্ঞ পাঠকের এ প্রসঙ্গে বৈষ্ণব-পরিভাষিত চতুর্ব্যূহের কথা স্মরণ হইবে—সমষ্টি মনঃ-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্তের অধিষ্ঠাতা অনিরুদ্ধ-প্রদ্যুম্ন-সংকর্ষণ ও বাসুদেবতত্ত্ব। ভাগবতকার ঐ কথাই বলিলেন—মহদাত্মক যে চিত্ত, তাহাই বাসুদেবতত্ত্ব। সে যাহা হ'ক, আমাদের লক্ষ্যের বিষয় এই যে, যখন মহৎতত্ত্বকে মনঃ, বুদ্ধি বা চিত্ত বলা হয়, তখন মহত্তের ঐ প্রত্যক্ ভাব, অর্থাৎ, subjective aspect-কেই লক্ষ্য করা হয়। এই ভাব লক্ষ্য

---

* এই 'বীজ' শব্দ অভিজ্ঞ পাঠককে নিঃসন্দেহ উপনিষদের একটি বাণী স্মরণ করাইবে—একং বীজং বহুধা যঃ করোতি। গীতায়ও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ! সনাতনম্।

এই প্রসঙ্গে যোগবাশিষ্ঠ লিখিয়াছেন—

এতৎ চিত্তদ্রুমস্যাস্য বীজং বিদ্ধি মহামতে!
এতস্মাৎ প্রথমোদ্ভিন্নাদ্ অঙ্কুরোঽভিনবাকৃতিঃ।
নিশ্চয়াত্মা নিরাকারো বুদ্ধিরিত্যভিধীয়তে।
অস্য বুদ্ধ্যভিধানস্য যাঙ্কুরস্য প্রপীনতা।
সঙ্কল্পরূপিণী তস্যাশ্চিত্তচেতো মনোঽভিধা।

করিয়া উপনিষৎ মহৎ-তত্ত্বকে 'মহান্ আত্মা' বলিয়াছেন (মহান্ আত্মা = Cosmic Ideation)—

সত্ত্বাৎ অধি মহান্ আত্মা—কঠ, ৬।৭

বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ—কঠ, ৩।১০

ব্যাসভাষ্যেও শুনিতে পাই—

এতে সত্তামাত্রস্থ আত্মনো মহতঃ ষড় অবিশেষপরিণামাঃ

—২।১৯ সূত্রের ব্যাসভাষ্য

মাদাম্ ব্লাভাট্স্কির Secret Doctrine-এও মহৎতত্ত্বের এই dual aspect-এর কথা বলা হইয়াছে—

The first emanation is মহৎ, which in its dual aspect is Spirit and Matter—(that is, subjectively Spirit and objectively Matter). These two aspects of the Absolute --i.e. Cosmic Substance and Cosmic Ideation, are mutually interdependent.*

—Secret Doctrine, vol II, p. 61

---

* এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডয়সন্ তাঁহার Philosophy of the Upanisad গ্রন্থে (p. 246) একটি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত মনে হয় না। ডয়সনের বক্তব্য এই—

As early as the Cosmogony of the Rigveda, there usually appears at the head of the development of the universe, a triad of principles, in so far as (1) the primal Being evolves from out of himself, (2) primitive matter, and himself takes form in the latter as (3) the first-born of creation. This series of the three first principles, which becomes more and more typical, is the ultimate basis of the three highest principles of the *Sankhya*, (1) Purusha, (2) Prakriti and (3) Mahan (buddhi).

আমরা দেখিয়াছি, প্রকৃতি গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা—যে অবস্থায় প্রকৃতি 'is in a state of differential equilibrium'। সৃষ্টির মুখে কি হয়? মাদাম্ ব্লাভাট্স্কি বলিতেছেন—

The cyclic impulse (প্রবৃত্তিঃ পুরাণী) begins with the re-awakening of Cosmic Ideation (or the Universal Mind, Mahat) concurrently with the emergence of cosmic substance (its vehicle during the life cycle) from its dormant condition.—Secret Doctrine.

মহৎতত্ত্বের বিকার যে অহংতত্ত্ব—তাহারও এইরূপ dual aspect আছে। We have to admit the possibility of a cosmic অহংকার,* out of which individual subjects and objects arise.—Prof. Radhakrisnan.

Objective ভাবে অহংতত্ত্ব তন্মাত্র-সৃষ্টির জনক—অহংকারাৎ পঞ্চ তন্মাত্রাণি—উহাই তন্ত্রের অনুপাদক তত্ত্ব। ত্রিগুণের তারতম্য-অনুসারে এই অহং-তত্ত্ব ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—ইহাদিগের পারিভাষিক নাম 'বৈকৃত', 'তৈজস' ও 'ভূতাদি'। ভূতাদি, অর্থাৎ, তামস

---

*Certainly behind the individual unfoldings of *Prakriti* by *mahan*, *ahankara*, *manas*, etc, there must exist a corresponding general unfolding of a *Cosmical* [*mahan*, *ahankara*, *manas*, etc. * * The Prakriti, common to all, is undoubtedly cosmical, and the *Buddhi* also seems to be cosmical, as its name mahan, "the great", indicates, as the intelligence that issues from the unconscious and sustains the phenomenal universe ; a psychical offshoot of it however as individual buddhi is introduced into the lingam —Dr. Deussen's Philosophy of the Upanisad, p. 243.

অহংকার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রের উৎপত্তি, তৈজস বা রাজস অহংকার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি, এবং বৈকৃত বা সাত্ত্বিক অহংকার হইতে একাদশক ইন্দ্রিয় (মনের) উৎপত্তি। এই মনঃ ব্যষ্টি-মনঃ নয়—সমষ্টি বা Cosmic Mind.

অহংতত্ত্বাৎ বিকুর্বাণাৎ মনো বৈকারিকাৎ অভূৎ—ভাগবত, ৩।৫।৩০

এই কথাই ঈশ্বরকৃষ্ণ ২৫ কারিকায় বলিয়াছেন—

সাত্ত্বিক একাদশকঃ প্রবর্ত্তেতে বৈকৃতাদ্ অহংকারাৎ।
ভূতাদেস্তন্মাত্রঃ স তামসঃ তৈজসাদ্ উভয়ম্॥

এ সম্বন্ধে সাংখ্যসূত্র এই—

একাদশ-পঞ্চতন্মাত্রং তৎকার্যম্—২।১৭
সাত্ত্বিকম্ একাদশকম্ প্রবর্ত্তেতে বৈকৃতাদ্ অহংকারাৎ—২।১৮

ভিক্ষু বলেন, ঐ ১৮ সূত্রে 'একাদশক' অর্থে মনঃ—একাদশানাং পূরণম্ একাদশকম্ মনঃ * * তৎ বৈকৃতাৎ সাত্ত্বিকাহংকারাৎ জায়তে।

এই objective aspect ছাড়া অহংতত্ত্বের একটা subjective aspect আছে। সে ভাবে অহংকার—Cosmic অভিমান—যাহাকে অগ্রে সর্বাহংতা বলা হইয়াছে।

এই মহৎ, অহংকার ও মনঃ সম্পর্কে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ লিখিয়াছেন—

Mahat, Ahamkara and Manas are said in the Mahabharata to be *cosmic* functions of the Supreme Spirit.

যাহাকে সৃষ্টির তিনটি মুখ্য মুহূর্ত বলা হয়—The three moments of creation—তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে এই বিষয় বিশদ হইতে পারে।*

---

* এ সম্পর্কে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ কয়েকটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—

There is the supreme Brahman beyond both the subject and the object. The moment, it is related to the object, it becomes

ঐ তিনটি মুহূর্ত কি কি ? উপনিষদের ভাষায় ভগবানের সিসৃক্ষা হইলে তিনি এইরূপে ঈক্ষা করেন (স ঈক্ষাং চক্রে)—

(১) একোঽহং—ইহাই Cosmic অভিমান বা অহংকার—এ মুহূর্তে তিনি সর্বাহং-মানী হয়েন।

(২) বহুস্যাম্—ইহাই Cosmic বুদ্ধি—এ মুহূর্তে তিনি 'অধ্যবসায়' করেন (অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ)—He resolved.

(৩) প্রজায়েয়—ইহাই Cosmic মনঃ বা সঙ্কল্প—এই মনঃ is 'Divine mind in creative mood'—সিসৃক্ষা-যুক্ত মনঃ—কামস্তদ্ অগ্রে সমবর্তাধি—ঋগ্‌বেদ। এ মুহূর্তে মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।

The universe is the creation of the cosmic imagination (সঙ্কল্প), as a statue hewn from marble is the externalised thought-form of the sculptor.—Douglas Fawcett.

ভগবানের এই সমষ্টি-সঙ্কল্প লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি মনু বলিলেন—

মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া।
আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দগুণং বিদুঃ ॥—মনু, ১।৭৫

---

a subject, with an object set over against it. (c f. ঈক্ষাং চক্রে—বৃহ, ১।৪।২ ও তৎ ঐক্ষত—ছা, ৬।২।২). While the nature of the Supreme (i.e. Absolute) is pure consciousness, that of Prakriti is unconsciousness and when the two intermingle, we have subject-object and that is Mahat. * * Immediately the subject contrasts itself with the object, it develops sense of selfhood. Creation is preceded by a sense of selfhood. 'I shall be many, I shall procreate' (বহুস্যাম্ প্রজায়েয়).

এই আকাশ সাংখ্যের শব্দতন্মাত্র। শব্দতন্মাত্রের পর স্পর্শতন্মাত্র—তাহার পর রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র। এই পঞ্চতন্মাত্রকে লক্ষ্য করিয়া উপনিষদ্ বলিয়াছেন—তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। (তৈত্তি, ২।১।১) এ সমস্তই সমষ্টি-সৃষ্টি—cosmic ব্যাপার। ইহাই গীতার অষ্টবিধ অপরা প্রকৃতি—

ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খংমনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা ॥
অপরেয়ম্ * * —গীতা, ৭।৪-৫

ভগবানের এই অপরা প্রকৃতি অষ্টধা ভিন্ন—অহংকার, বুদ্ধি, মনঃ (সৃষ্টির মুহূর্তত্রয়ের আলোচনায় যাহাদের উল্লেখ করিলাম) এবং আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্র।

এই মহৎতত্ত্ব ও অহংতত্ত্ব সম্পর্কে তত্ত্ব-দর্শিনী অ্যানি বেসাণ্ট বলিয়াছেন—

এই যে আদিতত্ত্ব ও অনুপাদকতত্ত্ব—they are the two planes beyond (প্র-পঞ্চের অতীত) and represent the sphere of divine activity, encircling and enveloping all * *. We are taught that they are the planes of Divine consciousness, wherein the Logos is manifested and wherefrom He shines forth† as the Creator, the Preserver, the Dissolver, evolving a universe, maintaining it during its life period and withdrawing it into Himself at its ending.—Mrs. Besant's Study in Consciousness, 1925 edition, pp. 2-3.

† অতএব 'তমোনুদ'।

অতএব বুঝিলাম, Objective aspect-এ—পরাক্‌ভাবে, মহৎ is the Vesture of God (ঈশা বাস্যম্)।

Thus at the roaring loom of Time I ply
And weave for God the garment thou see-est Him by.
—Goethe.

এবং Subjective aspect-এ প্রত্যক্‌ভাবে, মহৎ হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধিরূপ উপাধি—

সা সর্গাদৌ উৎপন্নস্য মহত্তত্ত্বোপাধিকস্য মহাপুরুষস্য জ্ঞানপরা
—৫।১২ সাংখ্যসূত্রের ভিক্ষুভাষ্য

পুনশ্চ, 'অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতম্ এতৎ যদ্ ঋগ্‌বেদঃ' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিষু চ হিরণ্যগর্ভে চেতনেঽপি মহান্ [illegible]দঃ বুদ্ধ্যভিমানিত্বেনৈব
— ২।১৩ সাংখ্যসূত্রের ভিক্ষুভাষ্য

এই সমষ্টি-মহতে (ও অহংতত্ত্বে) সত্ত্বগুণের প্রাধান্য—রজঃ তমের লেশ নাই বলিলেই হয়—হিরণ্যগর্ভবুদ্ধেরদুষ্টত্বাৎ (৬।৫২ ভিক্ষুভাষ্য) * * তস্যাঃ বুদ্ধেরেব নিরতিশয় সত্ত্বকার্যত্বাৎ (২।১৪ ভিক্ষুভাষ্য)। অতএব ইহাকে শুদ্ধ সত্ত্ব বলা উচিত—সত্ত্বাৎ অধি মহান্ আত্মা (কঠ, ৬।৭)।

কিন্তু আপনার আমার যে ব্যষ্টি-বুদ্ধি, তাহা রজঃ তমঃ দ্বারা উপরঞ্জিত—উপরাগাৎ (tincture) বিপরীতম্ (সাংখ্যসূত্র, ২।১৫)।

তদেব মহৎ মহত্তত্ত্বং রজস্তমোভ্যাম্ উপরাগাৎ বিপরীতম্ (ভিক্ষু)।†

মহত্তত্ত্ব ও অহংতত্ত্বের প্রসঙ্গে আমরা কয়েকবার 'সমষ্টি' শব্দের প্রয়োগ করিলাম। সমষ্টি বলিলেই ব্যষ্টির কথা উঠে। সমষ্টি = Cosmic, ব্যষ্টি = Individual. এই সমষ্টি-ব্যষ্টির ভেদ লক্ষ্য না করাতে কেহ কেহ বিভ্রান্ত

† সাংখ্যেরা যখন বুদ্ধির ধর্মাধর্ম, জ্ঞানাজ্ঞান, বৈরাগ্যাবৈরাগ্য, ঐশ্বর্যানৈশ্বর্যরূপ অষ্টরূপের কথা বলেন, সে অষ্টরূপ ব্যষ্টি-বুদ্ধিরই রূপ বুঝিতে হইবে।
—২।১৩-৫ সাংখ্যসূত্র ও ২৩-২৫ কারিকা।

হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ অধ্যাপক ম্যাক্স্‌মুলরের কথা ধরা যায়। তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন—

Buddhi is generally taken in a subjective or psychological sense ; but it is impossible that this should have been its original meaning in the mind of Kapila. * * The Buddhi or Mahat must here be a phase in the cosmic growth of the universe * * We can hardly help taking this great principle, the Mahat, in a cosmic sense * * Ahamkara is, in the Samkhya, something developed out of primordial matter, after that matter has passed through Buddhi.—Maxmuller's Six Systems of Indian Philosophy, pp. 323-7

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের ধারণাও এ সম্পর্কে বেশ সুস্পষ্ট নহে।

In the Sankhya, stress is laid on the psychological aspect of Buddhi. * * But the designations *Mahat* (the great), Brahma etc. imply that it is used in the cosmic sense. * * The status of *Mahat* or *Buddhi* is left in an uncertain condition. *Buddhi* as the product of *Prakriti* and the generator of *Ahamkara* is different from *Buddhi*, which controls the process of the senses, mind and *Ahamkara* * * It is difficult to know how the self-sense (*Ahamkara*) is derived from the intellect (*Mahat*).*

পুনশ্চ—বুদ্ধি, অহংকার, মনস্‌ and the rest need not be taken as a series of chronologically successive stages of evolu-

tion. * * The different principles of the Sankhya system cannot be logically deduced from প্রকৃতি.

অথচ সাংখ্যাচার্যেরা এই ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভেদ স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। 'ব্যক্তিভেদঃ কর্মবিশেষাৎ' এই ৩।১০ সূত্রের ভাষ্যে ভিক্ষু বলিয়াছেন—

যদ্যপি সর্গাদৌ হিরণ্যগর্ভোপাধিরূপম্ একমেব লিঙ্গং তথাপি তস্য পশ্চাদ্ ব্যক্তিভেদো ব্যক্তিরূপেণ (অর্থাৎ, ব্যষ্টিভাবেন) অংশতো নানাত্বমপি ভবতি।

পুনশ্চ প্রকৃত্যভিমানিদেবতাম্ আরভ্য সর্বেষামেব ভূতাভিমানি-পর্যন্তানাং স্ব স্ব বুদ্ধিরূপাশ্চ প্রতিনিয়তোপাধয়ো মহৎতত্ত্বস্যেব অংশা ইতি।

— ২।১৩ সাংখ্যসূত্রের ভিক্ষুভাষ্য

আপনার আমার যে মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার—ইহা ব্যষ্টি, আর হিরণ্য-গর্ভের মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার সমষ্টি (cosmic). Mahat corresponds with Manas—the former on the cosmic and the latter on the human plane.—Secret Doctrine, Vol. I, p. 489

Ahamkara arises after Buddhi. We have here also to distinguish the cosmic and the psychological aspect.

—Prof. Radhakrisnan

মহৎ যখন হিরণ্যগর্ভের উপাধি* —universal Mind, the objective basis of cosmic ideation—তখন উপাধি ও উপহিতের তাদাত্ম্য করিয়া (উপাধি being regarded as তদ্বান্)—কোথাও কোথাও মহৎ-তত্ত্বকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু বলা হইয়াছে—

মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ—বায়ুপুরাণ, ৪।২৫।১৬

---

* এ মত বেদান্তের অনুকূল।

In the later Vedanta, *Buddhi* is taken collectively as the *Upadhi* of *Hiranyagarva*.— Radhakrisnan

মহৎ-তত্ত্বোপাধিত্বাৎ তু বিষ্ণু র্মহান্ পরমেশ্বরো ব্রহ্মেতি চ গীয়তে
—৬।৬৬ সূত্রের ভিক্ষুভাষ্য

শান্তিপর্বে এ কথার সমর্থন আছে—

পরমেষ্ঠী হ্যহংকারঃ সৃজন্ ভূতানি পঞ্চধা।
পৃথিবীং বায়ুরাকাশম্ আপো জ্যোতিশ্চ পঞ্চমম্॥
—শান্তিপর্ব, ৩১১।১০

'অহংকার-রূপী ব্রহ্মা ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের পঞ্চধা সৃষ্টি করিলেন।'

এ সম্পর্কে কৌষীতকী-উপনিষদের একটি শ্লোক আমাদের স্মরণীয়—

যজূদরঃ সামশিরা অসৌ ঋকমূর্তি রব্যয়ঃ।
স ব্রহ্মেতি হি বিজ্ঞেয় ঋষি র্ব্রহ্মময়ো মহান্॥—১।৬

'ব্রহ্মা-রূপী যে অব্যয় ব্রহ্মময় ঋষি* (এখানে 'ব্রহ্ম' অর্থে বেদ)—যজুঃ যাঁহার উদর, সাম যাঁহার মস্তক, ঋক যাঁহার মূর্তি—তিনিই মহান্, অর্থাৎ, মহৎ-তত্ত্ব।'

কিন্তু সে কথা যাক্—ব্যষ্টি-মনঃ যে সমষ্টি-মনেরই ভগ্নাংশ, এই কথা প্রতিপন্ন করিয়া আমরা এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি। এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক-প্রবর স্যার জেমস্ জিন্সের একটি প্রগাঢ় উক্তি স্মরণীয়—

Human minds are like atoms of the Divine Mind.
—Mysterious Universe

এ বিষয়ে আর একজন মনীষী পাশ্চাত্য লেখকের আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতে চাই—

There is a homogeneous mental consciousness of which all human mentality is but an expression and a part. * * * All human minds are but manifestations

* শ্বেতাশ্বতরেও ব্রহ্মাকে 'ঋষি' বলা হইয়াছে—
ঋষিং প্রসূতং কপিলং য স্তম্ অগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ—৫।২

of the thought of God. * * All conscious beings are expressions of a unit of consciousness which is the major mind—the Logos or God.

In a phrase : there is only one major mentality—of which all apparently separate mentalities are an expression or part. Man is a partaker of that Divine thought, outside of which his thoughts have no existence.

—Hodson's Science of Seership, pp. 108-9.

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রত্যয় সর্গ

তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা প্রাকৃত-সর্গের আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি—প্রকৃতিকৃত সৃষ্টি 'মহদাদি-বিশেষভূতপর্যন্ত'—মহৎ-তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল ভূত পর্যন্ত।

ইত্যেষঃ প্রকৃতি-কৃতো মহদাদি-বিশেষভূতপর্যন্তঃ—কারিকা, ৫৬

মহৎ, অহংকার ও পঞ্চতন্মাত্র—এই সপ্ত 'প্রকৃতি-বিকৃতি'র পারিভাষিক নাম 'লিঙ্গসর্গ' এবং 'বিশেষ'-ভূত ও ভৌতিকের পারিভাষিক নাম 'ভূতসর্গ'।

সাংখ্যেরা বলেন, প্রকৃতিকে যদি পুরুষার্থ, অর্থাৎ, পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ নিষ্পন্ন করিতে হয়, তবে একা প্রাকৃত সর্গ যথেষ্ট নয়—সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যয়-সর্গের প্রয়োজন।

ন বিনাভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।

লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যঃ তস্মাৎ দ্বিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ ॥—কারিকা, ৫২

(এ কারিকায় 'লিঙ্গ' অর্থে তন্মাত্রসর্গ এবং 'ভাব' অর্থে প্রত্যয়-সর্গ।)

এ কারিকার টীকায় বাচস্পতি লিখিয়াছেন—

এতদ্ উক্তং ভবতি। তন্মাত্রসর্গস্য পুরুষার্থ-সাধনত্বং স্বরূপং চ ন প্রত্যয়সর্গাৎ বিনা ভবতি। এবং প্রত্যয়সর্গস্য স্বরূপং পুরুষার্থসাধনত্বঞ্চ ন তন্মাত্রসর্গাৎ ঋতে ইতি উভয়থা সর্গ-প্রবৃত্তিঃ। ভোগঃ পুরুষার্থো ন ভোগ্যান্ শব্দাদীন্ ভোগায়তনঞ্চ শরীরদ্বয়ম্ অন্তরেণ সম্ভবতি ইতি উপপন্নঃ তন্মাত্রসর্গঃ। এবং স এব ভোগোঽভোগসাধনানি ইন্দ্রিয়াণি চান্তঃকরণানি চান্তরেণ ন সম্ভবতি। ন চ তানি ধর্মাদীন্ ভাবান্ বিনা সম্ভবন্তি।

ন চাপবর্গহেতুঃ বিবেকখ্যাতিঃ উভয়সর্গং বিনা ইতি উপপন্ন উভয়বিধঃ সর্গঃ।

সেইজন্য প্রাকৃত সর্গ ছাড়া এই প্রত্যয় সর্গ। 'প্রত্যয়' মানে প্রতীতি, সংবিত্তি, চিত্তবৃত্তি।*

প্রাকৃত-সৃষ্টি যেমন Objective, material—প্রত্যয়-সৃষ্টি তদ্-বিপরীত—Subjective, psychological.

কারিকা বলিলেন—'ন বিনা ভাবৈঃ লিঙ্গম্'। 'ভাব' কি? সাংখ্য-পরিভাষায় ভাবের অর্থ বুদ্ধির আটটি বিশিষ্ট 'রূপ' বা পরিণাম—ধর্ম-অধর্ম, জ্ঞান-অজ্ঞান, বৈরাগ্য-অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য-অনৈশ্বর্য।

ধর্মাধর্ম-জ্ঞানাজ্ঞান-বৈরাগ্যাবৈরাগ্য-ঐশ্বর্যানৈশ্বর্যাণি ভাবাঃ তদন্বিতা বুদ্ধিঃ
—৪০ কারিকার তত্ত্বকৌমুদী

ধর্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যম্ ঐশ্বর্যম্ অধর্মঃ অজ্ঞানম্ অবৈরাগ্যম্ অনৈশ্বর্যম্ ইতি ভাবাঃ—গৌড়পাদ

এ গণনার মূল ২৩ কারিকা—

অধ্যবসায়ো বুদ্ধির্ধর্মো জ্ঞানং বিরাগ ঐশ্বর্যম্।

সাত্ত্বিকম্ এতদ্-রূপং তামসম্ অস্মাদ্ বিপর্যস্তম্॥

বুদ্ধির স্বালক্ষণ্য অধ্যবসায় (নিশ্চয়)—বুদ্ধিতে সত্ত্বগুণ প্রবল হইলে, তাহার চারিটি বিশিষ্ট পরিণাম—ধর্ম, জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান), বৈরাগ্য (dispassion) এবং ঐশ্বর্য (অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি); আর বুদ্ধিতে তমোগুণ প্রবল হইলে, তদ্‌বিপরীতে অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য (আসক্তি) এবং অনৈশ্বর্য (সর্বত্র ইচ্ছার বিঘাত—impeded will)।

---

* যেমন পতঞ্জলির যোগসূত্রে ও অন্যত্র—

অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিঃ নিদ্রা—যোগসূত্র, ১।১০

প্রত্যয়স্য পরচিত্তজ্ঞানম্—ঐ, ৩।১৯

সামান্যতস্তু দৃষ্টাৎ * * প্রতীতিঃ অনুমানাৎ—কারিকা, ৬

নাস্তিনিবৃত্তিরূপত্বং ভাবপ্রতীতেঃ—সাংখ্যসূত্র, ৫।১৩

সাংখ্যসূত্র ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ। তৎ কার্যং ধর্মাদি। মহৎ উপরাগাৎ বিপরীতম্
—২।১৩-১৫

তদেব মহৎ মহত্তত্ত্বং (বুদ্ধিঃ) রজঃতমোভ্যাম্ উপরাগাৎ বিপরীতং ক্ষুদ্রধর্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্যধর্মকম্ অপি ভবতি—ভিক্ষুভাষ্য

সাংখ্যেরা বলেন, এই অষ্টবিধ ভাব কাহারও কাহারও সাংসিদ্ধিক (সহজাত, inborn), অপরের নৈমিত্তিক (কর্ম বা সাধন-সম্ভূত)। সাংসিদ্ধিক (innate) ভাবকে তাঁহারা প্রাকৃতিক এবং নৈমিত্তিক (incidental) ভাবকে বৈকৃতিক বলেন।

সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকাঃ, বৈকৃতাশ্চ ধর্মাদ্যাঃ—কারিকা, ৪৩

বৈকৃতা নৈমিত্তিকাঃ, প্রাকৃতিকাঃ স্বাভাবিকাঃ সাংসিদ্ধিকা ভাবাঃ। * * বৈকৃতাশ্চ ভাবা অসাংসিদ্ধিকাঃ, উপায়ানুষ্ঠানোৎপন্নাঃ—বাচস্পতি

সাংসিদ্ধিক ভাব যেমন পরমর্ষি কপিলদেবের—যথা ভগবতঃ কপিলস্য আদিসর্গে উৎপদ্যমানস্য চত্বারো ভাবাঃ সহোৎপন্না ধর্মো জ্ঞানং বৈরাগ্যম্ ঐশ্বর্যম্ ইতি—গৌড়পাদ*

—এবং নৈমিত্তিক ভাব, যেমন 'প্রাচেতস প্রভৃতীনাং মহর্ষীণাম্'।

উপরে সাত্ত্বিক 'ভাব' ধর্ম জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্যের কথা বলা হইল। তামসিক 'ভাব' অধর্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য, অনৈশ্বর্য ও ঐরূপ—কাহারও সাংসিদ্ধিক এবং কাহারও নৈমিত্তিক।

এবম্ অধর্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্যাণি অপি—বাচস্পতি

ঐ সকল 'ভাবে'র দ্বারা অধিবাসিত লিঙ্গশরীর আশ্রয় করিয়া অবিবেকী

---

* গৌড়পাদ 'ভাব'কে দ্বিবিধ না বলিয়া ত্রিবিধ বলিয়াছেন—সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক। সাংসিদ্ধিক—যেমন কপিলদেবের, প্রাকৃতিক—যেমন ব্রহ্মার মানসপুত্র সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমারের, এবং বৈকৃতিক—যেমন আচার্যের উপদেশানুকূল সাধন-সিদ্ধের। আমি এ স্থলে বাচস্পতি মিশ্রের অনুসরণ করিয়াছি।

পুরুষের কিরূপে সংসৃতি (সংসারচক্রে গতাগতি) হয়—আমরা তাহার যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি—

সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্—কারিকা, ৪০

এক্ষণে বুদ্ধির ঐ সকল ভাব—কারিকা যাহাকে অষ্ট 'রূপ' বলিলেন—কিরূপে কার্যকারী হয়—সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করি।

এ সম্পর্কে ঈশ্বরকৃষ্ণের উক্তি এই—

রূপৈঃ সপ্তভিরেবং বধ্নাতি আত্মানম্ আত্মনা প্রকৃতিঃ।
সৈব চ পুরুষার্থং প্রতি বিমোচয়তি একরূপেণ ॥—কারিকা, ৬৩

(তত্ত্ব)-জ্ঞান ভিন্ন ধর্মাদি সপ্তরূপ দ্বারা জীবের বন্ধন হয়—একমাত্র জ্ঞানই তাহার মোক্ষসিদ্ধি করে। তত্ত্বজ্ঞানবর্জং বধ্নাতি ধর্মাদিভিঃ সপ্তভিঃ রূপৈঃ ভাবৈরিতি। একরূপেণ তত্ত্বজ্ঞানেন বিবেকখ্যাত্যা বিমোচয়তি —বাচস্পতি

অর্থাৎ, বুদ্ধির ধর্মাদি সপ্ত 'ভাব' দ্বারা ভোগ এবং জ্ঞানরূপ যে 'ভাব' (যাহাকে বিবেকখ্যাতি বলে)—তদ্‌দ্বারা মোক্ষ।

সর্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাদ্ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধানপুরুষান্তরং সূক্ষ্মম্ ॥—কারিকা, ৩৭

তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে ধর্মাদি সপ্ত ভাবের 'অকারণতা-প্রাপ্তি' ঘটে—ধর্মাদীনাম্ অকারণ-প্রাপ্তৌ (৬৭ কারিকা)। এতানি সপ্তরূপাণি বন্ধনভূতানি সম্যক্ জ্ঞানেন দগ্ধানি—যথা নাগ্নিনা দগ্ধানি বীজানি প্ররোহণসমর্থানি এবম্ এতানি ধর্মাদীনি বন্ধনানি ন সমর্থানি।

অতএব—সংস্কার-ক্ষয়াৎ শরীর-পাতে মোক্ষঃ—গৌড়পাদ

৪৪ ও ৪৫ কারিকায় এই বিষয়ের বিস্তার করা হইয়াছে। সেখানে ধর্মাদিকে নিমিত্ত বলিয়া তাহাদিগের নৈমিত্তিকের নির্দেশ করা হইয়াছে।

ধর্মেণ গমনম্ ঊর্ধ্বম্, গমনম্ অধস্তাৎ ভবতি অধর্মেণ।
জ্ঞানেন চাপবর্গো বিপর্যয়াদ্ ইষ্যতে বন্ধঃ ॥

বৈরাগ্যাৎ প্রকৃতিলয়ঃ সংসারো ভবতি রাজসাদ্ রাগাৎ।
ঐশ্বর্যাৎ অবিঘাতো বিপর্যয়াৎ তদ্-বিপর্যাসঃ ॥

ধর্মের ফল উর্ধ্বলোকে গতি -যেমন স্বর্লোক, মহর্লোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি; কিন্তু পুণ্য ক্ষয় হইলে তথা হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী। গীতা বলিয়াছেন—ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি (৯।২১)—এমন কি ব্রহ্মলোক হইতেও আবর্তন অসম্ভব নয়।

আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন!—গীতা, ৮।১৬

অধর্মের ত' কথাই নাই, অধর্মের ফলে—

ইমং লোকং হীনতরং বা বিশন্তি—মুণ্ডক উপনিষদ্, ১।২।১০

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—উৎকট অধর্মের বিপাকে মনুষ্য পশুযোনি প্রাপ্ত হইতে পারে—

কপূয়চরণাঃ কপূয়াং যোনিম্ আপদ্যেরন্ শ্বযোনিম্ বা শূকরযোনিম্ বা
—৫।১০।৭

শুদ্ধ বৈরাগ্যের ফল 'প্রকৃতিলয়।' সাংখ্য পরিভাষায় ইহাকে 'বৈকৃতিক বন্ধ' বলে। এ সম্পর্কে আমরা প্রথম খণ্ডে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অবৈরাগ্য বা আসক্তির ফল 'সংসার', অর্থাৎ, 'চক্রনেমিক্রমেণ' পুনঃ পুনঃ গতাগতি।

ঐশ্বর্যের ফল ইচ্ছার অবিঘাত (un-impeded volition)—'ঈশ্বরো হি যদিচ্ছতি তৎ করোতি।' ইহাকেই যোগের পরিভাষায় 'অণিমাদি অষ্ট-সিদ্ধি' বলে। এ সম্পর্কে পতঞ্জলি যথার্থই বলিয়াছেন—

তে সমাধৌ উপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ—যোগসূত্র, ৩।৩৭

সাংখ্যদিগের 'তুষ্টি-সিদ্ধি' এই ঐশ্বর্যের আনুষঙ্গিক ফল। এ বিষয়ে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

ঐশ্বর্যের বিপরীত অনৈশ্বর্য,—তাহার ফলে সর্বত্র ইচ্ছার ব্যাঘাত ও বিঘাত। সাংখ্যেরা ইহাকে 'অশক্তি' বলেন।

অজ্ঞানের ফল বন্ধ। এই অজ্ঞান কেবল জ্ঞানের অভাব নয়—ইহা বিপর্যয় বা মিথ্যা জ্ঞান।

বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানম্ অতদ্-রূপপ্রতিষ্ঠম্—যোগসূত্র, ১।৮

এই অজ্ঞানেরই নামান্তর অবিবেক। অবিবেকাৎ বন্ধঃ—ইহা আমরা সাংখ্য শাস্ত্রে সর্বত্র শুনিয়াছি।

জ্ঞানেন চাপবর্গঃ—এখানে জ্ঞান অর্থে তত্ত্বজ্ঞান—বিশুদ্ধ, কেবল জ্ঞান, ইহারই নাম 'বিবেকখ্যাতি'। বিবেকখ্যাতি সাংখ্য সাধনের চরম।

অথ বিবেকখ্যাতৌ সত্যাং কৃতকৃত্যতয়া বিবেকখ্যাতিমন্তং পুরুষম্ প্রতিনিবর্ত্তে—বাচস্পতি

ইহাই জীবের কৃতকৃত্যতা—Summum Bonum.

এই নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক (Cause and Effect) হোরেস্ উইল্‌সন্ তাঁহার টীকায় এই ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

Cause.	*Effect.*
1. Virtue.	2. Elevation in the scale of being.
3. Vice.	4. Degradation in the scale of being.
5. Knowledge.	6. Liberation from Existence.
7. Ignorance.	8. Bondage or transmigration.
9. Dispassion.	10. Dissolution of the Subtile bodily form.
11. Passion.	12. Migration.
13. Power.	14. Unimpediment.
15. Feebleness.	16. Obstruction.

বুদ্ধির অষ্ট ভাব বা রূপের বিষয়ে অনেক কথা বলিলাম। এখন প্রত্যয়-সর্গের আলোচনায় ফিরিয়া যাই। সাংখ্যেরা বলেন যে, এই প্রত্যয় সর্গ সমাসতঃ চতুর্বিধ, কিন্তু ব্যাসতঃ ইহার পঞ্চাশৎ ভেদ।

এষো প্রত্যয়সর্গো বিপর্যয়াশক্তিতুষ্টিসিদ্ধ্যাখ্যঃ।

গুণবৈষম্যবিমর্দাৎ তস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ ॥—কারিকা, ৪৬

প্রত্যয় সর্গ কি কি? প্রত্যয় সর্গ চতুর্বিধ—(১) বিপর্যয়, (২) অশক্তি, (৩) তুষ্টি এবং (৪) সিদ্ধি। ইহাদের প্রত্যেকের আবার অবান্তর ভেদ আছে, যেমন—

পঞ্চপর্বা অবিদ্যাঃ (বিপর্যয়)—তত্ত্বসমাস, ১২

অষ্টাবিংশতিধা অশক্তিঃ—ঐ, ১৩

নবধা তুষ্টিঃ—ঐ, ১৪

অষ্টধা সিদ্ধিঃ—ঐ, ১৫

সাংখ্যসূত্র ইহার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন—

বিপর্যয়-ভেদাঃ পঞ্চ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৩৭

অশক্তিঃ অষ্টাবিংশতিধা তু—ঐ, ৩।৩৮

তুষ্টির্নবধা—ঐ, ৩।৩৯

সিদ্ধিরষ্টধা—ঐ, ৩।৪০

এই কথাই ঈশ্বরকৃষ্ণ ৪৭ কারিকায় বলিয়াছেন—

পঞ্চ বিপর্যয়-ভেদা ভবন্তি অশক্তিশ্চ করণ-বৈকল্যাৎ।

অষ্টাবিংশতি ভেদা, তুষ্টিঃ নবধা, অষ্টধা সিদ্ধিঃ ॥—কারিকা, ৪৭

এই অবান্তর ভেদের বিষয় আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিব; কিন্তু প্রথমতঃ প্রত্যয়-সর্গের চতুর্বিধতার প্রতি লক্ষ্য করি। সাংখ্যেরা প্রত্যয় সৃষ্টিকে চারিভাগে বিভক্ত করিলেন কেন? ইহার উত্তরে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ বলেন—

প্রত্যয় সর্গ is classed under four heads—বিপর্যয়, অশক্তি,

তুষ্টি and সিদ্ধি--according as they obstruct, disable satisfy and perfect the বুদ্ধি।

বিপর্যয় কি ? বাচস্পতি বলেন, এখানে বিপর্যয়ের অর্থ অজ্ঞান বা অবিদ্যা ; মাঠর বৃত্তি ও গৌড়পাদের মতে বিপর্যয় বলিতে সংশয় (doubt) বুঝিতে হইবে। (সংশয়-বুদ্ধিঃ বিপর্যয়ঃ--মাঠর)।

অশক্তি=করণ-বৈকল্য (disability) ; তুষ্টি=অমূলক আত্মপ্রসাদ (complacency) ; এবং সিদ্ধি=সাফল্য (perfection)।

বিপর্যয় ও অশক্তি যে মোক্ষের পরিপন্থি, অতএব সাংখ্য দৃষ্টিতে হেয়, তাহা বলাই বাহুল্য। তুষ্টিও মোক্ষের প্রতিকূল। তুষ্টির ফলে সাধকের লক্ষ্যভ্রংশ হয়, তাহার মোক্ষাভিমুখ গতি স্থগিত হইয়া যায় ; অতএব তুষ্টিও হেয়। কিন্তু সিদ্ধি হেয় নয়, উপাদেয় ; কারণ, সিদ্ধি হইতে তত্ত্ব-জ্ঞান এবং তাহার ফলে মোক্ষ।

এ সম্পর্কে মাঠর বৃত্তিকার বলিতেছেন—

এবং বিপর্যয়াশক্তি-তুষ্টিরূপং ত্রিবিধং প্রত্যয়-সর্গং হিত্বা সিদ্ধিঃ সংসেব্যা, সিদ্ধেঃ তত্ত্বজ্ঞানং তস্মাৎ চ মোক্ষ ইতি তাৎপর্যম্।

এ সম্পর্কে ঈশ্বরকৃষ্ণের কথা এই—

সিদ্ধেঃ পূর্বঃ অঙ্কুশঃ ত্রিবিধঃ—কারিকা, ৫১

তাঃ (বিপর্যয়াশক্তিতুষ্টয়ঃ) সিদ্ধিকরিণীনাম্ অঙ্কুশো নিবারকত্বাৎ। অতঃ সিদ্ধিপরিপন্থিত্বাৎ অঙ্কুশ ইবেতি বিপর্যয়াশক্তিতুষ্টয়ো হেয়া ইত্যর্থঃ

—বাচস্পতি।

অর্থাৎ, as the goad (অঙ্কুশ) serves to restrain the elephant, so these three, viz, বিপর্যয়, অশক্তি and তুষ্টি prevent সিদ্ধি from arising.

সিদ্ধেঃ পূর্বা যা বিপর্যয়াশক্তিতুষ্টয়ঃ তা এব সিদ্ধেঃ অঙ্কুশঃ তদ্-ভেদাৎ এবং ত্রিবিধো। যথা হস্তী গৃহীতাঙ্কুশেন বশো ভবতি এবং বিপর্যয়াশক্তিতুষ্টিভিঃ

গৃহীতো লোকোঽজ্ঞানম্ আপ্নোতি তস্মাদ্ এতাঃ পরিত্যজ্য সিদ্ধিঃ সেব্যা, স সিদ্ধেঃ তত্ত্বজ্ঞানম্ উৎপদ্যতে তৎ মোক্ষ ইতি।—গৌড়পাদ

'বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি সিদ্ধির অঙ্কুশ'—ইহার এইরূপ অর্থ করিলে কেমন হয়? বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টির সার্থকতা এই যে, অঙ্কুশ যেমন হস্তীকে লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করে, সেইরূপ এই বিপর্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি সাধককে সিদ্ধির অভিমুখে চালিত করে।

বিপর্যয়ের পঞ্চ ভেদ—তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র। এই পঞ্চ ভেদের আবার উপভেদ আছে—যথা, তমের অষ্ট ভেদ, মোহেরও তাহাই, মহামোহের দশ ভেদ এবং তামিস্র ও অন্ধতামিস্র—প্রত্যেকের অষ্টাদশ ভেদ—সর্বসমেত ৬২ উপভেদ।

ভেদস্তমসোঽষ্টবিধো, মোহস্য চ, দশবিধো মহামোহঃ।
তামিস্রোঽষ্টাদশধা তথা ভবত্যন্ধতামিস্রঃ॥—কারিকা, ৪৮

বন্ধো বিপর্যয়াৎ—সাংখ্যসূত্র, ৩।২৪

'বিপর্যয়' properly means whatever *obstructs* the soul's object of final liberation (Wilson)—যাহাই মোক্ষের পরিপন্থী বা বিঘাতক।

বাচস্পতি বিপর্যয় অর্থে অজ্ঞান বুঝিয়াছেন—সেই জন্য তিনি তমঃ প্রভৃতি বিপর্যয়ের পঞ্চ ভেদকে পাতঞ্জলোক্ত অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশের সহিত অভিন্ন বলিয়াছেন--'অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ, যথা সাংখ্যং তমোমোহমহামোহতামিস্রান্ধতামিস্রসংজ্ঞকাঃ পঞ্চ বিপর্যয়বিশেষাঃ'।

বিজ্ঞানভিক্ষুরও ঐ মত--'অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ যোগোক্তা বন্ধ-হেতু-বিপর্যয়স্য অবান্তর-ভেদা ইত্যর্থঃ'।*

---

* মাঠর-বৃত্তিতে ইহার-আংশিক সমর্থন পাওয়া যায়। বৃত্তিকার বলেন—
তেজঃ কেনচিৎ বৈগুণ্যেন অপ্রাপ্ত্যা-অভিহতস্য যঃ ক্রোধঃ স তামিস্র ইত্যুচ্যতে।
* * ঐশ্বর্যে বিদ্যমানে ঐশ্বর্যং পরিত্যজ্য মৃত্যুনা ম্রিয়মাণস্য গচ্ছামীতি সন্তপ্যতো যঃ ত্রাসঃ সঃ অন্ধতামিস্র ইত্যুচ্যতে।

প্রাচীন ভাষ্যকার গৌড়পাদ কিন্তু বিপর্যয় অর্থে সংশয় (doubt) বুঝিয়াছেন ; অতএব, তাঁহার মতে বিপর্যয়ের পঞ্চ ভেদ সংশয়েরই রূপান্তর বা ভাবান্তর।

Gaurapada accordingly uses 'Sansaya' (সংশয়), 'doubt' or 'error', as the synonyme of 'Viparyaya' ; and the specification of its sub-species confirms this sense of the term, as they are all hindrances to final emancipation, occasioned by ignorance of the difference between soul and nature, or by an erroneous estimate of the sources of happiness, placing it in sensual pleasure or superhuman might. – Horace Wilson.

গৌড়পাদ বলেন, তমঃ সেই বিপর্যয়, যে অবস্থায় প্রধান, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্রে লীন ব্যক্তি আপনাকে মুক্ত মনে করে ; ঐ অষ্ট লয়-স্থানকে লক্ষ্য করিয়া তমঃ-কে অষ্টবিধ বলা হয়।

সঃ অষ্টাসু প্রকৃতিষু লীয়তে প্রধানবুদ্ধ্যহংকার-পঞ্চতন্মাত্রাষ্টাসু ; তত্র লীনম্ আত্মানং মন্যতে মুক্তোঽহমিতি তমোভেদঃ। এষোঽষ্টবিধস্য মোহস্য ভেদোঽষ্টবিধ এব ইত্যর্থঃ —গৌড়পাদ

পুনশ্চ, মোহ সেই বিপর্যয়—যে অবস্থায় অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য লাভ করিয়া, তাহাতে আসক্তি বশতঃ অণিমাদিসিদ্ধ মোক্ষ হইতে বঞ্চিত হয় ; ঐ ঐশ্বর্যের অষ্টবিধতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মোহকে অষ্টবিধ বলা হয়।

যত্র অষ্টগুণম্ অণিমাদি ঐশ্বর্যম্ তত্র সঙ্গাৎ ইন্দ্রাদয়ো দেবা ন মোক্ষম্ প্রাপ্নুবন্তি পুনশ্চ তৎক্ষয়ে সংসরন্তি এষঃ অষ্টবিধো মোহ ইতি।

পুনশ্চ, যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—দৈব ও মানুষ ভেদে দশবিধ, বিপর্যয়প্রযুক্ত ঐ শব্দাদিতে আসক্তিই দশবিধ মহামোহ। পুনশ্চ, ঐ

অষ্টবিধ ঐশ্বর্য ও দশবিধ ভোগকে সম্পদ্ জ্ঞান করিয়া তাহাতে যে আনন্দ ও সম্পংক্ষয়ে যে বিষাদ—তাহাই অষ্টাদশবিধ তামিস্র।

এতেষাম্ অষ্টাদশানাম্ সম্পদং অনুনন্দন্তি বিপদং নানুমোদন্তি এষঃ অষ্টাদশবিধো বিকল্পঃ তামিস্রঃ।

—এবং ঐ অষ্টাদশ প্রকার ভোগের সময় যদি কাহারও বিনাশ বা চ্যুতি ঘটে, তবে তাহার যে মহা দুঃখ, তাহাই অষ্টাদশ প্রকার অন্ধতামিস্র।

বিষয়-সম্পত্তৌ সম্ভোগকালে য এব ম্রিয়তে অষ্টগুণৈশ্বর্যাৎ বা ভ্রস্যতে ততঃ তস্য মহৎ-দুঃখম্ উৎপদ্যতে স অন্ধতামিস্র ইতি—গৌড়পাদ

বাচস্পতি ঠিক এ ভাবে তমঃ মোহ প্রভৃতির অবান্তর ভেদ বুঝেন না। সংক্ষেপে এ বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য এই—

তমঃ = অবিদ্যা। অষ্টবিধ অবিদ্যা কি কি?

অষ্টসু অব্যক্ত-মহদ্-অহঙ্কার-পঞ্চতন্মাত্রেষু অনাত্মসু আত্মবুদ্ধিঃ অবিদ্যা তমঃ।

মোহ = অস্মিতা।

দেবা হি অষ্টবিধম্ ঐশ্বর্যম্ আসাদ্য অমৃতাভিমানিনঃ অণিমাদিকম্ আত্মীয়ম্ শাশ্বতিকম্ অভিমন্যন্তে ইতি সোঽয়ম্ অস্মিতা-মোহঃ।

যেহেতু অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য, অতএব এই মোহেরও অষ্ট ভেদ।

মহামোহ = রাগ (আসক্তি)।

আসক্তির বিষয় দিব্য ও অদিব্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ। অতএব মহামোহ দশবিধ।

শব্দাদিষু পঞ্চসু দিব্যাদিব্যতয়া দশবিধেষু বিষয়েষু রঞ্জনীয়েষু রাগ আসক্তিঃ মহামোহঃ। স চ দশবিধবিষয়ত্বাৎ দশবিধঃ।

তামিস্র = দ্বেষ। দ্বেষের প্রকার অষ্টাদশ। শব্দাদি দশ বিষয় এবং অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য,—অবস্থা-বিশেষে ইহারা দ্বেষের কারণ হয়।

তে চ শব্দাদয় উপস্থিতাঃ পরস্পরেণ উপহন্যমানাঃ (স্পর্শেন শব্দঃ

শব্দেন চ স্পর্শ ইত্যেবং অগ্যতমেন উপহন্যমানাঃ) তদুপায়াশ্চ অণিমাদয়ঃ স্বরূপেণৈব কোপনীয়া ভবন্তি—বাচস্পতি

যেহেতু দশ শব্দাদি ও অষ্ট অণিমাদি উক্ত দ্বেষের বিষয়, অতএব বলা হইল – দ্বেষ আঠার প্রকার।

শব্দাদিভিঃ দশভিঃ সহ অণিমাদি অষ্টকম্ অষ্টাদশধা ইতি। তদ্বিষয়ো দ্বেষঃ তামিস্রঃ অষ্টাদশবিষয়ত্বাৎ অষ্টাদশধা ইতি।

অন্ধতামিস্র = অভিনিবেশ বা ত্রাস। ইহাও অষ্টাদশ প্রকার।

দেবা খলু অণিমাদিকং অষ্টবিধং ঐশ্বর্যং আসাদ্য দশ শব্দাদীন্ ভুঞ্জানাঃ —শব্দাদয়ো ভোগ্যাঃ তদুপায়াশ্চ অণিমাদয়ঃ অস্মাকম্ অসুরাদিভিঃ উপঘানিষ্যন্তে (উপহতা করিষ্যন্তে) ইতি বিভ্যতি।

—এবং যেহেতু ঐ ভয়ের বিষয় অষ্টাদশ, অতএব ভয়ও আঠার প্রকার বলা হইল।

তদিদং ভয়ং অভিনিবেশঃ অন্ধতামিস্রঃ অষ্টাদশ-বিষয়ত্বাৎ অষ্টাদশধা ইতি—বাচস্পতি

. বিপর্যয়ের পর অশক্তি। অশক্তি—করণ-বৈকল্য (disability), করণের স্ববিষয়-গ্রহণে অপটুতা। এই অশক্তি ২৮ প্রকার।

একাদশেন্দ্রিয়বধাঃ সহ বুদ্ধিবধৈঃ অশক্তিঃ উদ্দিষ্টা।

সপ্তদশবধা বুদ্ধেঃ বিপর্যয়াৎ তুষ্টিসিদ্ধীনাম্॥—কারিকা, ৪৯

আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয় – চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এবং মনঃ, —এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের যে বধ বা বিকলতা (depravity), তদ্দ্বারা একাদশ অশক্তি।

বাচস্পতি নিম্নোক্ত শ্লোকে ঐ একাদশ ইন্দ্রিয়-বধ সূচিত করিয়াছেন।

বাধির্যং কুষ্ঠিতান্ধত্বং জড়তাজিঘ্রতা তথা।

মূকতা-কৌণ্য পঙ্গুত্ব-ক্লৈব্যোদাবর্তমন্দতাঃ॥

অর্থাৎ, অন্ধতা, বধিরতা, অজিঘ্রতা, জড়তা (loss of taste), কুষ্ঠিতা, মূকতা, কুণিতা (mutilation), পঙ্গুতা, অপায়ুতা.* ক্লীবতা ও উন্মত্ততা। এই একাদশ ইন্দ্রিয় বধের উপর সপ্তদশ বুদ্ধিবধ। বুদ্ধিবধ কি? Affliction or depravity of the Intellect. বুদ্ধিবধ সপ্তদশ প্রকার—৯ প্রকার অ-তুষ্টি ও ৮ প্রকার অ-সিদ্ধি মিলিয়া সপ্তদশ প্রকার—তুষ্টি-সিদ্ধীনাং বিপর্যয়াৎ।

They are described as the *contraries* of the conditions which constitute the classes 'তুষ্টি' and 'সিদ্ধি'. Under the former head are enumerated dissatisfaction (অ-তুষ্টি) as to the notions of nature (প্রকৃতি), means (উপাদান), time (কাল) and luck (ভাগ্য) and addiction to enjoyment of the five objects of sense or the pleasures of sight, hearing, touch etc. The contraries of perfection (সিদ্ধি) are want of knowledge, whether derivable from reflection (উহ), from tuition (শব্দ) or from study (অধ্যয়ন), endurance of the three kinds of pain (দুঃখত্রয়ের অভিঘাত), privation of friendly intercourse (সুহৃৎ প্রাপ্তি) and absence of purity or of liberality (দান).†—Horace Wilson.

দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টা বিশদ হইতে পারে। ধরুন, অ-সিদ্ধি রূপ বুদ্ধি-বধ। যে হতভাগ্য এ জাতীয় বুদ্ধিবধের দ্বারা পীড়িত—তাহার জ্ঞানার্জনে স্পৃহা হয় না, পঠন পাঠন বা মননে সে উদাসীন, বিদ্যাবিষয়ে সে ব্যয়কুণ্ঠ এবং সতীর্থ-সংগ্রহে পরাঙমুখ। অধিকন্তু জগৎ যে 'দুঃখালয়ম্

* পায়ুর (rectum-এর) বিকলতাকে 'উদাবর্ত' বলে।

† অতঃপর যখন আমরা নবধা তুষ্টি ও অষ্টধা সিদ্ধির আলোচনা করিব—তখন এই অ-তুষ্টি ও অ-সিদ্ধি-জনিত বুদ্ধি-বধের বিষয় আরও বিশদ হইবে।

অশাশ্বতম্', 'সর্বং দুঃখং'- ইহা তাহার অনুভূতিতে আসে না--তাহার জীবনে 'pleasures of life'ই চূড়ান্ত—তাহার 'Philosophy of Life is Eat, Drink and be Merry'—'হস পিব লল মোদ নিত্যং, বিষয়ান্ উপভুঙ্ক্ষ্ব কুরু চ মা শঙ্কাম্।'

এই যে অ-তুষ্টি-রূপ বুদ্ধি-বধ-গ্রস্ত—সে সদাই অসন্তুষ্ট কিছুতেই কোন মতেই তাহার তুষ্টি হয় না—সে যদি লক্ষপতি থাকে, তবে ক্রোরপতি হইতে চায়—সে 'আশাপাশশতৈঃ বদ্ধঃ' হইয়া কাল, ভাগ্য, নিমিত্ত কিছুরই তোয়াক্কা রাখে না এবং 'ন জাতু কামঃ কামানাম্ উপভোগেন শাম্যতি' এই Golden Rule ভুলিয়া গিয়া সর্বদাই বিষয়ভোগে প্রমত্ত থাকে। এইরূপ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধদেব বলিতেন --

মনুজস্স পমত্তচারিণো তন্হা বড্ঢতি মালুকা বিয়।

সো প্লবতি হুরাহুরং ফলমিচ্ছং ব বনস্মিং বানরো ॥—তন্হাবগ্গো

অতুষ্টির কথা বলিলাম—এইবার তুষ্টির কথা বলি।

তুষ্টি=Complaisance. তুষ্টি নবধা—

আধ্যাত্মিকাঃ চতস্রঃ প্রকৃত্যুপাদানকাল-ভাগ্যাখ্যাঃ।

বাহ্যা বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ, নব তুষ্টয়োঽভিমতাঃ ॥—কারিকা, ৫০

চতুর্বিধ আধ্যাত্মিক তুষ্টি ও পঞ্চবিধ বাহ্যিক তুষ্টি, উভয়ে মিলিয়া নববিধ তুষ্টি। এই চতুর্বিধ আধ্যাত্মিক তুষ্টির পারিভাষিক নাম—অম্ভঃ, সলিল, মেঘ ও বৃষ্টি; এবং পঞ্চবিধ বাহ্যিক তুষ্টির পারিভাসিক নাম—যথাক্রমে, পার, সুপার, পারাপার, অনুত্তমাম্ভঃ ও উত্তমাম্ভঃ (বাচস্পতি)। মাঠর বৃত্তিতে এই পারিভাষিক নামগুলি একটু ভিন্ন ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে—যথা, অম্ভঃ সলিলম্ ওঘঃ বৃষ্টিঃ তারং সুতারং সুনেত্রং সুমরীচং ও উত্তমাম্ভসিকম্।

সে যাহা হ'ক—আধ্যাত্মিক তুষ্টি কি কি?—প্রকৃতি-উপাদান-কাল-ভাগ্যাখ্যাঃ। কাহার ঐরূপ তুষ্টি হয়?

বাচস্পতি বলেন, যে ব্যক্তি 'অসৎ-উপদেশ-তুষ্ট' হইয়া, শ্রবণ-মননাদিনা বিবেকসাক্ষাৎকারায় ন প্রযততে, তাহার ঐ চতুর্বিধ আধ্যাত্মিক তুষ্টি হয়। কিরূপে ?

কেহ বলেন—বিবেক-সাক্ষাৎকার ত' প্রকৃতিরই পরিণাম ; প্রকৃতিই তাহা করিবে। ধ্যানাদির অভ্যাসে তোমার কি প্রয়োজন ?

'বিবেক-সাক্ষাৎকারো হি প্রকৃতি-পরিণামভেদঃ। তং চ প্রকৃতিরেব করোতি ; কৃতং তে ধ্যানাভ্যাসেন। তস্মাৎ এবমেব আস্স্ব'—এই উপদেশে যে তুষ্ট রহিল, তাহার তুষ্টি প্রকৃতি-তুষ্টি।

আর একজন তত্ত্বজ্ঞান অর্জনে উদ্‌যোগী না হইয়া ত্রিদণ্ডকমণ্ডলু প্রভৃতি উপাদান গ্রহণ করিল—'ইহাতেই আমার মোক্ষ হইবে'—ঐরূপ ব্যক্তির যে তুষ্টি, তাহাই উপাদান-তুষ্টি।

যথা কশ্চিৎ অবিজ্ঞায় এব তত্ত্বানি উপাদানগ্রহণং করোতি—ত্রিদণ্ডকমণ্ডলু-বিবিদিকাভ্যো মোক্ষ ইতি—এষা উপাদানাখ্যা—গৌড়পাদ

কেহ ভাবিল—কালেন মোক্ষো ভবিষ্যতি কিং তত্ত্বাভ্যাসেন—'কাল নিরবধি—এক কালে আমার মোক্ষ হইবেই হইবে, অতএব তত্ত্বজ্ঞানের জন্য যত্ন করিব কেন ?'—এই যে তুষ্টি, ইহার নাম কালাখ্যা তুষ্টি।

অন্য জন ভাবিল—ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র—ভাগ্যে থাকে মোক্ষ হইবে—পুরুষকার নিষ্প্রয়োজন—তত্র ভাগ্যমেব হেতুঃ নান্যৎ ইত্যুপদেশে যা তুষ্টিঃ সা ভাগ্যাখ্যা তুষ্টিঃ উচ্যতে (বাচস্পতি)—এইরূপ তুষ্টির নাম ভাগ্যাখ্যা তুষ্টি।

আর বাহ্যিক তুষ্টি কি ? পঞ্চ বিষয়োপরমাৎ পঞ্চ বাহ্যাঃ তুষ্টয়ঃ।

রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ—এই পঞ্চ বিষয় হইতে যে উপরম বা বিরতি—ইহাই পঞ্চ বাহ্য তুষ্টি। এ বিরতি প্রকৃত বৈরাগ্যজনিত নহে—ইহা কায়ক্লেশের ভয়ে—উদ্‌যোগে অলসতা ইহার হেতু।

আত্মজ্ঞানাভাবে অনাত্মজ্ঞানম্ অধিকৃত্য প্রবৃত্তেঃ ইতি—বাচস্পতি

বাহ্যাস্তু পঞ্চ তুষ্টয়ঃ পঞ্চানাং বিষয়াণাম্ উপরমাৎ ভবন্তি অর্জনরক্ষণ-ক্ষয়সঙ্গহিংসাদোষান্ ভাবয়তঃ পঞ্চ—মাঠর-বৃত্তি

এই উপরতিকে লক্ষ্য করিয়া হোরেস্ উইল্‌সন্ তাঁহার টীকায় লিখিতেছেন—The five external kinds of acquiescense (পঞ্চবিধ বাহ্য তুষ্টি) are self-denial or abstinence from the five objects of sensual gratification—not from any philosophic appreciation of them, but from dread of the trouble and anxiety which attend the means of procuring and enjoying worldly pleasures; such as acquiring wealth, preserving it, spending it, incessant excitement and injury and cruelty to others.

অর্থানাম্ অর্জনে দুঃখম্ অর্জিতানাং চ রক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগ্ অর্থং দুঃখভাজনম্॥

এইরূপ উপরত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং * * * ॥—গীতা, ২।৫৯

অর্থাৎ, নিরাহার ব্যক্তির বিষয়ের উপরম ঘটে বটে, কিন্তু 'রস' (আসক্তি) রহিয়া যায়। সে বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা! কোন দিন—

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ—গীতা, ২।৬০

সাংখ্য বলিলেন—অষ্টধা সিদ্ধিঃ—সিদ্ধি অষ্টবিধ। লক্ষ্য করিতে হয়, সাংখ্যীয় সিদ্ধি যোগের অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি হইতে ভিন্ন। কারণ, অণিমাদি সিদ্ধি অবিবেকসত্ত্বেও উৎপন্ন হইতে পারে—'ইতর-হানেন

বিনা'—ইতরস্ত বিপর্যয়স্ত হানং বিনৈব ভবতি অতঃ সংসার-অপরি-পন্থিত্বাৎ (৩।৪৫ সাংখ্যসূত্রের ভিক্ষুভাষ্য)—কিন্তু সাংখ্যীয় সিদ্ধি বিবেকের দ্বার-স্বরূপ। সেই জন্য সাংখ্যেরা বলেন—অণিমাদি যে সিদ্ধি, সা সিদ্ধ্যাভাস এব ন তু তাত্ত্বিকী সিদ্ধিঃ।

সাংখ্যীয় অষ্ট সিদ্ধি কি কি ?

উহঃ শব্দোঽধ্যয়নং দুঃখবিঘাতা স্ত্রয়ঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ।
দানং চ সিদ্ধয়ঃ অষ্টৌ * * ॥—কারিকা, ৫১

এই অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে – আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক – এই ত্রিবিধ দুঃখের বিঘাত বা নিবৃত্তিই মুখ্য সিদ্ধি—বিহন্যমানস্য দুঃখস্য ত্রিত্বাৎ তদ্‌বিঘাতাঃ ত্রয় ইতি ইমা মুখ্যাঃ তিস্রঃ সিদ্ধয়ঃ—এবং উহ, শব্দ. অধ্যয়ন, সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান এই পাঁচটি—উপেয় দুঃখ-বিঘাতের উপায় স্বরূপ বলিয়া গৌণ সিদ্ধি -- তদ্‌-উপায়তয়া তু ইতরা গৌণ্যঃ পঞ্চ সিদ্ধয়ঃ
—বাচস্পতি

সাংখ্য পরিভাষায় ঐ তিন মুখ্য সিদ্ধির নাম – প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান এবং ঐ পাঁচ গৌণ সিদ্ধির নাম—যথাক্রমে, তার, সুতার, তারতার. রম্যক ও সদা-মুদিত (বাচস্পতি)।

উহ কি ? উহ – তর্ক।

আগমস্যাবিরোধেন উহনং তর্ক উচ্যতে—অমৃত, ১৬
আগম-অবিরোধি-ন্যায়েন আগমার্থপরীক্ষণম্ উহঃ—বাচস্পতি

শব্দ – Oral Instruction.

যথা কস্যচিৎ পঠতঃ শব্দং শ্রুত্বা তন্মার্গ-প্রবৃত্তি-প্রবুদ্ধো মোক্ষং গচ্ছতি—মাঠর

শব্দস্তু যথা, অন্যদীয়-পাঠম্ আকর্ণ্য [স্বয়ং বা শাস্ত্রম্ আকলয্য (?)] যৎ জ্ঞানং জায়তে তৎ—ভিক্ষু

অধ্যয়ন = গুরুমুখ হইতে তত্ত্ববিদ্যার গ্রহণ (Study)।

বিধিবৎ গুরুমুখাৎ অধ্যাত্মবিদ্যানাম্ অক্ষরস্বরূপগ্রহণম্ অধ্যয়নম্

—বাচস্পতি

সুহৃৎপ্রাপ্তি = Intercourse of friends.

সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ যথা, স্বয়ম্ উপদেশার্থং গৃহাগতাৎ পরমকারুণিকাৎ জ্ঞান-লাভ ইতি—বিজ্ঞানভিক্ষু

সুহৃদাং গুরুশিষ্যসব্রহ্মচারিণাং সংবাদকানাং প্রাপ্তিঃ সুহৃৎপ্রাপ্তিঃ

—বাচস্পতি

দানম্ = Gifts.

দানং যথা—ধনাদি দানেন পরিতোষিতাৎ জ্ঞানলাভ ইতি—ভিক্ষু

প্রাচীন গ্রন্থেও শুনা যায়—'পুষ্কলেন ধনেন চ'—বিদ্বান্কে প্রচুর ধনদান বিদ্যাপ্রাপ্তির অন্যতম উপায়।

কশ্চিৎ আবাহন-সংবাহন-ভিক্ষাপাত্র-বস্ত্রচ্ছত্রকমণ্ডলু-প্রভৃতি দানেন গুরূন্ আরাধ্য সাংখ্যম্ অধিগম্য মোক্ষং গচ্ছতি ইতি—মাঠর

দানং যথা, কশ্চিৎ ভগবতাং প্রত্যাশ্রয়-ঔষধি-ত্রিদণ্ড-কুণ্ডিকাদীনাং গ্রাসাচ্ছাদনাদীনাং চ দানেন উপকৃত্য তেভ্যো জ্ঞানম্ অবাপ্য মোক্ষং যাতি—গৌড়পাদ

বাচস্পতি কিন্তু এ কারিকার 'দান' শব্দের অর্থ Gift—ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন—তিনি বলেন, এখানে 'দানে'র অর্থ বিবেকশুদ্ধি—দানং চ শুদ্ধিঃ বিবেক-জ্ঞানস্য দৈপ্ শোধনে ইত্যস্মাৎ ধাতোঃ দান-পদ-ব্যুৎপত্তেঃ।

সে যাহা হ'ক, আমরা দেখিলাম—মুখ্য সিদ্ধি দুঃখত্রয়ের বিঘাত—ইহা দ্বারাই কৃতকৃত্যতা, ইহাই পরম পুরুষার্থ।

অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিঃ অত্যন্তপুরুষার্থঃ—সাংখ্যসূত্র, ১।১

প্রত্যয়-সর্গের পঞ্চাশং অবান্তর ভেদ নিম্নে অঙ্কিত চিত্র দ্বারা বিশদ হইতে পারে—

সাংখ্যদিগের যে 'ষষ্টি-তন্ত্র'—তাহার sixty topics-এর মধ্যে দশটি মৌলিকার্থ* এবং বাকি পঞ্চাশটি উপরি-লিখিত চিত্রপ্রদর্শিত পঞ্চাশং প্রত্যয়-সর্গ। দশ মূলিকার্থ কি কি ? এ সম্বন্ধে মাঠর-বৃত্তিতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত দেখা যায়—

অস্তিত্বম্ একত্বম্ অথার্থবত্বং পারার্থ্যম্ অন্যত্বম্ অথো নিবৃত্তিঃ।
যোগো বিয়োগো বহবঃ পুমাংসঃ স্থিতিঃ শরীরস্য বিশেষবৃত্তিঃ॥

* দশ মূলিকার্থাঃ—তত্ত্বসমাস, ১৩

বাচস্পতি রাজবার্তিক হইতে ইহার অনুরূপ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

প্রধানাস্তিত্বম্ একত্বম্ অর্থবত্বম্ অথান্যতা।
পারার্থ্যঞ্চ তথানৈক্যং বিয়োগো যোগ এব চ॥
শেষবৃত্তিঃ অকর্তৃত্বং মৌলিকার্থাঃ স্মৃতা দশ॥

অর্থাৎ, প্রধানের অস্তিত্ব, একত্ব, অর্থবত্ত্ব (পরিণাম দ্বারা নানার্থজনকত্ব), পুরুষ হইতে অন্যত্ব, পরার্থত্ব, পুরুষ হইতে ভিন্নত্ব, পুরুষের সহিত অবিবেক জন্য যোগ ও বিবেক জন্য বিয়োগ, পুরুষের অকর্তৃত্ব এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল ভাবে ভূতপঞ্চকের বৃত্তিত্ব—এই দশ মৌলিকার্থ। ইহার সহিত পঞ্চ বিপর্যয়, অষ্টাবিংশতি অশক্তি, নব তুষ্টি ও অষ্ট সিদ্ধি মিলাইয়া ষষ্টি-তন্ত্র।

বিপর্যয়ঃ পঞ্চবিধঃ তথোক্তা নব তুষ্টয়ঃ।
করণানাম্ অসামর্থ্যম্ অষ্টাবিংশতিধা মতম্।
ইতি ষষ্টিঃ পদার্থানাম্ অষ্টাভিঃ সহ সিদ্ধিভিঃ।—রাজবার্তিক

কেন সাংখ্যশাস্ত্রে এই পঞ্চাশৎ প্রত্যয়-সর্গের উপর এত ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে? তাহারা ত' বুদ্ধির পরিণাম ভিন্ন আর কিছু নহে—যেমন সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোক প্রভৃতি। যদি পঞ্চশিখের লুপ্ত 'ষষ্টিতন্ত্র' কোন দিন লোকলোচনের গোচর হয়—তবেই এ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে। তবে আমার মনে হয়—প্রাচীন সাংখ্যশাস্ত্র কেবল Speculative Philosophy-মাত্র ছিল না—উহার একটা Practical Aspect ছিল—বিবেকখ্যাতির সিদ্ধি দ্বারা দুঃখত্রয়ের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি। ঐ বিবেকখ্যাতির অনুষ্ঠান পক্ষে প্রত্যয়-সর্গের অনুশীলনের যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

প্রকৃতির আলোচনা এখানেই সাঙ্গ করিলাম। প্রকৃতি সম্পর্কে আর যাহা বক্তব্য আছে—উপসংহারে বলিব।

———

উপসংহার

প্রথম অধ্যায়

সাংখ্যের স্বতঃপরিণাম

এই গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা পুরুষের ও প্রকৃতির যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। বিশাল বিষয়—সকল কথা বলিতে পারি নাই—তবে তত্ত্বান্বেষীর পক্ষে সাংখ্যশাস্ত্রে প্রবেশ-জন্য যতটুকু জানা আবশ্যক, তাহা বোধ হয় বলিয়াছি।

আমরা দেখিয়াছি সাংখ্য মতে, পুরুষ বহু—

পুরুষ-বহুত্বম্ ব্যবস্থাতঃ—সাংখ্যসূত্র, ৬।৪৫

সাংখ্যের পুরুষ পাশ্চাত্য দর্শনের Monad-এর সদৃশ। অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ—যথা প্রদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ (মুণ্ডক, ২।১।১)—সেইরূপ আদিতে ব্রহ্ম হইতে পুরুষ নির্গত হইয়াছিল। এ পুরুষ বেদান্তের চিন্মাত্র। ব্রহ্ম পরমাত্মা—আর এই চিন্মাত্র প্রত্যগাত্মা। এভাবে পুরুষ বহু বটেন, 'but they are all rooted in the One Self', অতএব পরমাত্মা হইতে অভিন্ন।

যাবান্ বা অয়ম্ আকাশঃ তাবান্ এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ

—ছান্দোগ্য, ৮।১।৩

এ প্রসঙ্গের আমরা প্রথম খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে যথোচিত আলোচনা করিয়াছি—এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না।

সাংখ্য পুরুষতত্ত্বের প্রধান ত্রুটি এই যে, প্রচলিত সাংখ্যমতে 'পুরুষ-বিশেষ' ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। অথচ ঈশ-রিক্ত দার্শনিক মত একেবারেই উপাদেয় নয়। এ সম্বন্ধে আমরা প্রথম খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। জিজ্ঞাসু পাঠক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবেন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকৃতির সবিশেষ আলোচনা আছে, কিন্তু ঐ আলোচনায় প্রকৃতি সম্পর্কে সাংখ্য মতের অসম্পূর্ণতা যথোচিত প্রদর্শিত হয় নাই। উপসংহারে উহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—অগ্রে এই বিশ্ব পরমাত্মায় অব্যাকৃত ছিল—আত্মা বা ইদম্ এক এব অগ্র আসীৎ—ঐতরেয়, ১।১

—তখন দ্বৈত অদ্বৈতে একীভূত ছিল।

And Being is but *One*, the all-including number—out-breathed by *That*, the One Aloneness.

—Book of Dzyan, Stranza iv.

ইহা প্রলয়ের একাকার অবস্থা—কারণ, সঙ্গে সঙ্গে ঋষি বলিলেন—

নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।

মিষৎ = ব্যাপারবৎ (Patent)—শঙ্করাচার্য

তখন সমস্ত ব্যাপারই স্তম্ভিত ছিল—চিৎজড় অব্যক্ত দশায় নিলীন (latent) ছিল।

তমো বা ইদম্ অগ্র আসীদ্ একম্—তৎপরে স্যাৎ—মৈত্রা, ৫।২

এ পর = পরমাত্মা (the Absolute)।

পুনশ্চ—অক্ষরং তমসি লীয়তে—তমঃ পরে দেবে একীভবতি।

সেই একাকার অবস্থায়—Absolute Divine Spirit is one with Absolute Divine Substance (মূল-প্রকৃতি)—one in essence.—Secret Doctrine.

বিষ্ণুপুরাণ এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন—

প্রকৃতি র্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভৌ এতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৪।৩৮

এই যে মূল প্রকৃতি—যাহা বিশ্বের 'অমূলং মূলং'—সাংখ্যেরা যাহাকে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা (differential equilibrium) বলেন—উহাই

উপনিষদের অপ্, পুরাণের কারণার্ণব, ঋগ্‌বেদের 'অপ্রকেত সলিল', বাইবেলের Primeval Deep.

অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজম্ অবাসৃজৎ—মনুসংহিতা

মম যোনি র্মহৎ-ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্—গীতা, ১৪।৩

মহৎ-ব্রহ্ম = প্রকৃতি ; গর্ভ = চিদাভাস।

দেশতঃ কালতঃ চ অনবচ্ছিন্নত্বাৎ মহৎ, বৃংহণত্বাৎ স্বকার্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্ ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। * * তস্মিন্ অহং গর্ভং জগদ্বিস্তার-হেতুং চিদাভাসং দধামি নিক্ষিপামি—শ্রীধরস্বামী

Visnu in the beginning created 'water' alone. In that He cast seed.—Secret Doctrine, vol. I, p. 355.

এই অপ্‌ই Root matter—'মাতর্'—

তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি—ঈশ, ৪

—'the Celestial Virgin Mary, the অদিতি of the Hindus'. (Secret Doctrine).

'And the Spirit of God moved upon the face of the waters'.—The Bible

The face of the 'waters' was incubated by the Spirit.

—Secret Doctrine, vol I, p. 352

সাংখ্যেরা বলেন, এই মূল-প্রকৃতির আদ্যা বিকৃতি মহৎ-তত্ত্ব—প্রকৃতে-র্মহান্। এ সম্পর্কে কোন বিবাদ নাই—

The first emanation is *Mahat*, which in its dual aspect is Spirit-and-Matter—that is, subjectively Spirit and objectively Matter.—Secret Doctrine, vol II, p. 61

অর্থাৎ, মহৎ একাধারে Cosmic Ideation *cum* Cosmic Substance.

মহত্তের এই দ্বিবিধ বিভাবের বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। এ ভাবে মহৎকে উপনিষদে স্থানে স্থানে আকাশ বলা হইয়াছে।

সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি আকাশো হ্যেব এভ্যো জ্যায়ান্ আকাশঃ পরায়ণম্ ছান্দোগ্য, ১।৯।১

ইহা মহত্তের পরাক্ ভাব (objective aspect)--এভাবে আকাশ cosmic Substance। আবার আকাশের subjective aspect—প্রত্যক্ ভাবকে—যে ভাবে মহৎ is cosmic Ideation—লক্ষ্য করিয়া বলা হয়—

আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োঃ নির্বহিতা—ছান্দোগ্য, ৮।১৪।১

এই ভাবে বাদরায়ণ বলিয়াছেন—

আকাশঃ তল্লিঙ্গাৎ ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২২

এই subjective aspect-কে লক্ষ্য করিয়াই বোধ হয় মহৎ-তত্ত্বকে ভগবান্ মনু 'তমোনুদ' বলিয়াছেন--কারণ, আদিতে 'তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্ অগ্রে' (ঋগ্‌বেদ)—In the beginning, Darkness was upon the face of the Deep, and God said, 'Let there be *Light.*'—The Bible

That First Light—which is the visible effulgence of supreme Eternal Darkness

—Book of Dzyan, 4th stranza.

ভাগবতও এই ভাবে মহৎ-তত্ত্বকে হিরণ্ময় বলিয়াছেন—

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।

আধত্ত বীর্যং সাঽসূত মহৎ-তত্ত্বম্ হিরণ্ময়ম্॥—৩।২৬।১৯

যোনৌ অভিব্যক্তিস্থানে প্রকৃতৌ বীর্যং চিৎশক্তিম্ আধত্ত। সা প্রকৃতিঃ মহৎ-তত্ত্বম্ অসূত। মহতঃ স্বরূপমাহ—হিরণ্ময়ম্ প্রকাশবহুলম্—শ্রীধর

'দৈববশে ক্ষুভিতধর্মা প্রকৃতিতে পরমেশ্বর বীর্যাধান করিলে, প্রকৃতি হিরণ্ময় মহৎ-তত্ত্ব প্রসব করিল।'

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যমতে প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম। অর্থাৎ, স্বতঃই প্রকৃতির গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে। ঐ বিকারের জন্য প্রকৃতিকে কারণান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় না - উহা spontaneous। শ্রীশঙ্করাচার্য এ সম্বন্ধে সাংখ্যমত এই ভাবে বিবৃত করিয়াছেন —

যথা তৃণপল্লবোদকাদি নিমিত্তান্তর-নিরপেক্ষং স্বভাবাদেব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে, এবং প্রধানমপি মহদাদ্যাকারেণ পরিণংস্যতে ইতি * * তস্মাৎ স্বাভাবিকঃ তৃণাদেঃ পরিণামঃ * * যথা ক্ষীরম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব বৎসবিবৃদ্ধ্যর্থং প্রবর্ততে, যথা চ জলম্ অচেতনম্ স্বভাবেনৈব লোকোপকারায় স্যন্দতে, এবং প্রধানম্ অচেতনং স্বভাবেনৈব পুরুষার্থসিদ্ধয়ে প্রবর্তিষ্যতে ইতি * * সাংখ্যানাং ত্রয়ো গুণাঃ সাম্যেন অবতিষ্ঠমানাঃ প্রধানং, ন তু তদ্-ব্যতিরেকেণ প্রধানস্য প্রবর্তকং নিবর্তকং বা কিঞ্চিদ্ বাহ্যম্ অপেক্ষ্যম্ অবস্থিতম্ অস্তি।

অর্থাৎ, 'তৃণ পল্লব, জল প্রভৃতি যেমন নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা না করিয়া স্বভাবতঃই দুগ্ধাদির আকারে পরিণত হয়, - সেইরূপ প্রধানও স্বভাবতঃই মহৎ-তত্ত্বাদির আকারে পরিণত হয়। এ পরিণাম স্বাভাবিক, নৈমিত্তিক নহে। পুনশ্চ — অচেতন দুগ্ধ যেমন স্বভাবতঃই বৎসের পালনের জন্য প্রবৃত্ত হয়, অচেতন জল যেমন স্বভাবতঃই লোকের উপকারের জন্য প্রচলিত হয়, এইরূপই অচেতন প্রধানও স্বভাবতঃই পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রবর্তিত হয়। * * সাম্যাবস্থায় স্থিত গুণত্রয়ই সাংখ্যের প্রধান — তদ্ব্যতিরেকে প্রধানের প্রবর্তক বা নিবর্তক কোন কিছু বাহ্য (আগন্তুক) নিমিত্তের অপেক্ষা নাই।'

এ সম্পর্কে সাংখ্যসূত্র এই —

স্বভাবাৎ চেষ্টিতম্ অনভিসন্ধানাৎ ভৃত্যবৎ — সাংখ্যসূত্র, ৩।৬১

এই মর্মে ৩।১৩ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্য বলিতেছেন —

গুণস্বাভাব্যং তু প্রবৃত্তিকারণম্ উক্তং গুণানাম্।

অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবৎ চেষ্টিতং প্রধানস্য — সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৯

এ বিষয়ে সাংখ্যকারিকা এইরূপ বলিয়াছেন—

বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।

পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য॥—সাংখ্যকারিকা, ৫৭

অর্থাৎ, 'বৎসের পুষ্টির নিমিত্ত যেমন অচেতন দুগ্ধের প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ পুরুষের মুক্তির নিমিত্ত অচেতন প্রকৃতি প্রবৃত্ত হয়।' ইহার সহিত সাংখ্যসূত্রের 'ধেনুবৎ বৎসায়' (২।৩৭) তুলনীয়।

ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থং যথা ক্রিয়াসু প্রবর্ততে লোকঃ।

পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ততে তদ্বদ্ অব্যক্তম্॥—সাংখ্যকারিকা, ৫৮

'ঔৎসুক্য-নিবৃত্তির জন্য লোকে যেমন ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হয়, পুরুষের মোক্ষের জন্য সেইরূপ প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয়।' ইহাকেই বলে "Spontaneous Evolution of Nature"।

বাচস্পতি বলেন, এখানে ঔৎসুক্য অর্থে ইচ্ছা (Desire), কিন্তু অচেতন প্রকৃতির আবার ইচ্ছা কি? অথচ সাংখ্যেরা বলেন—'স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ' (৫৬ কারিকা)। ইহার ভাষ্যে গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

তথাচোক্তং 'কুম্ভবৎ প্রধানং পুরুষার্থং কৃত্বা নিবর্ততে' ইতি।

অর্থাৎ, ত্রিগুণং প্রধানং মৃদ্বৎ অচেতনং চেতনস্য পুরুষস্য অর্থং সাধয়িতুং স্বভাবেনৈব বিচিত্রেণ বিকারাত্মনা বিবর্ততে—২।২।১ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য

এক কথায়, প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতঃ—সাংখ্যসূত্র, ৩।৫৮

শ্রীশঙ্করাচার্য ৬।৪ প্রশ্নোপনিষদ্-ভাষ্যে ঐ সাংখ্যমতের এইরূপ উপন্যাস করিয়াছেন—

আত্মা অকর্তা, প্রধানং কর্তৃ—অতঃ পুরুষার্থং প্রয়োজনম্ উররীকৃত্য* প্রধানং প্রবর্ততে মহদাদ্যাকারেণ।

সাংখ্যেরা বলেন, ইহার দৃষ্টান্ত উষ্ট্র কর্তৃক পরার্থে কুঙ্কুমবহন—

---

* পুরুষস্য চেতনস্য ভোগাপবর্গরূপম্ অর্থং প্রয়োজনম্ উদ্দিশ্য প্রবর্ততে

—শঙ্করানন্দ-কৃত দীপিকা

অনুপভোগেঽপি পুমর্থং সৃষ্টিঃ প্রধানস্য উষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ

—সাংখ্যসূত্র, ৬।৪০

প্রধানসৃষ্টিঃ পরার্থং স্বতোঽপ্যভোক্তৃত্বাদ্ উষ্ট্রকুঙ্কুমবহনবৎ—ঐ, ৩।৫৮

প্রধানস্য স্বত এব সৃষ্টিঃ যদ্যপি তথাপি পরার্থম্ অন্যস্য ভোগাপবর্গার্থম্। যথা উষ্ট্রস্য কুঙ্কুমবহনং স্বাম্যর্থং। কুতঃ? অভোক্তৃত্বাদ্ অচেতনত্বেন ভোগাপবর্গাসম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু

যেমন উষ্ট্র কুঙ্কুম ভোগ করিতে পারে না, তথাপি আপন প্রভুর নিমিত্ত সেই কুঙ্কুম বহন করে, সেইরূপ অচেতনা প্রকৃতি পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের নিমিত্তই স্বতঃ সৃষ্টি করে।'

আমরা জানি, উষ্ট্র প্রভুর অভিপ্রায় অনুসারে চালিত হইয়া ভার বহন করে—তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। প্রকৃতি কাহার অভিপ্রায়ে প্রবর্তিত হয়? সাংখ্যেরা কি স্বীকার করিবেন—পরম পুরুষের অভিপ্রায়-অনুসারে? তাহা যদি স্বীকার করেন, তবে ত' আর বিবাদ থাকে না।

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে সাংখ্যের এই স্বতঃপরিণামবাদের সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্—২।২।১

ন অচেতনং লোকে চেতনানধিষ্ঠিতং স্বতন্ত্রং কিঞ্চিৎ বিশিষ্টপুরুষার্থনির্বর্তনসমর্থান্ বিকারান্ বিরচয়ৎ দৃষ্টম্। গেহ-প্রাসাদ-শয়নাসন-বিহার-ভূম্যাদয়ো হি লোকে প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ শিল্পিভিঃ রচিতাঃ দৃশ্যন্তে—তথা ইদং জগৎ অখিলং পৃথিব্যাদি নানাকর্মফলোপভোগযোগ্যং, বাহ্যম্ আধ্যাত্মিকঞ্চ শরীরাদি নানাজাত্যন্বিতং প্রতিনিয়তাবয়ববিন্যাসম্ অনেককর্মফলানুভবাধিষ্ঠানং দৃশ্যমানং, প্রজ্ঞাবদ্ভিঃ সম্ভাবিততমৈঃ শিল্পিভিঃ মনসাপি আলোচয়িতুম্ অশক্যং সৎ, কথম্ অচেতনং প্রধানং রচয়েৎ * * অতঃ রচনানুপপত্তেশ্চ হেতোঃ ন অচেতনং জগৎকারণম্ অনুমাতব্যম্ ভবতি—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, 'অচেতন কোন কিছু চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে

বিশিষ্ট-পুরুষার্থ-নিষ্পাদনযোগ্য বিকারের রচনা করিল—লোকে এরূপ দৃষ্ট হয় না। বরং ইহাই দেখা যায় যে, গৃহ, প্রাসাদ, শয্যা, আসন, বিহারভূমি প্রভৃতি বুদ্ধিমান্ (Intelligent) শিল্পী কর্তৃকই রচিত হয়। আর এই অখিল জগৎ - যাহার বিচিত্র রচনা-কৌশল বিশিষ্টতম শিল্পিরাও চিত্তে ধারণা করিতে পারেন না—অচেতনা প্রকৃতি তাহা রচনা করিল ? এইরূপ রচনা অনুপপন্ন। অতএব অচেতন (Un-intelligent) কখনও জগৎ-কারণ হইতে পারে না।'

সাংখ্যেরা দৃষ্টান্ত দেন বটে—'মৃৎবৎ', কিন্তু মৃত্তিকা হইতে বিশিষ্টাকারা রচনা কি কুম্ভকার-সাপেক্ষ নহে ?

মৃদাদিষু অপি কুম্ভকারাদ্যধিষ্ঠিতেষু বিশিষ্টাকারা রচনা দৃশ্যতে।

অতএব চেতনপূর্বিকা চ সৃষ্টিঃ * * সমানা এব হি সর্বেষু বেদান্তেষু চেতনকারণাবগতিঃ।*

পুনশ্চ——প্রবৃত্তেশ্চ—২।২।২

প্রবৃত্তিঃ—সাম্যাবস্থানাং প্রচ্যুতিঃ। সাপি ন অচেতনস্য প্রধানস্য স্বতন্ত্রস্য উপপদ্যতে। ন হি মৃদাদয়ো রথাদয়ো বা স্বয়ম্ অচেতনাঃ সন্তঃ চেতনৈঃ কুলালাদিভিঃ অশ্বাদিভির্বা অনধিষ্ঠিতা বিশিষ্টকার্যাভিমুখ-প্রবৃত্তয়ো দৃশ্যন্তে। দৃষ্টাৎ চ অদৃষ্ট-সিদ্ধিঃ * * যস্মিন্ অচেতনে প্রবৃত্তিঃ দৃশ্যতে ন তস্য সা ইতি ; ভবতু তস্যৈব সা, সা তু চেতনাদ্ ভবতি ইতি ব্রূমঃ * * তস্মাৎ সম্ভবতি প্রবৃত্তিঃ সর্বজ্ঞকারণত্বে, ন তু অচেতনকারণত্বে

—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, 'অচেতন প্রকৃতির সাম্যাবস্থা হইতে স্বতঃ প্রচ্যুতি উপপন্ন নহে। দৃষ্ট হইতেই অদৃষ্টের সিদ্ধি করিতে হয়। আমরা দেখিতে পাই, অচেতন মৃৎখণ্ড বা রথাদি সচেতন কুম্ভকার বা অশ্বাদির অধিষ্ঠান ভিন্ন বিশিষ্ট কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। আপাতদৃষ্টিতে কোথাও কোথাও (যেমন

* ৬।৩ প্রশ্ন-উপনিষদ্-ভাষ্য ও ১।১।১০ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য

অচেতন শরীরে) প্রবৃত্তি বোধ হয় বটে—কিন্তু সে প্রবৃত্তি বাস্তবিক তাহার নহে। যদিই বা হয়, সে প্রবৃত্তি চেতন হইতে উদ্ভূত। এই যে অচেতন প্রকৃতির প্রবৃত্তি ইহার কারণ জড় নহে—ইহার কারণ সচেতন, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি পরমেশ্বর।'

সাংখ্যেরা দুগ্ধ, জল প্রভৃতি অচেতনের প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত দেন বটে—কিন্তু এ দৃষ্টান্তের কোন সার্থকতা নাই। এ সম্বন্ধে বাদরায়ণের সূত্র এইরূপ—

পয়োম্বুবৎ চেৎ তত্রাপি—২।২।৩

নৈতৎ সাধু উচ্যতে। যতঃ তত্রাপি পয়োম্বুনোঃ চেতনাধিষ্ঠিতয়োঃ এব প্রবৃত্তিঃ। চেতনায়াশ্চ ধেন্বাঃ স্নেহেচ্ছয়া পয়সঃ প্রবর্তকত্বোপপত্তেঃ। বৎসচোষণেন চ পয়সঃ আকৃষ্যমাণত্বাৎ। ন চাম্বুনোঽপি অত্যন্তম্ অনপেক্ষা নিম্নভূম্যাদি-অপেক্ষত্বাৎ স্যন্দনস্য। চেতনাপেক্ষত্বন্তু সর্বত্র উপদর্শিতম্

—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, 'গাভীর যে দুগ্ধ-প্রবৃত্তি, তাহা সে চেতন বলিয়া এবং বৎসের প্রতি স্নেহেচ্ছা-জনিত। কারণ, ধেনু যখন বৎসের শরীর লেহন করে, তখনই তাহার দুগ্ধ প্রস্তুত হয়। জলেরও যে নিম্নগতি, তাহাও নিম্নভূমির অপেক্ষায়—স্বভাবতঃ নয় (শঙ্করাচার্য মাধ্যাকর্ষণেরও উল্লেখ করিতে পারিতেন)। অতএব সর্বত্রই প্রবৃত্তির জন্য চেতনের অপেক্ষা আছে দেখা যায়।

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যমতে সাম্যাবস্থাস্থিত গুণত্রয়ই প্রকৃতি—তদ্‌ব্যতিরেকে পরিণাম-ব্যাপারে প্রকৃতির প্রবর্তক বা নিবর্তক কোন আগন্তুক নিমিত্তের অপেক্ষা নাই—ন তু তদ্‌ব্যতিরেকেণ প্রধানস্য প্রবর্তকং নিবর্তকং বা কিঞ্চিৎ বাহ্যম্ অপেক্ষ্যম্ অবস্থিতম্ অস্তি—যদিচ সাংখ্যাচার্যেরা স্বীকার করেন যে, অনাদিকাল হইতে অসংখ্য পুরুষের সান্নিধ্যের ফলে পরোক্ষভাবে ঐ পরিণামের সহায়তা হয়।

At the beginning of the evolutionary process, we have Prakriti in a state of quiescense (সাম্যাবস্থা) and

innumerable Purushas equally quiescent but exerting on Prakriti a mechanical force. This upsets the equilibrium of Prakriti and initiates a movement which takes the form of evolution. * * So the first cause as well as the final cause of the world process is Purusha, but the causation of Purusha is purely mechanical, being due not to its volition but to its mere proximity. Purusha moves the world by a kind of action, which is not movement.—Prof. Radhakrisnan.

বাদরায়ণ এ মতের প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—

ব্যতিরেকানবস্থিতে শ্চানপেক্ষত্বাৎ— ২।২।৪

পুরুষস্তু উদাসীনো ন প্রবর্তকো ন নিবর্তক ইতি অতঃ অনপেক্ষং প্রধানম্। অনপেক্ষত্বাৎ চ কদাচিৎ প্রধানং মহদাদ্যাকারেণ পরিণমতে কদাচিৎ ন পরিণমতে ইতি এতৎ অযুক্তম্। ঈশ্বরস্য তু সর্বজ্ঞত্বাৎ সর্বশক্তিত্বাৎ মহামায়ত্বাৎ চ প্রবৃত্ত্যপ্রবৃত্তী ন বিরুধ্যেতে—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, 'পুরুষ যখন উদাসীন (নিষ্ক্রিয়)—প্রবর্তকও নয়, নিবর্তকও নয়—তখন (তাহাদের সন্নিধিসত্ত্বেও) প্রধান অনপেক্ষ। এবং যেহেতু অনপেক্ষ, অতএব কখনও তাহার পরিণাম ঘটিবে, কখনও ঘটিবে না। কিন্তু সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি মহামায় ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে ঐরূপ আপত্তি ব্যর্থ হয়।'

প্রকৃতির নিমিত্তান্তরের নিরপেক্ষতা সিদ্ধ করিবার জন্য সাংখ্যেরা যে গাভিভুক্ত তৃণাদির দুগ্ধরূপে স্বতঃ পরিণামের দৃষ্টান্ত দেন—যথা তৃণপল্লবোদকাদি নিমিত্তান্তরনিরপেক্ষং স্বভাবাৎ এব ক্ষীরাদ্যাকারেণ পরিণমতে এবং প্রধানম্ অপি মহদাদ্যাকারেণ পরিণংস্যতে—তৎসম্পর্কে বাদরায়ণ বলেন—

অন্যত্রাভাবাৎ চ ন তৃণাদিবৎ—২।২।৫

ভবেৎ তৃণাদিবৎ স্বাভাবিকঃ প্রধানস্যাপি পরিণামো যদি তৃণাদেরপি স্বাভাবিকঃ পরিণামঃ অভ্যুপগম্যেত। ন তু অভ্যুপগম্যতে নিমিত্তান্তরোপলব্ধেঃ। কথং নিমিত্তান্তরোপলব্ধিঃ? অন্যত্র অভাবাৎ। ধেন্বৈব হ্যুপভুক্তং তৃণাদি ক্ষিরী ভবতি—ন প্রহীণম্ অনডুহাদ্যুপভুক্তং বা। ** মনুষ্যা অপি শক্নুবন্ত্যেব উচিতেন উপায়েন তৃণাদি উপাদায় ক্ষীরং সম্পাদয়িতুম্। প্রভূতং হি ক্ষীরং কাময়মানাঃ প্রভূতং ঘাসং ধেনুং চারয়ন্তি। ততশ্চ প্রভূতং ক্ষীরং লভন্তে। তস্মাৎ ন তৃণাদিবৎ স্বাভাবিকঃ প্রধানস্য পরিণামঃ
—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, যদি তৃণাদির দুগ্ধরূপে পরিণাম স্বাভাবিক হইত, তবে না হয় প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম স্বীকার করা যাইত। কিন্তু দেখা যায়, তৃণাদির দুগ্ধরূপে পরিণামস্থলে নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা থাকে। গাভিদ্বারা উপভুক্ত তৃণাদিই দুগ্ধরূপে পরিণত হয়—নিরিন্দ্রিয় গাভী বা বৃষ কর্তৃক উপভুক্ত তৃণের কি দুগ্ধরূপে পরিণাম হয়? অতএব নিমিত্তের অপেক্ষা স্পষ্টই উপলব্ধ হইল। আরও দেখা যায়, উচিত উপায় অবলম্বন করিলে মানুষেও দুগ্ধের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে। যেখানে প্রভূত ঘাস, সেখানে গোচারণ কর, প্রভূত দুগ্ধ পাইবে। অতএব তৃণাদিবৎ প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণাম —এ মত ভিত্তিহীন।

সাংখ্যেরা বলেন, পুরুষের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য প্রকৃতির ঔৎসুক্য এবং তজ্জনিত প্রকৃতির পরিণাম। এ কথা যদি ঠিক্ হয়, তবে ত' নিমিত্তান্তরের অপেক্ষা রহিল—প্রকৃতির পরিণাম নিরপেক্ষ হইল কই? এ সম্বন্ধে বাদরায়ণের সূত্র এই—

অভ্যুপগমেঽপি অর্থাভাবাৎ—২।২।৬

সাংখ্যেরা যে বলেন, 'স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ'—পরার্থ ত' পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ। পুরুষ যখন সুখ-দুঃখের অতীত—অনাধেয়াতিশয়, তখন আবার ভোগ কি?

ভোগশ্চেৎ কীদৃশঃ অনাধেয়াতিশয়স্য* পুরুষস্য ? ভোগো ভবেৎ অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গশ্চ।

আর অপবর্গ ? মোক্ষ ? সদামুক্ত পুরুষের মোক্ষ জন্য প্রবৃত্তির সম্ভাবনা কি ?

অপবর্গশ্চেৎ প্রাগপি প্রবৃত্তেঃ অপবর্গস্য সিদ্ধত্বাৎ† প্রবৃত্তিঃ অনর্থিকা স্যাৎ, শব্দাদ্যনুপলব্ধি-প্রসঙ্গশ্চ—শঙ্করভাষ্য

পুনশ্চ—যদি তাবৎ স্বাভাবিকী প্রধানস্য প্রবৃত্তিঃ ন কিঞ্চিৎ অন্যৎ ইহ অপেক্ষতে ইত্যুচ্যেত, ততো যথৈব সহকারি কিঞ্চিৎ নাপেক্ষতে এবং প্রয়োজনমপি কিঞ্চিৎ নাপেক্ষেত ইতি অতঃ প্রধানং পুরুষস্য অর্থং সাধয়িতুং প্রবর্ততে ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা হীয়েত। * * ঔৎসুক্যনিবৃত্ত্যর্থা প্রবৃত্তিঃ। ন হি প্রধানস্য অচেতনস্য ঔৎসুক্যং সম্ভবতি। ন চ পুরুষস্য নির্মলস্য নিষ্কলস্য ঔৎসুক্যম্।—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, সাংখ্যেরা যে বলেন, ঔৎসুক্যনিবৃত্তির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি—এ মতও যুক্তিসহ নহে। অচেতন প্রকৃতির আবার ঔৎসুক্য কি ? অতএব পুরুষের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রকৃতির প্রবৃত্তি—এ মত অযৌক্তিক। তস্মাৎ প্রধানস্য পুরুষার্থা প্রবৃত্তিঃ ইত্যেতৎ অযুক্তম্।

সাংখ্যাচার্যেরা আরও দুইটি দৃষ্টান্তের প্রয়োগ করিয়া প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম সিদ্ধ করিতে চাহেন—একটি অয়স্কান্ত মণির দৃষ্টান্ত, অন্যটি অন্ধপঙ্গুর সংযোগ দৃষ্টান্ত। বাদরায়ণ বলেন, এ উভয় দৃষ্টান্তই অনুপপন্ন (inapplicable).

পুরুষাশ্মবৎ ইতি চেৎ তথাপি—২।২।৭

(অশ্ম = অয়স্কান্ত, Loadstone.)

প্রথম অয়স্কান্ত মণির দৃষ্টান্ত ধরা যাক্। এ বিষয়ে সাংখ্যসূত্রে এই—

তৎসন্নিধানাৎ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ—১।৯৬

---

* অনাধেয়াতিশয়স্য—সুখদুঃখপ্রাপ্তিপরিহাররূপ-অতিশয়শূন্যস্য—আনন্দগিরি

† স্বরূপাবস্থানস্য সদাতনত্বাৎ—আনন্দগিরি

ইহার ভিক্ষুভাষ্য এইরূপ—

যথা অয়স্কান্তমণেঃ সান্নিধ্যমাত্রেণ শল্যনিষ্কর্ষকত্বং ন সঙ্কল্পাদিনা, তথৈব আদিপুরুষস্য সংযোগমাত্রেণ প্রকৃতেঃ মহৎতত্ত্বরূপেণ পরিণমনম্। তথা চোক্তম্

নিরিচ্ছে সংস্থিতে রত্নে যথা লোহঃ প্রবর্ততে।

সত্তামাত্রেণ দেবেন তথা চায়ং জগজ্জনিঃ॥

'যেমন অয়স্কান্ত মণির সান্নিধ্য মাত্রেই শল্যাদি লৌহের নিষ্কর্ষক হয়, সঙ্কল্পাদি দ্বারা হয় না—সেইরূপ পুরুষের সংযোগমাত্রেই প্রকৃতি মহৎতত্ত্ব-রূপে পরিণত হইয়া থাকে।'

শঙ্করাচার্য ঐ ২।২।৭ সূত্রের ভাষ্যে এ সম্পর্কে সাংখ্যমত এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন—

যথা বা অয়স্কান্তোঽশ্মা স্বয়ম্ অপ্রবর্তমানোঽপি অয়ঃ প্রবর্তয়তি এবং পুরুষঃ প্রধানম্ প্রবর্তয়িষ্যতি।

কিন্তু এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ দ্বারা আপত্তির নিরাকরণ হয় না—বরং একটু পরীক্ষা করিলেই দেখা যায়, এ দৃষ্টান্তই অনুপপন্ন। সাংখ্যমতে পুরুষ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্যাপার। অয়স্কান্ত মণি কি তাহাই? বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানি, অয়স্কান্ত মণি ক্রিয়াশীল চৌম্বকশক্তির কেন্দ্রস্থল। সেইজন্য শঙ্করাচার্য বলিতেছেন—

নাপি অয়স্কান্তবৎ সন্নিধিমাত্রেণ প্রবর্তয়েৎ। সন্নিধিনিত্যত্বেন প্রবৃত্তি-নিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। অয়স্কান্তস্য তু অনিত্য-সন্নিধেঃ অস্তি স্বব্যাপারঃ সন্নিধিঃ, পরিমার্জনাদ্যপেক্ষা চাস্য অস্তি ইতি অনুপন্যাসঃ পুরুষাশ্মবৎ।

এ সম্পর্কে গৌড়পাদাচার্য ২১ কারিকার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

যথা স্ত্রীপুরুষসংযোগাৎ সুতোৎপত্তিঃ তথা প্রধানপুরুষসংযোগাৎ সর্গস্য উৎপত্তিঃ।

'যেমন স্ত্রীপুরুষের সংযোগে পুত্রোৎপত্তি, সেইরূপ প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টির উৎপত্তি।' তাহাই যদি হয়, তবে পুরুষ নিষ্ক্রিয়, সন্নিধি-

মাত্রে উপকারী—এ সকল মতের স্থল কোথায়? স্বতোৎপত্তিস্থলে কি পুরুষ নির্ব্যাপার?

অতএব, the metaphor of magnet and soft iron is unavailing, since the সান্নিধ্য of Purusha with Prakriti being permanent would involve an unceasing evolution.

—Radhakrisnan

সূত্রকার বলিলেন—অন্ধ-পঙ্গু সংযোগের দৃষ্টান্তও অনুপপন্ন। সাংখ্যেরা ঐ দৃষ্টান্তের এইরূপ প্রয়োগ করেন—

পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গু-অন্ধবদ্ উভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥—সাংখ্যকারিকা, ২১

ইহার ভাষ্যে মাঠর-বৃত্তিকার লিখিয়াছেন—

যথা কিল কশ্চিৎ অন্ধঃ সার্থেন সমং পাটলিপুত্রং প্রস্থিতঃ স চ সার্থঃ চৌরৈঃ অভিহতঃ। অন্ধোঽপি অবশেষজীবিতঃ কৃচ্ছ্রেণ মহতা নির্জগাম। স চ সর্ব-স্বজনবিরহিত ইতশ্চেতশ্চ পরিভ্রাম্যন্ পন্থানম্ অপশ্যন্ সমন্তাৎ, চংক্রমমাণঃ কেনচিদ্ বনমধ্যস্থেন পঙ্গুনা দৃষ্টঃ প্রোক্তশ্চ। ভো ভো অন্ধ! মা ভৈষীরহং পঙ্গুঃ মার্গদর্শনে কুশলো গন্তুম্ অসমর্থঃ। অন্ধেন প্রতিবচনং প্রোক্তম্—ভো পঙ্গো! যথা ভবান্ গমনাশক্তঃ তথাহমপি ন শক্নোমি দ্রষ্টুং, গন্তুং মম সামর্থ্যম্ অস্তি। তব দর্শনসামর্থ্যেন অহং ভবন্তং স্কন্ধেন আদায় গচ্ছামি এবম্ উভয়ো-র্দুঃখপরিহারলক্ষণা কার্যসিদ্ধিরস্তু। এবং তয়োর্যথা স্বার্থলব্ধিহেতুকঃ সম্বন্ধঃ সংযোগস্তুল্যঃ। তদ্বৎ। পঙ্গু-অন্ধবৎ প্রধানপুরুষৌ দ্রষ্টব্যৌ। পঙ্গুবৎ পুরুষো দ্রষ্টব্যঃ। অন্ধবৎ প্রধানম্। পুরুষস্য দৃক্‌শক্তিঃ। প্রধানস্য ক্রিয়াসামর্থ্যম্। এবং প্রধানমপি পুরুষস্য মোক্ষং কৃত্বা নিবর্ততে। পুরুষঃ প্রধানং দৃষ্ট্বা মোক্ষং গচ্ছতি।

ইহার ভাবার্থ এই—

এক অন্ধ বণিকদলে মিশিয়া পাটলিপুত্র যাইতেছিল। পথে দস্যুদল

সেই বণিকগণকে আক্রমণ করিলে, অন্ধ প্রাণ লইয়া কোন রকমে রক্ষা পাইল। অন্ধ দলচ্যুত হইয়া দীনভাবে যখন সেই বনমধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, তখন এক পঙ্গু তাহাকে দেখিতে পাইল এবং বলিল, 'হে অন্ধ! ভয় পাইও না, আমি পঙ্গু—চলিতে পারি না, কিন্তু দেখিতে পাই। তুমি আমাকে স্কন্ধে বহন কর, আমি তোমায় পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব। এইরূপে উভয়েরই কার্যসিদ্ধি হইবে।' অন্ধ বলিল, 'বেশ কথা—আমি ত' চলিতে পারি—আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।' পঙ্গু তাহাই করিল। তখন উভয়ের সহযোগে উভয়েরই ইষ্টাপত্তি সাধিত হইল। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগও ঐরূপ। প্রকৃতি অন্ধ, পুরুষ পঙ্গু। পুরুষের দৃক্‌শক্তি ও প্রকৃতির ক্রিয়াশক্তি—উভয়ে মিলিত হইয়া সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করে। প্রকৃতি পুরুষের মোক্ষ সাধিয়া নিবৃত্ত হয়—পুরুষ প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া মোক্ষ লাভ করে।

শঙ্করাচার্য এ বিষয়ে সাংখ্যমতের এইরূপে সংক্ষেপ করিয়াছেন—

যথা কশ্চিৎ পুরুষঃ দৃক্‌শক্তিসম্পন্নঃ প্রবৃত্তিশক্তিবিহীনঃ পঙ্গুঃ অপরং পুরুষং প্রবৃত্তিশক্তিসম্পন্নং দৃক্‌শক্তিবিহীনম্ অন্ধম্ অধিষ্ঠায় প্রবর্তয়তি, এবং পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্তয়িষ্যতি।

অর্থাৎ, প্রকৃতি without পুরুষ is helpless, nor can পুরুষ gain freedom without the aid of প্রকৃতি—Prof. Radhakrisnan.

কিন্তু এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ত' আপত্তির সমাধান হইল না—তথাপি নৈব দোষাৎ নির্মোক্ষঃ অস্তি। কেন?

প্রধানস্য স্বতন্ত্রস্য প্রবৃত্ত্যভ্যুপগমাৎ, পুরুষস্য চ প্রবর্তকত্বানভ্যুপগমাৎ। কথং চোদাসীনঃ পুরুষঃ প্রধানং প্রবর্তয়েৎ? পঙ্গুরপি অন্ধং বাগাদিভিঃ পুরুষং প্রবর্তয়তি। নৈবং পুরুষস্য কশ্চিদপি প্রবর্তন-ব্যাপারোঽস্তি নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ চ। * * তথা প্রধানস্য অচৈতন্যাৎ পুরুষস্য চ ঔদাসীন্যাৎ, তৃতীয়স্য তু তয়োঃ সংবন্ধুঃ অভাবাৎ সম্বন্ধানুপপত্তিঃ।

অর্থাৎ, সাংখ্যমতে, স্বতন্ত্র প্রকৃতিরই প্রবৃত্তি—পুরুষের প্রবর্তনা নাই।

পুরুষ যখন উদাসীন, তখন কিরূপে প্রকৃতিকে প্রবর্তিত করিবে? পঙ্গু অন্ধকে বাক্য দ্বারা প্রবর্তন করে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ পুরুষের কোন প্রকার প্রবর্তন-ব্যাপারই ঘটিতে পারে না। আর ঐ অচেতন প্রকৃতি ও উদাসীন পুরুষের সম্বন্ধ-ঘটয়িতার অভাবে উভয়ের সম্বন্ধই অসিদ্ধ হয়।

এই দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ যথার্থই লিখিয়াছেন—

The analogy of পঙ্গু and অন্ধ is unsound, because they both being চেতন can take counsel together but প্রকৃতি is not চেতন।

পুনশ্চ—The simili of the blind and the lame man is misleading, since both of them are intelligent and active agents, who can devise plans to realise their common purpose.

পুনশ্চ—The analogies employed by the Sankhya (e. g. trees growing fruits*—বৎসবিবৃদ্ধি, অন্ধপঙ্গুসংযোগ) do not carry us very far. Mechanism does not explain itself. The evolution of Prakriti implies spiritual agency. * * There is something more than mechanism in Prakriti—otherwise it cannot gain for us freedom.

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যমতে গুণত্রয় বিরুদ্ধ প্রকৃতিশালী ও সংমর্দশীল হইলেও অঙ্গাঙ্গিভাবে অবস্থান করিয়া মিথুনভাবে কার্য করে এবং তজ্জন্যই ordered evolution বা বিবর্তন সম্ভাবিত হয়। বাদরায়ণ বলেন, সাম্যাবস্থায় ইহা অসম্ভব। আমরা জানি সাম্যাবস্থা সেই অবস্থা—যাহাতে গুণত্রয় মুখ্যগৌণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপ মাত্রে অবস্থান করে—

* অচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ কথং প্রবৃত্তিঃ? দৃষ্টা অচেতনানামপি বৃক্ষাণাং ফলাদিদ্বারেণ প্রবৃত্তিরিতি—২।১ সাংখ্যসূত্রের অনিরুদ্ধ বৃত্তি

যং হি সত্ত্বরজস্তমসাম্ অন্যোন্য-গুণ-প্রধান-ভাবম্ উৎসৃজ্য সাম্যেন স্বরূপমাত্রেণ অবস্থানং সা প্রধানাবস্থা।

স্ব স্ব-প্রধান ঐ গুণত্রয় কেহ গৌণ, কেহ মুখ্য না হইলে ত' বৈষম্য আসিতেই পারে না। তাই বাদরায়ণ সূত্র করিলেন—

অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ—২।২।৮

বাহ্যস্য চ কস্যচিৎ ক্ষোভয়িতুঃ অভাবাৎ গুণবৈষম্যনিমিত্তঃ মহদাদ্যুৎপাদো ন স্যাৎ—শঙ্করভাষ্য

অর্থাৎ, সাংখ্যেরা যখন আগন্তুক কোন কিছু ক্ষোভক অস্বীকার করেন, তখন গুণ-ক্ষোভই হইতে পারে না। অতএব তজ্জনিত মহৎতত্ত্বাদির উৎপত্তি হইবে কিরূপে? কারণ, সাংখ্যমতে সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি-সিদ্ধিকারী 'জ্ঞ-শক্তি' প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে—

অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞ-শক্তিবিয়োগাৎ—২।২।৯

যদি বল, আমাদের মতে—'চলং গুণবৃত্তম্' ইতি চাপি অভ্যুপগমঃ। তস্মাৎ সাম্যাবস্থায়াম্ অপি বৈষম্যোপগমযোগ্যা এব গুণা অবতিষ্ঠন্তে।

উত্তরে বলি—বৈষম্যোপগমযোগ্যা অপি গুণাঃ সাম্যাবস্থায়াং নিমিত্তাভাবাৎ নৈব বৈষম্যং ভজেরন্।

অর্থাৎ, 'Since there is no exterior principle to stir up the Gunas into an unstable state, activity is impossible.'

পুনশ্চ—এবমপি প্রধানস্য জ্ঞ-শক্তিবিয়োগাৎ রচনানুপপত্ত্যাদয়ঃ পূর্বোক্তা দোষাঃ তদবস্থা এব—শঙ্করভাষ্য

আর যদি সাংখ্যেরা জ্ঞ-শক্তিরই সত্তা স্বীকার করেন, তবে ত' ব্রহ্মবাদ-প্রসঙ্গই হয়—যে মতে এক চেতন অনেক-প্রপঞ্চ এই জগতের উপাদান। তাহা হইতে ত' আর বিবাদ থাকে না।

জ্ঞ-শক্তিম্ অপি তু অনুমিমানঃ প্রতিবাদিত্বাৎ নিবর্তেত। চেতনম্ একম্ অনেকপ্রপঞ্চস্য জগতঃ উপাদানম্ ইতি ব্রহ্মবাদ-প্রসঙ্গাৎ—শঙ্করভাষ্য

শুধু ব্রহ্মসূত্র কেন—উপনিষদ্, গীতা, পুরাণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টি করিলেও এই স্বতঃ-পরিণাম-বাদের সুস্পষ্ট নিরাস লক্ষিত হয়।

উপনিষদে আমরা এই বচনটি প্রাপ্ত হই—

তমো বা ইদম্ অগ্র আসীৎ একং তৎপরে স্যাৎ। তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াতি এতদ্রূপং বৈ রজঃ। তদ্ রজঃ খল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াতি এতদ্ বৈ সত্ত্বস্য রূপং তৎ সত্ত্বম্—মৈত্রায়ণী, ৫।২

এই 'পর'—যাঁহার প্রেরণায় সৃষ্টি সিদ্ধ হয়, তিনি আর কেহ নহেন—পরমেশ্বর।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন যে, প্রকৃতির যে পরিণাম তাহা ঈশ্বরের অধিষ্ঠান জন্য

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ততে॥—গীতা, ৯।১০

'ভগবানের অধিষ্ঠানবশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর বিশ্ব প্রসব করে। আর সেই নিমিত্তই জগতের পরিণাম সংঘটিত হয়।'*

বিষ্ণুপুরাণে ও ভাগবতে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়—

গুণসাম্যাৎ ততস্তস্মাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতাৎ মুনে!
গুণব্যঞ্জনসংভূতিঃ সর্গকালে দ্বিজোত্তম॥ বিষ্ণু, ১।২।৩২

অর্থাৎ, 'ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে, তবে সৃষ্টিকালে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইয়া গুণের ব্যঞ্জনা হয়।'

কালাৎ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদ্ অভূৎ॥—ভাগবত, ২।৫।২২

অর্থাৎ, 'পুরুষ (ঈশ্বর)-কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে, তবে গুণত্রয়ের ব্যতিকর

* Through the control of the Supreme Lord, Prakriti is progressivety pluralised, even as a single throb of Bergson's *elan vital* is broken into its manifold reverberations in nature.

—Prof. Radhakrisnan

(ক্ষোভ) উৎপন্ন হয়। পরন্তু মহৎ-তত্ত্বের উৎপত্তির পক্ষে জীবের পূর্ব-কল্পীয় অভুক্ত কর্মও নিমিত্ত কারণ।'

এই মর্মে মহাভারতকারও বলিয়াছেন—

অচেতনা চৈব মতা প্রকৃতিশ্চাপি পার্থিব।

এতেনাধিষ্ঠিতা চৈব সৃজতি সংহরত্যপি॥—শান্তিপর্ব, ১১৪।১২

'এই যে অচেতনা প্রকৃতি—পরম-পুরুষের অধিষ্ঠান বশতঃই সে সৃষ্টি ও সংহার কার্য সম্পন্ন করে।'

পুনশ্চ—জাতক্ষোভাদ্ ভগবতো মহান্ আসীৎ গুণত্রয়াৎ

—ভাগবত, ৩।২০।১২

'ভগবান্ হইতে প্রকৃতির ক্ষোভ উৎপন্ন হইলে, তবে মহানের প্রাদুর্ভাব হয়।'

'তত্ত্ব-সমাস'-বৃত্তিতেও মহৎ-তত্ত্বের উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐরূপ উপদেশই দৃষ্ট হয়—

অব্যক্তাৎ প্রাগ্ উপদিষ্টাৎ সর্বগতপুরুষেণ পরেণাধিষ্টিতাৎ বুদ্ধিরুৎপদ্যতে।

অর্থাৎ, 'সর্বগত পর পুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত অব্যক্ত হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়।'

অন্যত্র গীতায় ইহাকেই ভগবান্ প্রকৃতিতে গর্ভাধান বলিয়াছেন—

মম যোনি র্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।

তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা॥—গীতা, ১৪।৩-৪

ভগবান্ অর্জুনকে বলিতেছেন:—'প্রকৃতিতে আমি যে গর্ভাধান করি, তাহারই ফলে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়। জগতে যে কিছু মূর্তি উৎপন্ন হয়, প্রকৃতি তাহার যোনি (মাতৃস্থানীয়া), এবং আমি তাহার বীজপ্রদ পিতা।'

ভাগবতে ইহার সমর্থন আছে—

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যাম্ অধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্যম্ আধত্ত বীর্যবান্ ॥

ততোঽভবৎ মহৎতত্ত্বম্ * * ।—ভাগ, ৩।৫।২৬-৭

'কালপ্রাপ্ত হইলে অতীন্দ্রিয় শক্তিমান্ পরমাত্মা গুণময়ী মায়াতে আত্মভূত পুরুষরূপে বীর্যাধান করিলেন। তাহা হইতেই মহৎতত্ত্ব আবির্ভূত হইল।'

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্মিণ্যাং স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্যং সাঽসূত মহৎতত্ত্বং হিরণ্ময়ম্ ॥—ভাগ, ৩।২৬।১৯

'সেই পরম পুরুষ দৈববশে ক্ষুভিতধর্মী নিজযোনি প্রকৃতিতে বীর্যাধান করিলে, প্রকৃতি হিরণ্ময় মহৎতত্ত্ব প্রসব করিল।'

এ সম্পর্কে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ এইরূপ লিখিয়াছেন—

The Sankhya says, *Prakriti* is equally primordial with *Purusha*, being underived and independent. But if the womb of the eternal ground of *Prakriti* is not impregnated by the *Purusha*, there can be no experience. It is the influence of *Purusha*, which not only starts the evolution of Prakriti, but continually maintains it.

ইহা প্রাচীন উপদেশেরই প্রতিধ্বনি। ছান্দোগ্য উপনিষদে আমরা শুনিয়াছি যে, পর-দেবতা (পরমেশ্বর) জীবরূপে জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপের ব্যাকরণ করিলেন।

সেয়ং দেবতা ঐক্ষত অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি—ছান্দোগ্য, ৬।৩।২

অর্থাৎ, গীতার ভাষায়—

ময়া ততম্ ইদং সর্বম্ জগৎ অব্যক্তমূর্তিনা—৯।৪

ফলতঃ সাংখ্যেরা যে প্রকৃতিকেই সর্বেসর্বা এবং জগৎসৃষ্টির জন্য পর্যাপ্ত

মনে করেন, এ মত সমীচীন নহে। প্রকৃতি জগতের উপাদানকারণ বটে, কিন্তু নিমিত্তকারণ ভিন্ন একৈক যথেষ্ট নহে। এই জন্য বাদরায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ—১।৪।২৩

এবং প্রাপ্তে ব্রূমঃ। প্রকৃতিশ্চোপাদানকারণং চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকারণং চ—শঙ্করভাষ্য

নিমিত্তমেব ব্রহ্ম স্যাদ্ উপাদানং চ বীক্ষণাৎ—ভারতীতীর্থ

অর্থাৎ, 'ব্রহ্ম যে কেবল জগতের নিমিত্তকারণ, তাহা নহে—তিনি নিমিত্তকারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই।'

ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া চৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

মায়ার যে দুই বৃত্তি—মায়া আর প্রধান।

মায়া নিমিত্ত হেতু বিশ্বের, প্রকৃতি উপাদান॥

প্রকৃতির পরিণাম যে স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে না, যুক্তিদ্বারাও তাহা প্রমাণিত করা যায়। আমরা জানি, প্রকৃতি জগতের নির্বিশেষ উপাদান (homogenous root-matter)। সে উপাদান যখন নির্বিশেষ (homogeneous), তখন তাহার যে সাম্যাবস্থা (state of equilibrium), সে সাম্যাবস্থা স্থায়ী নয়, ভঙ্গুর (unstable equilibrium)। ভঙ্গুর সাম্যাবস্থা বলিলে সেই অবস্থা বুঝায়, যে অবস্থায় শক্তিসমূহের সামঞ্জস্য থাকে বটে, কিন্তু সে সামঞ্জস্য এতই ভঙ্গুর (unstable) যে, যদি আগন্তুক কোন শক্তি (তা' সে শক্তি যতই সামান্য হউক না কেন) তন্মধ্যে আপতিত হয়, তবে তখনই সেই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে এবং সেই নির্বিশেষ উপাদান পরিণামোন্মুখ হইয়া বিকারপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে ক্রমশঃ অবিশেষ হইতে বিশেষের আরম্ভ হয় এবং সেই বিশেষ ভাব উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতে থাকে এবং বিশেষ পর পর সবিশেষে পরিণত হয়।

এ সম্পর্কে দার্শনিকপ্রবর হার্বার্ট স্পেন্সর্ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

The condition of homogeneity is a condition of unstable equilibrium. The phrase 'unstable equilibrium' is one used in mechanics to express a balance of forces of such kind that the interference of any further force, however minute, will destroy the arrangement previously subsisting and bring about a totally different arrangement.

It is clear that not only the homogeneous must lapse into the non-homogeneous but that the more homogeneous must tend ever to become less homogeneous.—Herbert Spencer's First principles : The Instability of the Homogeneous, p. 358.

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্ ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন--

In সাম্যাবস্থা, 'গুণক্ষোভ' can only result from a nisus or elan. With the Sankhya, this disturbance (which sets up the process of evolution) is due to the action of the innumerable Purushas on Prakriti.

এই যে অতিরিক্ত শক্তি ('further force')—যাহার আগমন ভিন্ন নির্বিশেষ সবিশেষে পরিণত হইতে পারে না—সে শক্তি আসিল কোথা হইতে ? পরমেশ্বর হইতে—যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী (গীতা)—তিনিই পুরাণী প্রবৃত্তির প্রবর্তক।* অতএব প্রকৃতির পরিণাম কখনই স্বতঃসিদ্ধ হইতে পারে না।

এ সম্পর্কে আরও বক্তব্য আছে—আগামী অধ্যায়ে বলিব।

---

* When the three Gunas are in equilibrium, there is the one, the virgin matter, unproductive ; when the power of the Highest overshadows her and the breath of the Spirit comes upon her—the qualities are thrown out of equilibrium and she becomes the Divine Mother of the worlds.—Annie Besant.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈক্ষতে র্নাশব্দম্

বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হইয়া, প্রথমেই ব্রহ্মের স্বরূপের কথা তুলিয়াছেন—'জন্মাদি অস্য যতঃ' (১।১।২)—অর্থাৎ, জগতের 'সৃজন পালন, লয়, যাঁহা হ'তে সমুদয়'—তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের প্রমাণ কি? বাদরায়ণ বলেন—'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (১।১।৩)—শাস্ত্রাৎ এব প্রমাণাৎ জগতো জন্মাদি-কারণং ব্রহ্ম অধিগম্যতে (শঙ্করভাষ্য)। অর্থাৎ, ব্রহ্ম একমাত্র শব্দ-প্রমাণের গম্য। কিন্তু সাংখ্যেরা বলেন, জগতের জন্মাদির কারণ ব্রহ্ম নহেন—অচেতনা প্রকৃতি—'অচেতনং প্রধানং জগতঃ কারণম্'। অতএব আলোচনার আরম্ভেই বাদরায়ণকে সাংখ্যমতের নিরাস করিতে হইয়াছে। এ সম্পর্কে তাঁহার সূত্র এই—'ঈক্ষতে র্নাশব্দম্' (১।১।৫)। সাংখ্যের প্রধান বেদ-বোধিত নহে—উহা 'অ-শব্দ'—সাংখ্যদিগের পরিকল্পনা মাত্র। অধিকন্তু উহা যুক্তিরও বিরোধী। কি যুক্তি? ঈক্ষতেঃ—ঈক্ষিতৃত্ব-শ্রবণাৎ কারণস্য—যিনি জগৎ-কারণ, তিনি ঈক্ষাময়। জগতের মধ্যে তাঁহার ঈক্ষার, অভি-সন্ধির—তাঁহার Design-এর, Purpose-এর স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রুতিও পুনঃ পুনঃ এই ঈক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন—ঈক্ষা-পূর্বিকামেব সৃষ্টিম্ আচষ্টে। কোথায়? এবং হি শ্রূয়তে নিম্নোক্ত শ্রুতিবাক্যে—

সদেব সোম্য! ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাম্ প্রজায়েয় ইতি—ছান্দোগ্য, ৬।২।১,৩

স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি—ঐত, ১।১

স ঈক্ষাঞ্চক্রে স প্রাণম্ অসৃজত—প্রশ্ন, ৬।৩,৪

যদি বল, গৌণভাবে প্রধানেও ঈক্ষার উপচার হয় -উত্তর, 'হইতে পারে না'—যেহেতু শ্রুতিতে 'আত্ম'-শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে—

গৌণশ্চেৎ ন আত্মশব্দাৎ—১।১।৬

—যেমন ছান্দোগ্যের নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রদ্বয়ে—

অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি

—ছান্দোগ্য, ৬।৩।২

ঐতদাত্ম্যম্ ইদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা—ছান্দোগ্য, ৬।৮।৭

ঐ উভয় মন্ত্রেই আমরা 'আত্মন্' শব্দের প্রয়োগ পাইলাম। আত্মা কখনও অচেতন হইতে পারেন না।

সেইজন্য ঐ সকল শ্রুতি লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—

যা চ 'তদ্ ঐক্ষত বহু স্যাম্' ইত্যাদিঃ চেতন-কারণতা শ্রুতিঃ, সা সর্গাদৌ উৎপন্নস্য মহৎ-তত্ত্বোপাধিকস্য মহাপুরুষস্য জন্যজ্ঞানপরা

—৫।১২ সাংখ্যসূত্রের ভিক্ষুভাষ

পুনশ্চ—শ্রুতৌ অপি 'স ঈক্ষাংচক্রে, তদ্ ঐক্ষত' ইত্যাদৌ সর্গাদি-উৎপন্ন-বুদ্ধিত এব তদিতরাখিলসৃষ্টিঃ অবগম্যতে—১।৬৪ সূত্রের ভিক্ষুভাষ্য

ঐ যে মহাপুরুষ--যিনি মহত্তের স্রষ্টা—আত্মং তু মহতঃ স্রষ্ট্ৃ – তিনি ত' অচেতন নন—তিনি প্রজ্ঞাময়, ঈক্ষাময় –'তস্য জ্ঞানময়ং তপঃ'।*

আর যদি বুদ্ধিতঃ সৃষ্টি হয় (আমরা দেখিয়াছি ঐ বুদ্ধি—Cosmic

---

* Before the *Logos* began the work of the system, *He* created on the 'Plane of the Divine Mind', the system as it was to be from its commencement to its end. *He* created all the 'archetypes' of forces and form, of emotions, thoughts and intuitions, and determined how and by what stages each system should be realised in the evolutionary scheme of *His* system.

—C. Jinarajadasa's First Principles, p. 131

Mind এবং সেই জন্য তাহার নাম 'মহান্ আত্মা' †), তবে আর 'অজস্য প্রবৃত্তিঃ'* কিসে ? এ প্রসঙ্গে ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাট্‌স্কি বলিয়াছেন—

Manwantaric impulse commences with the re-awakening of Cosmic *ideation*, the Universal Mind, concurrently with and parallel to the primary emergence of Cosmic substance.—Secret Doctrine, vol I, p. 349

ভগবান্ মনুও এই মর্মে বলেন—

মনঃ সৃষ্টিং বিকুরুতে চোদ্যমানং সিসৃক্ষয়া—১।৭৫

পরমাত্মনঃ স্রষ্টুম্ ইচ্ছয়া প্রের্যমানং মনঃ (মহান্) সৃষ্টিং করোতি

—কুল্লূকভট্ট

তবে এ কথা ঠিক্ যে প্রকৃতির বিকার 'পরার্থ' বটে—It is for the sake of the Spirit that the world must be made flesh.

—Count Keyserling.

অর্থাৎ, It is for the sake of the self that *Prakriti* is progressively pluralised.

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এক সময় মনে করিতেন যে, প্রকৃতি অন্ধ—তাহার কোন ঈক্ষা বা অভিসন্ধি নাই। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক হাক্‌স্‌লি স্পষ্টাক্ষরে প্রচার করিয়াছিলেন—'Nature has no purpose or design.' অর্থাৎ, It is a mighty maze without a plan. এখন এ মত কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। দুই জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের অভিমত শুনুন—

There is evidence of mind at work, beneficient and

---

† সত্ত্বাৎ অধি মহান্ আত্মা—কঠ, ২।৩।৭

অব্যক্তাৎ চ মহান্ আত্মা সমুৎপদ্যতে পার্থিব।
প্রথমং সর্গম্ ইত্যেতদ্ আহঃ প্রাধানিকং বুধাঃ ॥—শান্তিপর্ব, ৩১০।১৬

* বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য ॥—কারিকা, ৫৭

contriving mind, actuated by purpose, a purpose inspired by a far-seeing insight, a deep understanding and adaptation to conditions.

—'Making of Man', by Sir Oliver Lodge.

The universe begins to look more like a great thought than a great machine. * * The universe shows evidence of a designing and controlling power that has something in common with our individual mind. * * The universe can be best pictured as consisting of pure thought of a mathematical Thinker.—Sir James Jeans.

আর একজন বৈজ্ঞানিকের উক্তি উদ্ধৃত করিতে চাই—হেকেল্ (Haeckel)—ইনি জড়বাদী বলিয়া খ্যাত।

Without the assumption of an atomic *Soul*, the commonest and the most general phenomena of chemistry are inexplicable. Pleasure and pain, desire and aversion, attraction and repulsion must be common to all atoms of an aggregate ; for, the movements of atoms which must take place in the formation and dissolution of a chemical compound can be explained only by attributing to them sensation and will.—— Haeckel in the Perigenesis of the Plastidule, cited in Martineau's Types of Ethical Theory, vol II, p. 339 (Third edition)

আর একজন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার্ রে ল্যাঙ্কাষ্টারের মুখেও আমরা 'Nature's predestined Plan'-এর কথা শুনিতে পাইয়াছি। তাঁহার উক্তি এই :—They justify the view that man forms a new

departure in the general unfolding of Nature's *predestined plan.*

এই প্রসঙ্গে ফরাসী দার্শনিকপ্রবর বার্গসোঁর (Bergson) উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য (বার্গসোঁ দার্শনিক হইলেও বিজ্ঞানে বেশ সুপ্রবিষ্ট)। তিনি বিবিধ যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, নিসর্গের অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন শক্তি ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, সেই 'Elan Vital'-এর একটা original impulse, একটা internal push, একটা প্রেষণা আছে, যাহার প্রেরণায় Creative Evolution সিদ্ধ হইতেছে। অর্থাৎ, ঐ Elan Vital কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই, নিখিল নিসর্গ অভ্রান্ত গতিতে সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় বিবর্তন-পথে অগ্রসর হইতেছে। বার্গসোঁর নিজের কথা এই—

(There is) an internal push that has carried life, by more and more complex forms to higher and higher *destinies.* * * It begins to be evident that there is something of the psychological order immanent in all things, low as well as high, which feels and strives and achieves.

বস্তুতঃ যদি নিসর্গের পশ্চাতে অভিসন্ধি (purpose) না থাকিত—যদি একথা ঠিক না হইত যে,

> মনে হয় কোন এক নিগূঢ় নিয়তি।
> যুগ যুগান্তর ধরি খুঁজে পরিণতি ॥
>
> —Yet I doubt not through the ages
> One increasing purpose runs.—Tennyson

—তাহা হইলে শঙ্করের ভাষায় 'জগদাক্ষ্যঃ প্রসজ্যেত'। সেই জন্য ম্যাডাম্ ব্ল্যাভাট্‌স্কি বলিতেন—'Universal Mind has to appear before there can be manifestation.'

মহামনীষী এমার্সন্‌ও ঐ মর্মে বলিয়াছেন—There is a Soul at the centre of Nature, অর্থাৎ, ঈক্ষা হইতেই বিশ্বের বিবর্তন।

এ প্রসঙ্গে আর দুই জন পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতের প্রতি লক্ষ্য করিতে চাই—Hobhouse, in the preface to the 2nd edition of his 'Mind in Evolution', urges that, mind in some form is the driving force of all evolution. Lloyd Morgan in his 'Emergent Evolution' attributes this function to God.

অধ্যাপক হাক্‌স্লি প্রকৃতির জগদ্‌ব্যাপারে কোন অভিসন্ধি খুঁজিয়া পান নাই—তিনি উপলব্ধি করেন নাই যে, ঐরূপ অ-দর্শনে 'জগদান্ধ্যাং প্রসজ্যেত'। সাংখ্যাচার্যেরা প্রকৃতিকে অন্ধ অচেতন বলিলেও নিজেরা অতটা অন্ধত্ব প্রকাশ করেন নাই।

প্রতিপুরুষবিমোক্ষার্থং স্বার্থ ইব পরার্থ আরম্ভঃ—কারিকা, ৫৬

বিমুক্ত-মোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য—সাংখ্যসূত্র, ২।১

পুরুষস্য বিমোক্ষার্থং প্রবর্ততে তদ্বৎ অব্যক্তম্—কারিকা, ৫৮

While the Sankhya does not admit that Prakriti *consciously* designs and executes any plan—it still holds that the development (evolution) of Prakriti is the execution of a plan designed to meet the ends of the Spirit—Prof. Radhakrisnan.

পুনশ্চ—If we admit the Sankhya view of Prakriti and its complete independence of *Purusha*, then it would be impossible to account for the evolution of Prakriti. * * Unintelligent Prakriti cannot spontaneously produce effects which serve the purposes of Purusha. Yet the

Sankhya theory admits the presence of *design* in the evolution ; for the final cause of the activity of Prakriti is to enable the Purushas to gain their freedom.

বস্তুতঃ সাংখ্যেরা প্রকৃতির 'unconscious but immanent teleology' দৃষ্টে বিস্মিত হইয়া—অন্ধ-পঙ্গু, অয়স্কান্ত মণি, ধেনুবৎ বৎসায়, উষ্ট্রের কুঙ্কুমবহন প্রভৃতি উপমান প্রয়োগ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা কিরূপ বিফল হইয়াছে—আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। প্রত্যুত—'Prakriti, though mechanical (in the Sankhya view effects results which strongly suggest the wisest computation of sagacity.'

—Prof. Radhakrisnan

তাই বাদরায়ণ বলিলেন—ঈক্ষতে র্নাশব্দম্।

এই সকল কথা বিবেচনা করিয়াই বোধ হয় মধ্যযুগের সাংখ্যাচার্যেরা (যথা বাচস্পতিমিশ্র, অনিরুদ্ধ, বিজ্ঞানভিক্ষু) প্রকৃতির ব্যাপারে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 'Later thinkers found it impossible to account for this harmony between the needs of Purusha and the acts of Prakriti and so attributed the function of guiding the development of Prakriti to God.'—Prof. Radhakrisnan

বাচস্পতি বলেন—ঈশ্বরস্যাপি ধর্মাধিষ্ঠানার্থং প্রতিবন্ধাপনয় এব ব্যাপারঃ।

'Vachaspati holds that the evolution of Prakriti is directed by an omniscient Spirit (পরমেশ্বর).'

অনিরুদ্ধও পুরুষের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

স দ্বিবিধঃ পরশ্চ অপরশ্চেতি। অপর পুরুষ=জীব। আর পর পুরুষ ?

বিষৈশ্বর্যবিশিষ্টঃ সংসারধর্মৈঃ ঈষদপি অসংস্পৃষ্টঃ পরঃ ভগবান্ মহেশ্বরঃ সকলজননাৎ বিধাতা (২।১ সূত্রের বৃত্তি)। অতএব পর পুরুষ পরমেশ্বরই জগৎ-যোনি—সাংখ্যোক্ত প্রসবধর্মী প্রকৃতি নহে।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতেও আদিপুরুষস্য সংযোগমাত্রেণ প্রকৃতেঃ মহৎতত্ত্ব-রূপেণ পরিণমনম্ (১।৯৬ সূত্রের ভিক্ষুভাষ্য) * * অখিলভোক্তৃসংযোগাৎ এব প্রধানেন মহদাদিসর্জনাৎ (৫।৯ সূত্রের ভিক্ষুভাষ্য)। এই আদি পুরুষ সম্পর্কে ভিক্ষু অন্যত্র (৩।৫৭ সূত্রের ভাষ্যে) লিখিয়াছেন—

স হি পরঃ পুরুষসামান্যং সর্বজ্ঞানশক্তিমৎ সর্বকর্তৃতাশক্তিমৎ চ। অর্থাৎ, ঐ পুরুষ = 'the general universal collective Purusha'—তিনি ব্যষ্টি নন, সমষ্টি-পুরুষ। 'বিজ্ঞানামৃতে' বিজ্ঞানভিক্ষু আর এক গ্রাম উঠিয়া নিজমত এইরূপে বিশদ করিয়াছেন—

প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যবাদিভ্যাং সাংখ্যযোগাভ্যাং পুরুষার্থ-প্রযুক্তা প্রবৃত্তিঃ স্বয়মেব পুরুষেণ আদ্য-জীবেন সংযুজ্যতে অয়স্কান্তেন লোহবৎ। অস্মাভিস্তু প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ ঈশ্বরেণ ক্রিয়তে।

অর্থাৎ, 'সাংখ্য ও যোগাচার্যেরা প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়া বলিয়া থাকেন যে, অয়স্কান্তের যেমন লৌহ-সংযোগ, সেইরূপ আদ্য জীব পুরুষের সহিত সংযুক্তা প্রকৃতির পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য স্বতঃ প্রবৃত্তি। আমরা বলি, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ ঈশ্বরের দ্বারাই সংঘটিত হয়।'

বার্গসোঁ নিসর্গের অন্তরালে ক্রিয়াশীল 'Elan Vital'-এর কথা বলিলেন। বুঝিয়া দেখিলে ঐ 'Elan Vital'-ই উপনিষদের 'প্রাণ'—যাহা অজর, অমর ও অক্ষর, যাহা 'বিশ্বস্য সংপতিঃ'। ঐ 'Elan Vital' যখন বৈচিত্র্যময় বিবর্তনের প্রেরক ও চালক, তখন উহা কখনই জড় বা অচিৎ হইতে পারে না। অতএব জগৎ কিছুতেই অন্ধ জড়শক্তির ব্যাপার নয়—ইহা চিন্ময়ের বিলাস। বিশ্বের চালকশক্তি প্রজ্ঞাময়ী, চিন্ময়ী, ঈক্ষাময়ী—যা দেবী সর্বভূতেষু প্রজ্ঞারূপেণ সংস্থিতা—ঐ শক্তি ভাগবতী শক্তি।

নিসর্গের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন ঐ অমোঘা ভাগবতী শক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বাই-বেলের ঋষি বলিয়াছেন—'It sweetly and mightily ordereth all things'—অকুণ্ঠ ও অমোঘভাবে নিখিল নিসর্গের উনি ব্যাপস্থাপন করিতে-ছেন। উপনিষদের ঋষিও ঐ মর্মে বলিয়াছেন—

যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ—ঈশ, ৮

—'চিরদিনের জন্য নৈসর্গিক ব্যাপারের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছেন।'

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া একজন পাশ্চাত্য দার্শনিক লিখিয়াছেন—

An all-pervading energy, operating wisely and beneficially according to fixed laws of its own.

অতএব এই ঈক্ষাময় জগৎ-ব্যাপার কখনই অচেতনা স্বতন্ত্রা প্রকৃতির কার্য হইতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বৈতে অদ্বৈত

আমরা দেখিয়াছি—এই বিবিধ বিচিত্র বিশ্বের বিশ্লেষণ করিয়া সাংখ্যেরা এক মহাদ্বৈতে উপনীত হইয়াছেন—প্রকৃতি ও পুরুষ, জড় ও চিৎ।

দ্রব্যং দ্বেধাবিভক্তং জড়ম্ অজড়ম্ ইতি।

এই দ্বৈত পরস্পর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।

The fundamental conception and ultimate assumption of the system is the dualism of Prakriti and Purusha. These exist together with and in one another, from eternity—two entirely distinct essences; but no attempt is made to derive them from a higher *unity* or to trace them back to it.—Prof. Deussen's Philosophy of the Upanisads, p. 240

ইহাই সাংখ্যশাস্ত্রের মর্মান্তিক ত্রুটি—সাংখ্য লক্ষ্য করেন না যে, 'the Real is neither mere Purusha nor mere Prakriti'.

সেইজন্য অধ্যাপক ডয়সন্ বলিয়াছেন—The more closely this system is investigated, the more unsatisfactory and incomprehensible, from a philosophic point of view, will it be found to be. কেন? Because Monism is the natural standpoint of philosophy.—Ibid, p. 244

তাহাই যদি হয়, তবে 'the dualistic realism of Sankhya is the result of a false metaphysics.'—Prof. Radhakrisnan

শ্রীশঙ্করাচার্যও প্রকৃতি-পুরুষের এই তথাকথিত স্বাতন্ত্র্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া গীতাভাষ্যে বলিয়াছেন—

অথবা ঈশ্বরপরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ জগৎ-কারণত্বং, ন তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রয়োঃ।

এ সম্পর্কে বেদান্তের বাণী এই—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্, দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈ র্নিগূঢ়াম্

—শ্বেতাশ্বতর, ১।৩

দেবস্য মহেশ্বরস্য পরমাত্মনঃ আত্মভূতাম্ অ-স্বতন্ত্রাং—ন সাংখ্যপরিকল্পিতপ্রধানাদিবৎ পৃথগ্ ভূতাং স্বতন্ত্রাং শক্তিং কারণম্ অপশ্যন্—শঙ্করভাষ্য

'In the Sankhya system, Nature (প্রকৃতি) is independent of the Spirit (পুরুষ), but in this Upanisad (শ্বেতাশ্বতর), Nature is entirely dependent upon God. "Sages given to meditation," it says, "have seen an energy belonging to the very nature of God, hidden by *gunas*." This is in fundamental opposition to the Sankhya position.'—Dr S. C. Sen's Mystic Philosophy of Upanisads, p. 14

ব্রহ্মসূত্রে ইহার সমর্থন পাওয়া যায়—

তদধীনত্বাৎ অর্থবৎ —১।৪।৩

পরমেশ্বরাধীনা তু ইয়ম্ অস্মাভিঃ প্রাগবস্থা জগতঃ অভ্যুপগম্যতে, ন স্বতন্ত্রা—শঙ্করভাষ্য

চেতনসম্বন্ধহীনং সাংখ্যাভিমতং প্রধানং স্বয়ম্ অচেতনং কার্যোৎপাদনক্ষমং ন ভবতি, অতঃ অনর্থকম্ এব। ঔপনিষদং তু প্রধানং অর্থবৎ ভবতি; কুতঃ? তদধীনত্বাৎ তস্য চেতনস্য পরমকারণস্য ব্রহ্মণঃ * * অধীনত্বাৎ

—শ্রীনিবাসভাষ্য

আমরা জানি—দার্শনিক 'দৃষ্টি' দ্বিবিধ—Materialistic and Spi-

ritualistic. অর্থাৎ, জড়বাদীর দৃষ্টি ও জীববাদীর দৃষ্টি। জড়বাদীর দৃষ্টিতে ম্যাটারই সর্বেসর্বা—এ মত কিন্তু সমীচীন নয়। জগৎ চিৎ-জড়ের গ্রন্থি—মহাজ্ঞানী গেটের ভাষায়, 'Matter cannot exist and be operative without Spirit nor Spirit without Matter'.

অর্থাৎ—সংযুক্তম্ এতৎ ক্ষরম্ অক্ষরং চ—শ্বেত, ১।৮

অন্যপক্ষে জীববাদী যে 'Idealism'-এর সুরে সুর মিলাইয়া বলেন, বিশ্বে একমাত্র বিজ্ঞানই সত্য—প্রতীতিমাত্রমেবৈতৎ ভাতি বিশ্বং চরাচরম্ (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)—এ মতও সমীচীন নহে। এ সম্পর্কে সাংখ্য-মতই গ্রহণীয়—অর্থাৎ, প্রকৃতির সহিত পুরুষের—চিতের সহিত জড়ের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রশ্ন এই প্রকৃতি ও পুরুষ—এই মহাদ্বৈতেই কি দার্শনিক চিন্তার বিশ্রান্তি, অথবা এই দোঁহাকে এক অদ্বয় একত্বে সমন্বিত করা যায়? এক কথায়, তত্ত্ব কি দ্বৈত না অদ্বৈত?

প্রথমতঃ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দিক্ হইতে এ প্রশ্নের আলোচনা করা যাক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত কি?

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলেন যে, এই বিবিধ, বিচিত্র, বিশাল বিশ্বের বিশ্লেষণ করিলে, আমরা স্থাবর ও জঙ্গম—এই দুই কোটিতে উপনীত হই। স্থাবর= Inorganic, আর জঙ্গম=Organic (উদ্ভিদ্ ও প্রাণী)।

জল, স্থল, অন্তরিক্ষ, ধাতু, শিলা, ক্ষিতি, বাষ্প, সাগর, ভূধর—এ সমস্তই স্থাবরের অন্তর্গত। আর বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, কীট, সরীসৃপ ও মানুষ—এ সমস্তই জঙ্গমের অন্তর্গত।

যে কিছু স্থাবর, তাহার বিশ্লেষণ করিলে আমরা molecule বা অণুতে উপনীত হই—এবং যে কিছু জঙ্গম তাহার বিশ্লেষণ করিলে আমরা cell বা কোষাণুতে উপনীত হই। ঐ অণু ও কোষাণুকে যদি আবার বিশ্লেষণ করি, তবে ন্যূনাধিক ৯২টি elements বা মূলভূত প্রাপ্ত হই—হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, পারদ, স্বর্ণ, রৌপ্য, গন্ধক, কার্বন্ প্রভৃতি।

অনেকদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা ঐ সমস্ত মূল ভূতের atom বা পরমাণুকে নিত্য ও পরস্পর স্বতন্ত্র মনে করিতেন। কিন্তু এখন এ মত পরিত্যক্ত হইয়াছে।

If appears more than possible that all the elements—oxygen, hydrogen, copper, tin and iodine for example—are but allotrophic modifications of one kind of matter, the 'Protyle' of Professor Crookes.—Sir William Ramsay.

এই কথাই ম্যাডাম্ ব্লাভাট্স্কি অনেক দিন পূর্বে বলিয়াছিলেন—

'There is only one fundamental element in the system. That one element undergoes numberless aggregations, dissociations and modifications, resulting in all the innumerable compound bodies.'

এই Fundamental Elementই Protyle—জগতের নির্বিশেষ (homogeneous) আদ্য উপাদান। সার্ অলিভার্ লজ্ (Lodge) উহাকে 'Uniform Ether of Space' বলিয়াছেন। এই প্রোটাইলই নিম্নভূমিতে আমাদের পরিচিত প্রকৃতি। সাংখ্যেরা ইহাকে জগতের অদ্বিতীয় উপাদান, 'অমূল মূল' বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন—'প্রকৃতেঃ আদ্যোপাদানতা। মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলং।'

বিজ্ঞান বলেন, এই প্রকৃতি বা Matter ছাড়া জগতে আর একটি দ্রব্য আছে—যাহার নাম শক্তি—Force, Energy। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় বটে, এই শক্তির অনন্ত ভেদ। কিন্তু ধীরভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভৌতিক-শক্তি যতই বিবিধ ও বিচিত্র হউক না কেন, তাহারা ছয়টি মাত্র বিভাগের অন্তর্গত—গতি, তাপ, আলোক, তাড়িত, চৌম্বক-শক্তি এবং রসায়ন-শক্তি, অর্থাৎ, Motion, Heat, Light, Electricity, Magnetism and Chemical Affinity.

এই শক্তি-ষট্‌কের লীলাক্ষেত্র স্থাবর জগৎ - সেই জন্য ইহাদের নাম Physical Force। কিন্তু জগতের মধ্যে আমরা আর একটি অভিনব শক্তির সাক্ষাৎ পাই—সে শক্তি প্রাণ-শক্তি বা Vital Force। বস্তুতঃ স্থাবর ও জঙ্গমের ইহাই মৌলিক প্রভেদ যে, স্থাবর প্রাণহীন এবং জঙ্গম 'প্রাণভৃৎ'—স্থাবর অপ্রাণী (Non-living) এবং জঙ্গম প্রাণী (Living)।

বিজ্ঞান অনেক দিন মনে করিতেন যে, প্রাণ-শক্তি জড়-শক্তিরই রূপান্তর। এ মত এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্রাণি-তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ফ্রেজার্ হ্যারিসের (Fraser Harris-এর) ভাষায়, এখন প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, "Between the living and the non-living, there is a great gulf fixed and no efforts of ours, however heroic, have as yet bridged it over."

অর্থাৎ,—

প্রাণী আর অপ্রাণীতে বহুত অন্তর।
দুঁহু মাঝে সেতু গড়া ব্যর্থ নিরন্তর॥

যাহাদের প্রাণ আছে—তাহাদের মধ্যে যেমন প্রাণশক্তি—সেইরূপ যে সকল জঙ্গমের মন আছে, তাহাদের মধ্যে জীবশক্তি বা Psychic Force। এই শক্তি নিশ্চয়ই অন্ধ জড়-শক্তি নয়—ইহা চিন্ময়, প্রজ্ঞাময়। অতএব ঐ শক্তিকে Force না বলিয়া Power বলাই সঙ্গত। দার্শনিক-প্রবর হার্বার্ট স্পেন্সর্ তাহাই বলিয়াছেন—

The Power which manifests itself in consciousness is but a differently conditioned form of the Power which manifests itself beyond consciousness.—Herbert Spencer's Ecclesiastical Institutions, p. 838.

অতএব আমরা দেখিলাম যে, শক্তি অষ্ট ভেদে বিভিন্ন—গতি, তাপ, আলোক, তাড়িত, চৌম্বক ও রসায়ন শক্তি এবং প্রাণ-শক্তি ও জীব-শক্তি।

অনেক দিন অবধি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের ধারণা ছিল যে, ঐ অষ্টবিধ শক্তি পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন—উহারা যে এক মহাশক্তিরই ভাবান্তর, এ তথ্য তাঁহাদের অপরিজ্ঞাত ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে সার্ উইলিয়ম্ গ্রোভ্ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, উক্ত ষড়্বিধ ভৌতিক শক্তিকে পরস্পর রূপান্তরিত করা যায়, অর্থাৎ, তাড়িত হইতে তাপ, আলোক, চৌম্বক শক্তি উৎপন্ন করা যায়; আবার তাপ, আলোক প্রভৃতিকে তাড়িতে রূপান্তরিত করা যায়। এই প্রক্রিয়ার তিনি নামকরণ করেন—শক্তির সমাবর্তন (Correlation of Physical Forces)। হেল্ম্হোট্স্ (Helmholts) এবং মায়ার্ (Myer) এই তত্ত্ব আরও বিশদ করেন। পরিশেষে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সর্ এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, কেবল ভৌতিক শক্তি নয়—প্রাণ-শক্তি ও জীব শক্তিও ঐ সমাবর্তন-বিধির অন্তর্ভুক্ত। সকল জাতীয় শক্তিই অন্য জাতীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। অর্থাৎ, ঐ অষ্টবিধ শক্তি এক মহা-শক্তিরই প্রকার ভেদ।

Each force is transformable directly or indirectly into others. They differ from each other chiefly in the character of the motion involved in the phenomenon.

—Dolbear

অনুধাবন করিলে বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের অনুকূল।

বেদান্ত বলেন—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ —গীতা, ১৫।১২

'আদিত্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজঃ আলোকরূপে দীপ্তি পায়, তাহা ব্রহ্মণ্যদেবেরই তেজঃ।'

তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ—গীতা, ৭।৯

'অগ্নিতে উত্তাপরূপে যে শক্তি প্রকাশ পায়, সে তাঁহারই।'

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা—গীতা, ১৫।১৩

'পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণরূপে যে শক্তির অভিব্যক্তি হয়, তাহা তাঁহারই।'

তিনিই —জীবনং সর্বভূতেষু—গীতা, ৭।৯

—'সমস্ত জীবে প্রাণশক্তি।'

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ—গীতা, ১৫।১৪

'তিনিই বৈশ্বানররূপে প্রাণীর দেহে অবস্থিত।'

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত!—গীতা, ১৩।৩

আবার 'সমস্ত ক্ষেত্রে তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিরাজিত।'

অতএব দেখা গেল যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে Matter ও Energy—জড় ও শক্তি-রূপ মহাদ্বৈতে উপনীত হইয়াছেন,—উহা প্রাচ্য দর্শনের পরিচিত প্রকৃতি ও পুরুষ। গীতায় ইহাদিগকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে। উপনিষদ্ বিবিধ সংজ্ঞায় এই দ্বৈতকে সংজ্ঞিত করিয়াছেন। কোথায়ও বলিয়াছেন—রয়ি ও প্রাণ, কোথায়ও অন্ন ও অন্নাদ, কোথায়ও অপ্ ও মাতরিশ্বা, কোথায়ও স্বধা ও প্রয়তি, আবার কোথায়ও প্রধান ও প্রত্যগাত্মা।

এই যে জড় ও শক্তি, Matter ও Energy—এক হিসাবে ইহারা সাংখ্যেরই প্রকৃতি ও পুরুষ। যাহা সাংখ্যের পুরুষ, তাহাই উপনিষদের ও গীতার ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রজ্ঞ পাশ্চাত্য দর্শনের Monad। সাংখ্যেরা যে ভাবে পুরুষের পরিচয় দেন,* তাহাতে ক্ষেত্রজ্ঞকে শক্তিকেন্দ্র বলা যায় না। অথচ বিবর্তনের জন্য Matter-এর সহিত Energy-র যোগ প্রয়োজন।

"No matter without force, no force without matter—Matter and Force are co-existent and inseparable.

* স আত্মা কেবলঃ শুদ্ধঃ নির্বিকারো নিরঞ্জনঃ।

গীতা-পাঠেও আমরা জানি –

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাৎ তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥—গীতা, ১৩।২৭

'স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ—প্রকৃতি ও পুরুষ—উভয়ের সংযোগজনিত জানিবে।'

সে যাহা হউক, আমরা যদি Matter-কে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি বলি এবং Energy-কে সাংখ্যোক্ত পুরুষ বলি, তবে প্রশ্ন এই, এই দোঁহাকে এক অদ্বয়তত্ত্বে একীভূত করা যায় কি না।

এ সম্পর্কে অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের কয়েকটি সুচিন্তিত বাণী আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

When the Sankhya breaks up the process of reality into its two articulations of the mechanism of matter and the freedom of spirit—it is to be noted that these reals are conceptual and not historical. * * If we start with an original unbridgeable chasm, the unity of the world cannot be rendered intelligible. * * The transparent duality rests upon some *unity* above itself.

তাই রাধাকৃষ্ণন্ বলেন—

They (প্রকৃতি ও পুরুষ) are aspects of a higher unity —distinctions within a whole. * * It is simply due to our *avidya* that we fail to recognise the ultimate *oneness* of Subject and Object. কারণ, if the two are independent, we would require a *tertium quid* to connect the two; but the two are really aspects of *one* ultimate Consciousness, (বিনি বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম). Failure to

recognise this ultimate unity is the fundamental mistake of the Sankhya theory.

এ প্রসঙ্গে মনস্বী বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার 'গীতারহস্যে' বলিয়াছেন—*

'গীতাতে প্রকৃতি ও পুরুষ অনাদি স্বীকৃত হইলেও এই বিষয়ে দৃষ্টি রাখা চাই যে, সাংখ্যদের ন্যায় গীতাতে এই দুই তত্ত্ব স্বতন্ত্র কিম্বা স্বয়ম্ভু বলিয়া স্বীকৃত নহে। কারণ, গীতাতে ভগবান্ প্রকৃতিকে আপন মায়া বলিয়াছেন (গীতা, ৭।১৪ ; ১৩।৩) এবং পুরুষ সম্বন্ধেও "মমৈবাংশো জীবলোকে" (গীতা ১৫।৭)—'উহা আমারই অংশ,' এইরূপ বলিয়াছেন। * * কিন্তু ভগবদ্গীতার প্রকৃতি ও পুরুষে বিশিষ্ট দ্বৈত স্বীকৃত নহে ; তাই মনে রাখা আবশ্যক যে, গীতাতে 'প্রকৃতি', 'পুরুষ', 'ত্রিগুণাতীত' ইত্যাদি সাংখ্যদিগের পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ একটু ভিন্ন অর্থে করা হইয়াছে ; কিম্বা ইহা বলিতে হয় যে, গীতাতে সাংখ্যের দ্বৈতের উপর অদ্বৈত পরব্রহ্মের ছাপ সর্বত্রই লাগাইয়া রাখা হইয়াছে। * * প্রকৃতি ও পুরুষের বাহিরে এই জগতের পরব্রহ্মরূপী একই মূলতত্ত্ব আছে এবং তাহা হইতে প্রকৃতি-পুরুষাদি সমস্ত সৃষ্টিই উৎপন্ন হইয়াছে।'

দ্বৈতবাদের ঐ সকল সঙ্কট লক্ষ্য করিয়া বেদান্তের ঋষিরা উপদেশ দিয়াছেন যে, দ্বৈতের পশ্চাতে এক অদ্বৈত আছেন। তিনি ব্রহ্ম - তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ (ছান্দোগ্য, ৬।২।১)—তিনি কেবল এক নন—তিনি অদ্বিতীয়—তিনি Unit এবং Unique.

ন তু তদ্ দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততোঽন্যদ্ বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ—বৃহ, ৪।৩।২৩

'তিনি ভিন্ন যখন দ্বিতীয় নাই, তখন তাঁহা হইতে ভিন্নকে কিরূপে দেখিবে ?'

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ স এবেদম্ সর্বমিতি—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত বঙ্গানুবাদ, ১৬৪ ও ১৭১ পৃষ্ঠা।

'তিনিই অধে, তিনিই উর্ধ্বে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই সম্মুখে, তিনিই দক্ষিণে, তিনিই উত্তরে,—তিনি ভিন্ন আর কোন কিছু নাই।'

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদ্ অস্তি ধনঞ্জয়!

ময়ি সর্বম্ ইদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥—গীতা, ৭।৭

আমা হ'তে পরতর নাহি কিছু ধনঞ্জয়!

আমাতে গ্রথিত বিশ্ব সূত্রে যথা মণিচয় ॥

অতএব Matter নয়, Spirit-ও নয়—ব্রহ্মই সর্বেসর্বা—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—ছান্দোগ্য, ৩।১৪।১

নো এতৎ নানা—কৌষীতকী, ৩।৮

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—বৃহ, ৪।৪।১৯

—এ বিশ্বে নানা, বহু, দ্বৈত নাইই নাই।

ঐ অদ্বিতীয় পরমাত্মা জড়ের ও চিৎ-এর পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগকে সংযমন করেন। অর্থাৎ, ঐ মহাদ্বৈত স্বতন্ত্র নহে—তাহারা ব্রহ্ম-পরতন্ত্র:

ক্ষরং প্রধানং, অমৃতাক্ষরং হরঃ

ক্ষরাত্মানৌ ঈশতে দেব একঃ।—শ্বেত, ১।১০

'এক অদ্বিতীয় দেব (পরব্রহ্ম) ক্ষর ও অক্ষর (প্রধান ও পুরুষ)—উভয়কেই শাসন করেন।'

ক্ষর ও অক্ষর, জড় ও চিৎ শুধু পরমাত্মার দ্বারা শাসিত নহে—উভয়ে তাঁহারই বিধা বা প্রকৃতি—modes of manifestation মাত্র। সেইজন্য তাঁহাকে 'প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ', 'প্রধানপুরুষেশ্বরঃ' বলা হয়—যতঃ প্রধান-পুরুষৌ (বিষ্ণুপুরাণ)। অর্থাৎ, ব্রহ্ম প্রকারী—চিৎ ও জড় তাঁহার প্রকার (modes)।* 'These two—consciousness and unconsci-

* এ সম্পর্কে দার্শনিকপ্রবর Spinoza-র একটি উক্তি আমাদের স্মরণীয়—

Finite things are *modi* of the Infinite Substance, mere variable states of God, are transitory forms of the unchangeable Substance,

ousness, are the two aspects of the one Becoming, i. e. correlative aspects of a Higher Synthesis'.

যাহাকে আমরা জড় বলি—উহা ব্রহ্মের অপরা 'প্রকৃতি' এবং যাহাকে আমরা চিৎ বলি—উহা তাঁহার পরা 'প্রকৃতি'।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা॥
অপরেয়ম্ ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥—গীতা, ৭।৪-৫

ভগবান্ গীতায় বলিতেছেন,—'আমার দুই প্রকৃতি – অপরা ও পরা। অপরা প্রকৃতি—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই অষ্টধা বিভক্ত। আর পরা প্রকৃতি,—জীবভূতা, যাহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।' ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য বলিয়াছেন,—'একমেব ব্রহ্ম নানাভূতচিদচিৎপ্রকারং নানাত্বেন অবস্থিতম্'—(সর্বদর্শনসংগ্রহ)।

মুণ্ডক উপনিষদে দেখা যায়, শৌনক মহর্ষি অঙ্গিরার নিকট প্রশ্ন করিলে—'কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি'—১।১।৩

'হে ভগবন্, কাহাকে জানিলে সমস্ত বিজ্ঞাত হয়'—অঙ্গিরা ব্রহ্মতত্ত্বের বিবরণ করিয়া বলিলেন, ব্রহ্মের বিজ্ঞান হইলে এ সমস্তই বিদিত হয়।

'আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইদং সর্বং বিদিতং ভবতি—বৃহ, ২।৪।৫

'পরমাত্মা বা ব্রহ্মের দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞানের দ্বারা এ সমস্তই বিদিত হয়।'

এই কথা সুবিশদ করিবার জন্য বৃহদারণ্যকের ঋষি কয়েকটি উপমানের (analogy-র) সাহায্য লইয়াছেন।

স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায়, দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ—বৃহ, ২।৪।৭

স যথা শঙ্খস্য ধ্মায়মানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায়, শঙ্খস্য তু গ্রহণেন শঙ্খধ্মস্য বা শব্দো গৃহীতঃ—বৃহ, ২।৪।৮

স যথা বীণায়ৈ বাদ্যমানায়ৈ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াদ্ গ্রহণায়, বীণায়ৈ তু গ্রহণেন বীণাবাদস্য বা শব্দো গৃহীতঃ—বৃহ, ২।৪।৯

অর্থাৎ, যেমন দুন্দুভি বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু দুন্দুভি গৃহীত হইলেই তাহার শব্দও গৃহীত হয় ; যেমন শঙ্খ বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শঙ্খ গৃহীত হইলেই তাহার শব্দও গৃহীত হয় ; যেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার বাহ্য শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা গৃহীত হইলেই তাহার শব্দও গৃহীত হয়—ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধেও সেইরূপ।

অর্থাৎ, যেমন নানা স্বরভেদ একই বাদ্যযন্ত্রের প্রকার বা বিধামাত্র, সেইরূপ বিশ্বের এই বিবিধ বৈচিত্র্য ব্রহ্মেরই বিধা বা প্রকারমাত্র।

যিনি ব্রহ্ম, যিনি পরমাত্মা—তিনি ঐ অক্ষর ও ক্ষর উভয়েরই অতীত—তিনি পুরুষও নহেন, প্রকৃতিও নহেন, চিৎও নহেন, জড়ও নহেন,—তিনি পুরুষোত্তম।

যস্মাৎ ক্ষরম্ অতীতোঽহম্ অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥—গীতা, ১৫।১৮

'পরমাত্মা ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতে উত্তম ; সেইজন্য লোকে ও বেদে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলে।'

এ প্রসঙ্গে লর্ড ব্যাল্‌ফোরের (Lord Balfour) একটি উক্তি স্মরণ করুন—Spirit and Matter are only names, differentiating two mentally recognisable states of the one Substance which alone has—nay, which alone is—Life—the one

Sole Reality, eternal, infinite, which substands all things—Itself unmanifest but made manifest through them.

বেদান্ত অন্যরূপেও এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বেদান্ত বলেন,—সৃষ্টি ও প্রলয় প্রবাহরূপে অনাদি—সৃষ্টির পর প্রলয়, আবার প্রলয়ের পর সৃষ্টি। প্রলয়ে কি হয়? প্রলয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ—উভয়ই পরমাত্মাতে বিলীন (latent) হয়।

প্রকৃতি যা ময়াখ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।

পুরুষশ্চাপ্যুভৌ এতৌ লীয়েতে পরমাত্মনি॥—বিষ্ণুপুরাণ, ৬।৪।৩৮

উপনিষদ্‌ও এই কথাই বলিয়াছেন—

'অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি।'

'অক্ষর তমসে লীন হয়। তমঃ পরমাত্মায় একীভূত হয়।' (তমঃ প্রকৃতির একটি পারিভাষিক নাম)।

অন্যত্র—তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি—ঈশ, ৪

'তাঁহাতে (ব্রহ্মে) পুরুষ অপ্‌কে (প্রকৃতিকে) আহিত করে।'

অতএব আমরা দেখিলাম, প্রলয়ে প্রকৃতি ও পুরুষ—Matter ও Energy—পরমাত্মায় বিলীন হয়। সেই জন্য পরমাত্মার একটি সার্থক নাম নারায়ণ।

নারায়ণ=নারের অয়ন (আশ্রয়)। নার অর্থে কারণার্ণব (প্রকৃতি) (আপো নারা ইতি প্রোক্তাঃ—মনু) এবং নার অর্থে নরের (ক্ষেত্রজ্ঞের) সমূহ। ব্রহ্ম প্রকৃতি এবং পুরুষ—উভয়েরই নিধান। তিনিই সদেব সোম্য! ইদমগ্র আসীৎ—ছান্দোগ্য, ৬।২।১

এই প্রসঙ্গে লর্ড ব্যাল্‌ফোরের 'Theism and Thought'-গ্রন্থ হইতে কয়েকটি সুচিন্তিত বাণী উদ্ধৃত করিতে চাই।

If then, we think of a time which (logically) prece-

ded all volution (involution or evolution), some point in the absolute 'Now' i. e. Reality, apart from the idea of duration, when, for purposes of so-called Creation, this Supreme Individuality determined voluntarily to subject Itself to conditions (e. g. of time, space and causality)—does it not follow that the beginnings of manifested life would represent the Divine Nature (including Its consciousness) under conditions so complex as practically to neutralise all its inherent activities—a stage which may perhaps best be described as consciousness at its functional zero ?

ইহাই প্রলয়ের অবস্থা। কিন্তু প্রলয়ের অবসানে যখন নারায়ণ যোগ-নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হন, তখন তাঁহার মধ্যে সিসৃক্ষার উদয় হয়—স ঐক্ষত একোঽহং বহু স্যাম্—এক আমি বহু হইব। ইহাকে ঋগ্বেদের ঋষি মহেশ্বরের 'কাম' বলিয়াছেন—

কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি।

ঐ কামনার উদয়ে সেই functional zero-র প্রচ্যুতি হইয়া অপরা ও পরা প্রকৃতির আবির্ভাব হয়। যেমন লৌহে (soft iron-এ) magnetism-এর positive ও negative ভেদ যোগনিদ্রায় একীভূত থাকে—কিন্তু সেই লৌহ তাড়িত প্রবাহের বৃত্তের মধ্যে আসিলে, সুপ্ত চৌম্বক-শক্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া পুং ও স্ত্রী (positive ও negative)-ভেদে ভিন্ন হয় ; সেইরূপ ব্রহ্মে সৃষ্টির প্রবৃত্তি প্রসৃত হইলে, তাঁহার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইয়া অপরা প্রকৃতি (প্রধান) ও পরা প্রকৃতি (পুরুষ বা ক্ষেত্রজ্ঞের) আবির্ভাব হয়।

যা পরাপরসংজ্ঞিতা প্রকৃতিস্তে সিসৃক্ষয়া — ব্রহ্ম পুরাণ

অতএব এ কথা নিশ্চিত যে, পুরুষ ও প্রকৃতি বিশ্বের চরম দ্বৈত

(Ultimate Duality) নহে। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—সেই সত্যস্য সত্যং ব্রহ্মণ্যদেবই একমাত্র সৎ—তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্‌—তিনিই সর্বে সর্বা।

অহম্‌ একোঽনন্তমিত-প্রকাশরূপোঽস্মি তেজসাং তমসাম্‌।
অন্তঃস্থিতানি মমান্তঃ তেজাংসি তমাংসি চৈকস্য॥

ঐ 'তেজাংসি'ই সাংখ্যের বহু পুরুষ এবং ঐ 'তমাংসি'ই ব্যক্তাব্যক্ত প্রকৃতি। উভয়ই সেই একমেবাদ্বিতীয়ের অন্তঃস্থিত।

সমাপ্ত